দীক্ষা ও সাধনা।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
অনন্তপুর, (নদীয়া।)

১৩১৫।

মূল্য ১॥০ (দেড় টাকা)

৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর প্রেস" হইতে
শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

দীক্ষা-গ্রহণ হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অদীক্ষিত হিন্দু অস্পৃশ্য। দীক্ষা গ্রহণ সকলেই করেন,—কিন্তু দীক্ষা গ্রহণের যথোপযুক্ত ফলভোগী বড় কেহ হয়েন না। অজ্ঞান অন্ধকার বিদূরিত করিয়া মন্ত্রযোগ শিক্ষা দান করেন, এমন গুরু দেশে এখন অতি বিরল। একটি অনুস্বার-যুক্ত বর্ণ শিষ্যকর্ণে প্রদান করিয়া বার্ষিক আদায়ের চিরসত্ত্ব সংস্থাপনপূর্ব্বক গুরুদেব বিদায় গ্রহণ করেন। যে জন্য মন্ত্র গ্রহণ, তাহার কিছুই হয় না। তাই হিন্দুর জন্য—দীক্ষিতের জন্য—আধ্যাত্মতত্ত্ব-পথে গমনকারীর জন্য এই গ্রন্থ সংগৃহীত ও প্রচারিত হইল।

শিষ্যদিগকে যাহা মন্ত্রদাতা গুরুর নিকটে শিখিতে হয়, এবং গুরুকেও যাহা গুরু হইবার পূর্ব্বে শিখিতে ও গুরু হইয়া শিষ্যকে শিখাইতে হয়, সেই সকল বিষয় এই গ্রন্থে যত্নপূর্ব্বক লিখিত হইল।

এতদ্‌গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে অনেক তন্ত্র, অনেক পুরাণ এবং অনেক ভক্তি গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইয়াছে, স্থানাভাব জন্য সকল গ্রন্থের নামোল্লিখিত হয় নাই।

এই গ্রন্থদ্বারা যদি কোন হিন্দুর কিছুমাত্র উপকার হয়, শ্রম সফল জ্ঞান করিব, ইতি।

অনন্তপুর।
১৩১৩, ৩১এ জ্যৈষ্ঠ। } শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বাঙ্গালী-জীবনে শুভ শক্তি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী অসার উপন্যাস পাঠ করিয়া, অলীক রহস্য-কথা পাঠ করিয়া আলস্যে সময় কাটাইতে আর এখন ভালবাসেন না। তাঁহারা এখন কিসে মানুষ হইব, কিসে ইহকাল-পরকালের উন্নতিসোপানে আরূঢ় হইব, সেই অনুসন্ধানেই চেষ্টিত হইয়াছেন,—বলা বাহুল্য, ইহা বঙ্গবাসীর কল্যাণ-যুগ।

তিনমাসের মধ্যে দীক্ষা ও সাধনা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। এবারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে আমূল সংশোধন ও কয়েকটি বিষয় নূতন সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইল। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দীক্ষিত হইয়া যদি তাহার কাজ করা না হইল, তবে দীক্ষা গ্রহণ করা না করা সমান। আশা আছে, এই গ্রন্থ-সাহায্যে সে কাজের অনেক সুবিধা হইবে। তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে ক্রুটী করি নাই,—ফল কতদূর হইয়াছে, পাঠকগণ বিচার করিবেন। ইতি—

অনন্তপুর।
১৩১৪, ১৫ই ভাদ্র।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দীক্ষা ও সাধনা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের প্রমাণ।

যে দেশবাসী হউক; যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক, ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ, সুস্থ বা রোগী যেমন অবস্থাই লাভ করুক, মানুষ ধর্ম্মচিন্তা করিয়া থাকে। যাহারা আস্তিক তাহারাও ধর্ম্মচিন্তা করে; যাহারা নাস্তিক, তাহারাও ধর্ম্মচিন্তা করিয়া থাকে। যাহারা আস্তিক, তাহারা চিন্তা করিয়া যাহা স্থির করে, নাস্তিকেরা চিন্তা করিয়া তাহার বিপরীত স্থির করে;—উভয়ে উভয় পথে গমন করে। ফল, চিন্তা করে সকলেই। ধর্ম্ম-চিন্তা মানুষের প্রজ্ঞাশক্তির অমোঘ ফল। মানুষ ধর্ম্মচিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। যাহারা আস্তিক, তাহারা ধর্ম্মচিন্তা করিয়া তাহার আচরণ করে, যাহারা অবিবেকের অন্ধকারে সেই চিন্তাকে মলিন ও দূষিত করিয়া লয়, তাহারা চিন্তা করে, কিন্তু আচরণ করে না; আচরণ করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলে। পিপাসাপীড়িত-কণ্ঠে পথিকগণ জলাশয়ের নিকট গিয়া, কেহ পান করিয়া পিপাসিত অলিত

কণ্ঠ শীতল করে,—কেহ জলাশয়ে নামিয়া, জল ঘুলাইয়া পঙ্ক তুলিয়া জ্বলিত কণ্ঠ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া শুষ্ক-কণ্ঠে ছুটিয়া বেড়ায়; কিন্তু পিপাসা উভয়েরই—আকাঙ্ক্ষা উভয়েরই। কেহ বা জল পাইয়া পান করিয়া পিপাসিত কণ্ঠ শীতল করিয়া লয়, কেহ বা পঙ্ক তুলিয়া ফিরিয়া আসিয়া, পিপাসু জীবনের মহাকষ্ট লইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে।

ধর্ম্ম, দেশবিশেষে, জাতিবিশেষে, অবস্থাবিশেষে বিভিন্ন-আকারে প্রচলিত আছে। ধর্ম্ম, গুণভেদে, আচারভেদে, মানব-মানবীর প্রকৃতিভেদে, সাধন রূপে বিভিন্ন ভাবে আচরিত হইয়া থাকে। এক দেশের যাহা আচরণ, যাহা ধর্ম্ম, অপর দেশের তাহাতে অধর্ম্ম। এক জাতির পক্ষে যে ধর্ম্মাচরণ করিলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়, অপর জাতির সে কার্য্য করিলে নরকের দ্বার তাহার ভীমবাহু লইয়া জড়াইয়া ধরিতে আইসে। এক ব্যক্তির যে ধর্ম্ম আচরণ করিলে আত্মোন্নতি হয়, অপর ব্যক্তির তাহা করিলে আত্মগ্লানির অন্ধকারে সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া পড়ে।

কিন্তু সকলেরই ধর্ম্ম আছে, সকলেরই ধর্ম্মচিন্তা আছে, সকলেরই ধর্ম্মাচরণ আছে। মুসলমান জবাই করিয়া, কাফের মারিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন। খৃষ্টিয়ান্ পরোপকার করিয়া, আত্মরক্তে পাপীর পাপ বিদূরিত করেন। হিন্দু জবাই দেখা, নরহত্যা করা দুষণীয় বা অধর্ম্ম জ্ঞান করেন। হিন্দুর মন্ত্র-তন্ত্র, হিন্দুর পূজা-আহ্নিক দেখিয়া খৃষ্টিয়ান্ লজ্জায় অধোবদন হয়েন। বৈদিক উদাত্তাদি স্বরে বৈদিক-গাথা গান করত যজ্ঞাগ্নিতে হবির্দ্দান করিয়া স্বর্গ কামনা করেন, নিষ্কামী তাহাতে আত্মগ্লানি মনে করেন। কর্ম্মী কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্মসঞ্চয় এবং আত্মপ্রসাদ লাভ

করেন,—যোগী ও সন্ন্যাসী কর্ম্মত্যাগের জন্য সহস্র চেষ্টান্বিত। ফলকথা, ধর্ম্মের সাধনোপায় সহস্র প্রকার,—আচারপদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার। কিন্তু ধর্ম্ম লাভ করা, ধর্ম্ম সঞ্চয় করা এবং অধর্ম্ম হইতে দূরে যাওয়াই সকলের উদ্দেশ্য।

এস্থলে কথা উঠিতে পারে যে, ধর্ম্মই যদি সকলের উদ্দেশ্য,—ধর্ম্ম লাভই যদি সকলের লক্ষ্য, তবে পথ বিভিন্ন কেন? একের যাহাতে অধর্ম্ম, অপরের তাহাতে ধর্ম্ম হইবে কেন? তবে কি ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রকারের? ধর্ম্ম কি বহুপ্রকার?

তাহা নহে। ধর্ম্ম এক এবং অনাদি। তবে ধর্ম্মের স্তরভেদ আছে। যে জাতি বা মানব, ধর্ম্মের যে স্তরের অধিকারী, তাহার সাধন-পথ সেই প্রকার। গুণভেদে সাধন-ভেদ।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতি-সম্ভবাঃ।

প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উৎপত্তি হয়। জীবদেহ ঐ তিন গুণেরই আধার। তবে কাহাতেও বা সত্ত্বগুণের আধিক্য, কাহাতেও বা রজোগুণের আধিক্য, কাহাতেও বা তমোগুণের আধিক্য। যাহার যেরূপ গুণাধিক্য, তাহার প্রবৃত্তিও সেইপ্রকার। প্রবৃত্তি অনুসারে সাধন মার্গ অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই গুণ এবং গুণ হইতে প্রবৃত্তি আবার বংশগত। বৈদিকতন্ত্রে এই গুণ, বংশ বা জাতিগত ভাবে অনুক্রামিত হইয়া থাকে। মিষ্ট আম্রের বীজে মিষ্ট আম্রই জন্মিয়া থাকে। ধান্যের বীজে ধান্যের চারা জন্মে, সর্ষপ বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। অতএব গুণ-বিভেদেই ধর্ম্ম পন্থার বিভাগ হইয়া থাকে। গুণ-বিভাগেই জাতিবিভাগ; কাজেই প্রত্যেক জাতির ধর্ম্মাচরণের বিধি-ব্যবস্থার প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে গুণে যাহার জন্ম, তাহাকে সেই প্রকার কার্য্যেই আসক্ত হইতে হয়; কাজেই তাহাকে আসক্তির আগুন নির্ব্বাপিত করিবার জন্য—কার্য্যকরণেচ্ছা বিদূরিত করিবার জন্য, সেইরূপ আচরণে পরিলিপ্ত হইতে হয়। ধর্ম্মাচার্য্যগণও তাহাদিগের জন্য সেই প্রকার ধর্ম্ম-পন্থা নির্ব্বাচন করিয়া রাখিয়াছেন। বালিকা উন্নত ধর্ম্মের কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহার ধারণায় আসে না, তাই তাহার জন্য 'পুন্নিপুকুর' 'যমপুকুর' 'সেঁজুতি' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রতাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। কিশোরীর জন্য 'কলাছড়া' 'ধনগছানে' প্রভৃতি ব্রত এবং যুবতীর সংযমের জন্য উপবাসাদি সম্বলিত পৌরাণিক ব্রত-বিধানের ব্যবস্থা আছে। যখন যেমন বুদ্ধি, যেমন গুণ, যেমন ভাব প্রস্ফুটিত, তখন তাহার জন্য তেমনই ব্যবস্থা,—তেমনই বিধি। মানুষ একজন্মের জন্য নহে,—জন্ম জন্ম সে এই কর্ম্মক্ষেত্রে যাতায়াত করিতেছে,—জন্মজন্মের কর্ম্মশক্তি বা সংস্কার তাহাকে আশ্রয় করিয়া চলিতেছে,—জন্মজন্মের প্রজ্ঞা তাহার মস্তিষ্ক-কোটরের স্তরে স্তরে নিবদ্ধ রহিয়া যাইতেছে,—কাজেই মানুষের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বা ধর্ম্মকরণেচ্ছা একদিনের নহে। তবে সেই শক্তি, সেই সংস্কার যাহার যে প্রকার,—তাহার সেই প্রকার গুণ লইয়া জন্ম। এই গুণেই জন্ম ও জাতি।

যাহার যে গুণে জন্ম, তাহার ধর্ম্মাচরণ তদ্রূপেই করিতে হইবে, নতুবা গুণের ক্ষয় হয় না।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; ৩ অ, ৩৩,—৩৫ শ্লোঃ।

"জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন; অতএব যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্ত্তী, তখন ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে কি হইতে পারে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে,—ঐ উভয়ই মুমুক্ষুর প্রতিবন্ধক, অতএব উহাদের বশবর্ত্তী হইবে না। সম্যক্ (সুন্দররূপে) অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ—স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।"

যে ধর্ম্মের যে ব্যবস্থা, তদ্ধর্ম্মাবলম্বীর তদাচরণ করাই কর্ত্তব্য। তাহারা যে গুণ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের জাতিগত গুণালোচনা করিয়া তাহাদের ধর্ম্মাচার্য্যগণ সেই গুণের ক্ষয়ের জন্য সেই প্রকার ধর্ম্মেরই বিধি-ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ উচ্চধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে বলিয়া নিম্নতম শূদ্রকেও যে তাহাই করিতে হইবে, তাহা নহে। সে যেমন গুণ লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাকে তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানুষ এক-জন্মের নহে। ইহ জন্মের শূদ্র, কর্ম্মফলে পরজন্মে ব্রাহ্মণ হইতে পারেন; ইহজন্মের ব্রাহ্মণ, কর্ম্মফলে পরজন্মে শূদ্রাধম হইয়া জন্মিতে পারেন।

প্রত্যেক মনুষ্যের জন্যই ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপথ নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। যে মানুষ হইয়া ধর্ম্মাচরণ করে না, সে মনুষ্য-নামের অযোগ্য।

সম্প্রদায় ভেদে, জাতি ভেদে, প্রবৃত্তি ভেদে ধর্ম্মের আচরণ সম্বন্ধে যে পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা গুণের জন্য; সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—কিন্তু এই গুণের ক্ষয়ান্তে সকলের জন্যই এক মহান্ উদার ও বিরাট্ ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রতিভাসিত হইয়া আছে, যাহার অনুভূতি-আনন্দ সকল ধর্ম্মেরই মজ্জাস্বরূপে বিরাজিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংস্কার ও প্রজ্ঞা।

আহার, নিদ্রা, ভয় এবং বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধীয় প্রবৃত্তির পরিচালনায় মানুষ ও পশুতে কোন প্রভেদই পরিলক্ষিত হয় না। মানুষ তাহার প্রাগুক্ত প্রবৃত্তি-সমূহের পরিচালনাতে যে প্রকার কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন, ইতর জীবেও তাহার কোন ত্রুটী দেখিতে পাওয়া যায় না।

মানুষ ও পশুর এই প্রবৃত্তি প্রকৃতি-প্রদত্ত। ইহাকেও সংস্কার বলা যায়। সংস্কারের ইংরেজী নাম Instinct। এই সংস্কার সহজাত অর্থাৎ জন্মসহকারে লব্ধ। ইহা শিক্ষা দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হয় না। প্রকৃতি জীবকে হাত, পা, দাঁত, নখর প্রভৃতি প্রদান করিয়া, তাহাদের ব্যবহার প্রণালীও জানাইয়া দেন। ব্যাঘ্র বড় বড় নখর পাইয়া তাহার ব্যবহার জন্য কখন শিক্ষকের অধীনতা স্বীকার করে নাই। গরু, মিষ্টান্ন পরিত্যাগ করিয়া নব-দূর্ব্বাদল চর্ব্বণ করিবার প্রণালী শিক্ষা জন্য কাহারও দ্বারস্থ

হয় নাই। হংসশাবক জলে ভাসিয়া বেড়াইবার জন্য সন্তরণপটু কোন শিক্ষককে বেতন প্রদান করে নাই—ইহা সহজাত সংস্কারের বলেই ঘটিয়া থাকে। মানুষকে সম্পূর্ণ শিক্ষাবিরহিত করিয়া রাখিলেও আহার, ভয়, নিদ্রা এবং অপত্যোৎপাদনে অক্ষম হইবে না,—ইহা সহজাত সংস্কার।

কিন্তু এই সহজাত সংস্কার কোথা হইতে জীবে অধ্যাসিত হয়? জন্মজন্মান্তরের স্মৃতি হইতে। জীবে এই স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে, বলিয়াই জীব তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। এ সকল কথা আমি ইতঃপূর্ব্বে একবার বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করিলাম। *

সহজাত সংস্কারকে অদৃষ্টও বলা যাইতে পারে। অদৃষ্ট জীবকে যে পথে লইয়া যায়, জীব সেই পথেই যায়। তাহার বিচারশক্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান বা কোন প্রকার স্বাধীনতাই থাকে না। সহজাত সংস্কারের অধীন হইয়া জীব পরিচালিত হয়, যাহারা ইহার বশীভূত, তাহাদের কিছু মাত্র স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য নাই,—তাহারা সর্ব্বতোভাবেই সহজাত সংস্কারের অধীন,—সংস্কারের অধীনভাবে না চলিয়া তাহাদের উপায় নাই। সংস্কার যে পথে চালিত করে, জীব সেই পথেই চলিয়া থাকে,—অন্য পথে যে চলিতে পারা যায়, এমন ধারণাও তাহাদের হয় না। গরুর ঘাস না খাইলেও রোমন্থন না করিলে উপায় নাই, বাঘের পক্ষে হিংসা পরিত্যাগ ও হবিষ্য ভোজন একেবারে অসম্ভব ;—মৌ-মাছিকে ফুলের গন্ধে আকুল হইয়া উড়িতেই হইবে, এবং মধুসংগ্রহ করিয়া চক্র নির্ম্মাণ

* মৎপ্রণীত 'যোগ ও সাধন-রহস্য' নামক গ্রন্থে 'অভিব্যক্তিবাদ' ও 'প্রজ্ঞাবাদ' নামক প্রবন্ধ দ্বয় দ্রষ্টব্য।

করিতেই হইবে। পিপীলিকাকে অজ্ঞাতসারে বিনা কারণে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেই হইবে, সে হয়ত জানেই না, কি উদ্দেশ্যে সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সহজাত সংস্কারের প্ররোচনায় তাহারা যাহা করিতে হয়, তাহাই করিয়া যাইতেছে; কিন্তু কেন করিতেছে, কি উদ্দেশ্যে করিতেছে, না করিলে কি হয়, এ সকল তত্ত্বকথা তাহাদের মনে কখনও উদিত হয় না। সংস্কার যে পথে লইয়া যায়, তাহারা সেই পথে চালিত হইয়া থাকে। এই সংস্কারকে অন্ধসংস্কার বা বিচারবর্জ্জিত সংস্কার Blind বলে। এই সংস্কারে চালিত হইয়া যাহারা বিচরণ করে, তাহাদিগের ইচ্ছার স্বাধীনতা Ereedom of will নাই, এবং তাহাদের দায়িত্ব Responsibility নাই। তাহাদের চেষ্টা অনেকটা যন্ত্রের মত নিয়ম-বদ্ধ Mechanical। কাজেই তাহাদের নীতি ও ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রভৃতির প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন থাকিলেও তাহারা তাহার ধারণা করিতে পারে না।

কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের জন্য ধর্ম্মসাধনার একান্ত প্রয়োজন। যে মানুষ ধর্ম্মসাধনা করে না, সে পশু হইতে বিভিন্ন নহে। অধিকন্তু পশুগণ ধর্ম্মসাধনা না করিলে, তাহাদের কোন ক্ষতি নাই; কেন না ধর্ম্মচিন্তা বা সাধনা করিবার উপায় তাহাদিগের নাই। তাহারা কেবলই সহজাত সংস্কারের বশবর্ত্তী,—তাহারা প্রকৃতিজ গুণই বল, আর সহজাত সংস্কারই বল, আর প্রকৃতির অধীনতাই বল, সর্ব্বথা তাহারই অধীন হইয়া আছে; তাহাদের নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই,—কিন্তু মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ, মানুষের যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে,—যথেষ্ট যথেচ্ছ বিচরণের ক্ষমতা আছে।

মানুষ সংস্কারের বশবর্ত্তী নহে, এমন নয়। জীবনরক্ষা, আহার, নিদ্রা, সন্তানোৎপাদন প্রভৃতিতে যে সকল প্রবৃত্তির প্রয়োজন, তাহা তাহার সহজাত সংস্কার। অন্যান্য পশুতে যেমন আছে, মানুষেও তেমনই আছে। পশুগণ যেমন আহার করে, নিদ্রা যায়, প্রবৃত্তির তাড়নায় সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন করে, এবং শত্রু দেখিলে ভীত হয়, ক্রোধ হইলে অপরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়,—মানুষও তেমনই করিয়া থাকে। পশুও ঐ সকল ব্যাপার সংস্কার-চালিত হইয়া করে, মানুষও সংস্কার-চালিত হইয়া করে। সংস্কারের মোহাবর্ত্তে পতিত না হইলে, কেহ ইচ্ছা করিয়া জ্বালাময় সংসারের তরঙ্গ-তাড়নে পড়িয়া হাবুডুবু খাইত না। এই সকল বিষয়ে মানুষে ও পশুতে কোন প্রভেদ নাই। মানুষের এই বৃত্তিগুলি পাশববৃত্তি,—পশুও সংস্কারের বলে এই বৃত্তিগুলি লইয়া যেমন ছুটাছুটি করে, মানুষও তাহাই করিয়া থাকে। এই সমুদয় স্থলে মানুষও সংস্কারের দাস, পশুও সংস্কারের দাস। মানুষও প্রবৃত্তির অধীন, পশুও প্রবৃত্তির অধীন। উভয়েরই কোন স্বাতন্ত্র্য নাই।

কিন্তু মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। মানুষের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, পশুর তাহা নাই,—তাই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, পশুর তাহা নাই,—তাই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। মানুষের বিচার-বুদ্ধি আছে, পশুর তাহা নাই,—তাই মানুষ পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্মজ্ঞান আছে বলিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব এবং তাহাতেই মানুষ পশু হইতে বিভিন্ন।

ধর্ম্মজ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্তি। পশুর এ বৃত্তি নাই। ইংরেজীতে এই বৃত্তির নাম Reason, বাঙ্গালায় প্রজ্ঞা। সংস্কার আর

প্রজ্ঞা দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রজ্ঞাকে পুরুষকারও বলা যাইতে পারে। যাহা স্বাধীন বৃত্তি, তাহাই পুরুষকার। প্রজ্ঞা ভূয়োদর্শন বা অতীত কালের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রজ্ঞার দৃষ্টি ভবিষ্যৎ কালের ভরসার উপর স্থির ভাবে বর্ত্তমান। সংস্কারের সহিত এই অতীতের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যতের ভরসার কোন সম্পর্ক নাই। সংস্কার সম্পূর্ণ ভাবে অন্ধ, কিন্তু প্রজ্ঞা পূর্ণমাত্রায় চক্ষুষ্মতী।

পশুর সংস্কার আছে, প্রজ্ঞা নাই; তাই সে যন্ত্রচালিত পুত্-লের ন্যায় সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, সংস্কারের তাড়নায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। মানুষের সংস্কারও আছে, প্রজ্ঞাও আছে,—তাই তাহাকে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইতে হয়, কিন্তু প্রজ্ঞাবলে তাহাকে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে হয়,—পশুর প্রজ্ঞা নাই, কাজেই তাহাকে সংস্কারবশে প্রবৃত্তির দাস হইয়া পশুলীলা সমাপ্ত করিলে দায়ী হইতে হইবে না,—সে যাহা পায় নাই, তাহার জন্য সে দায়ী হইতে যাইবে কেন? কিন্তু মানুষ সংস্কারও পাইয়াছে, প্রজ্ঞাও পাইয়াছে,—সে যদি কেবলই সংস্কারের বশে, প্রবৃত্তির তাড়নায় পাশব-ধর্ম্ম পালন করিয়াই চলিয়া যায়, তবে তাহাকে তাহার জন্য দায়ী হইতে হইবে। কেন না, সে প্রজ্ঞা পাইয়াছিল,—তাহার ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, স্বাধীন ইচ্ছা ছিল,—সে তাহার কিছুই করিয়া গেল না। তাই পশুর ধর্ম্মসাধনার প্রয়োজন নাই,—মানুষের আছে।

পশুগণ সহজাত সংস্কারের বশে পরিচালিত হয়,—তাহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই, তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই,—মানুষও সংস্কারের বলে পশুর সমান, কিন্তু প্রজ্ঞাবলে পশু হইতে সমুন্নত।

প্রজ্ঞাবলে তাহাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, স্বাধীন প্রবৃত্তি আছে, স্বাধীন জ্ঞান আছে। প্রজ্ঞা তাদিগের অতীত, ভবিষ্যৎ দেখাইয়া দেয়। মানুষ প্রজ্ঞাবলে আপন গন্তব্যপথ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে, আপনার উন্নতি করিতে পারে। কিন্তু প্রজ্ঞা মানুষকে একেবারে তাহার সঠিক পথ—আত্মোন্নতির পথ দেখাইয়া দিতে পারে না। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপ-পুণ্য, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সকল পথই দেখাইয়া দেয়। মানুষ যে পথে ইচ্ছা যাইতে পারে। কোন পথে গিয়া ঠেকিয়া ঠকিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, কোন পথে আত্মোন্নতির পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

বৃত্তি সমুদয়ই অনুশীলনসাপেক্ষ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রজ্ঞা অন্তঃকরণের বৃত্তি। অতএব, প্রজ্ঞাকেও অনুশীলন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইতে হয়।

কোন মানুষ ধর্ম্মপথে সমধিক অগ্রসর, কোন মানুষ ধর্ম্মপথে চলিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সংস্কারবশে সেপথে গমনে অপারগ,—কেহ কেহ বা প্রজ্ঞাহীন, পাশব-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট; আহার, নিদ্রা, ভয় এবং অপত্যোৎপাদন-বিষয়েই ব্যতিব্যস্ত। তাহার কারণও প্রজ্ঞার অনুশীলন-ব্যাপার লইয়া;—সহজাত সংস্কার মানুষকে প্রবৃত্তির পথে লইয়া পশুধর্ম্মী করিয়া রাখিতে ব্যস্ত, প্রজ্ঞা তাহাকে উন্নতির পথে লইয়া মনুষ্যত্ব দিবার জন্য প্রয়াসী,—তাই সর্ব্বদা সংস্কার ও প্রজ্ঞার বিরোধ। পশুজীবন সংস্কার কর্তৃক শাসিত, তাহারা সংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া চলিতে পারে না। মানুষ সংস্কার ও প্রজ্ঞার অধীন,—মানুষ যে পথে ইচ্ছা সেই পথেই চলিতে পারে। প্রজ্ঞা তাহাকে অতীত ও অনাগত ব্যাপার দেখাইয়া দেয়, মনে করাইয়া দেয়,—সে বুঝিয়া চলিবে, ইহার উদ্দেশ্য। যে মানব

প্রজ্ঞার দর্শন পরিত্যাগ করিয়া সংস্কারের অধীন হইয়া পড়ে, সে মানবও পশু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মাচরণের আবশ্যকতা।

সংস্কার যে পথে লয় সেই পথে চলিয়া যখন পশু আহার, নিদ্রা, বংশবৃদ্ধি করিয়া তাহার জৈবী লীলার অবসান করিয়া যায়, তখন মানুষও সেই পথে গমন করিলে কি দোষ হয়,—এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। সংস্কারের পথ সোজা,—সংস্কার একটা মাত্র পথ দেখাইয়া দেয়। এক পথেই চালিত করে, আর প্রজ্ঞা সহস্র পথ দেখায়, সহস্র নিরর্গল দরোজা খুলিয়া রাখিয়াছে। তাহার পথ সর্ব্বত্রই সুখদ নহে,—কোন্ দিকে সুখ, কোন্ দিকে দুঃখ, তাহাও সে ঠিক করিয়া বলিয়া দিতে পারে না। তখন সংস্কারের পথে গেলেই বা ক্ষতি কি,—এমন কথা হইতে পারে।

সমস্যা বিষম কঠিন। এই যে বিশাল জগৎটা দেখা যাইতেছে, ইহা জড় ও চৈতন্যের বিকাশ। ঈশ্বরের বাসনা চৈতন্য-মিশ্রণে যে ভাবে ক্রিয়াপর হয়, সেই ভাবকে শক্তি বলে। স্বতঃ বাসনা চৈতন্যাদি কাল, ও সত্তের সহিত মিলিলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে বস্তু বলা যাইতে পারে। এক ব্রহ্মই অবস্থা-ভেদে বস্তু ও শক্তি এই দ্বিবিধ ব্যক্তভাবে পরিণত। শক্তি,

উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া বস্তুকে লইয়া যে ভাবে জগৎ প্রবেশ করেন, সেই মিশ্র চৈতন্য ভাবকে মায়া বলে। ঐ মায়া দুই ভাগে বিভক্ত। একাংশ শক্তিগত মায়া; অপরাংশ বস্তুগত মায়া। বস্তুগত মায়া পুরুষ, এবং শক্তিগত মায়া প্রকৃতি। এই সংযোগে পুরুষ কার্য্যপর হইয়া জগৎরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

"আমার মায়ারূপ প্রকৃতি, ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। হে মহাবাহো! এই প্রকৃতি অপরা (নিকৃষ্টা) এতদ্ভিন্ন আমার আর একটি জীবস্বরূপ পরা (উৎকৃষ্টা চেতনময়ী) প্রকৃতি আছে; উহা এই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।"

এখন কথা এই যে, জীব মাত্রেই জড় ও চৈতন্যে অধ্যাসিত। জড়, জীবকে জড় করিয়া লইবার জন্য সচেষ্টিত। জীব আরও জড় হইয়া জড়রাজ্যের বৃদ্ধি সাধন করুক, ইহাই জড়ের চেষ্টা,—তাই জড়াপ্রকৃতি তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া জড়ের সংস্কারের বাঁধনে জীবকে বাঁধিবার জন্য সচেষ্টিতা।

মহামায়া বল দ্বারা জীবকে আকর্ষণ করিয়া মোহগর্ত্তে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন,—জড়ের সংস্কারবাঁধন বাঁধিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে ব্যস্ত। জীবগণ জড়প্রকৃতির সংস্কারমাত্রেরই অধীন,—

কাজেই তাহারা সেই পথেরই অনুবর্ত্তী; কিন্তু মানুষ জীব-জগতের উৎকৃষ্টতম অবস্থা। পশু হইতে মানুষ শ্রেষ্ঠ,—পশুর মস্তিষ্ক নাই, মানুষের মস্তকের মধ্যে যে মস্তিষ্ক আছে, সেই মস্তিষ্কের ভাঁজের পরদায় পরদায় বহুকালের বহু অতীত ঘটনার বিবরণ সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রজ্ঞারূপে নিহিত থাকে। মানুষের, অন্তরিন্দ্রিয় সেই ভাঁজগুলা ও পরদাগুলা উদ্‌ঘাটিত করিয়া সেই স্মারকলিপি দ্বারা, আপনার অতীত কাহিনীর দ্বারা ভবিষ্যতের প্রয়োজন নির্ণয় করিয়া লয়। ইতর জীবের এই শক্তির সম্পূর্ণ অভাব। মানুষের এই শক্তির পরিমাণ অদ্যাপি স্থির হয় নাই। ইহারই নাম প্রজ্ঞা। অতীত কালের অভিজ্ঞতায় ইহার প্রতিষ্ঠা; ভবিষ্যতের দিকে ইহার দৃষ্টি।

এই মস্তিষ্কাভ্যন্তরে যে অতীতের স্মারকলিপি বা অতীতের কাহিনী সূক্ষ্মাবস্থায় নিবদ্ধ আছে, তাহা দেখিতে হইলে সুষুম্না-পথ পরিষ্কৃত থাকার প্রয়োজন। ইতর জীবের দেহের সুষুম্না-পথ নাই,—কেবল ইড়া ও পিঙ্গলা আছে। মানব-শরীরে ইড়া ও পিঙ্গলা, এবং তাহার মধ্যে সুষুম্না নামক ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যমান আছে। সেই সুষুম্নাপথে ভুজগাকারা জীবশক্তি-স্বরূপিণী কুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রিত হইয়া তৎপথ আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার সুষুম্নাপথ যত পরিষ্কার, ধর্ম্মবিশ্বাস, ধর্ম্মচিন্তা তাহার তত অধিক। ধর্ম্মচরণের দ্বারা এই সুষুম্নাপথ পরিষ্কার হয়। সুষুম্না পথ পরিষ্কার হইলে, তবেই মানুষ, পশু হইতে শ্রেষ্ঠ। পশুর ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই,—মানুষের আছে।

এখন কথা এই যে, মানুষের ধর্ম্মাচরণের প্রয়োজন কি? মানুষ কত অতীত জীবনে যে সকল কাজ করিয়া আসিয়াছে,

তাহাদের বাসনা সংস্কাররূপে চিত্তে নিবদ্ধ আছে। তাহাদের সুখদুঃখের স্মৃতি মস্তিষ্কপরদায় প্রজ্ঞারূপে নিবদ্ধ আছে.—কিন্তু ধর্ম্মাচরণ ব্যতিরেকে প্রজ্ঞার ঔজ্জ্বল্য হয় না,—অতীত কাহিনী জানিবার উপায় হয় না। ধর্ম্মাচরণ না করিলে, মানুষ আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না,—পশু হইতে সে যে প্রভেদ, তাহা বুঝিতে পারে না। কত জন্ম কাটাইয়া, কত স্বর্গ নরক ভোগ করিয়া কত সন্তানের পিতা মাতা হইয়া, কত মিলন-বিরহে হাসি-অশ্রু পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, ধর্ম্মাচরণ না করিলে, তাহা মানুষের মনে পড়ে না। মনে পড়ে না, আমি পশু হইতে শ্রেষ্ঠ,—আমি চৈতন্যের অংশ; চৈতন্যের সাযুজ্য লাভ করিব। আমি কেবল আহার নিদ্রা ভয় এবং সন্তানোৎপত্তি প্রবৃত্তির বাসনা পূরণ করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করি নাই। ধর্ম্মাচরণের প্রথমস্তরে, প্রজ্ঞাপন্থা পরিষ্কার হইয়া এই জ্ঞান হয়। দ্বিতীয় স্তরে সর্ব্বত্রই চৈতন্যের বিকাশ দৃষ্ট হয়, তৃতীয়স্তরে প্রেম ভক্তির উদয় হয়,—চতুর্থস্তরে জড়ের বাঁধন শিথিল হইয়া সংস্কার বিদূরিত হয়, তখন সংস্কারের বশে থাকিতে হয় না,—জড়ে আসক্তি না থাকাতে সংস্কারের দাস আর থাকে না। সংস্কার নষ্ট হইয়া গেলে, কেবল প্রজ্ঞা থাকে। তখন মানুষ জীবন্মুক্ত হয়,—তখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ লাভে সক্ষম হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সাধন-উপায়।

মনুষ্যের ধর্ম্মসাধন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহারা কোন পথে কি প্রকারে ধর্ম্মসাধনা করিবে, ইহাই এখন আলোচ্য বিষয়। প্রজ্ঞা অতীতের অভিজ্ঞতা দেখাইয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া থাকে। কিন্তু সাধনের পথ দেখাইয়া দিবে কে? প্রজ্ঞা কোন নির্দ্দিষ্ট পথ দেখাইয়া দিতে পারে না। সে কেবল জন্মজন্মের অভিজ্ঞতা লইয়া মানুষকে সাবধান করিয়া দিতে পারে। কিন্তু পথ কোথায়? কোন্ পথে গেলে মানুষ সংস্কারের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে?

পাপ হইতে বিরতি এবং পুণ্যার্জ্জন করাই ধর্ম্মসাধনার উদ্দেশ্য। কিন্তু পাপ কি, আর পুণ্য কি? জড়ের বন্ধনে, আসক্তির বন্ধনে, সংস্কারের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই পাপ। পশু-ধর্ম্মী হওয়াই মানুষের পাপ। পাশবরৃত্তির পরিচালনা করাই পাপ। আর প্রজ্ঞার পথ পরিষ্কার করিয়া আত্মোন্নতি করাই পুণ্য। কিন্তু তাহা কি প্রকারে করা যাইতে পারে? যদিও সমস্ত মানবে প্রজ্ঞা আছে, কিন্তু প্রজ্ঞা সমস্ত মানবেই পরিষ্কৃত নহে। আছে সকল মানবেই, কিন্তু তাহার ক্রিয়া সর্ব্বত্র সমান নহে। প্রজ্ঞাও বৃত্তি—অনুশীলন অভাবে এই বৃত্তি অমার্জ্জিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ক্রিয়াহীন হইয়া যায়। ধর্ম্মসাধনারূপ অনুশীলনে মার্জ্জিত হইয়া ক্রিয়া করিতে থাকে।

এখন ধর্ম্ম সাধনার উপায় কি? পথ কোথায়? ধর্ম্মসাধনার

পথ আবিষ্কার করিয়া সমাজে বাহাদুরী লইতে বহুলোকে চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতায় যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার ভিত্তি এত সঙ্কীর্ণ, তাহার দূরদৃষ্টি এত অল্প প্রসর, তাহার নির্দ্দেশ এত অস্পষ্ট ও এত দ্বিধা ভাবযুক্ত যে, তাহার উপরও নির্ভর করা চলে না।

যাহা ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষার ও অভিজ্ঞতার ফল নহে, যাহা সমগ্র মানবজাতি, সমগ্র মানবসমাজের কল্পব্যাপিনী শিক্ষায় ও অভিজ্ঞতায় উপার্জ্জিত, তাহার উপর নির্ভর করাই বোধ করি, সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। মানবজাতির অতীত কালের সংগৃহীত, সাঞ্চত, বিশ্লেষণকৃত, সমঞ্জসীকৃত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ্। এই অভিজ্ঞতার নাম শ্রুতি ও স্মৃতি। কোন্ দিনে কোন্ ক্ষণে মানবজাতির এই জ্ঞানলাভ আরব্ধ হইয়াছে, ইতিহাস তাহা জানে না। পুরুষ-পরম্পরাক্রমে এই পুরাতনী অভিজ্ঞতা সংক্রামিত হইয়া আসিতেছে মাত্র ;—পুরু-ষের স্থান পুরুষান্তরে গ্রহণ করিতেছে। শতকোটি পিতার অভি-জ্ঞতা শতকোটি পুত্রে গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বপুরুষের মুখ হইতে পরপুরুষে সেই পুরাতনী বাণী শুনিয়া আসিতেছে, কিন্তু কবে কোথায় সেই বাণীর আরম্ভ, তাহা কেহ জানে না। চিরকাল সকলেই শুনিয়া আসিতেছে ;—প্রথমে কে বলিয়াছিল, তাহা কে জানে? প্রথমে সেই বাণীর কে রচনা করিয়াছিল, কে সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা কে জানে? মানবের জাতীয় জীবনের যে দিন আরম্ভ, সেই দিনই বুঝি তাহার আরম্ভ। অথবা তাহারও পূর্ব্ব হইতে সেই বাণী প্রচলিত আছে, সেই কথার সূত্রে আরম্ভ হইয়া আছে। মানুষ কবে মানুষ হইয়াছে, কেন মানুষ হইয়াছে—

এ সকল কথার সুমীমাংসা হয় না। এই অনুসন্ধান করিতে গেলে অতীতের মহান্ধকারে প্রবেশ করিতে হয়;—সেখানে মনুষ্যত্ব অবিকশিত, অস্ফুট, জীবত্বে বিলীন। জীবত্বেরই বা আদি কোথায়? আদি যদি কোথাও অনুমান করিতে পারা যায়, সেখানে জীবত্বে জড়ত্বে লীন হইয়া রহিয়াছে,—উভয়ের মধ্যে বিভেদ দেখা যায় না। বিশ্বজগতের যিনি আদি পুরুষ, যিনি আদি মানব, যিনি আদি জীব, যিনি আদি জড়, তিনিই বুঝি সেই কথার আদি কথক; সেই কথা জগতের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। তৎপরে যাঁহারা যোগবলে তাঁহার সান্নিধ্য-লাভ করিয়াছিলেন,—যোগবলে যাঁহাদের প্রজ্ঞাচক্ষু অতীতের অন্ধকার ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছিল,—অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। অন্যে যাহা শুনিতে পায় না, তাহা তাঁহারা শুনিতে পাইতেন। প্রজ্ঞাচক্ষুর সাহায্যে তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের নাম ঋষি; তাঁহারা যাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহার নাম শ্রুতি। তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরা,—তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুরুষ-পরম্পরা, তাঁহাদের নিকট শুনিয়া যাহা স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার নাম স্মৃতি।

বর্ত্তমান কালে সেই পুরাতন বাণীর—সেই প্রাচীন যোগ-বলের, সেই পুণ্যতম প্রজ্ঞার, সেই প্রাচীন অভিজ্ঞতার শ্রুতি ও স্মৃতি যাহার ব্যবস্থাপন করিয়া রাখিয়াছে, সেই ব্যবস্থা-মতে চলাই ধর্ম্মাচরণ। পদ্ধতি, উপায়, অনুসরণ সমস্তই সেই মতে নির্ব্বাহ হওয়া কর্ত্তব্য।

হিন্দু হইয়া হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মমতে পরিচালিত হইলে

আত্মোন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। ব্যক্তি-বিশেষের মনগড়া পথে গমন করিলে, কখনই আত্মোন্নতির সম্ভাবনা নাই। সাধারণ মনুষ্য সকলেই একদেশদর্শী; সকলেই পাশবধর্ম্ম ও মানবধর্ম্ম উভয়ের বিরোধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া উদ্‌ভ্রান্ত ও ব্যাকুল। প্রজ্ঞা মনুষ্যকে এক পথ দেখাইতেছে, সহজাত সংস্কার তাহাকে অন্য পথে চালাইতেছে, কোন্ পথে যাইতে হইবে, মানুষ তাহা স্থির করিতে পারে না। তবে মনুষ্যের মধ্যেও ইতর-বিশেষ আছে; যাঁহারা শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতির ব্যবস্থা পরিজ্ঞাত, যাঁহারা সাধন-মার্গে সমুন্নত, যাঁহারা মন্ত্রতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ, যাঁহারা পুরুষ-কার বা ধর্ম্মসাধনে সংস্কারের বীজকে ভর্জ্জিত শস্যের ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহারা অনন্য সাধারণ,—তাঁহারা সাধারণের উপ-দেষ্টা। তাঁহারা ধর্ম্ম-সমাজের কাণ্ডারী,—অন্যান্যকে তাঁহা-দিগের আশ্রয় লইতে হয়। সাধারণ মানব প্রবৃত্তি-তাড়নায়, সংস্কারের বশে দিশেহারা,—কর্ম্ম-সাগরে ভাসমান, পাশবধর্ম্ম-সাধনে ব্যতিব্যস্ত। তাহাদিগের আত্মার উন্নতি জন্য—ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা অগ্র-গামী, তাঁহাদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ লইতে হয়। শ্রুতি-স্মৃতি যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, শ্রুতি-স্মৃতি যে মন্ত্রতত্ত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শ্রুতি-স্মৃতি যে কার্য্য করিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন,—সাধারণ মানবকে সেই পথে চলিয়া ধর্ম্মোন্নতি—আত্মোন্নতি এবং প্রজ্ঞার অনুশীলন করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দীক্ষা-গ্রহণ।

হিন্দুর শ্রুতি-স্মৃতি হিন্দুর নর-নারীর জন্য, হিন্দুর প্রত্যেক জাতির জন্য, প্রত্যেক অবস্থাপন্ন লোকের জন্য সাধনোপায় নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। মন্ত্রগ্রহণ বা দীক্ষাপদ্ধতি কেবল হিন্দু জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও অন্যান্য জাতির ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণের ন্যায় গুরু-সকাশে কোন কোন বিষয় শিক্ষা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে হিন্দুদীক্ষার সমশ্রেণীভুক্ত করিতে কাহারও সাহস হইবে না। হিন্দু আধ্যাত্মিক-বিজ্ঞানে চরমোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন,—হিন্দু অধ্যাত্ম-তত্ত্বে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম রাজ্যে বিচরণ করিয়া ভূয়োদর্শনে দীক্ষা-সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম-ভেদ করা পাশবধর্ম্মী মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। কেন না, আমাদের প্রজ্ঞাচক্ষু বা যোগের নয়ন নাই। আমরা সে সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব দর্শন করিতে পারি না। আমাদের কর্ম্মশক্তি জড়ত্বের আবরণে আবদ্ধ, আমরা সে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের স্বর-কম্পন শ্রবণ করিতে সক্ষম হই না। তবে যাঁহারা এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা অধ্যাত্ম-রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। যোগবলে, সাধনবলে, ক্রিয়াবলে তাঁহারা ভূয়োদর্শন করিয়া-ছিলেন,—তাই তাঁহারা হিন্দুর জন্য—সাধকের জন্য—জ্ঞানপিপাসুর জন্য দীক্ষাসম্বন্ধীয় নিয়ম সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন পূর্ব্ব-সংস্কারাবদ্ধ হইয়া—

অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মভোগ করিয়া তাহার সংস্কার লইয়া জন্ম-গ্রহণ করে। সেই কর্ম্মসংস্কার ইহ জীবনের ফলদান জন্য তাহাকে যে দিনে, যে তিথিতে, যে নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করায়,—সেই দিন, সেই তিথি, সেই রাশি, সেই লগ্ন জানিতে পারিলে, জ্যোতিষ-শাস্ত্র মতে তাহার শুভাশুভ—অর্থাৎ ভাগ্যফল গণনা দ্বারা ঠিক করা যাইতে পারে। আর ঐ সকল গণিয়া বুঝিতে পারা যাইতে পারে, কোন্ দেবশক্তি তাহার নিকট,—কোন্ মন্ত্র তাহার অনুকূল। কোন্ দেবতার কোন্ মন্ত্রের সহিত তাহার প্রাণের মিলন হইবে। একই পিত্তজ্বরে শত শত ঔষধের ব্যবস্থা আছে,—একজনের পিত্তজ্বরে যে ঔষধে উপকার হইয়াছে, অপরের তাহাতে হয় না,—প্রকৃতির বিভিন্নতাতে ঔষধ নির্ব্বাচনেরও বিভিন্নতা হয়। তদ্রূপ এক দেবতা এক-জনের অনুকূল হইয়াছে বলিয়া যে, অপরের প্রতিকূল হইবে না, তাহা নহে। আবার একই দেবতার বহু মন্ত্র আছে, কোন্ দেবতার কোন্ মন্ত্র কাহার অনুকূল হইবে, তাহার নির্ব্বাচন করিয়া গুরু দীক্ষা দান করেন। যাঁহারা সেই আদিকালের যোগ-বলশালী, অধ্যাত্ম-রাজ্যের অধীশ্বর, তাঁহারা নির্ব্বাচনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। এখন গুরুগণ সেই বিধি-ব্যবস্থা দর্শন করিয়া রাশিচক্র, অকথহচক্র প্রভৃতির দ্বারা গণনা করিয়া যাহা শিষ্যের অনুকূল মন্ত্র তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাতে এই ফল হয় যে, যে দেবতার যে মন্ত্রের সহিত যাহার প্রীতি-সম্মিলন, সে সেই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া সত্বরেই সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারে। মন্ত্রচৈতন্য করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। বিভূতি লাভ করিয়া, ইষ্ট দর্শন করিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিতে

পারে। পুস্তক পাঠ করিয়া, বা লোকের মুখে শ্রুত হইয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলে, মন্ত্র নির্ব্বাচন হয় না; কাজেই তাহাতে বিপরীত ফলও ফলিয়া থাকে। মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করা দূরে থাক্, বরং দেবতায় অশ্রদ্ধা, মন্ত্রে বিরোধ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া মানুষ পাশব-পথে চলিয়া পড়ে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কল্পে দৃষ্ট্বা তু মন্ত্রং বৈ যো গৃহ্লাতি নরাধমঃ।
মন্বন্তরসহস্রেষু নিষ্কৃতির্নৈব জায়তে॥

"গুরুর নিকটে দীক্ষিত না হইয়া, যে ব্যক্তি গ্রন্থাদিতে দৃষ্টি করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে, সেই নরাধমের সহস্র মন্বন্তরেও নিষ্কৃতি লাভ হয় না।"

দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া মন্ত্র জপ করিলে, জপের কোন ফল হয় না, এবং সেই জপ দূষিত হয়।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ঃ।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥

তন্ত্রসার।

"দীক্ষা মানুষকে দিব্যজ্ঞান দান করে, এবং পাপের ক্ষয় করে, এই জন্য তন্ত্রবিদ্ মুনিগণ দীক্ষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গৃহস্থ, যতি, ব্রহ্মচারী ও বাণপ্রস্থ প্রভৃতি সকল আশ্রমের এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী-পুরুষ ও শাক্ত, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব ও গাণপত্য প্রভৃতি সর্ব্বোপাসকেরই দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক।

দীক্ষামূলং জপং সর্ব্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।
দীক্ষামাশ্রিত্য নিবসেদ্যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্॥

তন্ত্রসার।

জপের মূল দীক্ষা, তপস্যার মূল দীক্ষা, অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদি

যে কোন আশ্রমেই বাস করা হউক, দীক্ষা আশ্রয় করিতে হয়।"

অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপুজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥
দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ॥
অদীক্ষিতোঽপি মরণে রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
অদীক্ষিতস্য মরণে পিশাচত্বং ন মুঞ্চতি।
তস্মাদ্দীক্ষাং প্রযত্নেন সদা কুর্য্যাচ্চ তান্ত্রিকীম্॥—তন্ত্রসার।

"শিলার উপরে বীজ বপন করিলে, তাহাতে যেমন অঙ্কুর উদ্গম হয় না, তদ্রূপ অদীক্ষিতাবস্থায় জপ-পূজাদি করিলে, তাহাতে কোন ফললাভ হয় না। দীক্ষাবিহীন জনের সিদ্ধি লাভ ঘটে না এবং সদ্গতি হয় না। সেই জন্য সর্ব্ব প্রকার যত্নের সহিত দীক্ষা গ্রহণ করিবে। অদীক্ষিত অবস্থায় মৃত্যু হইলে রৌরব-নরকে বাস হয়। অদীক্ষিতের মরণে পিশাচত্ব দূরীভূত হয় না। সেই হেতু যত্ন করিয়া দীক্ষিত হইবে।"

সর্ব্বাসামপি দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমখণ্ডিতম্।
অবিরোধান্তবন্ত্যেব প্রাসঙ্গিক্যস্তু ভুক্তয়ঃ॥
উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটয়ঃ।
ক্ষণাদ্দহতি দেবেশি দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা॥
নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাত্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ।
ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ॥—নবরত্নেশ্বর।

"সকল প্রকার দীক্ষাতেই মুক্তিফল লাভ হইয়া থাকে এবং মুক্তির অবিরোধিভাবে প্রসঙ্গক্রমে ভোগও সম্পন্ন হয়। বিধান-

ক্রমে দীক্ষিত হইলে, সেই দীক্ষা ক্ষণকাল মধ্যে লক্ষ উপপাতক ও কোটি মহাপাতক দগ্ধ করে। যে ব্যক্তি গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইয়া, অদীক্ষিত অবস্থায় তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থপর্য্যটন এবং শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করে, তাহার সে সমস্তই বৃথা হয়,—অর্থাৎ তদ্দ্বারা ফল লাভ হয় না।"

অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্॥
তৎ কৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিম্॥

মৎস্যসূক্ত।

"অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্ন বিষ্ঠার ন্যায় ও জল মূত্রতুল্য জানিবে। অদীক্ষিত ব্যক্তির কৃত শ্রাদ্ধ এবং অদীক্ষিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অন্যকৃত শ্রাদ্ধ অধঃকৃত হয়,—অর্থাৎ তাহা তৃপ্তিদায়ক হয় না।"

অতএব সদ্‌গুরুর নিকটে যথোপযুক্ত বিধিতে মন্ত্রগ্রহণ করা মানুষ মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গুরুর প্রয়োজনীয়তা।

আজ' কাল'কার অনেক লোক গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। তাঁহাদের ধারণা, গ্রন্থপাঠপূর্ব্বক মন্ত্রাদি উদ্ধার করিয়া তাহার সাধনা করিলে, আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা যায়। এমন হইলে বড়ই সুবিধা হইত, কিন্তু

দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্ম্ম এত সহজলভ্য জিনিষ নহে। মানুষ চেষ্টা করিয়া, যত্ন করিয়া, অন্যের সাহায্য না লইয়া, শব্দশাস্ত্রে মহা পাণ্ডিত্য লাভ করিতে পারে, দর্শন বিজ্ঞানে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে, জগতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে, হিমালয় আল্‌প্‌স প্রভৃতি ঘুঁটিয়া ফেলিতে পারে, সমুদ্রের অতলতল আলোড়ন করিতে পারে, তিব্বতের চারি কোণ অথবা গোবিমরুর চতুর্দ্দিক্ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে হইলে, অন্য পবিত্র আত্মার সাহায্য গ্রহণের আবশ্যক। আত্মার উন্নতির জন্য আত্মার দ্বারস্থ হইতে হইবেই হইবে। ইয়োরোপীয় বিখ্যাত আলঙ্কারিক বলিয়াছেন,—

"Sermon in stones, books in running brooks and good io everything"—Shakespeare.

অর্থাৎ—"প্রস্তরের উপদেশ শ্রবণ, দ্রুতগামিনী স্রোতস্বিনীতে পুস্তকপাঠ ও সকল বস্তুতে শুভ দর্শন।" অবশ্য কথাগুলি অলঙ্কারে সমুজ্জ্বল বটে, কিন্তু যাহার হৃদয়ে গুরুদত্ত বীজ নিহিত হয় নাই, যাহার নিজের ভিতরে ধর্ম্মের বীজভাব আরোপিত হয় নাই, তাহাকে কেহই সত্য বা প্রেম প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। প্রস্তরের শ্যামলছবি, নির্ঝরিণীর কুল কুল গাথা, কুসুমের পবিত্র সদ্ভাবরাশি তাহাকেই প্রেমোন্মত্ত করিতে পারে, যাহার হৃদয়ে ধর্ম্মের বীজ নিহিত হইয়া গিয়াছে। যে হৃদয় শুষ্ক—কামনা-বাসনার কলুষ কালিমার

যে হৃদয় সমাচ্ছন্ন, সে তাহাতে কোন ভাবই প্রাপ্ত হয় না। অতএব, কেবল দর্শনে, কেবল বাহিরের আলোচনায়, পণ্ডিত হওয়া যায়, শাব্দিক হওয়া যায়, আলঙ্কারিক হওয়া যায়, রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক হওয়া যায়, কিন্তু ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। ধর্ম্ম বাহিরের জিনিষ নহে, আধ্যাত্মিক জিনিষ। অধ্যাত্মতত্ত্ব বাহিরে খুঁজিয়া মিলে না।

প্রত্যেক আত্মাই এক সময়ে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু সে কত দীর্ঘ কালের পরে, কত মন্বন্তরের অন্তরে কত প্রলয়ের প্রান্তসীমায়। আমরা যেমন কর্ম্ম করিতেছি যেমন চিন্তা করিতেছি,—তেমনই দেহ প্রাপ্ত হইতেছি, তেমনই ফল ভোগ করিতেছি। যাহা গত জীবনে করিয়াছি, বর্ত্তমানে তাহার ভোগ হইতেছে; আবার বর্ত্তমানে যাহা করিতেছি, তাহা সঞ্চয় হইতেছে—আগামী জন্মসমূহে তাহার ভোগ হইবে। এ সমুদয়ই আমাদের নিজকৃত বিষয়,—আমরা যে দেহধারণ করি, তাহাও আমাদের নিজের ইচ্ছাকৃত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনুষ্যেতর জীবসকল সংস্কারের অধীন, আর মানুষ সংস্কারের অধীন হইলে তাহারা প্রজ্ঞাবলে আপন ইচ্ছায় চলিতে পারে। সেই ইচ্ছাশক্তিকে ধর্ম্মপথে লইবার জন্য অপরের সাহায্য লইবার প্রয়োজন,—যখন আমরা এই সাহায্য প্রাপ্ত হই, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত-অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে; আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হইয়া উঠে, ত্বরিত-গতিতে উহার উন্নতি হইয়া থাকে এবং সাধক অবশেষে শুদ্ধ-স্বভাব ও সিদ্ধ হইতে পারেন।

আত্মোন্নতির এই ঐশী শক্তি—এই সঞ্জীবনী শক্তি কোন

পুস্তক হইতে পাওয়া যায় না, দর্শন-বিজ্ঞানের জটিলতত্ত্ব ঘাঁটিয়া ফিরিলে মিলে না। ইহা এক আত্মা, অপর এক আত্মা হইতে লাভ করিতে পারে। গ্রন্থ পাঠে—দর্শনবিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া সুবক্তা হইতে পারা যায়, জ্ঞানী হইতে পারা যায়, বুদ্ধিমান্ হইতে পারা যায়, কিন্তু আত্মার উন্নতি হয় না। প্রাণ যে শুষ্ক, সেই শুষ্কই থাকে। আত্মা আত্মাকে উন্নত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় এই শুভ শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে গুরু বলে আর যাহার আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে। শিষ্যের প্রতি সমবেদনাবশে গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি কম্পনবিশিষ্ট হইয়া শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। গ্রন্থপাঠ দ্বারা এই শক্তি-সঞ্চার হইতে পারে না। মন্ত্রের গতি ও কম্পনের সহিত গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয়। যিনি গুরু, তাঁহার এই শক্তি-সঞ্চরণের ক্ষমতা থাকা আবশ্যক, আবার শিষ্যেরও এই শক্তি-সঞ্চরণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকার আবশ্যক। বীজ সতেজ ও ভূমি সুন্দররূপে কর্ষিত না হইলে সুন্দর বৃক্ষোৎপত্তির আশা নাই।

এখন কথা এই যে, আজ' কাল' গুরুগিরি একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা মানবের আত্মা লইয়া—পবিত্র ধর্ম্ম লইয়া, বালকের ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-চক্রবালের বাহিরে থাকিয়া কেবল ক্রীড়া করিতেছেন,—আর এইসকল গুরুর ক্রীড়া-পুতুল হইয়া হিন্দুগণ আধ্যাত্মিক শক্তি হারা হইয়া পড়িতেছেন। গুরু আধ্যাত্মিকবলে বলীয়ান্ না হইলে, শিষ্যের আধ্যাত্মিক বললাভের কোনই সম্ভাবনা নাই।

একশ্রেণীর গুরু আছেন, তাঁহারা লেখাপড়াও জানেন না, বিচার আচারের ধারও ধারেন না, মানুষ ধরিয়া কাণে একটি বীজ-মন্ত্র বলিয়া দিয়া চলিয়া যান,—তারপর বৎসরে বৎসরে বার্ষিক আদায় করেন। ইহাঁরা নিজে ঘোর অজ্ঞ—কোন বিষয়েরই ধার ধারেন না। তাঁহাদের চেয়ে বংশদণ্ডকে গুরু করা ভাল।

আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন, তাঁহারা শব্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত; ন্যায়-দর্শন স্মৃতি-ব্যবস্থা কণ্ঠগত,—শব্দের ঝঙ্কারে, ব্যবস্থার কঠোর নিনাদে শিষ্যের প্রাণ কণ্ঠাগত, কিন্তু আধ্যাত্মিক-তত্ত্বের সহিত দলাদলি। ইহাঁরা বিচারে—মহাপণ্ডিত, শব্দে—সমুদ্র; তাহার বিনিময়েই শিষ্যের নিকট বার্ষিক আদায় করেন, কিন্তু শিষ্যের আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চয়ের কেহ নহেন। এ গুরুর চেয়ে ভাল অভিধান ভাল গুরু।

শিষ্যের কর্ত্তব্য, আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চরণ-ক্ষম গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করা। যাহা মুক্তির একমাত্র উপায়, যাহা আত্মোন্নতির একমাত্র কারণ, তাহা লইয়া খেলা করা সাজে না। সদ্‌গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ হওয়া কর্ত্তব্য। সদ্‌গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ ও সাধনপ্রণালী শিক্ষা করিতে করিতে মনে হইবে,—যথার্থই তাহা হইতে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে।

যিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ নহেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না। যিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ হইয়াও শিষ্যে আপন উন্নত শক্তি সঞ্চারণ করিতে না শিখিয়াছেন, তিনি গুরু হইতে পারেন না। সেরূপ গুরু হইলে শিষ্যের কোন ই

কাজ হইবে না, কেবল অন্ধ হইয়া অন্ধকে পথ দেখানর-মত হয় মাত্র।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ ; স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিয়ন্তিমূঢ়া ; অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥
কঠ উপনিষদ্ ; ২য় বল্লী, ৫ম শ্লোঃ।

"অবিদ্যা বা অজ্ঞানাচ্ছন্ন বুদ্ধিহীন ব্যক্তিও আপনাকে মহা-পণ্ডিত মনে করিয়া অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে।"

একদা এক রাস্তার ধারে এক অন্ধ দাঁড়াইয়াছিল। সেই সময় ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর অপর আর এক অন্ধ এক ভোজের বাড়ী যাইবার জন্য সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং কাতর-প্রাণের অনুসন্ধিৎসু আকাঙ্ক্ষায় ভোজের বাড়ী গমনে সাহায্য-কারী একজন লোকের প্রার্থনা করিতেছিল। সহসা সম্মুখে লোকের সাড়া পাইয়া হৃষ্টচিত্তে দণ্ডায়মান অন্ধকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কে মহাশয়? দয়া করিয়া আমাকে ভোজের বাড়ীর পথ দেখাইয়া দিতে পারেন? আমি ক্ষুৎ-পিপাসায় বড় কাতর হইয়াছি।" দণ্ডায়মান অন্ধের হৃদয় অহঙ্কারে স্ফীত হইল, তিনি আত্মগোপন করিয়া বলিলেন,—"আমার নাম পদ্মলোচন। আইস, তোমায় ভোজের বাড়ী লইয়া যাইতেছি।" অতঃপর হস্ত প্রসারণে আগন্তুক অন্ধের হস্ত গ্রহণ করিয়া চলিলেন। পথ পড়িয়া থাকিল, উভয়েই অন্ধতাহেতু বিপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে এক ভীষণ গর্ত্তে উভয়েই পড়িয়া গেলেন। তখন আগন্তুক অন্ধ বলিল,—"পদ্মলোচন মহাশয়, আমিই যেন কাণা, কিন্তু তোমারও কি দর্শন শক্তি নাই?

এখন যে প্রাণ যায়—উদ্ধারের উপায় কোথায় ?” পদ্মলোচন কাঁদিয়া বলিলেন,—“তুমিও যা আমিও তাহাই। আমার মনে আত্মাভিমান হইয়াছিল, তাই তোমাকে লইয়া এই দুর্দ্দশায় পড়িয়াছি।”

আমাদের দেশের অনেক গুরু-শিষ্যেরই এইরূপ দুর্দ্দশায় পতিত হইতে হইতেছে।

সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া যেমন সকল কাজেই প্রয়োজন, ইহাতেও তাহাই।

এখন কথা এই যে, সদ্‌গুরু কোথায় পাওয়া যায় ? সদ্‌গুরু কি প্রকারে চেনা যায় ?

সূর্য্যকে দেখিবার জন্য প্রদীপের আবশ্যক করে না, গুরু চিনিবার জন্যও বিশেষ কোন উপদেশের প্রয়োজন হয় না। যাঁহাতে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, তাঁহাকে দেখিলেই জানিতে পারা যায়। এ শক্তি মানুষ মাত্রেরই আছে।

পুনরায় এস্থলে বলিয়া রাখি, কেবল গুরুবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই বা শব্দরাশি মন্থন করিয়া বড় বড় কথার আবিষ্কার করিতে পারিলেই তিনি গুরু নহেন,—গুরু আধ্যাত্মিক জগতের লোক। আধ্যাত্মিক উন্নতি করিবার জন্য আধ্যাত্মিক মানুষের প্রয়োজন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গুরুলক্ষণ।

গুরু নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহা এই :——

শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ তন্ত্র-মন্ত্র বিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥—তন্ত্রসার।

"যিনি শান্ত (শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন রূপ বিষয়াতিরিক্ত সাংসারিক যাবতীয় বিষয় হইতে মনের নিগ্রহবান্), দান্ত (শ্রবণাদি বিষয়াতিরিক্ত বিষয় হইতে বাহ্য দশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহবান্), কুলীন, * বিনীত, শুদ্ধবেশ সম্পন্ন, বিশুদ্ধাচার, সুপ্রতিষ্ঠ (সৎকার্য্যাদি দ্বারা যশস্বী), পবিত্রস্বভাব, ক্রিয়ানিপুণ (ভূতশুদ্ধি, কুণ্ডলিনীর জাগরণ দ্বারা সুষুম্নাপথ পরিষ্কার করণ প্রভৃতি ক্রিয়া দক্ষ), সুবুদ্ধি সম্পন্ন (ঈশ্বরাস্তিত্ব বিষয়ে দৃঢ় জ্ঞানী), আশ্রমী (গার্হস্থ্যধর্ম্মি— অর্থাৎ উদাসীন নহেন), ঈশ্বর-ধ্যানপরায়ণ, তন্ত্র-মন্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত এবং যিনি শিষ্যের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা শান্তিস্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণম্॥—শাস্ত্রোক্ত এই নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে কুলীন বলা যায়। বংশগত কুলীন বলিয়া যাহারা আত্মগরিমা করিয়া থাকে, তাহারা বাস্তবিকই কুলীন নহে।

করিতে সমর্থ (অর্থাৎ কৃপা করিলে আপন অধ্যাত্ম শক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত ও নিগ্রহ করিলে সেই শক্তি পুনর্গ্রহণ করিয়া লইতে সক্ষম), তাদৃশ ব্যক্তিই গুরু হইবার যোগ্য।"

উর্দ্ধর্ত্তু ঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে॥

আগমসর্ব্বস্বহিতা।

"যিনি মন্ত্রদান ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারের দ্বারা শিষ্যকে অবিদ্যার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ, এবং শক্তি-সংহরণ দ্বারা সংহার (আধ্যাত্মিক অধোগতি) করিতেও পারেন, এবং তপস্বী, সত্যবাদী, গৃহস্থ ব্রাহ্মণই গুরু-পদের যোগ্য।"

অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ?
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ॥
শ্রীমানমুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তাবিমর্ষকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসল॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ॥
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্‌গরিমাম্বুধিঃ।

মুক্তাবলী।

"যিনি, সদ্বংশজাত (যাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ পাতিত্যাদি দোষ-বিরহিত), নিজ আশ্রমোচিত আচার পালনে তৎপর, আশ্রমী (গৃহস্থ), ক্রোধরহিত, বেদবিৎ এবং দর্শন-বিজ্ঞানাদি শাস্ত্র-

অভিজ্ঞ, শ্রদ্ধাবান্, অসূয়াশূন্য মিষ্টভাষী প্রিয়দর্শন,শুদ্ধচিত্ত, সুবেশ-ধারী, তরুণ ও সর্ব্ব প্রাণীর হিতানুষ্ঠানে সর্ব্বদা নিযুক্ত, শ্রীমান্, অক্ষুদ্ধমতি, সর্ব্বকার্য্যকুশল, অহিংসক, তত্ত্ববিচারক্ষম, গুণশালী, ঈশ্বরোপাসনাতৎপর, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ দানে সক্ষম, হোম ও মন্ত্রাদির তত্ত্বজ্ঞ, তত্ত্ববিষয়ে তর্ক-বিতর্ক-পারদর্শী, শুদ্ধাত্মা ও কৃপাশালী ব্যক্তিই গুরুর যোগ্য।"

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েব পানস্পৃহঃ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মবেত্তা রহস্যবৎ॥
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধিপ্রয়োগবিৎ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরচ্যতে॥

অগস্ত্যসংহিতা।

"যিনি দেবোপাসক, শান্ত, শমাদিগুণ বিশিষ্ট, বিষয়ে নিস্পৃহ, প্রকৃতি, পুরুষ এবং চতুর্বিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ, যন্ত্র-মন্ত্রাদির মর্ম্ম ও রহস্যবেত্তা, এবং যিনি পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্র-চৈতন্য লাভ করিয়া তাহার প্রয়োগ-পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, যিনি তপস্বী, সত্যবাদী, গৃহস্থ, তিনিই গুরু হইবার যোগ্য।"

পরিচর্য্যা-যশো-লাভ-লিপ্সুঃ শিষ্যাদ্গুরুর্ন হি।
কৃপাসিন্ধুঃ সুসংপূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ॥
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সর্ব্বসংশয়সচ্ছেত্তানলসো গুরুরাহৃতঃ॥

বিষ্ণুস্মৃতিঃ।

"যিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরিচর্য্যা বা যশোলাভে ইচ্ছুক নহেন এবং কৃপালু, সর্ব্বজীবের উপকার-কার্য্যে নিরত, নিস্পৃহ,

মন্ত্রাদিতে সিদ্ধ, সর্ব্ব বিদ্যায় পারদর্শী, তত্ত্ববিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে তাহা ছেদন করিতে সক্ষম, আলস্যশূন্য এইরূপ ব্যক্তিকে গুরু করিবে।"

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষনুগ্রহম্।
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ॥
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ।
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি॥
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ।
সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে॥
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা।
বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ মতি বা বিশ্রুতোপি চ॥
স্বদেশতোঽথ বান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা।
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্॥
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ।
ক্ষত্রবিট্‌ শূদ্রজাতীয়ঃ প্রতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥

নারদপঞ্চরাত্র।

"ব্রাহ্মণ সর্ব্বকালের কর্ত্তব্যকর্ম্মাভিজ্ঞ ও সকল বর্ণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব ব্রাহ্মণই সর্ব্ববর্ণের গুরু হইবেন। এরূপ ব্রাহ্মণ না ঘটিয়া যদি সর্ব্বপ্রাণীর হিতকারী এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্মাভিজ্ঞ, শান্তপ্রকৃতি, ভগবদেকাগ্রচিত্ত, শুদ্ধচিত্ত, দীক্ষাপদ্ধতি-কার্য্যে অভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্ররহস্যবিৎ, ক্রিয়ানুরক্ত, সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত, ক্ষত্রিয়াদি জাতিকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে, তাহাকে গুরুপদে

বরণ করা যাইতে পারে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই কয় জাতিকে ক্ষত্রিয় মন্ত্রদান করিতে পারে। বৈশ্য ও শূদ্র জাতিকে বৈশ্য মন্ত্র দিতে পারে, এবং শূদ্র, শূদ্রকে মন্ত্রদান করিতে পারে; কিন্তু সকলেরই প্রাগুক্ত গুণসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। শূদ্রের মধ্যে আবার বিশেষ কথা এই যে, স্বজাতীয় ভিন্ন বিজাতীয় শূদ্রকে শূদ্র কখনও গুরুপদে বরণ করিবে না। কিন্তু বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণকেই গুরু করা প্রশস্ত। বর্ণোত্তম এবং লক্ষণাক্রান্ত স্বদেশীয় গুরুর সম্ভব থাকিলে, অন্যদেশীয় ব্যক্তিকে গুরু করিবে না। সত্ত্বেসত্ত্বে যে ব্যক্তি এই সকল বিধির বিপর্য্যয় কার্য্য করে, তাহার কি ইহকাল, কি পরকাল, উভয় কালের ধর্ম্মই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্ববর্ণেরই বিলোম ব্যাপারে দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ;—অর্থাৎ শূদ্র বৈশ্যকে, শূদ্র ও বৈশ্য ক্ষত্রিয়কে, এবং শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে কদাচ দীক্ষিত করিবে না; এবং কেহই বিলোম দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। ব্রাহ্মণ নিজ বয়সের অল্প বয়সবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না,—তাহাকেও বিলোম দীক্ষা বলা যায়।

বিষ্ণুদীক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ বিধি এইরূপ,—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাম্।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

পদ্মপুরাণ।

"যিনি ভগবদ্ধর্ম্মের মর্ম্ম গ্রহণে শ্রেষ্ঠ, ভগবানের মাহাত্ম্যবেত্তা এবং ব্রাহ্মণ, এইরূপ ব্যক্তিই লোক সকলের গুরু হইবার উপযুক্ত কিন্তু উক্ত গুণসম্পন্ন মহাকুলে উৎপন্ন, সর্ব্ব যজ্ঞে দীক্ষিত ও সর্ব্ববেদাধ্যায়ী হইলেও যদি বিষ্ণুভক্তিহীন হয়েন, তবে কদাচ তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিবে না। ভক্তির লক্ষণ সহজ বুদ্ধিতেও চিনিতে পারা যায়। যিনি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, বিষ্ণুপূজায় নিরত থাকেন,—তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলা হয়, তদ্ভিন্ন লোক সকল বৈষ্ণব নহে।

কলত্রপুত্রবান্ বিপ্রো দয়ালুঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
দৈবে পৈত্রেঽহরিমিত্রে চ গৃহস্থো দেশিকো ভবেৎ॥ কল্পম্।

পুত্রকলত্রবান্, দয়াশীল এবং গৃহস্থ ব্রাহ্মণই সর্ব্বসম্মত দৈব ও পৈত্র কার্য্যে প্রশস্ত গুরু।"

উদাসীনো হ্যুদাসিনাং বনস্থো বনবাসিনঃ।
যতীনাঞ্চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবো গ্রাহ্যঃ শৈবে শৈবস্তথা পুনঃ।
শাক্তিকে ত্রিতয়ং বিদ্যাদ্দীক্ষাস্বমী ন সংশয়ঃ॥
পিতা মাতা তথা ভ্রাতা পিতৃব্যো মাতুলস্তথা।
যেনোপদিষ্টস্তন্ত্রেঽস্মিন্ তং গুরুং সমুপাসয়েৎ॥
ন চ বালো ন বৃদ্ধশ্চ ন খঞ্জো ন কৃশস্তথা॥

কুলচূড়ামণি।

"যে উদাসীন, সে উদাসীনকে গুরু করিবে; এইরূপ বনবাসী বনবাসীকে, যতি যতিকে এবং গৃহস্থ গৃহস্থকে গুরু করিবে। যে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করে, সে বৈষ্ণব,—বৈষ্ণব বৈষ্ণবের নিকট, শৈব শৈবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে। শাক্ত-

দীক্ষাতে বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই গুরু হইতে পারেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য ও মাতুল, ইহাঁদের মধ্যে যিনিই উপদেশ দান করেন, তাঁহাকেই গুরুজ্ঞানে উপাসনা করিতে হয়। বালক, বৃদ্ধ, খঞ্জ ও কৃশ অর্থাৎ রোগগ্রস্ত, ইহা-দিগকে গুরু করিবে না।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নিন্দ্য-গুরু-লক্ষণ।

যেরূপ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাহা এই,—

শ্বিত্রী চৈব গলৎকুষ্ঠী নেত্ররোগী চ বামনঃ।
কুনখী শ্যাবদন্তশ্চ স্ত্রীজিতশ্চাধিকাঙ্গকঃ॥
হীনাঙ্গঃ কপটী রোগী বহ্বাশী বহুজল্পকঃ।
এতৈর্দ্দোষৈর্ব্বিমুক্তো যঃ স গুরুঃ শিষ্যসম্মতঃ॥

ক্রিয়াসারসমুচ্চয়।

"যাহার শরীরে শ্বিত্ররোগ, গলৎকুষ্ঠরোগ বা নেত্ররোগ আছে, যে ব্যক্তি বামন, যাহার কুনখরোগ আছে, যে শ্যাব-দন্ত, স্ত্রীর বশীভূত, অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, কপটী, চিররোগী, বহুভোক্তা এবং বহুভাষী, সেরূপ ব্যক্তিকে কখনও গুরু করিবে না। যিনি এই সমুদয়-দোষ-পরিশূন্য, তাঁহাকে শিষ্যসম্মত গুরু বলিয়া জানিবে।"

অভিশপ্তমপুত্রঞ্চ কদর্য্যং কিতবং তথা।
ক্রিয়াহীনং শঠঞ্চাপি বামনং গুরুনিন্দকম্॥
জলরক্তবিকারঞ্চ বর্জ্জয়েন্মতিমান্ সদা।
সদা মৎসরসংযুক্তং গুরুং তন্ত্রেণ বর্জ্জয়েৎ।—যামল।

"অভিশাপগ্রস্ত, অপুত্রক, কুকার্য্যে অনুরক্ত, ধূর্ত্ত, ধর্ম্মক্রিয়া-বিহীন, শঠ, বামন, গুরুনিন্দক, জলদোষী, রক্তবিকারী, এইরূপ ব্যক্তিকে কদাচ গুরু করিবে না, এবং সর্ব্বদা মাৎসর্য্যযুক্ত ব্যক্তি-কেও পরিত্যাগ করিবে—অর্থাৎ গুরুকার্য্যে বরণ করিবে না।"

বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ।
হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্বাদী গুণনিন্দকঃ॥
অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ।
কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধিশ্বাসবাহকঃ॥
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ।
বহুপরিগ্রহাসক্ত আচার্য্য শ্রীক্ষয়াবহঃ॥—তন্ত্রসার।

"বহুভোক্তা, দীর্ঘসূত্রী, বিষয়লোলুপ, ঈশ্বরবিষয়ে হেতুবাদরত অর্থাৎ কুতর্ককারী, দুষ্ট, অবাচ্যবক্তা অর্থাৎ আত্মোন্নতির বাধা-জনক বাক্য বক্তা, পরগুণের নিন্দুক, অরোম বা বহুরোম-বিশিষ্ট, নিন্দিতাশ্রমসেবী, দন্ত ও ওষ্ঠ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট, দুর্গন্ধশ্বাস বিশিষ্ট, পরিগ্রহগ্রহণার্থ সর্ব্বদা ব্যগ্র এমন ব্যক্তির নিকট কদাচ মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। এরূপ ব্যক্তিকে গুরু করিলে আত্মোন্নতি সংসাধন হয় না, অধিকন্তু শিষ্যের লক্ষ্মী বিনষ্ট হইয়া থাকে।"

যে গুরু হইতে ব্রহ্মশক্তি সঞ্চারিত হইয়া, শিষ্যের আত্মার উন্নতি বিধান করিবে,—যে গুরু হইতে জ্ঞানালোক উদ্ভূত হইয়া শিষ্যের অজ্ঞান তিমির বিনষ্ট করিবে,—যে গুরুর ইচ্ছাশক্তির

বলে জড়ত্বাবদ্ধ জীব উন্নতি-মার্গে উত্থিত হইবে, সেই গুরু যে সাধন শক্তিসম্পন্ন না হইলে শিষ্যের উন্নতি হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। শক্তি সঞ্চারিত হইবে, কিন্তু সেই শক্তি যদি কু-শক্তি হয়, তবে তাহাও যে শিষ্যে সংক্রামিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই জন্য শাস্ত্রে গুরুনির্ব্বাচন-বিষয়ে পুনঃপুনঃ সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

এক্ষণে আমাদের দেশের একটি সংস্কার আছে যে, কুলগুরু অর্থাৎ আপন পৈতৃক গুরু পরিত্যাগ করিতে নাই। তদর্থে নিগম-কল্পক্রমের যে বচন উদ্ধৃত হয়, তাহা এই,—

অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম্।
অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতিঃ॥

নিগমকল্পক্রম।

এই বচনের অর্থ এই যে, "গুরু বিদ্বান্ হউন, অথবা বিদ্যাহীন হউন, তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিবে, এবং তিনি সৎপথাবলম্বী হউন, অসৎপথবর্ত্তীই হউন, তদ্ভিন্ন অন্য গতি নাই।"

অন্যত্র উক্ত হইয়াছে,—

মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যুর্গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা।
গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥—জ্ঞানার্ণব।

মন্ত্রত্যাগী ব্যক্তির মৃত্যু, গুরুত্যাগীর দরিদ্রতা এবং গুরু ও মন্ত্র উভয় পরিত্যাগীর রৌরব নরকে বাস হইয়া থাকে।"

গুরুবংশে জন্মগ্রহণ মাত্র করিয়া, সেই সনদের বলে যাঁহারা গুরু-ব্যবসায় করিয়া থাকেন; প্রত্যুত সাধন-বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন, তাঁহারা প্রাগুক্ত বচনাদির দ্বারা সাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, গুরুত্যাগ করা যাইতে পারে না। বংশানুক্রমে

যাঁহাদিগের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করা হইতেছে, সে গুরু কখনই পরিত্যাগ করিতে নাই। বস্তুতঃ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহা নহে। ঐ বচনের পূর্ব্ব বচনে উক্ত হইয়াছে যে,—

যস্য বক্ত্রাদ্বিনির্যাতং বর্ণব্রহ্মময়ং বপুঃ।
তারয়েন্নাত্র সন্দেহো নরকার্ণবতো ধ্রুবম্॥—জ্ঞানার্ণব।

"যাঁহার বক্ত্র হইতে বিনির্গত শব্দময় ব্রহ্ম নরকার্ণব হইতে পরিত্রাণ করে তাহা হইতে আর অধিকতর গুরু নাই, ইহা নিশ্চয়।"

অতএব গুরুত্যাগ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা মন্ত্রদাতা গুরু সম্বন্ধে। মন্ত্রগ্রহণ করিয়া যদি পশ্চাৎ জানিতে পারা যায় যে, তিনি অসন্মার্গগামী বা অবিদ্বান্,—তথাপি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে নাই। কিন্তু মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বে জানিলে, কখনই সেরূপ গুরুর নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করিবে না। মন্ত্রগ্রহণ আত্মার উন্নতির কারণ,—সমাজে বাহবা পাইবার জন্য নহে।

তবে বংশপরম্পরাক্রমে গুরুবংশের নিকট মন্ত্রগ্রহণ অধিকতর শুভ-ফলপ্রদ। যে বংশ, বংশ-পরম্পরাক্রমে শিষ্যদিগের আত্মোন্নতি বিধান করিয়া মন্ত্র দান করিয়া আসিতেছে, এমন বংশের নিকটে মন্ত্রগ্রহণ কর্ত্তব্য। গুরুই ধর্ম্মশিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়া দেন; সুতরাং গুরুর সহিত সম্বন্ধ পূর্ব্বপুরুষের সহিত পরবংশীয়দের সম্বন্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস, তাঁহার নিকট বিনীতভাব ধারণ, তাঁহার বশ্যতা স্বীকার ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে মানবের হৃদয়ে ধর্ম্মবিকাশ হইতেই পারে না। যে সকল দেশে গুরুশিষ্যের প্রতি এবম্বিধ সম্বন্ধ আছে, সেই সকল দেশেই বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মিয়াছেন—আর যে সকল দেশে গুরুশিষ্যের এ

সম্বন্ধ নাই, গুরু কেবল বক্তা বা বার্ষিক আদায় করিয়া খালাস. শক্তি সঞ্চার করিবার কেহ নাই, গ্রহণ করিবারও কেহ নাই,—সে সব দেশে ধর্ম্মবীর কোথায়? ভারতে যখন গুরুশিষ্যের যথোচিত আচরণ ছিল, তখন পল্লীতে পল্লীতে—সংসারে সংসারে ধর্ম্মবীর ছিলেন, আর এখন ধর্ম্মটা যেমন ক্রীড়নকস্বরূপ হইয়া গিয়াছে।

অতএব সদ্গুরু নির্ব্বাচন করিয়া মন্ত্র গ্রহণ ও শক্তি গ্রহণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

নবম পরিচ্ছেদ।

গুরুতত্ত্ব।

গুরুদেবকে মনুষ্যভাবনা করিতে নাই।

গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকম্।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ ॥—জ্ঞানার্ণব।

"যে ব্যক্তি গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করে, মন্ত্রকে অক্ষরাবলী মনে করে এবং প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তিকে শিলাজ্ঞানে উপেক্ষা করে, সেই ব্যক্তি নরকগামী হয়।"

জন্মহেতু হি পিতরৌ পূজনীয়ৌ প্রযত্নতঃ।
গুরুর্ব্বিশেষতঃ পূজ্যো ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রদর্শকঃ ॥—জ্ঞানার্ণব।

"পিতা মাতা জন্মের কারণ, সুতরাং যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পূজা করিবে, আর যেহেতু গুরু ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রদর্শক, অতএব পিতামাতা হইতেও তাঁহাকে অধিকতর পূজা করিবে।"

গুরুঃ পিতা গুরুর্ম্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুর্গতি।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥
গুরোর্হিতং প্রকর্ত্তব্যং বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মভিঃ।
অহিতাচরণাদ্দেবি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ॥
শরীরদঃ পিতা দেবি জ্ঞানদো গুরুরেব চ।
গুরোর্গুরুতরো নাস্তি সংসারে দুঃখ-সাগরে॥-জ্ঞানার্ণব।

"গুরুকে পিতা, মাতা, দেবতা ও আশ্রয় জ্ঞানে অর্চ্চনা করিবে; কারণ, শিব পরিরুষ্ট হইলেও গুরু রক্ষা করিতে সমর্থ, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে আর কেহই রক্ষক নাই; অতএব বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা গুরুর হিতসাধন করিবে। যে ব্যক্তি গুরুর অহিত আচরণ করে, সে বিষ্ঠামধ্যে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। পিতা এই শরীর দান করিয়াছেন, এবং গুরু জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন। যখন জ্ঞান ব্যতীত এই শরীর ধারণ নিরর্থক, তখন জ্ঞানপ্রদাতা গুরু হইতে দুঃখ-সমাকুল এই সংসারে আর অধিকতর গুরু নাই।"

গুরুতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া মন্ত্রতত্ত্ব আলোচনা করিবে, ইহাই শাস্ত্রবিধি। শাস্ত্রে গুরু শব্দের অর্থ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে,—

গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ॥

"গকার সিদ্ধিদাতা, রেফ পাপদাহক, উকার স্বয়ং শিব, এই ত্রিতয়াত্মক গুরু পরম দৈবত।"

অন্যমতে,—

গকারাজ্‌ জ্ঞানসম্পত্তী রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকারাচ্ছিবতাদাত্ম্যং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ॥

"গকার উচ্চারণে জ্ঞানসম্পত্তি ও রেফ উচ্চারণে পাপ দাহ হয়, এবং উকার শিবস্বরূপত্ব দান করে;—এইরূপ গুরু শব্দের অর্থ জানিবে।"

গু-শব্দস্ত্বন্ধকারকঃ স্যাদ্রু-শব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্‌গুরুরিত্যভিধীয়তে॥

"গু-শব্দে অন্ধকার ও রু-শব্দে তাহার নিবারক; অতএব গুরু অজ্ঞান-অন্ধকার বিনাশ করেন বলিয়া গুরু শব্দে অভিহিত হইয়াছেন।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত করিয়া এবং উহার কদর্থ করিয়া অনেকে বলেন, মানুষ-গুরু গুরুই নহেন। শ্লোকটি এই,—

ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্।
শ্বেতাম্বরপরীধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্।
বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্॥
বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্।
স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ৫ম উঃ।

"মস্তকে শুক্লপদ্মে দ্বিভুজ দ্বিনেত্র গুরু উপবিষ্ট আছেন, এইরূপ ভাবনা করা শিষ্যের কর্ত্তব্য। তাঁহার পরিধান শুক্লবসন, শরীর শ্বেত মাল্য ও শ্বেত চন্দনে চর্চ্চিত, তিনি শান্ত ও করুণার আধার, হস্তে বর ও অভয়। তদীয় বামভাগে উৎপল ধারণপূর্ব্বক শক্তি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল হাস্যময় ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ। তিনি সাধকের অভীষ্টদায়ক।"

প্রাগুক্ত বচনের অর্থ শ্রবণে অজ্ঞানীর মনে হয়, মস্তক মধ্যে

বুঝি উক্ত প্রকার এক অনির্দ্দেশ্য, অপূর্ব্বতত্ত্ব বসতি করিয়া থাকেন, এবং সেই তত্ত্বই জীবের গুরু। আর মন্ত্রদাতা মানুষ-গুরু, গুরু নহেন।

বাস্তবপক্ষে এই ধারণা ভুল। ঐ তন্ত্রেই ঐ বচনের একটু পরে ইহার পরিষ্কার অর্থ আছে। যথা,—

ভবপাশ-বিনাশায় জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদর্শিনে।
নমঃ সদ্‌গুরবে তুভ্যং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনে॥
নরাকৃতিপরব্রহ্মরূপায়াজ্ঞানহারিণে।
কুলধর্ম্মপ্রকাশায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ; ৫ম উঃ।

"হে গুরুদেব! আপনি ভবপাশবিনাশের কর্ত্তা, আপনি জ্ঞানদৃষ্টি-প্রদর্শক, আপনা হইতে ভোগ ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি নরদেহধারী, কিন্তু অজ্ঞানহারী, এবং পরব্রহ্মমূর্ত্তি—আপনা হইতে কুলধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে ; অতএব শ্রীগুরুদেব, আপনাকে নমস্কার।"

আপনি নরদেহধারী—এই কথা বলায় মন্ত্রদাতা মানুষ-গুরুকেই যে বুঝাইতেছে, তাহা স্পষ্টই অবগত হওয়া যায়। অতএব, মস্তকাভ্যন্তরে কোন অদৃশ্য গুরু পদার্থ নাই,—তথায় গুরুতত্ত্বই বর্ত্তমান। সেই গুরুতত্ত্ব প্রজ্ঞা। মানুষ-গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি, তথায় সঞ্চরণ করিলে সেই গুরুতত্ত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত বা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

মানুষ গুরু সকলের পৃথক্ হইলেও গুরুর ধ্যান, গুরুর প্রণাম, গুরুপূজা সকলেরই এক প্রকার। কাহারও গুরু বৃদ্ধ, কাহারও গুরু যুবা, কাহারও গুরুর বর্ণ কৃষ্ণ, কাহারও গুরুর বর্ণ গৌর,

কিন্তু ধ্যানে রূপবর্ণনা—সকলেরই এক প্রকারের হয় কেন? গুরু-তত্ত্ব—গুরু-শক্তি সকলেরই এক, তাই সেই ধ্যান একই প্রকারের। সাধকের গুরু—মানুষ-গুরুর আধ্যাত্মিক শক্তি—মানুষ সেই শক্তি চাহে, তাই সেই শক্তির ধ্যান করিয়া থাকে। সেই শক্তিই গুরু-তত্ত্ব।

দশম পরিচ্ছেদ।

শিষ্য-লক্ষণ।

গুরুর যেমন শক্তি সঞ্চালন ক্ষমতা থাকার প্রয়োজন, শিষ্যের আবার তদ্রূপ শক্তিসংগ্রাহিকা ক্ষমতা থাকার আবশ্যক। প্রবল জ্ঞানপিপাসা, পবিত্রতা ও অধ্যবসায় না থাকিলে, প্রকৃত শিষ্য-জীবন লাভ করিতে পারা যায় না। (ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে, প্রকৃত প্রস্তাবে পবিত্র হওয়া আবশ্যক।) অনাদি অনন্ত কাল হইতে সর্ব্বদেশের সকল মানবেই জানিয়া আসিতেছেন যে, আমরা যাহা চাই, তাহা পাইয়া থাকি। যে বস্তুর উপর মানুষ আপন চিত্ত স্থাপন করে, মানুষ সেই বস্তুই লাভ করিয়া থাকে—ইহা বিজ্ঞান-সম্মত এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ-সঙ্গত। ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে, ধর্ম্মের উপরই চিত্ত সংস্থাপন করিতে হয়; কিন্তু কেবল পুস্তক পাঠ ও ধর্ম্মের বক্তৃতা শ্রবণ করিলেই সে কার্য্য সাধন হয় না। তাহার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা চাই, গুরু-শক্তি সংগ্রহ করা চাই—আর চাই আমাদের প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করা। উহা দুই এক দিনে বা দুই এক বৎসরে অথবা দুই এক জন্মেই যে সুসিদ্ধ হইতে পারিবে, এমনও কথা নাই। হইতে পারে,

গুরুর কৃপায়—জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিবলে মুহূর্ত্তে সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু এমন সৌভাগ্য লইয়া কয়জনে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে? তবে ইহজন্মের আরব্ধ পর পর জন্মে অনুসৃত হইয়া আত্মার শান্তি বিধান করিয়া থাকে। তাই শিষ্যজীবন গ্রহণ করিয়া ধীরে স্থিরে ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। শিষ্য এইরূপে অধ্যবসায় সহকারে অগ্রসর হইলে অবশেষে সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। শিষ্যজীবনে গুরুর বশ্যতা স্বীকার করিয়া ইষ্ট-নিষ্ঠা সহকারে ধর্ম্মচর্চ্চা করাই সিদ্ধিপথে যাইবার উপায়।

শিষ্য যে প্রকার হইবেন, শাস্ত্র তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

শান্তো বিনীতঃ শুদ্ধাত্মা শ্রদ্ধাবান্ ধারণক্ষমঃ।
সমর্থশ্চ কুলীনশ্চ প্রাজ্ঞঃ সচ্চরিতো যতিঃ॥
এবমাদিগুণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো ভবতি নান্যথা॥—তন্ত্রসার।

"শমাদিগুণযুক্ত, বিনয়ী, বিশুদ্ধস্বভাব, শ্রদ্ধাবান্, ধৈর্য্যশীল, সর্ব্বকর্ম্মসমর্থ, কুলধর্ম্মজ্ঞ, অভিজ্ঞ, সচ্চরিত্র এবং যতির আচার-সম্পন্ন ব্যক্তি শিষ্যপদবাচ্য।"

পুণ্যবান্ ধার্ম্মিকঃ শুদ্ধো গুরুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শিষ্যযোগ্যো ভবেৎ স হি দান-ধ্যানপরায়ণঃ॥

"যে ব্যক্তি পুণ্যশীল, ধার্ম্মিক, শুদ্ধান্তঃকরণ, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল ও ঈশ্বরারাধনায় তৎপর, তাদৃশ ব্যক্তিই শিষ্যপদবাচ্য।"

শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ॥
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্ভির্দিবানিশম্॥

নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৄনাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥ মন্ত্রমুক্তাবলী।

"সদ্বংশসম্ভূত, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, পুণ্যাচার চরিত, বুদ্ধিমান্, দম্ভহীন, কামক্রোধাদি রিপুর অবশীভূত, গুরু-পদে ভক্তিমান্, কায়মনোবাক্যে দিবানিশি দেবতাপরায়ণ, নিরোগী, পাপাচারে বিমুখ, শ্রদ্ধাবান্, দেব দ্বিজ ও পিতৃলোকের অর্চ্চনাতৎপর, যুবক, সংযতেন্দ্রিয় এবং করুণাপরায়ণ, এবম্বিধ ব্যক্তিই দীক্ষাধিকারী—অর্থাৎ শিষ্যপদের উত্তমযোগ্য।"

অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্॥
জায়াপত্যগৃহক্ষেত্রস্বজনদ্রবিণাদিষু।
উদাসীনঃ সমং পশ্যন্ সর্ব্বেষ্বর্থমিবাত্মনঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত; ১১ স্কঃ।

"যে ব্যক্তি অভিমানী বা মাৎসর্য্যশীল নহে, এবং সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ, পুত্র-কলত্র-গৃহ-ক্ষেত্র প্রভৃতিতে পূর্ণাসক্ত নহে, বিষয়ে উদাসীন, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, অসূয়াবিহীন, সত্যবাদী, সকলকে আত্মবৎ দর্শন করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি উত্তম শিষ্য।"

দীক্ষা দান ও গ্রহণ কেবল একটা 'ওজর এড়ান' বলিয়া যাঁহাদের ধারণা, তাঁহারা উপরিউক্ত শাস্ত্র-বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, শিষ্যজীবনের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিবেন। প্রত্যেক মানুষের শিষ্যজীবন লাভ করিতে—ধর্ম্ম লাভ করিতে—আত্মোন্নতি সাধন করিতে, প্রাগুক্ত প্রকারে জীবন গঠন করিতে

হইবে। 'আমি এইরূপ হইব' এইপ্রকার চিন্তা ও ধ্যান করিলেই মানুষ উন্নত জীবন লাভ করিতে পারে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিন্দ্য-শিষ্য-লক্ষণ।

যেরূপ শিষ্যকে মন্ত্রদান করিলে, সেই মন্ত্র পাষাণে উপ্ত বীজের ন্যায় কোন প্রকার কাজের হয় না, শাস্ত্রে তাহারও উল্লেখ আছে।

পাপিনে ক্রূরচেষ্টায় শঠায় কৃপণায় চ।
দীনায়াচারশূন্যায় মন্ত্রদ্বেষপরায় চ॥
নিন্দকায় চ মূর্খায় তীর্থদ্বেষপরায় চ।
গুরুভক্তিবিহীনায় ন দেয়া মলিনায় চ॥—তন্ত্রসার।

"যে ব্যক্তি পাপাত্মা, ক্রূরকর্ম্মা, বঞ্চক, কৃপণ, অতি দরিদ্র, আচারভ্রষ্ট, মন্ত্রদ্বেষী, নিন্দক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী, গুরুভক্তিবিহীন, মলিনান্তঃকরণ,—তাদৃশ ব্যক্তিকে মন্ত্রপ্রদান করিবে না।

এস্থলে একটা কথা এই যে, যে ভক্তিমান্ ও সচ্চরিত্র, সে যদি অতি দরিদ্র হয়, তবে সে কেন দীক্ষিত হইতে পারিবে না? কথা এই যে, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিতে হইলে, আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হওয়া চাই, নতুবা অতি দরিদ্রের পক্ষে ধর্ম্মসাধনা করা দুর্ঘট।

অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা।
দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ॥
অসূয়ামৎসরমস্তাঃ সদা পরুষবাদিনঃ।
অন্যায়োপার্জ্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে॥

বিদ্বুষাং বৈরিণশ্চৈব ত্যজ্যাঃ পণ্ডিতমানিনঃ॥
ভ্রষ্টাচারাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ।
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ॥
ইত্যেবমাদয়োঽন্যেপি পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ।
এবম্ভূতাঃ পরিত্যজ্যাঃ শিষ্যত্বেনোপকল্পিতাঃ॥

আগমসার।

"অলস, মলিনবেশী, অতিশয় কাতর, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, সর্ব্বদা ক্রোধপরায়ণ, বিষয়ের প্রতি অতিশয় অনুরাগী, লোভপরতন্ত্র, অসূয়া ও মাৎসর্য্যযুক্ত, কর্কশভাষী, অন্যায় উপার্জ্জনে -অর্থাৎ অসদুপায়ের উপার্জ্জন ধনবান্, পরস্ত্রীরত, পণ্ডিতদ্বেষী, পণ্ডিতাভিমানী, আচারভ্রষ্ট, সূচক, খল, বহুভোক্তা, ক্রূরকর্ম্মা, দুশ্চরিত্র ও নিন্দিত এই সকল ও অন্যপ্রকারে পাপিষ্ঠ নরাধম ব্যক্তিকে শিষ্য করিবে না।"

জৈমিনিঃ সুগতশ্চৈব নাস্তিকো নগ্ন এব চ।
কপিলশ্চাক্ষপাদশ্চ ষড়েতে হেতুবাদিনঃ॥
এতন্মতানুসারেণ বর্ত্তন্তে যে নরাধমাঃ।
তে হেতুবাদিনঃ প্রোক্তা স্তেভ্যস্তন্ত্রং না দাপয়েৎ॥

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রম্।

জৈমিনি, বৌদ্ধ, নাস্তিক, নগ্নক, কপিল, কণাদ—ইহারা হেতুবাদী—অর্থাৎ কুতর্ক করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অজ্ঞাত রাখে,—যাহারা হেতুবাদীদিগের মতে চলে ও আচরণ করে, তাহাদিগকে কদাচ মন্ত্র দান করিতে নাই।"

এস্থলে কথা উঠিতে পারে যে, যাহারা হীন, যাহারা দুষ্কৃত, যাহারা পাপী, তাহাদিগকে নিস্তার এবং উদ্ধার করাই গুরুর

কর্ত্তব্য;—কিন্তু প্রাগুক্ত বচনাবলীতে তাহাদিগকেই মন্ত্রদান নিষিদ্ধ হইতেছে—ইহাতে ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা প্রকাশ পায় না।

কথা সমীচীন নহে। মন্ত্রদান এক, পাপীকে সৎপথে আনয়ন করা, আর এক। পাপীকে উদ্ধার করিতে বক্তৃতা ধর্ম্মোপদেশ-প্রদান, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন, তাহা করিতে পারা যাইবে,—কিন্তু মন্ত্রদানের জন্য শিষ্যের হৃদয় সম্যক্ উপযুক্ত না হইলে, মন্ত্রদানে কোনই ফল হইতে পারে না। ক্ষেত্র ভালরূপে কর্ষিত না হইলে যেমন সুন্দর বীজ উপ্ত হইলেও অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না এবং শস্য জন্মে না, তদ্রূপ শিষ্যের হৃদয় প্রস্তুত না হইলে, মন্ত্রদানেও ফল হয় না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা।

ধর্ম্ম-সাধনা করা, ধর্ম্ম-শক্তি লাভ করা সহজ কার্য্য নহে। সামান্য জড় পদার্থের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে প্রভূত ঐকান্তিকতা অধ্যবসায় ও সবিশেষ চেষ্টার আবশ্যক, আর আধ্যাত্মিক শক্তি-লাভ ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মোন্নতি করা যে তদপেক্ষা সমধিক অধ্যবসায় ও চেষ্টার আবশ্যক, তাহা বলাই বাহুল্য। ইহাতে গুরু ও শিষ্য উভয়কেই চেষ্টা করিতে হয়। সৎশিক্ষকের নিকট উপদেশ লাভ করিতে না পারিলে, যেমন শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক শিক্ষাতেও আধ্যাত্মিক শিক্ষক ভাল হওয়া আবশ্যক। অধিকন্তু অন্যান্য শিক্ষায় কেবল

বক্তৃতাতেই কার্য্য হইতে পারে, আধ্যাত্মিক উন্নতি কেবল উপদেশ বা বক্তৃতাতে সুসিদ্ধ হইতে পারেনা—শিষ্যের হৃদয়ে গুরুর শক্তি সঞ্চরণের প্রয়োজন। সেই জন্য গুরুকে আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন এবং আধ্যাত্মিক-শক্তি সঞ্চরণের প্রণালী অবগত হওয়া আবশ্যক। আর শিষ্যেরও সেই শক্তিগ্রহণের শক্তি থাকিবার প্রয়োজন। সেই শক্তি কি তাহাও এস্থলে বলা কর্ত্তব্য। সে শক্তি আর কিছুই নহে, ধর্ম্ম-পিপাসা। (ধর্ম্ম-পিপাসা সকলের নাই, কেহ ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত, কেহ ধর্ম্মকে সর্ব্বপ্রকারেই উপেক্ষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-পিপাসাও একটা শক্তির কার্য্য।—সৌন্দর্য্য অনুভবও শক্তির কার্য্য। জগতে সকলই শক্তির কার্য্য। বিনা সাধনায় শক্তি লাভ হয় না। এই সাধনা করিতে সাধুগণের উপদেশ, বক্তৃতা শ্রবণ, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি করিতে হয়। ইহা করিতে করিতেই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বুদ্ধির ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। এই ঔৎসুক্য হইতেই সময়ে ধর্ম্ম-পিপাসা জন্মিয়া থাকে।) প্রকৃতির এমনই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয়, তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে,—আসিয়াও থাকে। যখন গ্রহীতার আত্মার ধর্ম্মালোকাকর্ষিণী শক্তি পূর্ণ ও প্রবল হয় তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া আলোকদায়িনী শক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে।

কিন্তু এমন অবস্থা মানুষের মনে সময় সময় উদিত হইয়া থাকে, যাহাতে তাহারা ধর্ম্মের অভাব অনুভব করিয়া থাকে,—প্রাণের ভিতর ধর্ম্মের পিপাসা জাগরিত হয়। আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে মানুষের মনে হয়, এই ত মনুষ্যজীবনের পরিণাম,—এত শুধু দু'দণ্ডের খেলা! বিয়োগে প্রাণে আঘাত লাগে; মনে

হয়, বুঝি এত দিনের সুখের সংসার শূন্য হইল—যেন ধরি ধরি ধরা যায় না। ধন-বল, জন-বল, আত্মীয়-স্বজন-বল,—এইত অস্থায়ী—তখন মনে হয়, আমাদের স্থায়ী ও উচ্চতর কিছু প্রয়োজন,—আমাদের ধার্ম্মিক হওয়া আবশ্যক। গ্রামে যখন মারীভয় উপস্থিত হয়,—প্রতিবাসিগণ যখন মরণের কোলে ঢলিয়া পড়িতে থাকে, তখন জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব দেখিয়া, তখন বিষয়াদির সহিত মুহূর্ত্তের সম্বন্ধ বুঝিয়া, এবং মরণের মহাভীতিপ্রদ মূর্ত্তির ছায়া অদূরে দর্শন করিয়া, মানবের মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। মানুষের মৃত-দেহের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিতে শ্মশানে গেলে,—চিতার আগুনে মানবদেহ ভস্মীভূত হইতে দেখিলে, মনে বৈরাগ্যের ছায়া উপস্থিত হয় ও ধার্ম্মিক হইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এই প্রকার ধর্ম্ম-পিপাসা ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা বলা যাইতে পারে না। যে কারণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল, সেই কারণের নিবৃত্তি হইলেই ধর্ম্মপিপাসারও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুজনিত শোক অপনোদিত হইলে, গ্রামের মারীভয় বিদূরিত হইলে, শ্মশান পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে আসিয়া নরনারীর বিলাসগৃহ দর্শন করিলে, সে ভাবোচ্ছ্বাস বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব সে ক্ষণস্থায়ী ধর্ম্ম-পিপাসা প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা নহে। জানিতে হইবে, তখনও আমরা প্রকৃত শিষ্যের জীবন লাভ করিতে সক্ষম হই নাই—তখনও সত্য গ্রহণের—দীক্ষা গ্রহণের—মন্ত্র গ্রহণের উপযুক্ত হই নাই,—তখনও আমাদের প্রকৃত ধর্ম্ম-পিপাসা হয় নাই। এই গেল শিষ্যের কথা।

শক্তি-সঞ্চারক গুরু সম্বন্ধেও এইরূপ অনেক কথা আছে।

মন্ত্রদাতা গুরুর উপরেই শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতি নির্ভর করিয়া থাকে। গুরুকেও চিনিয়া লইয়া দীক্ষা দান করিতে হয়। শাস্ত্রে তাই গুরু ও শিষ্যের পরীক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে।

তয়োঃ পরীক্ষা চান্যোন্যমেকাব্দং সহবাসতঃ।
ব্যবহারস্বভাবানুভবেনৈবাভিজায়তে॥

"গুরু এবং শিষ্য একবৎসর একত্র বসবাস করিয়া পরস্পরের স্বভাব পরীক্ষা করিবে। পূর্ণ একবৎসর একত্র বসবাস করিলে, ব্যবহারাদি দ্বারা পরীক্ষা হইতে পারে।"

গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্ব্বৎসরবাসতঃ।
সদ্‌গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ॥—সারসংগ্রহ।

"একবৎসর একত্র বসবাস করিলে, গুরু এবং শিষ্য উভয়ে উভয়ের স্বভাবাদি পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। এই জন্য যিনি সদ্‌গুরু, তিনি শিষ্যকে একবৎসর আপন সমক্ষে রাখিয়া পরীক্ষা করিবেন।"

রাজ্ঞি চামাত্যজো দোষঃ পত্নী-পাপং স্বভর্ত্তরি।
তথা শিষ্যার্জ্জিতং পাপং গুরুঃ প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥

সারসংগ্রহ।

"অমাত্যের কৃত অপরাধ যেমন রাজাতে বর্ত্তে, এবং পত্নীর কৃত পাতক যেমন স্বামীতে বর্ত্তে, সেই প্রকার শিষ্যের অর্জ্জিত পাতকও গুরু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

অতএব গুরুর কর্ত্তব্য যে, শিষ্যের স্বভাবাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তবে মন্ত্রদান করেন। শাস্ত্র বলেন,—

বর্ষৈকেণ ভবেদযোগ্যো বিপ্রো গুণসমন্বিতঃ।

বর্ষদ্বয়েন রাজন্যো বৈশ্যস্তু বৎসরৈস্ত্রিভিঃ ॥
চতুর্ভির্ব্বৎসরৈঃ শূদ্রঃ কথিতা শিষ্যযোগ্যতা ॥—সারসংগ্রহ।

"এক বৎসর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যদি সদ্‌গুণ-সম্পন্ন বলিয়া জানা যায়, তবে ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদান করিবে। ঐ প্রকারে ক্ষত্রিয় দুই বৎসর, বৈশ্য তিন বৎসর এবং শূদ্র চারি বৎসর পরীক্ষা দ্বারা মন্ত্রগ্রহণের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়।"

ইহাতে বুঝিতে পারা গেল যে, মন্ত্র-প্রার্থী শিষ্যের হৃদয় উপযুক্ত হইয়াছে কিনা, তাহা সবিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া মন্ত্র দান করা নিতান্ত অবিধেয়। ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট,—সাধারণতই ব্রাহ্মণের হৃদয় ধর্ম্মতত্ত্ব-গ্রহণক্ষম ; তাই ব্রাহ্মণের পক্ষে এক বৎসর পরীক্ষার নিয়ম। ঐরূপ ক্ষত্রিয় রজোগুণ প্রধান, সেস্থলে দুই বৎসরের নিয়ম। বৈশ্য রজস্তমো-গুণবিশিষ্ট, কাজেই আরও কিছু দীর্ঘ কালের ব্যবস্থা ;—শূদ্র তমোগুণসম্পন্ন, এস্থলে অধিকতর কাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

তবে, এস্থলে একটি সবিশেষ কথা এই যে, দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনায় সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, বর্ত্তমান সময়ে গুরু-শিষ্যের ঐরূপ পরীক্ষা করিতে হইলে, বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে অতএব কিছু দিন পরীক্ষা, করিয়া দীক্ষা দান ও গ্রহণ করিবে।

কুলগুরু ও বংশ-পরম্পরাগত শিষ্য সম্বন্ধে এত কঠোরত নাই, সে স্থলে কেবল গুরুর শক্তি-সঞ্চালন ক্ষমতা জন্মিয়াছে কি না দেখিতে হইবে, এবং গুরু দেখিবেন, শিষ্য মন্ত্র গ্রহণে ভক্তিমান্ ও প্রয়াসী কি না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গুরু যদি আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চালনে অক্ষম হয়েন, তবে তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করাও যাহা

পুস্তকপাঠ করিয়া একটা মন্ত্র স্থির করিয়া লওয়াও তাহাই। তৎপরে শিষ্যকে গুরু আধ্যাত্মিক শক্তি দান করিতে লাগিলেন, শিষ্য সেই শক্তির অপব্যবহার করিতে লাগিলেন,—এরূপ স্থলে গুরুর শক্তি বিনষ্ট হওয়ায় গুরুর পাতক স্পর্শে। অতএব গুরু শিষ্য উভয়েই উভয়কে পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য।

আধ্যাত্মিক-শক্তি-সঞ্চালক শ্রীগুরু দেবকে কখনই মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিতে নাই। কেননা, তাঁহারই কৃপাবলে আধ্যাত্মিক চক্ষুর বিকাশ হয়, এবং তাঁহারই কৃপাবলে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয়। যদি শিষ্যের আত্মার উন্নতির জন্য অজ্ঞান-তিমির বিনাশের জন্য, মায়াজাল বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য, আপন আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, শিষ্যের কর্ত্তব্য যে, সর্ব্ব প্রকারে কায়মনোবাক্যে তাঁহাকে ভক্তি ও শুশ্রূষা করা। এ প্রকার যে কেবল গুরুর উপকারের জন্যই করিতে হয়, তাহা নহে। প্রত্যুত তাহাতে শক্তি আহরণই হইয়া থাকে। এস্থলে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, অনেকে মনে করিতে পারেন, গুরু শিষ্যগণের উপরে আপন অর্জ্জিত আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চালন করিতে করিতে নিজে নিঃসম্বল হইয়া পড়েন, কিন্তু তাহা নহে। সূর্য্য যেমন সমস্ত পৃথিবীতে কিরণ দান করিয়াও আপন তেজোরাশি হারা হয়েন না, আলোক যেমন উষ্ণতা দান করিয়াও নিজে শক্তিহীন হয় না, আধ্যাত্মিক শক্তি শিষ্যজীবনে সঞ্চালন করিয়াও

গুরুদেব তদ্রূপ শক্তি শূন্য হয়েন না। অতএব শিষ্য, ভক্তি সহকারে কায় মন ও বাক্য দ্বারা গুরুর শুশ্রূষা করিবে। যেরূপে তাহা করিতে হইবে, শাস্ত্রে তাহার বিধান আছে।

একগ্রামস্থিতঃ শিষ্যস্ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্‌গুরুম্‌।
ক্রোশমাত্রস্থিতো ভূত্বা গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ॥
অর্দ্ধযোজনতঃ শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চ পর্ব্বসু।
একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি॥
দূরদেশস্থিতঃ শিষ্যো ভক্ত্যা তৎসন্নিধিং গতঃ।
তত্র যোজনসংখ্যোক্তমাসেন প্রণমেদ্‌গুরুম্‌॥
যদি দূরে চ চার্ব্বঙ্গি স্বগুরোর্নগরং ভবেৎ।
বর্ষে বর্ষে চ কর্ত্তব্যং গুরোশ্চরণবন্দনম্‌॥—তন্ত্রসার।

"শিষ্য যদি গুরুর সহিত এক গ্রামে বাস করেন, তবে ত্রিসন্ধ্যা—অর্থাৎ প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে স্বীয় গুরুকে প্রণাম করিবে। গুরুধাম হইতে এক ক্রোশের মধ্যে শিষ্যের বসতি হইলে, দিনের মধ্যে একবার গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। অর্দ্ধ যোজনমধ্যে শিষ্য থাকিলে, পঞ্চ-পর্ব্বে—অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি দিবসে গুরুকে প্রণাম করিবে। এক যোজন হইতে দ্বাদশ যোজনের মধ্যে গুরু থাকিলে, যোজনসংখ্যক মাসে গুরুর নিকটে যাইয়া ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করিবে। যদি ইহারও অধিক দূরে গুরুধাম হয়, তবে বৎসরে বৎসরে এক একবার শ্রীগুরুর চরণ বন্দনা করিবে।"

গুরুর সাক্ষাৎ পাইলে, তাঁহার সহিত নিম্ন প্রকারে ব্যবহার ও কার্য্যাদি করিবে।

উদকুম্ভং কুশান পুষ্পং সমিধোঽস্যাহরেৎ সদা।
মার্জ্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বামসাচরেৎ ॥
নাস্য নির্ম্মাল্যশয়নং পাদুকোপানহাবপি।
নাক্রামেদাসনং ছায়ামাসন্দীং বা কদাচন ॥
সাধয়েদ্দন্তকার্ষ্ঠাদীন্ কৃত্যং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ।
অনাপৃচ্ছ্য ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতেরতঃ ॥
ন পাদৌ সারয়েদস্য সন্নিধানে কদাচন।
জৃম্ভা হাস্যাদিকং চৈব কণ্ঠপ্রাসরণং তথা।
বর্জ্জয়েৎ সন্নিধৌ নিত্যমথাস্ফোটনমেব চ ॥—কূর্ম্মপুরাণ।

গুরুর আদেশ লইয়া শিষ্য, জল, কুশ, পুষ্প ও সমিধ আহরণ করিবে। গুরু-গৃহ লেপন, গুরু-অঙ্গ মার্জ্জন, চন্দনাদি লেপন, পাদুকাদি প্রক্ষালন করিবে। কখন গুরুর শয্যাতে শয়ন, এবং খড়ম বা জুতা ব্যবহার করিবে না। গুরুর আসনে উপবেশন, ছায়ালঙ্ঘন, গুরুর ভোজন পাত্রে ভোজন করিতে নাই। গুরু-দেবকে দন্তকাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া দিবে, এবং কর্ত্তব্য কার্য্য বিজ্ঞাপিত করিবে। গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ না করিয়া গমন করিবে না, এবং সর্ব্বদা গুরুর প্রিয়কার্য্য করিতে নিরত থাকিবে। গুরুর নিকট পাদ-প্রসারণ, জৃম্ভণ, হাস্য উচ্চভাষণ, কণ্ঠ-প্রসারণ, অঙ্গুলি-স্ফোটন প্রভৃতি করিতে নাই।”

শ্রেয়স্তু গুরুবদ্বৃত্তং নিত্যমেব সমাচরেৎ।
গুরুপুত্রেষু দারেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু ॥
উৎসাদনং বৈ গাত্রাণাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুপুত্রস্য পাদয়োঃ শৌচমেব চ ॥

গুরুবৎ পরিপূজ্যাশ্চ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সংপূজ্যাঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥
অভ্যঞ্জনং স্নাপনঞ্চ গাত্রোৎসাদনমেব চ।
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যা চ কেশানাঞ্চ প্রসাদনম্ ॥

উশনা।

"গুরুর পুত্র, পত্নী এবং তদীয় বন্ধুবর্গের প্রতি গুরুবৎ আচরণ করিবে, এবং তাহাতেই শিষ্যের শ্রেয়ঃ সাধন হইয়া থাকে। অতএব গুরুপুত্রাদির প্রতি গুরুবৎ আচরণ করিবে। গুরুপুত্রের গাত্রোদ্বর্ত্তন, স্নান, উচ্ছিষ্টভোজন, পাদপ্রক্ষালন প্রভৃতি করিবে না। সবর্ণা গুরুপত্নীকে গুরুবৎ পূজা করিবে। এবং অসবর্ণা গুরু-পত্নীকে প্রত্যুত্থান ও অভিবাদনাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিবে। গুরু-পত্নীর চক্ষুতে অঞ্জন দান, স্নাপন, গাত্রমার্জ্জন, কেশ-প্রসাধন প্রভৃতি করিবে না।"

অসবর্ণা গুরু-পত্নী বর্ত্তমানকালে নাই। পূর্ব্বকালে অসবর্ণা বিবাহ ছিল বলিয়াই উক্ত ব্যবস্থা আছে।

যত্র যত্র গুরুং পশ্যেৎ তত্র তত্র কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমৌ ছিন্নমূল ইব দ্রুমঃ ॥
গুরোর্ব্বাক্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা ॥
বস্ত্রং ছায়াং তথা শিষ্যো লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥—নারদ।

যেখানে যেখানে গুরু-দর্শন হইবে, সেই সেই স্থানেই শিষ্য কৃতাঞ্জলি হইবে, এবং ছিন্নমূল বৃক্ষ যে প্রকারে ভূমিতে পতিত হয়, সেইরূপ ভাবে ভূমিলুণ্ঠনপূর্ব্বক "গুরুকে প্রণাম করিবে। শিষ্য কদাচ গুরুর বাক্য, যান, পাদুকা, উপানহ, বস্ত্র ও ছায়া লঙ্ঘন করিবে না।"

যথা তথা যত্র তত্র ন গৃহ্ণীয়াচ্চ কেবলম্।
অভক্ত্যা চ গুরোর্নাম গৃহ্ণীয়াচ্চ যতাত্মবান্॥
প্রণবশ্রীযুতং নাম বিষ্ণুশব্দাদনন্তরম্।
পাদশব্দসমেতঞ্চ নতমূর্দ্ধাঞ্জলীযুতঃ॥

নারদপঞ্চরাত্র।

"যে কোন স্থলেই হউক, কেবল গুরুর নামটি মাত্র উচ্চারণ করিবে না। ভক্তিপূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া,—"ওঁ শ্রীযুক্ত অমুক বিষ্ণুপাদ"—এই প্রকারে গুরুর নাম বলিবে, এবং গুরুদেবের নাম উচ্চারণকালে কৃতাঞ্জলি ও নতশির হইবে।"

যৎ কিঞ্চিদন্নপানাদি প্রিয়ং দ্রব্যং মনোরমম্।
সমর্প্য গুরবে পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত প্রত্যহম্॥
ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোঽপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ॥
আচার্য্যস্য প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিম্॥

হরিভক্তিবিলাস।

"অন্ন-পানাদি যাহা কিছু মনোরম দ্রব্য এবং তাহার পরিমাণ সামান্য হইলেও তাহা গুরুকে যৎকিঞ্চিৎ সমর্পণ করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। যে কোন প্রকারে তাড়িত বা পীড়িত হইলেও গুরুর অপ্রিয় কার্য্য করিবে না, এবং তাঁহার বাক্যের অন্যথা করিবে না। সর্ব্বদা গুরুর হিতানুষ্ঠান করিবে। ধন এবং প্রাণ দিয়াও গুরুর প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে। কর্ম্মদ্বারা মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা যে ব্যক্তি গুরুর হিতসাধন করে, সে পরমা গতি লাভ করিয়া থাকে।"

ত্রয়ঃ পুরুষস্যাতিগুরবো ভবন্তি, মাতা পিতা আচার্য্যশ্চ। তেষাং নিত্যমেব শুশ্রূষণা ভাবিতব্যম্। যত্তে ত্রয়স্তৎকুর্য্যাৎ। তেষাং প্রিয়হিতমাচরেৎ। ন তৈরননুজ্ঞাতঃ কিঞ্চিদপি কুর্য্যাৎ॥

অতএব ত্রয়ো বেদা অতএব ত্রয়ঃ সুরাঃ।
অতএব ত্রয়ো লোকা অতএব ত্রয়োঽগ্নয়ঃ॥
পিতা চ গার্হপত্যাগ্নির্দক্ষিণাগ্নির্ম্মাতা গুরুরাহবনীয়ঃ॥
সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ।
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥
ইমং লোকং মাতৃভক্ত্যা পিতৃভক্ত্যা তু মধ্যমম্।
গুরুশুশ্রূষয়া ত্বেবং ব্রহ্মলোকং সমশ্নুতে॥—বিষ্ণুস্মৃতিঃ।

"পুরুষের মাতা, পিতা ও আচার্য্য—অর্থাৎ মন্ত্রদাতা এই তিন জন গুরু। তাঁহাদিগকে নিত্যই শুশ্রূষা করিবে। তাঁহারা যাহা করিতে বলিবেন, তাহাই করিবে। তাঁহাদিগের প্রিয় এবং হিতাচরণ করিবে। তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা না লইয়া কোন কার্য্যই করিবে না। ইঁহারা তিনই বেদস্বরূপ, তিনই দেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিবে। বিশেষতঃ পিতাকে গার্হপত্যাগ্নি, মাতাকে দক্ষিণাগ্নি এবং আচার্য্যকে আহবনীয় অগ্নিস্বরূপ বিবেচনা করিবে। যে ব্যক্তি উক্ত গুরুত্রয়কে যথোচিত আদর করে, সে সর্ব্বধর্ম্মাচরণের ফললাভ করিয়া থাকে, আর যে উঁহাদিগকে অনাদর করে, তাহার সর্ব্বধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। যে নর মাতৃভক্ত, তাহার ইহকালে সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হয়। পিতৃভক্তিতে পরলোকে শান্তি লাভ হয়, গুরুভক্তিতে ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে।"

চোদিতো গুরুণা নিত্যমপ্রচোদিত এব বা।
কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্নমাচার্য্যস্য হিতেষু চ॥

শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠেদ্বীক্ষ্যমাণো গুরোর্ম্মুখম্ ॥
নিত্যমুদ্ধৃতপাণিঃ স্যাৎ সাধ্বাচারঃ সুসংযুতঃ।
আস্যতামিতি চোক্তঃ সন্নাসীতাভিমুখং গুরোঃ ॥
হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ ॥
প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
আসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ন পরাঙ্মুখঃ ॥
আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ ॥
গুরোস্তু চক্ষুর্ব্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ।
নোদাহরেদস্য নাম পরোক্ষমপি কেবলম্ ॥
ন চৈবাস্যানুকুর্ব্বীত গতিভাষিতচেষ্টিতম্।
গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে ॥
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ।
পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বা বৈ ভবতি নিন্দকঃ ॥
পরিভোক্তা ক্রিমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী।
দূরস্থো নার্চ্চয়েদেনং ন ক্রুদ্ধো নান্তিকে স্ত্রিয়াঃ ॥
যানাসনস্থশ্চৈবৈনমবরুহ্যাভিবাদয়েৎ।
প্রতিবাদেঽনুবাদে চ নাসীত গুরুণা সহ ॥
অসংশ্রবে চৈব গুরোর্ন কিঞ্চিদপি কীর্ত্তয়েৎ।
গোঽশ্বোষ্ট্রযানপ্রাসাদপ্রস্তরেষু কটেষু চ ॥
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলকনৌষু চ।
গুরোর্গুরৌ সন্নিহিতে গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেৎ ॥

ন চাবিসৃষ্টোগুরুণা স্বান্ গুরূনভিবাদয়েৎ।
বিদ্যাগুরুষ্বেতদেব নিত্যা বৃত্তিঃ স্বযোনিষু॥
প্রতিষেধৎসু চাধর্ম্মান্ হিতঞ্চোপবিশৎস্বপি।
শ্রেয়ঃসু গুরুবদ্বৃত্তিং নিত্যমেব সমাচরেৎ॥
গুরুপুত্রেষু চার্য্যেষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু।
বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি॥
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি॥
গুরুপত্নী তু যুবতী নাভিবাদ্যেহ পাদয়োঃ॥

ইতি মনু।

"গুরুদেব আদেশ করুন আর নাই করুন, শিষ্য সর্ব্বদা তাঁহার হিতকার্য্যানুষ্ঠানে এবং অধ্যয়নে নিরত থাকিবে। গুরুর উপস্থিত কালে দেহ, বাক্য, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও মনঃ সংযমপূর্ব্বক গুরুর বদন নিরীক্ষণ করিবে ও করপুটে দণ্ডায়মান থাকিবে। গুরুর নিকট শিষ্য সদাচারতৎপর ও উন্নতপাণি হইয়া থাকিবে এবং গুরু উপবেশনে অনুজ্ঞা করিলে, তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিবে। গুরুর নিকটে সততই হীনবেশে অবস্থান করিবে। গুরু যখন আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিবেন, তখন শিষ্যও উঠিয়া দাঁড়াইবে এবং গুরু উপবেশন করিলে, শিষ্য উপবেশন করিবে। শায়িত অবস্থায় গুরুর সহিত গুরুর বাক্য শ্রবণ বা তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে নাই। পরন্তু উপবেশন বা ভোজনকালে গুরুর সহিত সম্ভাষণ নিষিদ্ধ এবং গুরু-সমীপে পরাঙ্মুখ থাকিবে না, গুরু উপবেশন করিলে, শিষ্য উপবিষ্ট হইয়া সম্ভাষণ করিবে। গুরু-সকাশে নীচাসনে উপবেশন ও নীচ শয্যাতে শয়ন করিবে। যতদূর পর্য্যন্ত গুরুর দৃষ্টিপাত হয়, ততদূর মধ্যে যথেচ্ছ ব্যবহার

করিতে নাই, এবং গুরুর অসাক্ষাতেও কেবল মাত্র গুরুর নামাক্ষর উচ্চারণ করিবে না ও তাঁহার গমন, বাক্য ও অন্যান্য চরিত্রের অনুকরণ করিবে না। যে স্থলে গুরুনিন্দা বা গুরুর অপবাদ কথিত হয়, কর্ণে হস্ত দিয়া কর্ণাবরুদ্ধ করত তথা হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবে, কোন প্রকারেই গুরুনিন্দা শ্রবণ করিবে না;—গুরু-পরীবাদ শ্রবণ করিলে পরজন্মে গর্দ্দভ এবং গুরুনিন্দাকারী ব্যক্তি কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়। পরন্তু গুরুর দ্রব্য ভোজন করিলে কৃমি হয়, আর যে ব্যক্তি গুরুর প্রতি মাৎসর্য্যভাব প্রকাশ করে, সে কীট-যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দূরস্থ হইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তদীয় সকাশে গমন করিবে না,—কোন যানারোহণ কালে গুরু সাক্ষাৎ হইলে, যান হইতে অবতরণপূর্ব্বক গুরুকে প্রণাম করিবে। গুরুর সহিত কোন বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিবে না। গুরুর অসাক্ষাতে তৎসম্বন্ধীয় কোন কথা কীর্ত্তন করিবে না। গোযান, অশ্বযান, প্রাসাদ ও পাষাণখণ্ডে গুরুর সহিত একত্রে উপবেশন করা যাইতে পারে। গুরুর গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহার সহিতও গুরুবদাচরণ করিবে। গুরুর নিকটে আপন পিতা-মাতাকেও নমস্কার করিবে না। উপাধ্যায় গুরুকেও মন্ত্রদাতা গুরুর মত জ্ঞান করিয়া যথোচিত নমস্কারাদি করিবে। যেহেতু উপাধ্যায় গুরু, অধর্ম্ম-পথ হইতে নিবৃত্তি ও ধর্ম্মপথে বিচরণ, এতদুভয়ের উপদেশ দানে শিষ্যের মঙ্গলবিধান করিয়া থাকেন, অতএব সর্ব্বদাই উপাধ্যায় গুরুকে মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় জ্ঞান ও সেবাদি করিবে। গুরু-পুত্র, গুরুভার্য্যা ও গুরুবন্ধু প্রভৃতির সহিত ও গুরুসদৃশ আচরণ করিবে। গুরুপুত্র যদি সমানবয়স্ক হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে

অধ্যাপন করিতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে আচার্য্য-সদৃশ সম্মান করিতে হইবে। গুরুপত্নী যদি যুবতী হন, তবে তাঁহার পাদস্পর্শ-পূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না।”

ঋণদানং তথদানং বস্তূনাং ক্রয়-বিক্রয়ম্।
ন কুর্য্যাদ্‌গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো ভূত্বা কদাচন ॥—রুদ্রযামল।

“শিষ্য কখনও গুরুকে ঋণদান, বা গুরুর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ এবং গুরুর সহিত ক্রয় বিক্রয় করিবে না।”

গুরুশয্যাসনং যানং পাদুকোপানৎপীঠকম্।
স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ ॥
গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজামৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
দীক্ষাং ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ ॥
দেব্যাগমে শিববাক্য।

“শিষ্য কখনও গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, উপানহ, পীঠ, স্নানের জল ও ছায়া লঙ্ঘন করিবে না, এবং গুরুসমীপে গুরু-পূজা ব্যতিরেকে অন্য পূজা ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবে না, এবং নিজের কোন শিষ্যকে দীক্ষা দান, কোন প্রকার শাস্ত্রব্যাখ্যা ও প্রভুত্ব করিবে না।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মণের মন্ত্রগ্রহণে আপত্তি-খণ্ডন।

অনেকে বলেন, ব্রাহ্মণের আর গুরু-নির্ব্বাচন করিয়া পৌরাণিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয় না। কেন না, উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ যে গায়ত্রী-দীক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাই তাহার ইষ্টমন্ত্র। সেই মন্ত্র ব্যতিরেকে আর ব্রাহ্মণকে অন্য মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই। যেহেতু এক জনের পক্ষে একবার মন্ত্রগ্রহণই শ্রেয়ঃকল্প। ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিগণের—অর্থাৎ যাহাদিগের বেদে অধিকার নাই—যথা স্ত্রী শূদ্র,—তাহাদিগের জন্য পৌরাণিক বা তান্ত্রিক-দীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত। উচ্চ বৈদিক মন্ত্রের অধিকারী হইয়া, এবং বেদ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, আবার কেন পৌরাণিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিতে যাইবে? বস্তুতঃ তাহাতে প্রত্যবায়ও আছে,—যেহেতু ইষ্টনিষ্ঠার হানি হয়, এবং স্বধর্ম্মাচরণের বিরুদ্ধ ভাব হইয়া পড়ে।

কিন্তু কথা অতিশয় সত্য হইলেও, বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণদিগের গায়ত্রী-দীক্ষা গ্রহণের বা তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবন সংগঠন ও উন্নত করিবার সামর্থ্য নাই। তাই, গায়ত্রী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াও পুনরায় তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়।

এখন কথা উঠিতে পারে, যদি গায়ত্রী-দীক্ষা গ্রহণে বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণগণের অধ্যাত্মিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনাই না থাকে, তবে আর উপনয়ন দেওয়া কেন? উপনয়ন সংস্কার বা গায়ত্রী-দীক্ষা রহিত করিয়া দিয়া, তান্ত্রিক-দীক্ষায় দীক্ষিত করাই কর্ত্তব্য।

এ-প্রকার আপত্তি হইতে পারে না। ব্রাহ্মণের হৃদয়ে গায়ত্রী-বীর্য্য ধারণের গুপ্তাগার নিহিত আছে,—গায়ত্রী-দীক্ষা গ্রহণান্তর তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করিলে তান্ত্রিক মন্ত্র সাধনদ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ হয়, এবং আচার-ভ্রষ্টতা জন্য যে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়, তাহা ঐ মন্ত্র-সাধন প্রভাবে পরিস্ফুত হইয়া পড়ে, তখন গায়ত্রী-বীজ আপনার শক্তি বিকাশ করিয়া লয়। সেই জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে নিত্য গায়ত্রী-জপ ও গুরু-দত্ত মন্ত্র জপ উভয়ই করিবার ব্যবস্থা আছে। গায়ত্রী জপ না করিয়া গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিলে, কোনই ফললাভ হয় না।

ব্রাহ্মণের পক্ষে গায়ত্রী দীক্ষাদাতা আচার্য্য গুরু, শ্রেষ্ঠ-গুরু,—তাঁহার মরণে অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়, এবং মন্ত্রদাতা গুরুবৎ তাঁহাকেও সেবাদি করিতে হয়। বর্ত্তমান কালের নির্বীর্য্য ব্রাহ্মণের বীর্য্যবত্তা সাধনোদ্দেশেই তান্ত্রিক মন্ত্র গ্রহণ করা,—নতুবা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণের গায়ত্রী-দীক্ষাই চরম দীক্ষা। শাস্ত্রও তাহাই বলিয়াছেন,—

আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥
কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃস্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতিসম্ভবঃ।
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্মতঃ॥
অশুদ্ধাঃ শূদ্রকর্ম্মাণো ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।
তেষামাগম-মার্গেণ সিদ্ধির্ন শ্রুতবর্ত্মনা॥

তারাপ্রদীপ।

"কলিকালে আগমোক্ত বিধান-ক্রমে দেবতার আরাধন করিবে, কলিতে অন্য শাস্ত্রোক্ত-বিধানে আরাধনা করিলে

দেবতাগণ আরাধকের প্রতি প্রসন্ন হন না। সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃতি-বিহিত, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত এবং কলিযুগে আগম-সম্মত বিধানে সমস্ত কার্য্য করিবে। কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ অপবিত্র ও শূদ্রাচার-তৎপর, সুতরাং আগম-সম্মত অনুষ্ঠান ব্যতীত বেদাদি-বিহিত কার্য্যে তাঁহাদিগের সিদ্ধি হইতে পারে না; কারণ বৈদিক কার্য্যে তাহাদের অধিকারই নাই।”

সন্দেহ হইতে পারে, তন্ত্রের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তন্ত্রের উৎকৃষ্টতা কথিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। দেশ, কাল ও পাত্র পরিবেদনায় সমস্ত কার্য্য সুফলদায়ী হইয়া থাকে। সত্য-কালের মানবে আর কলিকালের মানবে স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রভেদ,—সুতরাং তখনকার বিধি-ব্যবস্থা কলিতে চলিতে পারে না। যেমন দৈহিক বলবীর্য্য বিচার করিয়া আহার-বিহারাদির ব্যবস্থা হয়, যেমন মনের বলবীর্য্য লইয়া শিক্ষা-প্রণালীর ব্যবস্থা হয়, তদ্রূপ আধ্যাত্মিকশক্তি ও বল বীর্য্যবিচার করিয়া সাধনাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। কলির মানব আধ্যাত্মিক বলে অতি হীনাবস্থাপন্ন,—অতএব সুগম ও সহজ-সাধ্য তান্ত্রিক-বিধানে সাধনাদি করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ব্যক্তিবিশেষে মন্ত্র-গ্রহণের কথা।

পূর্ব্বে সদ্‌গুণশালী ব্যক্তিকে গুরু করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু স্বসম্পর্কীয় কোন্ কোন্ ব্যক্তির নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করা যায়, এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তির নিকটে বা মন্ত্রগ্রহণ করিলে প্রত্যবায় ঘটে, এ স্থলে তাহাই উক্ত হইতেছে।

পিতুর্ম্মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ।
সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥—যোগিনীতন্ত্র।

"পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর ও শত্রুপক্ষ ব্যক্তির নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।"

যতেদীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ।
বিবিক্তাশ্রমিণো দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা॥

গণেশবিমর্ষিনীতন্ত্র।

"যতি, পিতা, বনবাসী ও উদাসীনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে, সেই দীক্ষা কল্যাণদায়িনী হয় না।"

ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতান্।
ন পুত্রঞ্চ তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥—রুদ্রজামল।

"পতি স্বীয় ভার্য্যাকে, পিতা পুত্র কন্যাকে ও ভ্রাতা সহোদরকে দীক্ষা দান করিবে না।"

সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ।
শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা পুত্রিকা ভবেৎ॥—রুদ্রজামল।

"পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন,—তিনি যদি পুরশ্চরণাদি দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া থাকেন, তবে পত্নীকে দীক্ষাদান করিতে পারেন;

কিন্তু তাহাকে স্বীয় শক্তিরূপে গ্রহণ করিবেন, তাহার সহিত কন্যাবৎ ব্যবহার করিবেন না।"

ইত্যাদি নিষেধবচনাদেভ্যো মন্ত্রং ন গৃহ্লীয়াৎ, ইদন্তু সিদ্ধেতর-বিষয়ম্। সিদ্ধমন্ত্রে ন দুষ্যতীতি বচনাৎ!

"পূর্ব্বে যে পিতা ও মাতামহাদির নিকট মন্ত্রগ্রহণ নিষেধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাও সিদ্ধমন্ত্র ভিন্ন স্থলে জানিবে। সিদ্ধ-মন্ত্র সকলের নিকটই গ্রহণ করা যাইতে পারে; কারণ "সিদ্ধ-মন্ত্রে ন দুষ্যতি" ইত্যাদি বচন দ্বারা দোষাভাব কথিত হইয়াছে।"

তীর্থাচারযুতো মন্ত্রী জ্ঞানবান্ সুসমাহিতঃ।
নিত্যনিষ্ঠো যতিঃ খ্যাতো গুরুঃ স্যাদ্ভৌতিকোঽপি চ॥

শক্তিযামল।

"তীর্থাচার যুক্ত, মন্ত্রতন্ত্র-বিশারদ, জ্ঞানী, সংযতেন্দ্রিয় ও নিত্যকার্য্য-তৎপর ব্যক্তিকেও গুরু করা যাইতে পারে।"

যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে,
তদৈব তান্তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারনম্॥ —সিদ্ধযামল।

"যদি ভাগ্যক্রমে সিদ্ধবিদ্যা লাভ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ দীক্ষিত হইবে,—ইহাতে গুরু-বিচার করিবে না।"

অতএব অবগত হওয়া যাইতেছে যে, যে সকল নিষেধ-বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সিদ্ধমন্ত্র বিষয়ে নহে। সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করিতে গুরু-বিচার করিতে হয় না। কিন্তু এস্থলে একটি বিশেষ কথা এই যে,—সিদ্ধমন্ত্র বিচার করিয়া লইবার ক্ষমতা যাহার নাই, তাঁহার গুরু-বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। অনেক ব্যবসাদার গুরু আছে, বা গুরু হইবার অভিলাষী ব্যক্তি

আছে, যাহারা আপনাদের মন্ত্র সিদ্ধ-মন্ত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া শিষ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন না।

প্রমাদাচ্চ তথাজ্ঞানাৎ পিতুর্দীক্ষাং সমাচরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তং ততঃ কৃত্বা পুনর্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥

সিদ্ধজামল।

"অনবধানতা বা শাস্ত্র-বাক্যের অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত কেহ যদি পিতা (এবং পিতামহাদির) নিকট মন্ত্র গ্রহণ করে, তবে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিবে।"

প্রায়শ্চিত্তন্তু অযুতসাবিত্রী জপঃ সর্ব্বত্র দর্শনাৎ।
দশসাহস্রজাপেন সর্ব্বকল্মষনাশিনী॥—শঙ্খঃ।

"দশ সহস্র সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিলেই পিত্রাদির নিকট মন্ত্রগ্রহণ-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।"

সাবিত্রী-মন্ত্র বৈদিক গায়ত্রী,—শঙ্খ বলিয়াছেন,—"দশসহস্র গায়ত্রী জপ করিলে, সকল পাপ বিনাশ হয়।"

স্ত্রী-শূদ্রাদি—যাহাদিগের বৈদিক গায়ত্রী জপে অধিকার নাই, তাহারা মন্ত্রবিদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা সঙ্কল্প করাইয়া গায়ত্রী জপ করাইবে।

নির্ব্বীর্য্যঞ্চ পিতুর্ম্মন্ত্রং শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি।

মৎস্যসূক্ত।

"পিতার নিকট দীক্ষিত হইলে সেই মন্ত্র নির্ব্বীর্য্য,—সেই মন্ত্র দ্বারা জপ-পূজাদি করিলে কোন ফল হয় না।—কিন্তু শিব ও শক্তি মন্ত্রে দোষ হয় না"—পরন্তু তন্ত্রসারে উক্ত হইয়াছে যে, "শৈবে শাক্তে ন দুষ্যতি" এই স্থলে শাক্ত শব্দটি কেবল

তারাদি বিদ্যা-বিষয়ে বুঝিতে হইবে, কারণ যোগিনী তন্ত্রে শক্ত্যাদি বিদ্যা লক্ষ্য করিয়াই পিত্রাদি হইতে দীক্ষা নিষেধ করিয়াছেন। শাস্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়, পিতা বিশেষ বিশেষ মন্ত্র বিচার করিয়া পণ্ডিত এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মন্ত্রদান করিতে পারেন; যথা,—

মন্ত্রর্বিমৃষ্য দাতব্যো জ্যেষ্ঠপুত্রায় ধীমতে।
মহাতীর্থে উপরাগে সতি সর্ব্বত্র ন দোষঃ॥—শ্রীক্রম।

"পিতা বিশেষ বিশেষ মন্ত্র বিচার করিয়া পণ্ডিত জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মন্ত্রদান করিতে পারেন। গঙ্গা, কাশী প্রভৃতি মহাতীর্থ এবং চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহণ-কালে পিত্রাদি হইতেও মন্ত্রগ্রহণে কোন দোষ বা বিচার নাই।" কিন্তু ইহাও দেবতা ও মন্ত্র বিশেষে, এবং পণ্ডিত অর্থে অধ্যাত্ম-শাস্ত্রবিদ্।

পিতার নিকট বিষ্ণু-মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণের কথা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাও স্থান ও ব্যক্তিবিশেষে; যথা,—

বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াং শৌনকং প্রতি ব্যাসবাক্যং,—
সাধু পৃষ্টং ত্বয়া বিপ্র বক্ষ্যামি সকলস্তব।
ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং বশিষ্ঠায় মহাত্মনে॥
বশিষ্ঠোঽপি স্বপুত্রায় মৎপিত্রে দত্তবান্ স্বয়ম্।
প্রসন্নহৃদয়ঃ স্বচ্ছঃ পিতা মে করুণানিধিঃ॥
কুরুক্ষেত্রে মহাতীর্থে সূর্য্যপর্ব্বণি দত্তবান্॥

শৌনকের নিকট ব্যাস দেব বলিয়াছিলেন,—"হে বিপ্র! তুমি মৎসকাশে উৎকৃষ্ট বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ,—আমি তোমাকে সমস্তই বলিব। ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে মহাত্মা বশিষ্ঠকে

মহামন্ত্র বলিয়াছিলেন—বশিষ্ঠ আবার পৌরপুত্র মৎপিতা পরাশরকে প্রদান করিয়াছিলেন, এবং মৎপিতা করুণানিধি পরাশর আবার প্রসন্নচিত্তে কুরুক্ষেত্র নামক মহাতীর্থে সূর্য্যগ্রহণ-কালে আমাকে প্রদান করিয়াছেন।"

এতাবতা অবগত হওয়া গেল যে, স্থল-বিশেষে পিতার নিকট হইতে সিদ্ধ বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে, নতুবা নহে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী-গুরু।

স্ত্রীলোকের নিকটও মন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সেই স্ত্রীলোকে পূর্ব্বোক্ত গুরুর সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকা চাই। পরন্তু, স্ত্রীলোকের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে হইলে, আরও অনেকগুলি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

স্বপ্নলব্ধং স্ত্রিয়া দত্তং সংস্কারেণৈব শুধ্যতে।

"স্বপ্নে প্রাপ্ত মন্ত্র এবং স্ত্রীপ্রদত্ত মন্ত্র সংস্কারের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়।

সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্ব্বমন্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞা সুশীলা পূজনে রতা॥
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবা পরিবর্জ্জিতা।
স্ত্রিয়া দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা॥

"সাধ্বী, সদাচার সম্পন্ন, গুরুভক্তিপরায়ণা, সর্ব্বমন্ত্রের অর্থতত্ত্ব-বিষয়ে অভিজ্ঞা, সুশীলা ও পূজাদি কার্য্যে নিরতা, এমন স্ত্রীই গুরু-যোগ্যা। বিধবার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই, কিন্তু মাতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে অষ্টগুণ ফল লাভ হয়।" পরন্তু উহা উপাসিত-বিষয়ে জানিবে,—অর্থাৎ যদি তাঁহাদের উপাসিত মন্ত্র প্রদান করেন, তবেই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তথাপি মাতা ভিন্ন অন্য স্ত্রীগুরুকে প্রাগুক্ত গুণসম্পন্ন হওয়া চাই।

বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া।
নাধিকারো যতো নার্য্যাঃ সধবা ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া॥

যোগিনীতন্ত্র।

মন্ত্রদানে স্ত্রীজাতির কখনই স্বাতন্ত্র্য অধিকার নাই। "বিধবা পুত্রের অনুজ্ঞাতে, কন্যা পিতার আজ্ঞামতে, এবং সধবা স্বামীর আদেশানুসারে দীক্ষা দান করিতে পারে।" এই বচনদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিধবার মন্ত্রদানে যে অবিধি উক্ত হইয়াছে, তাহা স্বাতন্ত্র্য ভাবে, কিন্তু পুত্রের আদেশমতে দীক্ষা দান করিতে পারেন,—এতাবতা বুঝিতে পারা গেল যে, পতি-পুত্রহীনা বিধবার মন্ত্রদানে অধিকার নাই; পুত্রবতী বিধবা হইলে পুত্রাদেশমতে দীক্ষা দান করিতে পারেন।

শুভা প্রোক্তা স্ত্রিয়া দীক্ষা কালিকাদৌ বিশেষতঃ।
শৈবে চ বৈষ্ণবে চৈব মাতুর্মন্ত্রং শুভপ্রদম্॥
বিধবায়াঃ স্ত্রিয়াদীক্ষা ন শুভায় কদাচন।
সুতাদেশবশাৎ সাধ্বী মন্ত্রদীক্ষাধিকারিণী॥
মাতুর্দ্দীক্ষা বিচারে তু ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।
সধবা বিধবা বাপি গুরুর্ম্মাতা গরীয়সী॥

পিতুর্ম্মন্ত্রং বীর্য্যহীনং মাতুর্ম্মন্ত্রং সবীর্য্যকম্।
স্ত্রিয়া দীক্ষা বরারোহে সর্ব্বসম্পৎ-প্রদায়িনী ॥
ততো মাতুর্ব্বিশেষেণ ফলঞ্চাষ্টগুণং যুতম্ ॥

বৈশম্পায়নসংহিতা।

"কালিকাদি দেবতার মন্ত্রে স্ত্রী-গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে শুভফল হইয়া থাকে, এবং শিবমন্ত্র ও বিষ্ণুমন্ত্র মাতার নিকট হইতে গ্রহণ করিলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। বিধবা স্ত্রী-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে, তাহা অশুভফলদায়ক হয়; কিন্তু যদি পুত্রাদেশ লইয়া মন্ত্রদান করেন, তাহাতে অশুভ হয় না। পরন্তু মাতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে, গুরুলক্ষণাদির কোন বিচারই করিবে না। মাতা সধবাই হউন, আর বিধবাই হউন, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু। পিতৃমন্ত্র বীর্য্যহীন, কিন্তু মাতৃ-মন্ত্র সমধিক বীর্য্যশালী,—স্ত্রীদীক্ষা সম্পৎদায়ক,—মাতার দীক্ষা তাহা হইতে অষ্টগুণ ফলপ্রদান করিয়া থাকে।"

সাধ্বী সদাচারযুতা বিশিষ্টা সদৈব ভক্তা গুরুদেবতাসু।
জিতেন্দ্রিয়া সাধনকার্য্যদক্ষা ভবেৎ সুযোগ্যা গুরুযোগ্যকার্য্যে।
গুরূপাসিতমন্ত্রে তু ন কুর্য্যাদ্‌গুরুচিন্তনম্।
মাতা যদি নিজং মন্ত্রং দদাতি সুতবৎসলা ॥
তদা গুরুবিচারন্তু ত্যক্ত্বা মাতুর্ম্মনুং লভেৎ।
বীর্য্যহীনং পিতুর্ম্মন্ত্রং মাতুশ্চাষ্টগুণং স্মৃতম্ ॥

"সাধ্বী সদাচারযুক্তা, বিশিষ্টা—অর্থাৎ অনন্য সাধারণা, গুরু এবং দেবতাতে সর্ব্বদা অভিযুক্তা, জিতেন্দ্রিয়া ও সাধনকার্য্যে সুদক্ষা এই প্রকার যে স্ত্রীলোক, তিনি গুরু কার্য্যের যোগ্যা হয়েন। পরন্তু গুরুর উপাসিত মন্ত্রদানে গুরু-বিচারের আবশ্য-

কতা নাই,—উপাসিত এই কথা বলায়, সিদ্ধমন্ত্র বুঝা যায়।—অর্থাৎ গুরু উপাসনাদ্বারা যে মন্ত্র সিদ্ধ করিয়াছেন। বিশেষতঃ মাতা যদি সুতবৎসলতাপ্রযুক্ত নিজ মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে গুরু-বিচার পরিত্যাগ করিয়া মাতার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে। পিতার মন্ত্র বীর্য্যহীন, কিন্তু মাতার মন্ত্র অষ্টগুণ ফল-প্রদান করিয়া থাকে।"

স্ত্রীণাং গর্ভবতীনাঞ্চ দীক্ষায়াং নৈব দূষণম্।
ন কুর্য্যাদ্দশমে মাসি কৃত্বা চ নারকী ভবেৎ॥

যোগিনীতন্ত্র।

"গর্ভবতী স্ত্রীলোকের নিকট মন্ত্রগ্রহণে দোষ নাই। কিন্তু দশম-মাস গর্ভকালে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না,—করিলে নরক-গামী হইতে হয়।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

স্বপ্নলব্ধ-মন্ত্রে গুরুকরণ।

অনেকে সৌভাগ্যবশতঃ স্বপ্নে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বস্থলেই যে ইহাতে সৌভাগ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা নহে; অনেক স্থলে অরিমন্ত্রাদিও স্বপ্নে লাভ হইয়া থাকে। যাহা হউক, স্বপ্নে মন্ত্র লাভ করিলেও গুরু-করণের প্রয়োজনীয়তা আছে,—কেন না, আত্মার শক্তি সঞ্চালক আর একটি আত্মার নিতান্ত প্রয়োজন। স্বপ্নে মন্ত্র লাভ হইলে যেরূপ করিতে হয়, তাহা এই,—

স্বপ্নলব্ধমন্ত্রো যদি সদ্‌গুরুং প্রাপ্নোতি, তদা তত এব তন্মন্ত্রং

গৃহ্লীয়াৎ, নোচেৎ জলপূর্ণকলসে গুরোঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিধায়, বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিতং মন্ত্রং তৎকলসে প্রক্ষিপ্য, উত্তোল্য, মন্ত্রং গৃহ্লীয়াদিত্যর্থঃ ॥—তন্ত্রসার।

"স্বপ্নে মন্ত্রলাভ হইলে, ঐ মন্ত্র সদ্‌গুরুর নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করিবে। যদি সদ্‌গুরু লাভ না হয়, তবে "জলপূর্ণ কলসে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, বটপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা মন্ত্র লিখিয়া উক্ত কলসে ঐ মন্ত্র নিক্ষেপ করিবে; পরে ঐ বটপত্র সহিত মন্ত্র উত্তোলন করিয়া স্বয়ং সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে।" যোগিনীতন্ত্রেও এই পদ্ধতিরই উল্লেখ আছে। যথা,—

স্বপ্নলব্ধে চ কলসে গুরোঃ প্রাণান্ নিবেশয়েৎ।
বটপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা গ্রহণং শুভম্ ॥
ততঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি চান্যথা বিফলং ভবেৎ।

ইদন্তু গুরোরভাবে, তৎসত্ত্বে তস্মাদেব মন্ত্রং গৃহ্লীয়াৎ। স্বপ্নে তু নিয়মো ন হি। ইতি নারদবচনাৎ ॥

"কিন্তু গুরুর একান্ত অভাব হইলেই ঐরূপ করিবে, গুরুর প্রাপ্তি-সম্ভাবনায় কদাচ ঐরূপ করিবে না। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রগ্রহণে মন্ত্রবিচারাদি করিবার সবিশেষ আবশ্যকতা নাই।"

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মন্ত্র-বিচার।

দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে যেমন গুরু ও শিষ্য সম্বন্ধে বিচার আছে, তদ্রূপ মন্ত্রবিচার করিয়াও দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু মন্ত্র ও সাধকের শক্তি এক হওয়া চাই। অধিকারি-ভেদে মন্ত্র দেওয়াই কর্ত্তব্য, এবং তাহার বিপরীত হইলে, সাধকের সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু আধ্যাত্মিক শক্তির অপলাপও ঘটিয়া থাকে।

মানুষ যখন পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত ধর্ম্মাদির সংস্কার লইয়া পুনর্জ্জন্মগ্রহণ করে, তাহার অদৃষ্ট-অনুসারে তদ্রূপ ফলভোগ-দাতা গ্রহাদির আবেশ হয়, অথবা সেইরূপ গ্রহাদির কালেই তাহার জন্ম হইয়া থাকে। মানুষের রাশি প্রভৃতির দ্বারা আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত ব্যাপারই জানিতে পারা যায়। অতএব কাহার পক্ষে কোন্ মন্ত্র অনুকূল, কোন্ মন্ত্র প্রতিকূল তাহা নিম্ন প্রকারের চক্রাদির বিচার দ্বারা স্থির করিয়া লইয়া মন্ত্রদান ও গ্রহণ করিতে হয়। কদাচ ইহার ব্যতিক্রম করা না হয়। বলা বাহুল্য, দেবতাবিশেষের বহুমূর্ত্তি ও বহু মন্ত্র আছে,—বিচার দ্বারা কুল-দেবতার যে মন্ত্র অনুকূল হয়, তাহাই

গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নিম্নে তাহার কথা সমস্তই পরিষ্কার রূপে বলা যাইবে।

শূদ্রের নিষিদ্ধ মন্ত্র,—প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা। আত্মমন্ত্রং গুরোর্ম্মন্ত্রং মন্ত্রঞ্চাজপসংজ্ঞকম্॥ স্বাহাপ্রণব-সংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্॥—তন্ত্রসার-ধৃতবচন।

"প্রণব—অর্থাৎ ওঁকার-ঘটিত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিতে নাই। আত্মমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র বা অজপা মন্ত্র (হংস), স্বাহা ও প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র প্রদান করিলে, শূদ্র নিরয়গামী হয়, এবং যে ব্রাহ্মণ দান করেন, তিনি অধোগতি প্রাপ্ত হন।"

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্ল্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োর্নেচ্ছন্তি। স্ত্রী শূদ্রো যদি জানীয়াৎ, স মৃতোঽধো গচ্ছতি॥—ইতি শ্রুতিঃ।

"গায়ত্রী, প্রণব, এবং লক্ষ্মী মন্ত্র (শ্রীং) পরিজ্ঞানে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই,—যদি ইহারা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করে। তবে মৃত্যুর পরে অধোগামী হয়।"

গোপালস্য মনুর্দেয়ো মহেশস্য চ পাদজে। তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মনুস্তথা॥ এষাং দীক্ষাধিকারী স্যাদন্যথা পাপভাগ্ ভবেৎ॥ তত্রাপ্যনুকূলমন্ত্রং দীক্ষয়েৎ॥—বারাহীতন্ত্রম্।

"শূদ্রকে গোপাল মহেশ্বর, দুর্গা, সূর্য্য এবং গণেশের মন্ত্র প্রদান করিবে; কারণ শূদ্র ইহাদিগের মন্ত্র গ্রহণেই অধিকারী। এতদন্যথায় শূদ্র পাপভাগী হইয়া থাকে। যে যে দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, তন্মধ্য হইতে অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে।"

কেবল শূদ্র ও স্ত্রীজাতির পক্ষেই অনুকূল মন্ত্র বিচার করিতে

হয়, তাহা নহে। অতএব সর্ব্বজাতি ও সর্ব্ব শ্রেণীর মানবই যে যে দেবতার মন্ত্র গ্রহণে অধিকার আছে, তন্মধ্য হইতে অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

মননাত্ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তথাচ স্বতার রাশিকোষ্ঠানামনুকূলান ভজেন্মনূন্॥

"বীজ সকলের মনন দ্বারা—অর্থাৎ স্মরণ উচ্চারণাদি দ্বারা সংসার হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়,—এই নিমিত্ত ইহাকে মন্ত্র বলে। অতএব নক্ষত্রচক্র ও রাশিচক্র বিচার করিয়া যাহা অনুকূল মন্ত্র হয়, তাহাই গ্রহণ করিবে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চক্রবিচারের আবশ্যকতা।

নৃসিংহার্কবরাহাণাং প্রাসাদ-প্রণবস্য চ।
সাপণ্ডাক্ষরমন্ত্রাণাং সিদ্ধাদীনেব শোধয়েৎ॥—সিদ্ধসারস্বত।

নৃসিংহ, সূর্য্য ও বরাহ এই দেবতাত্রয়ের মন্ত্র, প্রসাদ-বীজ (হৌঁ), প্রণব (ওঁ) এবং কূট মন্ত্র (ঠঁ বীজঘটিত) ইহাদিগের সম্বন্ধে বক্ষ্যমান সিদ্ধ্যাদি বিচার করিবে না।

তারাচক্রং রাশিচক্রং নামচক্রন্তথৈব চ।
তত্র চেৎ সগুণো মন্ত্রো নান্যচক্রং বিচিন্তয়েৎ॥—বারাহীতন্ত্র।

"তারাচক্র, রাশিচক্র, এবং নামচক্র বিচারে যদি অনুকূল মন্ত্র হয়, তবে অন্যচক্র, বিচার করিবে না।"

এ বচনের দ্বারা তারাচক্র নামচক্র ও রাশিচক্রের প্রাধান্য কথিত হইয়াছে, বস্তুতঃ অন্য চক্রের বিচারের আবশ্যকতা নাই,

ইহা ঐ বচনের তাৎপর্য্য নহে ; কারণ, ধনি-মন্ত্র ও অকুল মন্ত্র গ্রহণ করিবে না ; ইত্যাদি নিষেধ বাক্য দ্বারা ঐরূপই বুঝিতে হইবে, এবং ঋণীধনী চক্র ও কুলাকুল চক্রের বিচারের আবশ্যকতা আছে।

ধনিমন্ত্রং ন গৃহ্নীয়াদকুলঞ্চ তথৈব চ।—বারাহীতন্ত্র।

অতএব সর্ব্বাগ্রে ঋণীধনী চক্র ও কুলাকুল চক্র বিচার করিয়া অন্য চক্রের বিচার করিবে।

স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে।
বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ॥—বারাহীতন্ত্র।

"স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র, স্ত্রীগুরুর নিকট গ্রহীতব্য মন্ত্র, মালামন্ত্র, ত্র্যক্ষর মন্ত্র এবং বৈদিক সকল প্রকার মন্ত্র গ্রহণে সিদ্ধাদি বিচার করিবে না।"

বিংশতি বর্ণের অধিক বর্ণ-ঘটিত মন্ত্রকে মালা মন্ত্র বলে, যে মন্ত্রের অন্তে "হুঁ ফট্" আছে, তাহাকে পুংমন্ত্র ; যাহার অন্তে "স্বাহা" আছে, তাহাকে স্ত্রীমন্ত্র এবং যাহার অন্তে "নমঃ" আছে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র বলে। তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যাঙ্গিরা কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী প্রভৃতি দেবতাগণ কলিকালে সাধকের পূর্ণফল প্রদান করিয়া থাকেন। এই সকল দেবতা সিদ্ধমন্ত্র, সুতরাং ইহাদিগের উপাসনায় কলিকাল বশতঃ অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না।—অর্থাৎ কলিতে যে জপ পূজাদির চতুর্গুণ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, ইহাদের পূজা-জপাদিতে তাহা করিতে হয় না,—কারণ,—এই সমস্ত মহাবিদ্যাগণ কলিদোষ-দুষ্ট নহেন। মুণ্ডমালা তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—

কালী, তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা মাতঙ্গী ও কমলা এই দশটি মহাবিদ্যা,—ইঁহাদিগের মন্ত্রাদিগ্রহণে কোনরূপ বিচার করিতে হয় না।

কিন্তু তন্ত্রসার-কার বলেন, অন্যান্য তান্ত্রিকগণের মত এই যে, স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রই হউক, স্ত্রীগুরুদত্ত মন্ত্রই হউক, আর সিদ্ধবিদ্যা মন্ত্রই হউক, সমস্তই বিচার করিয়া গ্রহণ করিবে। কেন না, দুরদৃষ্ট বশতঃ যদি বৈরিমন্ত্র লাভ হয়, তবে সাধকের ইহ-পরকাল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কুলাকুল চক্র।

বায়ুগ্নি-ভূ জলাকাশাঃ পঞ্চাশল্লিপয়ঃ ক্রমাৎ। পঞ্চহ্রস্বাঃ পঞ্চদীর্ঘা বিন্দ্বন্তাঃ সন্ধিসম্ভবাঃ। কাদয়ঃ পঞ্চশঃ ক্ষলসহান্তাঃ-প্রকীর্ত্তিতাঃ। অ আ এ ক চ ট ত প য ষা মারুতাঃ। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষা আগ্নেয়াঃ। উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল লাঃ পার্থিবাঃ। ঋ ৠ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব সা বারুণাঃ। ঌ ৡ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হা নাভসাঃ। সাধকস্যাক্ষরং পূর্ব্বং মন্ত্রস্যাপি তদক্ষরং। যদ্যেকভূতদৈবত্যং জানীয়াৎ স্বকুলং হিতং। ভৌমস্য বারুণং মিত্রং আগ্নেয়স্যাপি মারুতং। মারুতং পার্থিবানাঞ্চ আগ্নেয়ঞ্চাম্ভসাং রিপুঃ। পার্থিবানাঞ্চেতি চকারাৎ অগ্নেয়ং পার্থিবানাং রিপুঃ। নাভসং সর্ব্বমিত্রং স্যাদ্বিরুদ্ধং নৈব শীলয়েৎ॥—নিবন্ধে।

কুলাকুল চক্র।

বায়ু	অগ্নি	ভূ	জল	আকাশ
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ
এ	ঐ	ও	ঔ	অং
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	ক্ষ	ল	স	হ

বায়ু, অগ্নি, পৃথিবী, জল ও আকাশ, এই পঞ্চভূতময় পঞ্চাশদ্বর্ণ ক্রমশঃ রাখিয়া কুলাকুল নির্ণয় করিবে। পাঁচটি হ্রস্ব, পাঁচটি দীর্ঘ, বিন্দু (অনুস্বার), এ, ঐ, ও, ঔ, এই সকল স্বরবর্ণ ও ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ লইয়া বিচার করিবে। অ আ এ ক চ ট ত প য ষ এই সকল বর্ণ মারুত। ই ঈ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ক্ষ এই সকল বর্ণ আগ্নেয়। উ ঊ ও গ জ ড দ ব ল ল এই সকল বর্ণ পার্থিব। ঋ ৠ ঐ ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব স এই সকল বর্ণ বারুণ। ঌ ৡ অং ঙ ঞ ণ ন ম শ হ এই সকল বর্ণ আকাশ। এইরূপ বর্ণ

সকল বিন্যাস করিয়া লইবে। (উপরে যেরূপ ভাবে চক্র অঙ্কিত করিয়া দেখান হইল,—ঐ প্রকার করিতে হইবে।)

উপরে যে চক্রটি অঙ্কিত করা হইয়াছে, উহা পাঁচটি কোষ্ঠায় বিভক্ত, এবং প্রত্যেক কোষ্ঠার উপরে বায়ু, অগ্নি, ভূমি, জল ও আকাশ এই পাঁচটি কথা লিখিত হইয়াছে, এবং উহাদের নিম্নে এক এক কোষ্ঠায় যে সকল বর্ণ বা অক্ষর লিখিত হইয়াছে, উহা সকলে একভূত বা এক দৈবত। মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যক্ষর ও মন্ত্রের আদি অক্ষর যদি এক কোষ্ঠায় থাকে, তবে সেই মন্ত্র স্বকুল তাহা গ্রহণে শুভ হয়। যদি মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদি অক্ষর ও মন্ত্রের আদি অক্ষর এক কোষ্ঠাস্থিত—অর্থাৎ একভূত বা এক দৈবত না হয়, তবে উক্ত অক্ষর দ্বয়ের পরস্পর মিত্রতা থাকিলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। মন্ত্র-গ্রহীতার নামের আদি অক্ষরের সহিত মন্ত্রের আদি অক্ষরের শত্রুতা হইলে, সে মন্ত্র কদাচ গ্রহণ করিতে নাই।

বরুণ বা জলবর্ণের ভৌম বা পৃথিবীবর্ণের সহিত, এবং মারুত-বর্ণের সহিত অগ্নিবর্ণের মিত্রতা, মারুত বর্ণ পৃথিবীবর্ণের এবং অগ্নিবর্ণের, বরুণবর্ণের ও পৃথিবীবর্ণের শত্রুতা। আকাশবর্ণ সর্ব্ব-বর্ণের মিত্র।

পার্থিবে বারুণং মৈত্রং তৈজসং শত্রুরীরিতম্।

ঐন্দ্র-বারুণয়োঃ শত্রুর্ম্মারুতঃ পরীকীর্ত্তিতঃ॥—রুদ্রযামল।

"পার্থিব বর্ণের মিত্র বরুণ বর্ণ, এবং শত্রু আগ্নেয় বর্ণ। মারুত-বর্ণ আকাশ বর্ণ ও বরুণ বর্ণের শত্রু।"—অধিকন্তু এই বচন দ্বারা জানিতে পারা গেল যে জলবর্ণের সহিত মারুতবর্ণের শত্রুতা আছে।

উদাহরণ,—তারানাথ মন্ত্রগ্রহীতা, সে 'কালী' এই মন্ত্রগ্রহণ

করিতে পারে কিনা। তারানাথ এই নামের আদি অক্ষর, ত আর মন্ত্রের আদি অক্ষর ক,—এখন দেখিতে হইবে, ঐ দুইটি অক্ষর কোন্ কোন্ কোষ্ঠায় আছে। পূর্ব্বাঙ্কিত চক্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে,ক ও ত দুইটি অক্ষরই বায়ু-কোষ্ঠায় আছে; অতএব তারানাথ কালীমন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। তারানাথ রাম মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে কি না? ত ও র কোন্ কোন্ কোষ্ঠায় আছে দেখিতে হইবে,—ত আছে বায়ু-কোষ্ঠায় আর র আছে অগ্নি কোষ্ঠায়,—দুইটি অক্ষর বিভিন্ন কোষ্ঠায় থাকিলেও ঐ দুই কোষ্ঠার মিত্রতা আছে,—অর্থাৎ বায়ুবর্ণ ও অগ্নিবর্ণে মিত্রতা থাকায় তারানাথ রাম এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। তারানাথ বিষ্ণু মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না,—কেন না, ত বায়ুবর্ণ এবং ব পৃথিবীবর্ণ, উভয়ের শত্রুতা আছে।

এই স্থলে কালী, রাম ও বিষ্ণুমন্ত্র বলা হইল উহা বাস্তবিক মন্ত্র নহে, দেবতা, কালী কুলদেবতা হইলে, কালীর বহুপ্রকার মন্ত্র আছে,—সেই সকল মন্ত্রেরই আদ্যক্ষর লইয়া বিচার করিতে হয়। দেবতা লইয়া নহে; উদাহরণ স্বরূপে ঐরূপ বলা হইল মাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাশি-চক্র।

রেখাদ্বয়ং পূর্ব্বপরেণ কুর্য্যাত্তন্মধ্যতো যাম্যকুবেরভেদাৎ।
একৈকমীশাননিশাচরে তু, হুতাশবায়োর্বিলিখেত্ততোঽর্ণান্॥
বেদাগ্নি-বহ্নিযুগলশ্রবণাক্ষ-সংখ্যান্, পক্ষেষুবাণপরপক্ষ চতুষ্টয়ার্ণান্। মেষাদতঃ প্রবিলিখেৎ সকলাংস্তু বর্ণান্, কন্যাগতান্

প্রবিলিখেদথ শাদিবর্ণান্॥ তেন অ আ ই ঈ মেষঃ। উ ঊ ঋ বৃষঃ। ঋৗ ঌ মিথুনং। এ ঐ কর্কটঃ। ও ঔ সিংহঃ। অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষাঃ কন্যা। কবর্গস্তুলা। চবর্গো বৃশ্চিকঃ। টবর্গো ধনুঃ। তবর্গো মকরঃ। পবর্গঃ কুম্ভঃ। যবর্গো মীনঃ। স্বরাশীনামনুকূলং মন্ত্রং ভজেৎ।—কল্পদ্রুমম্। তথাচ স্বতাররাশিকোষ্ঠানামনুকূলান্ ভজেন্মনূনিতি নারদ-বচনাৎ॥

রাশীণাং শুদ্ধতা জ্ঞেয়া ত্যজেচ্ছক্রং মৃতিং ব্যয়ং। স্বরাশের্মন্ত্ররাশ্যন্তং গণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ। যদাতু স্বরাশেরজ্ঞানং তদা সাধক নামাদ্যক্ষরসম্বন্ধিনং রাশিং গৃহীত্বা গণয়েৎ॥—নারায়ণীয়ে।

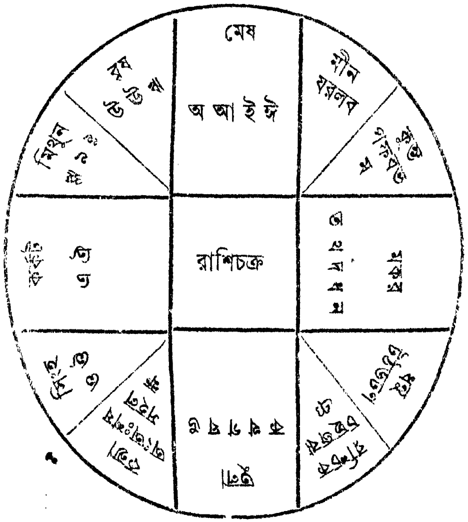
অজ্ঞাতে রাশিনক্ষত্রে নামাদ্যক্ষরদর্শনাৎ। সাধ্যস্থাক্ষররাশ্যন্তং গণয়েৎ সাধকাক্ষরাৎ॥—রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্।

তেন মন্ত্রাদ্যবর্ণেন নাম্নশ্চাদ্যক্ষরেণ চ। গণয়েদ্‌যদি ষষ্ঠং বাপ্যষ্টমং দ্বাদশন্তু বা। রিপুর্মন্ত্রাদ্যবর্ণং স্যাত্তেন তস্যাহিতং ভবেৎ॥ রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্।

একপঞ্চ নববান্ধব স্মৃতা দ্বৌ চ ষষ্ঠ দশমাশ্চ সেবকাঃ।
বহ্নিরুদ্রমুনয়স্ত পোষকা দ্বাদশাষ্টচতুরস্ত ঘাতকাঃ॥
চতুরস্ত ঘাতকাঃ ইতি বিষ্ণু বিষয়ং॥—রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াম্।
শক্ত্যাদৌ যত্বং বর্জ্জনীয়ং। ষষ্ঠাষ্টমদ্বাদশানি বর্জ্জনীয়ানি যত্নতঃ।—তন্ত্ররাজ-স্মরণাচ্চ।

দ্বাদশরাশীনামিয়ং সংজ্ঞা নামানুরূপং ফলং। লগ্নং ধনং ভ্রাতৃবন্ধু-পুত্র-শত্রু-কলত্রকং। মরণং ধর্ম্মকর্ম্মায়ব্যয়ো দ্বাদশ রাশয়ঃ॥ নামানুরূপমেতেষাং শুভাশুভফলং লভেৎ। বৈষ্ণবে তু বন্ধুস্থানে শত্রুঃ শত্রুস্থানে বন্ধুরিতি পাঠঃ। লগ্নে সিদ্ধিস্তথা নিত্যং ধনে ধনসমৃদ্ধিদম্। ভ্রাতরি ভ্রাতৃবৃদ্ধিঃ স্যাদ্বান্ধবে বান্ধবপ্রিয়ঃ॥ পুত্রে

পুত্রবিবৃদ্ধিস্যাচ্ছত্রৌ শত্রুবিবর্দ্ধনম্। কলত্রে মধ্যমা প্রোক্তা মরণে মরণং ভবেৎ। ধর্ম্মে ধর্ম্মবিবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সিদ্ধিদঃ কর্ম্মসংস্থিতঃ আয়ে চ ধনসম্পত্তির্ব্ব্যয়ে চ সর্ব্বক্ষয়ং। তন্ত্রসারধৃতবচনম্।



"পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুইটি, রেখা আঁকাইয়া, ঐ রেখা দুইটির মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণায়ত করিয়া দুইটি রেখা টানিয়া, ঈশানাদি কোণ চতুষ্টয়ে আরও চারিটি রেখাদ্বারা একটি রাশিচক্র আঁকাইতে হইবে। এখন অঙ্কিত চক্রের দ্বাদশ ঘরে মেষাদি দ্বাদশ রাশি লিখিয়া মেষাদিক্রমে বর্ণবিন্যাস করিবে। যথা,—প্রথম বর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া মেষে চারিটি, বৃষে তিনটি, মিথুনে তিনটি, কর্কটে দুইটি, সিংহে দুইটি, কন্যায় দুইটি, তুলায় পাঁচটি, বৃশ্চিকে পাঁচটি ধনুতে পাঁচটি, মকরে পাঁচটি, কুম্ভে পাঁচটি, মীনে চারিটি ব

অঙ্কিত করিবে। অবশিষ্ট শ, ষ, স, হ, ল, ক্ষ এই ছয়টি বর্ণ কন্যাতে লিখিতে হইবে। ঐরূপ নিয়মে বর্ণ বিন্যাস করাতে মেষে অ আ ই ঈ এই চারিবর্ণ, বৃষে উ ঊ ঋ এই তিন বর্ণ, মিথুনে ৯ ৯ এই তিন বর্ণ, কর্কটে এ ঐ এই দুই বর্ণ সিংহে ও ঔ এই দুই বর্ণ, কন্যাতে অং অঃ শ ষ স হ ল ক্ষ এই আট বর্ণ, তুলাতে ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচ বর্ণ, বৃশ্চিকে চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচ বর্ণ, ধনুতে ট ঠ ড ঢ ণ এই পাঁচ বর্ণ, মকরে ত থ দ ধ ন এই পাঁচ বর্ণ, কুম্ভে প ফ ব ভ ম এই পাঁচ বর্ণ, এবং মীনে য র ল ব এই চারি বর্ণ লিখিতে হইবে। (উপরে যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলেই সমুদয় বুঝিতে পারা যাইবে।)

এইরূপে স্বর ও ব্যঞ্জন পঞ্চাশটি বর্ণ দ্বাদশ রাশিতে সংস্থাপন করিয়া বিচার করিবে, এবং স্বীয় রাশির অনুকূল মন্ত্র ভজনা করিবে। অতএব রাশিচক্র-শুদ্ধ মন্ত্রই গ্রহণ করিবে।

অতঃপর রাশিচক্রদ্বারা মন্ত্রশুদ্ধির কথা বলা যাইতেছে,— স্বীয় জন্মরাশি হইতে মন্ত্ররাশি অর্থাৎ যে রাশিতে মন্ত্রের আদি বর্ণ দৃষ্ট হইবে, সেই পর্য্যন্ত গণনা করিবে। যদি জন্মকালীন রাশি জানা না থাকে, তবে নামের আদি অক্ষর সম্বন্ধীয় রাশি * গ্রহণপূর্ব্বক গণনা করিবে।

এইরূপে গণনা করিলে যদি মন্ত্ররাশি জন্মরাশি হইতে ষষ্ঠ,

---

* যদি মন্ত্র-গ্রহীতার জন্ম রাশি জানা না থাকে, তবে যে নামে তাহাকে ডাকা হয়, সেই নামের আদ্যক্ষর অনুসারে রাশি স্থির করিয়া রাশি চক্র বিচার করিবে। রাশি অনুসারে রাশি নামের নির্ণয়বৎ উহা গণিয়া লইবে। ঐ স্থলে সে নিয়ম উদ্ধৃত হইল।

অ ল মেষ। ম ট সিংহ। ধ ভ ধনু। থ ঞ ঝ মীন। উ ব বৃষ। প ঠ

অষ্টম বা দ্বাদশ হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। কারণ, ষষ্ঠাদি রাশিগত রিপুমন্ত্রগ্রহণ করিলে গৃহীতার অনিষ্ট হয়।

এক, পঞ্চম ও নবম রাশিগত মন্ত্র বন্ধুর ন্যায় হিতকারী। দ্বিতীয় ষষ্ঠ ও দশম রাশিস্থিত মন্ত্র সেবক অর্থাৎ সেবকের ন্যায় কার্য্য সিদ্ধিকর। তৃতীয়, একাদশ ও সপ্তম রাশিস্থিত মন্ত্র পুষ্টি-কর। দ্বাদশ, অষ্টম ও চতুর্থ রাশিস্থিত মন্ত্র ঘাতক। চতুর্থ মন্ত্রটি ঘাতক ইহা ইহা বিষ্ণু-মন্ত্র-বিষয়ে জানিবে।

শক্তি-মন্ত্র গ্রহণে ষষ্ঠ মন্ত্রও বর্জ্জন করিবে। কারণ, অন্য তন্ত্রের বচন ও তন্ত্ররাজের বচনের সহিত একবাক্যতা করিয়া ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ রাশিস্থিত মন্ত্রের বর্জ্জনীয়তা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, শত্রু, কলত্র, মৃত্যু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, আয় ও ব্যয় মেষাদি দ্বাদশ রাশির এই দ্বাদশটি সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞা অনুসারে ইহাদিগের শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে। বিষ্ণু-বিষয়ে বন্ধুস্থানে শত্রু ও শত্রুস্থানে বন্ধু এইরূপ পাঠ নির্দ্দিষ্ট আছে অর্থাৎ বিষ্ণু-মন্ত্র-বিচার বিষয়ে চতুর্থ রাশি শত্রুস্থান, এবং ষষ্ঠ রাশি বন্ধুস্থান বলিয়া জানিতে হইবে।

এখন, কোন্ কোন্ স্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে কি প্রকার ফল

কন্যা। খঞ মকর। ফঢ ধনু। ক ছ মিথুন। র ত তুলা। গ শ কুম্ভ। ঘ ণ কন্যা। ঘ ঙ মিথুন। ড হ কর্কট। ন য বিছা। দ চ মীন। ই এ ও বৃ।

এখন দীনেশ চরণ তাহার জন্মরাশি নাম অবগত নহে,—তাহার ডাক নাম দীনেশ চরণের আদ্যক্ষর দ, অতএব দ মীন রাশি স্থির করিয়া লইয়া গণনা করিবে।

হইবে, তাহা বলা হইতেছে,—লগ্নরাশিগত মন্ত্রগ্রহণে মন্ত্রসিদ্ধি, ধনস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে ধনবৃদ্ধি, ভ্রাতৃস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে ভ্রাতৃবৃদ্ধি, বন্ধুস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে বন্ধুপ্রিয়তা, পুত্রস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে পুত্রবৃদ্ধি, শত্রুস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে শত্রুবৃদ্ধি, কলত্রস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে মধ্যবিধ ফল, মৃত্যুস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে মৃত্যু, ধর্ম্মস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে ধর্ম্মবৃদ্ধি, কর্ম্মস্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে কার্য্যসিদ্ধি, আয়-স্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণে ধনসম্পত্তি ও ব্যয়স্থানস্থিত মন্ত্রগ্রহণ করিলে পূর্ব্ব সঞ্চিত ধনের অপব্যয় হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নক্ষত্র-চক্র।

অ আ অশ্বিনী দেবঃ। ই ভরণী মানুষঃ। ঈ উ ঊ কৃত্তিকা রাক্ষসঃ। ঋ ৠ ঌ ৡ রোহিণী মানুষঃ। এ মৃগশিরো দেবঃ। ঐ আর্দ্রা মানুষঃ। ও ঔ পুনর্ব্বসুর্দেবঃ। ক পুষ্যা দেবঃ। খ গ অশ্লেষা রাক্ষসঃ। ঘ ঙ মঘা রাক্ষসঃ। চ পূর্ব্বফল্গুনী মানুষঃ। ছ জ উত্তরফল্গুনী মানুষঃ। ঝ ঞ হস্তা দেবঃ। ট ঠ চিত্রা রাক্ষসঃ। ড স্বাতী দেবঃ। ঢ ণ বিশাখা রাক্ষসঃ। ত থ দ অনুরাধা দেবঃ। ধ জ্যেষ্ঠা, রাক্ষসঃ। ন প ফ মূলা রাক্ষসঃ। ব পূর্ব্বাষাঢ়া মানুষঃ। ভ উত্তরাষাঢ়া. মানুষঃ। ম শ্রবণা দেবঃ। য র ধনিষ্ঠা রাক্ষসঃ। ল শতভিষা রাক্ষসঃ। ব শ পূর্ব্বভাদ্রপদা মানুষঃ। ষ স হ উত্তরভাদ্রপদা মানুষঃ। অং অঃ ল ক্ষ রেবতী দেবঃ।

উত্তরাদ্দক্ষিণাগ্রাস্ত রেখাং কুর্য্যাচ্চতুষ্টয়ীম্। দশ রেখাঃ পশ্চিমাঃ স্যুঃ কর্ত্তব্যা বীরবন্দিতে॥ অশ্বিন্যাদি ক্রমেণৈব বিলিখেত্তারকাঃ পুনঃ। অকারাদি-ক্ষকারান্তান্ দ্বিচন্দ্রবহ্নিবেদকান্॥ ভূমীন্দুনেত্র-চন্দ্রাংশ্চ অশ্লেষান্তং খগৌ প্রিয়ে। দ্বিভূনেত্র-নেত্রযুগ্মাংশ্চেন্দু-নেত্রাগ্নি-যুগ্মকান্॥ মঘাদিকোঽপি জ্যেষ্ঠান্তং দ্বিতীয়ং নবতারকম্। বহ্নিভূমীন্দু-চন্দ্রাংশ্চ যুগ্মেন্দুনেত্র বহ্নিকান্॥ বেদেন ভেদিতান্ বর্ণান্ রেবত্যন্তং গতা ক্রমাৎ॥

তথাচ নিবন্ধে।—পূর্ব্বোত্তর-ত্রয়ঞ্চৈব ভরণ্যার্দ্রাথ রোহিণী। ইমানি মানুষাণ্যাহু নক্ষত্রাণি মনীষিণঃ॥ জ্যেষ্ঠা শতভিষা মূলা-ধনিষ্ঠা-শ্লেষ-কৃত্তিকাঃ চিত্রা-মঘা-বিশাখাঃ স্যুস্তারা রাক্ষস দেবতাঃ॥ অশ্বিনী-রেবতী-পুষ্যা-স্বাতী-হস্তা-পুনর্ব্বসুঃ। অনুরাধা-মৃগশিরঃ-শ্রবণা দেবতারকাঃ॥ তথা,—স্বজাতৌ পরমপ্রীতির্মধ্যমা ভিন্নজাতিষু। রক্ষোমানুষয়োর্নাশো বৈরং দানব-দেবয়োঃ॥ জন্ম সম্পদ্বিপৎক্ষেম প্রত্যরিঃ সাধকো বধঃ। মিত্রং পরমমিত্রঞ্চ জন্মাদীনি পুনঃপুনঃ॥ জন্ম-তৃতীয়-পঞ্চম-সপ্তমানি নক্ষত্রাণি বর্জ্জনীয়ানি॥ তথাচ,—রসাষ্ট নবভদ্রাণি যুগযুগ্মগতানি চ। ইতরাণি ন ভদ্রাণি ত্যাজ্যানি মনীষিণা, ইত্যাদি। তত্র স্বনক্ষত্রাদেব নক্ষত্রং গণনীয়ং। তত্র স্বনক্ষত্রাজ্ঞানে স্বনামাদ্যক্ষর-সম্বন্ধি-নক্ষত্রাদেব নক্ষত্রং গণনীয়ং; তথাচ,—প্রাদক্ষিণ্যেন গণয়েৎ সাধকাদ্যক্ষরাৎ সুধীঃ। ইতি বচনাৎ॥

নক্ষত্র-চক্র।

অশ্বিনী	ভরণী	কৃত্তিকা	রোহিণী	মৃগশিরা	আর্দ্রা	পুনর্ব্বসু	পুষ্যা	অশ্লেষা
অ আ	ই	ঈ উ ঊ	ঋ ৠ ৯ ৡ	এ	ঐ	ও ঔ	ক	খ গ
দেবঃ	মানুষঃ	রাক্ষসঃ	মানুষঃ	দেবঃ	মানুষঃ	দেবঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ
মঘা	পূর্ব্বফল্গুনী	উত্তরফল্গুনী	হস্তা	চিত্রা	স্বাতী	বিশাখা	অনুরাধা	জ্যেষ্ঠা
ঘ ঙ	চ	ছ জ	ঝ ঞ	ট ঠ	ড	ঢ ণ	ত থ দ	ধ
রাক্ষসঃ	মানুষঃ	মানুষঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ
মূলা	পূর্ব্বাষাঢ়া	উত্তরাষাঢ়া	শ্রবণা	ধনিষ্ঠা	শতভিষা	পূর্ব্বভাদ্র	উত্তরভাদ্র	রেবতী
ন প ফ	ব	ভ	ম	য র	ল	ব শ	ষ স হ	ল ক্ষ অং অঃ
রাক্ষসঃ	মানুষঃ	মানুষঃ	দেবঃ	রাক্ষসঃ	মানুষঃ	মানুষঃ	মানুষঃ	দেবঃ

হে বীরসাধক-বন্দিতে দেবি! উত্তর হইতে দক্ষিণাগ্র চারিটি রেখা অঙ্কিত করিয়া, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাগ্র দশটি রেখা অঙ্কিত করিলে, তিনশ্রেণীতে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় বিভক্ত একটি চক্র অঙ্কিত হইল। (উপরে আঁকান চক্র দেখ।) অনন্তর এই সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র স্থাপন করিয়া অকারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ সকল বিন্যাস করিবে। কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কি কি বর্ণ ও কি কি গণ লিখিতে হইবে, তাহা বলা যাইতেছে।—

অশ্বিনী নক্ষত্র দেবগণ, ইহাতে অ আ বর্ণদ্বয় লিখিবে। ভরণী নক্ষত্র মানুষগণ, ইহাতে ই বর্ণ লিখিবে। কৃত্তিকা রাক্ষসগণ, ইহাতে ঈ, উ ঊ, লিখিবে; রোহিণী মানুষগণ, ইহাতে ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, লিখিবে; মৃগশিরা দেবগণ, ইহাতে এ বর্ণ লিখিবে; আর্দ্রা মানুষগণ, ইহাতে ঐ বর্ণ লিখিবে; পুনর্ব্বসু দেবগণ, ইহাতে ও ঔ বর্ণ; পুষ্যা দেবগণ, ইহাতে ক বর্ণ; অশ্লেষা রাক্ষসগণ, ইহাতে খ গ বর্ণ; মঘা রাক্ষসগণ, ইহাতে ঘ ঙ বর্ণ; পূর্ব্বফল্গুনী মানুষগণ, ইহাতে চ বর্ণ; উত্তরফল্গুনী মানুষগণ, ইহাতে ছ জ বর্ণ, হস্তা দেবগণ, ইহাতে ঝ ঞ বর্ণ; চিত্রা রাক্ষসগণ, ইহাতে ট ঠ বর্ণ; স্বাতী দেবগণ, ইহাতে ড বর্ণ; বিশাখা রাক্ষসগণ, ইহাতে ঢ ণ বর্ণ; অনুরাধা দেবগণ, ইহাতে ত থ দ বর্ণ; জ্যেষ্ঠা রাক্ষসগণ, ইহাতে ধ বর্ণ; মূলা রাক্ষসগণ, ইহাতে ন প ফ বর্ণ; পূর্ব্বাষাঢ়া মানুষগণ, ইহাতে ব বর্ণ; উত্তরাষাঢ়া মানুষগণ, ইহাতে ভ বর্ণ; শ্রবণা দেবগণ, ইহাতে ম বর্ণ; ধনিষ্ঠা রাক্ষসগণ, ইহাতে য র বর্ণ; শতভিষা রাক্ষসগণ, ইহাতে ল বর্ণ; পূর্ব্বভাদ্র মানুষগণ, ইহাতে ব শ বর্ণ; উত্তরভাদ্র

মানুষগণ, ইহাতে ষ স হ বর্ণ; এবং রেবতী দেবগণ, ইহাতে ল ক্ষ অং অঃ বর্ণ লিখিতে হইবে।

স্বজাতিতে পরমপ্রীতি, ভিন্নজাতিতে মধ্যমপ্রীতি, রাক্ষস ও মানুষে বিনাশ, এবং রাক্ষস ও দেবগণে শক্রতা জানিবে। যদি মন্ত্র ও মন্ত্র গ্রহীতার এক গণ হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ জানিবে, এবং যাহার মানুষগণ, সে দেবগণ মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। মানুষগণ ও রাক্ষসগণে এবং রাক্ষসগণ ও দেবগণে শক্রতা হয়; সুতরাং তাদৃশ মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

জন্ম, সম্পৎ, বিপদ্, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও পরম মিত্র এই নয়টি নক্ষত্রের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। মন্ত্র-গ্রহীতার জন্ম নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্র নক্ষত্র পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে নক্ষত্রে মন্ত্রের আদ্য অক্ষর আছে, সেই নক্ষত্র পর্য্যন্ত জন্মসম্পদাদিক্রমে পুনঃপুনঃ গণনা করিবে। যদি জন্মনক্ষত্র হইতে মন্ত্র নক্ষত্র—জন্ম তৃতীয়, পঞ্চম, কিম্বা সপ্তম হয়, তবে সেই মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। এই জন্য শাস্ত্রে বলিয়াছেন, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম কিম্বা চতুর্থ মন্ত্র শুভ, অন্য মন্ত্র অশুভ; অতএব পণ্ডিতগণ তৃতীয়াদি মন্ত্র পরিত্যাগ করিবেন। স্বীয় জন্ম নক্ষত্র হইতে গণনা করিতে হইবে।

যদি সাধকের অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার জন্মনক্ষত্র জানা না থাকে, তবে তাহার নামের আদ্যক্ষরসম্বন্ধি নক্ষত্র গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে। এই জন্যই বলিয়াছেন,—পণ্ডিত ব্যক্তি সাধক অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার নামের অক্ষর সম্বলিত নক্ষত্র হইতে প্রদক্ষিণ-ক্রমে মন্ত্রের আদ্যক্ষর-সম্বলিত নক্ষত্রের গণনা করিবে।

নক্ষত্রচক্রের গণনা সহজে বোধগম্য হইবার জন্য উপরে

নক্ষত্রচক্র অঙ্কিত করিয়া দেখান হইয়াছে। ঐ চক্রটি সপ্ত-বিংশতি কোষ্ঠায় বিভক্ত। ঐ চক্রের প্রথম হইতে সপ্তবিংশতি কোষ্ঠায় অশ্বিনী আদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র এবং বচনানুসারে যে যে কোষ্ঠায় যে যে বর্ণ ও গণ লিখিত হইবে তাহা সমস্তই লিখিত হইয়াছে।

একটা উদাহরণ দিলে আরও সহজ হইবে।—রজনীনাথ নামক ব্যক্তির জন্ম নক্ষত্র অনুরাধা। এখন রজনীনাথ 'শ্যামা' এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে কি না? চক্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, অনুরাধা নক্ষত্রের দেবগণ, এবং মন্ত্রের আদি বর্ণ শ মানুষগণ,—দেব ও মানুষ ভিন্ন জাতি,—এস্থলে মধ্যম প্রীতি আছে, অতএব রজনীনাথ 'শ্যামা' এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। পরন্তু যে কোষ্ঠায় অনুরাধা নক্ষত্র আছে, সেই কোষ্ঠা হইতে গণনা করিলে দেখা যায় যে, যে কোষ্ঠায় শ আছে, তাহা পরম মিত্রের কোষ্ঠা,—অতএব অনুরাধা নক্ষত্রে জাতব্যক্তি শ্যামা এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। এখন রজনীনাথ 'রটন্তী এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে কি না? তাহা পারিবে না,—কারণ অনুরাধা নক্ষত্রের দেবগণ এবং র রাক্ষসগণ;—অতএব দেব ও রাক্ষসে বৈরভাব-প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির 'রটন্তী' এই মন্ত্র গ্রহণ করা হইবে না। অধিকন্তু অনুরাধা হইতে জন্ম, সম্পৎ, ইত্যাদি গণনায় 'র' সপ্তম গৃহস্থিত কাজেই সকল প্রকার গণনাতেই রজনীনাথ 'রটন্তী' মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অকথহ-চক্র।

চতুরস্রে লিখেদ্বর্ণান্ চতুঃকোষ্ঠ-সমন্বিতে। চতুঃকোষ্ঠে ষোড়শকোষ্ঠে ইতি যাবৎ॥ বিশ্বসারে।—চতুরস্রং লিখিৎে কোষ্ঠং চতুঃকোষ্ঠ-সমন্বিতং। পুনশ্চতুষ্কং তত্রাপি লিখেদ্ধীমান্ ক্রমেন তু॥ ততঃ ষোড়শ কোষ্ঠেষু অকারাদি বর্ণান্ প্রাদক্ষিণ্যেন লিখেৎ॥

তত্রক্রমঃ।—ইন্দ্বগ্নি-রুদ্র-নব-নেত্র-যুগ্মার্ক-দিক্কু-ঋত্বষ্ট ষোড়শ-চতুর্দ্দশভৌতিকেষু। পাতাল-আকাশ-বহ্নি হিমাংশু-কোষ্ঠে বর্ণা-ল্লিখেল্লিপিভবান্ ক্রমশস্তু ধীমান্। নামাদ্যক্ষরমারভ্যাবিন্মন্ত্রাদি-মধ্যাক্ষরম্। চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈকমিতি কোষ্ঠ-চতুষ্টয়ম্॥ পুনঃ কোষ্ঠগকোষ্ঠেষু সব্যতো নাম আদিতঃ। সিদ্ধঃসাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ক্রমাজ্জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ॥ সব্যতো দক্ষিণতঃ॥ বিশ্বসারে।—দক্ষিণাবর্ত্তযোগেন কোষ্ঠে বর্ণান্ লিখেৎ সুধীঃ। যৈষৈব লিখনং কুর্য্যাত্তেনৈব গণনং স্মৃতম্॥

সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপ-হোমতঃ। সুসিদ্ধো গ্রহণাদেব রিপোর্ম্মূলং নিকৃন্ততি॥ তত্রান্তরে।—সিদ্ধার্ণা বান্ধবাঃ প্রোক্তাঃ সাধ্যাস্তু সেবকাঃ স্মৃতাঃ। সুসিদ্ধা পোষকাঃ জ্ঞেয়াঃ শত্রবো ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ॥ জপেন বন্ধুঃ সিদ্ধঃ স্যাৎ সেবকোঽধিক-সেবয়া। পুষ্ণাতি পোষকোঽভীষ্টং ঘাতকো নাশয়েদ্ধ্রুবম্॥ সিদ্ধঃ সিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধকঃ। সিদ্ধ-সুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারিহন্তি বান্ধবান্॥ সাধ্যসিদ্ধো দ্বিগুণকঃ সাধ্য-সাধ্যো নিরর্থকঃ। তৎসুসিদ্ধো দ্বিগুণজপাৎ সাধ্যারি-

হ'স্তি গোত্রজান্॥ সুসিদ্ধ-সিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ তৎসাধ্যো দ্বিগুণাধিকাৎ। তৎসুসিদ্ধো গ্রহাদেব সুসিদ্ধারিঃ স্বগোত্রহা॥ অরিসিদ্ধঃ সুতান্ হন্যাৎ অরিসাধ্যস্তু কন্যকাঃ। তৎসুসিদ্ধস্তু পত্নীঘ্নস্তদরিহ'ন্তি সাধকম্॥

পথ বৈরিমন্ত্র-পরিত্যাগ-প্রমাণমাহ, তন্ত্রে।—গবাং ক্ষীরে দ্রোণমিতে জপেন্মন্ত্রং শতাষ্টকম্। পীত্বা ক্ষীরং জপেত্তদ্বৎ সমুচ্চার্য্য ত্যজেত্তথা। অনেনৈব বিধানেন বৈরিমন্ত্রাদ্বিমুচ্যতে॥ অরিমন্ত্রং বিদিত্বা তু ন পুনঃ প্রজপেচ্চ তৎ। সন্তজ্য তং দেবতায়াস্তস্যা অঙ্গং ভজেন্মনুম্॥ প্রকারন্তরমাহ রুদ্রজামলে।—বটপত্রে লিখিত্বারি-মন্ত্রং স্রোতসি নিক্ষিপেৎ। এবং মন্ত্র-বিমুক্তিঃ স্যাদিত্যাহ ভগবান্ শিবঃ॥

দ্রোণপরিমাণং যথা তন্ত্রান্তরে।—পলদ্বয়ন্তু প্রসৃতিঃ কুড়বং তচ্চতুষ্টয়ম্-চতুর্ভিঃ কুড়বৈঃ প্রস্থং প্রস্থাশ্চত্বার আঢ়কম্। চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কথিতো মানবেদিভিঃ॥

অকথহ চক্র।

অ ক থ হ	উ ঙ প	আ খ দ	ঊ চ ফ
ও ড ব	৯ ঝ ম	ঔ ঢ শ	ৠ ঞ য
ঈ ঘ ন	ঋ জ ভ	ই গ ধ	ঋ ছ ব
অঃ ত স	ঐ ঠ ল	অং ণ ষ	এ ট র

"চতুষ্কোণ একটি ক্ষেত্র আঁকাইয়া, তাহাকে চারি কোষ্ঠায় বিভক্ত করিতে হয়। তদনন্তর ঐ চারি কোষ্ঠার এক এক কোষ্ঠাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলে, ষোড়শ কোষ্ঠায় বিভক্ত একটি চক্র হইবে। অতঃপর ঐ ষোড়শ কোষ্ঠাতে অকারাদি সমুদয় বর্ণগুলি প্রদক্ষিণ ক্রমে লিখিতে হইবে। এই চক্রে বর্ণগুলি যেরূপভাবে বিন্যাস করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন, —প্রথম কোষ্ঠায় অ, তৃতীয় কোষ্ঠায় আ, একাদশে ই, নবমে ঈ, দ্বিতীয়ে উ, চতুর্থে ঊ, দ্বাদশে ঋ, দশমে ৠ, ষষ্ঠে ঌ, অষ্টমে ৡ, ষোড়শে এ, চতুর্দ্দশে ঐ, পঞ্চমে ও, সপ্তমে ঔ, পঞ্চদশে অং এবং ত্রয়োদশ কোষ্ঠায় অঃ লিখিতে হইবে। এই প্রকারে ষোড়শ কোষ্ঠায় ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিয়া পুনরায় উক্ত নিয়মে ককারাদি হ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সকল প্রদক্ষিণ-ক্রমে লিখিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকলগুলি বর্ণ শেষ না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত প্রণালীতে ষোড়শ কোষ্ঠায় বর্ণপাত করিবে। এইরূপে বর্ণপাত করিলে, কোন্ কোন্ কোষ্ঠায় কোন্ কোন্ বর্ণপাত হইবে, তাহা উপরিউক্ত অঙ্কিত চক্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জানিতে পারা যাইবে।

এইরূপে বর্ণপাত করা হইলে, মন্ত্রগ্রহীতার নামের আদ্যাক্ষর হইতে আরম্ভ করিয়া, মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপে গণনা করিবে। এক কোষ্ঠাতে নাম ও মন্ত্রের আদি বর্ণ হইলে, তাহাতেও ঐরূপে বর্ণ গণনা করিবে। বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন,—উক্ত চক্রে বর্ণ-বিন্যাস ও গণনা দক্ষিণাবর্ত্তে করিতে হইবে।

এক্ষণে কোন্ মন্ত্রগ্রহণে কিরূপ ফল হয়, তাহা বলিতেছেন।—

সিদ্ধ মন্ত্রগ্রহণে মন্ত্র স্বয়ং সিদ্ধ হয়; সাধ্য মন্ত্র গ্রহণে জপহোমাদি দ্বারা মন্ত্র সিদ্ধ হয়; সুসিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রসিদ্ধি এবং অরিমন্ত্র গ্রহণে সমূলে বংশ বিনাশ হইয়া থাকে। অন্য তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—সিদ্ধমন্ত্র বান্ধব, সাধ্যমন্ত্র সেবক, সুসিদ্ধ মন্ত্র পোষক এবং অরিমন্ত্র ঘাতক। বন্ধু মন্ত্র জপদ্বারা ও সেবক মন্ত্র অধিক সেবার দ্বারা সিদ্ধ হয়। পোষক মন্ত্র পুষ্টি-কারক এবং ঘাতক মন্ত্র বিনাশ করিয়া থাকে। সিদ্ধ-সিদ্ধ মন্ত্র যথোক্ত সাধনে, সিদ্ধ-সাধ্য মন্ত্র দ্বিগুণ জপে, সিদ্ধ-সুসিদ্ধ মন্ত্র অর্দ্ধজপে সিদ্ধ হয়, এবং সিদ্ধারি মন্ত্র জপ করিলে বন্ধু বিনাশ হয়। সাধ্যগৃহস্থিত সিদ্ধমন্ত্র দ্বিগুণ জপে সিদ্ধ হয়। সাধ্য-সাধ্য মন্ত্র জপে কোন ফল হয় না। সাধ্য-সুসিদ্ধ মন্ত্র দ্বিগুণ জপে সিদ্ধ হয়, এবং সাধ্যারিমন্ত্র স্বগোত্র বিনাশ করে। সুসিদ্ধ-সিদ্ধমন্ত্র অর্দ্ধজপে, সুসিদ্ধ সাধ্যমন্ত্র দ্বিগুণ জপে ও সুসিদ্ধ-সুসিদ্ধ-মন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই সিদ্ধ হয়, এবং সুসিদ্ধারি মন্ত্র স্বগোত্র বিনাশ করে।—অরিসিদ্ধ মন্ত্র পুত্র, অরিসাধ্য মন্ত্র কন্যা, অরি-সুসিদ্ধ মন্ত্র পত্নী ও অরি-গৃহস্থিত অরিমন্ত্র সাধককে বিনষ্ট করে।

অকথহ চক্রে বিচার করিয়া কদাচ অরিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না। যদি প্রমাদ বশতঃ অরিমন্ত্র গ্রহণ করা হয়, তবে তাহা জানিতে পারিলেই পরিত্যাগ করিবে। যে প্রকারে অরিমন্ত্র পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহার বিধান বলিতেছেন।—এক দ্রোণ পরিমিত গব্যদুগ্ধের উপর একশত আটবার সেই বৈরি মন্ত্র জপ করিবে, এবং তদনন্তর সেই দুগ্ধপান করিবে। পুনরপি একশত আটবার সেই মন্ত্র জপ করিয়া, মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। ইহাতেই বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগ

করা হয়। অরিমন্ত্র জানিতে পারিলে, সেই মন্ত্র আর জপ করিবে না, সেই মন্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই দেবতার অন্য মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

তন্ত্রান্তরে দ্রোণের পরিমাণ এইরূপ বলিয়াছেন,—দুই পলে অর্থাৎ আট তোলায় এক প্রসৃতি, চারি প্রসৃতিতে এক কুড়ব, চারি কুড়বে এক প্রস্থ, চারি প্রস্থে এক আঢ়ক এবং চারি আঢ়কে এক দ্রোণ।

রুদ্রজামলে বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগের অন্য প্রণালী লিখিত আছে। যথা,—বটপত্রে মন্ত্র লিখিয়া তাহা স্রোতোজলে নিক্ষেপ করিবে। স্বয়ং শিব বলিয়াছেন, এইরূপে বৈরিমন্ত্র পরিত্যাগ করিবে।

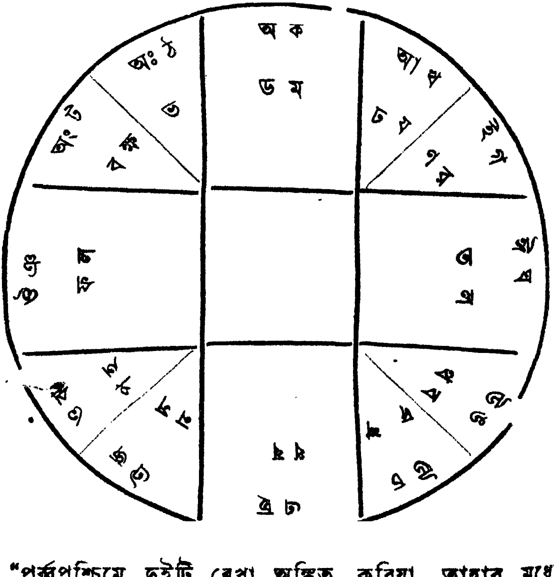
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অকডম চক্র।

রেখাদ্বয়ং পূর্ব্বপরেণ কুর্য্যাত্তন্মধ্যতো যাম্য কুবেরভেদাৎ। মহেশ-রক্ষোধিপতিক্রমেণ তির্য্যক্ তথা বায়ু-হুতাশনেন। অকারাদি ক্ষকারান্তান্ ক্লীবহীনান্ লিখেত্ততঃ। ঋ ৠ বর্ণদ্বয়ং ঌ ৡ তদ্ধি ক্লীবং প্রচক্ষতে॥ একৈকক্রমতো লেখ্যান্ মেষাদিষু বৃষান্তকান্। গণয়েৎ ক্রমশো ভদ্রে নামাদি-বর্ণ-পূর্ব্বকান্। মেষাদিতোঽপি মীনান্তং গণয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ॥ জপ্তঃ স্বনামতো মন্ত্রী যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরম্। সিদ্ধ-সাধ্য সুসি-দ্ধারীন্ পুনঃ সিদ্ধাদয়ঃ পুনঃ॥ নবৈকপঞ্চমে সিদ্ধঃ সাধ্যঃ

ষড়্‌দশযুগ্মকে। সুসিদ্ধস্ত্রিসপ্তকে রুদ্রে বেদাষ্ট-দ্বাদশে রিপুঃ। এতত্তে কথিতং দেবি অকডমাদিমুত্তমম্ ॥ ইদন্তু গোপালবিষয়কমেব। গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ ইতি বচনাৎ। শিববিষয়েঽপি।— বৈষ্ণবং রাশি সংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডমং স্মৃতং ॥

অকডম চক্র।



"পূর্ব্বপশ্চিমে দুইটি রেখা অঙ্কিত করিয়া, তাহার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণায়ত করত আর দুইটি রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে ঈশানাদি চতুষ্কোণে চারিটি রেখা দ্বারা একটি রাশিচক্র করিবে। এই চক্রে মেষাদি বৃষ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে অকারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত সমুদয় বর্ণ এক একটি করিয়া লিখিবে। কিন্তু ঋ ৠ ঌ ৡ এই চারিটি ক্লীব বর্ণ, ইহা পরিত্যাগ করিয়া, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সকল বর্ণ

শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ বর্ণ সকল লিখিবে। এইরূপে বর্ণ বিন্যাস করাতে কোন্ কোন্ ঘরে কি কি বর্ণ বিন্যস্ত হইবে, তাহা উপরিউক্ত অঙ্কিত চক্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

এই চক্রের গণনাপ্রণালী এইরূপ যথা,—সাধকের নামের আদি অক্ষর হইতে মন্ত্রের আদি অক্ষর পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্তে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি এইরূপ পুনঃ পুনঃ গণনা করিবে। কিন্তু যদি মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত অর্থাৎ বামাবর্ত্তে বর্ণ সমুদায় লিখিত হয়, তবে গণনাও বামাবর্ত্তে করিতে হইবে।

এই চক্রে পুনঃপুনঃ সিদ্ধ সাধ্যাদি গণনায় কোন্ কোন্ কোষ্ঠা সিদ্ধ, কোন্ কোন্ কোষ্ঠা সাধ্য ইত্যাদি স্পষ্ট করিয়া লিখিত হইয়াছে; যথা,—নবম, এক ও পঞ্চম গৃহ সিদ্ধ; ষট্, দশম ও দ্বিতীয় গৃহ সাধ্য; তৃতীয় সপ্তম ও একাদশ গৃহ সুসিদ্ধ এবং চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ গৃহ রিপু জানিবে। এই চক্রের গণনায় মন্ত্র সিদ্ধ, সাধ্য কিম্বা সুসিদ্ধ হইলে, সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ ফল হইবে। অরিমন্ত্র গ্রহণে অশুভ ফল হয়, অতএব অরিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না। সিদ্ধাদি মন্ত্রের ফল অকথহ চক্রে বিশেষ করিয়া উল্লিখিত হইয়াছে॥ হে দেবি! এই আমি উত্তম অকডমাদি চক্র-বিবরণ তোমার নিকট বলিলাম। এই অকডম-চক্র বিচার গোপালের মন্ত্র সম্বন্ধে করিবে। পরন্তু শিব-বিষয়েও অকডম চক্র-বিচারের আবশ্যক আছে। যথা,—বিষ্ণুমন্ত্র বিষয়ে রাশিচক্র, এবং শিব-বিষয়ে অকডম ও ত্রিপুরার উপাসক রাশিচক্রশুদ্ধি এবং গোপাল-বিষয়ে অকডম-চক্রশুদ্ধি দেখিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ঋণী-ধনী চক্র।

কোষ্ঠান্যেকাদশান্যেব বেদেন পূরিতানি চ। অকারাদি-হকারান্তান্ লিখেৎ কোষ্ঠেষু তত্ত্ববিৎ॥ প্রথমং পঞ্চকোষ্ঠেষু হ্রস্বদীর্ঘক্রমেণ তু দ্বয়ং দ্বয়ং লিখেত্তত্র বিচারে খলু সাধকঃ। শেষেষেকৈককশো বর্ণান্ ক্রমশস্ত লিখেৎ সুধীঃ॥ তথা, দ্বৌ দ্বৌ স্বরৌ পঞ্চসু কোষ্ঠকেষু, শেষান্ স্বরান্ লিখ্য ষড়েকমেকং। কাদীন্ হশেষান্ বিলিখেত্ততোঽর্ণান্, একৈকমেকাদশ-কোষ্ঠকেষু॥ ষট্ কাল-কাল-বিয়দগ্নি-সমুদ্র বেদ-খাকাশ-শূন্য দহনাঃ খলু সাধ্যবর্ণাঃ। যুগ্ম-দ্বিপঞ্চ বিয়দম্বর-যুক্-শশাঙ্ক-ব্যোমাব্ধি-বেদশশিনঃ খলু সাধকার্ণাঃ॥ নামাজ্ঝলা দকঠবাদ্গজভুক্তশেষঃ, জ্ঞাত্বো ভয়োরধিকশেষমৃণং ধনং স্যাৎ॥

“অস্যার্থঃ।—সাধ্যবর্ণান্ স্বরব্যঞ্জনভেদেন পৃথক্কৃতান্ ষট্-কালাদ্যঙ্কৈর্গুণিতান্ কৃত্বা তথা সাধক-নামাক্ষরান্ স্বরব্যঞ্জনরূপেণ পৃথক্ কৃতান্ যুগ্মাদ্যৈরঙ্কৈর্গুণিতান্ কৃত্বা অষ্টসংখ্যাভির্হৃত্বা উভয়য়োঃ সাধ্যসাধকয়োর্যদধিকং তদৃণং যন্ন্যূনং তদ্ধনম্। এবং জ্ঞাত্বা মন্ত্রং দদ্যাৎ। মন্ত্রশ্চেদৃণী ভবতি তদা মন্ত্রঃ শুভদো ভবতি ধনী চেন্ন তথা॥ তন্ত্রান্তরে।—মন্ত্রো যদ্যধিকাঙ্কঃ স্যাত্তদা মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ। সমেঽপি চ জপেন্মন্ত্রং ন জপেত্তু ঋণাধিকে॥ শূন্যে মৃত্যুং বিজানীয়াত্তস্মাচ্ছূন্যং পরিত্যজেৎ॥ ঋণাধিকে ধনে। তথা, —ইন্দ্রর্ক্ষ-নেত্র রবি-পঞ্চদশর্ত্তু বেদ,-বহ্ন্যায়ুধাষ্ট-নবভির্গুণিতাংশ্চ সাধ্যান্। দিগ্ ভূ-গিরি-শ্রুতি-গজাগ্নি-মুনীষু-বেদ,-ষড় বহ্নিভিস্ত

গুণিতানথ সাধকার্ণান্ ॥ ষট্কালেত্যাদিকন্তু বিষ্ণুবিষয়ং রামার্চ্চন-চন্দ্রিকাধৃতত্বাদিতি কেচিৎ। বস্তুতস্তু পূর্ব্বস্যৈব বিবরণমিদম্ ॥ তথাচ—ইন্দ্রক্ষ নেত্র ইত্যাদ্যভিধায় নামার্ণ-কোষ্ঠাঙ্ক-মথাভি-হন্যাদেকাদি-রুদ্রাঙ্কগতং ক্রমেণ ইতি। ব্যক্তং রুদ্রজামলে।—সাধ্যাঙ্কান্ সাধকাঙ্কাংশ্চ পূরয়েদ্গ্রহসংখ্যয়া। গুণিতে তু হৃতেঽষ্টাভির্যচ্ছেষং জায়তে স্ফুটম্। তদঙ্কং কথয়াম্যত্র একাদশ-গৃহস্থিতম্ ॥ ইত্যুক্ত্বা ষট্কাল-কাল ইত্যুক্তম্ ॥ তন্ত্রার্ণবে।—মন্ত্রো ঋণী শুভফলোঽপ্যশুভো ধনী চ, তুল্যং যদা চ সফলঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥ অন্যত্র,—শূন্যে মৃত্যুমবাপ্নোতি ধনে চ বিফলং ভবেৎ। ঋণে তু প্রাপ্তিমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধিস্তু জায়তে ॥

প্রকারান্তরম্।—নামাদ্যাক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রাদিমাক্ষরম্। ত্রিধা কৃত্বা স্বরৈর্ভিন্নং তদন্যদ্বিপরীতকং। অস্যার্থঃ। সাধক-নামাদ্যা-ক্ষরতো গণনয়া যাবন্মন্ত্রাদ্যাক্ষরং তৎ সংখ্যাং ত্রিধা কৃত্বা সপ্তভির্হৃত্বা অধিকং ঋণং শেষং ধনং স্যাৎ। অন্যদিতি মন্ত্রাদ্যক্ষরমারভ্য যাবৎ সাধকনামাদ্যক্ষরং ভবেৎ তাবৎ সংখ্যং সপ্তগুণং কৃত্বা ত্রিভির্হরেৎ ॥ অন্যচ্চ পিঙ্গলামতে।—সাধ্যনামদ্বিগুণিতং সাধকেন সমন্বিতং। অষ্টাভিশ্চ হরেচ্ছেষং তদন্যদ্বিপরীতকং। অস্যার্থঃ। সাধ্যনামস্বরব্যঞ্জন-ভেদেন দ্বিগুণীকৃত্য সাধকনামাক্ষরেণ স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন সংযোজ্য অষ্টাভির্হৃত্বা ঋণং ধনং জ্ঞেয়ম্। অন্যদিতি সাধক-নামাক্ষরান্ স্বরব্যঞ্জনভেদেন দ্বিগুণীকৃত্য সাধ্যাক্ষরেণ স্বরব্যঞ্জন-ভেদেন সংযোজ্য অষ্টাভির্হৃত্বা অধিকং ঋণং শেষং ধনং জ্ঞেয়ম্ ॥

নামগ্রহণপ্রকারমাহ, সনৎকুমারীয়ে।—পিতৃমাতৃকৃতং নাম ত্যক্ত্বা শর্ম্মাদিদেবকান্। শ্রীবর্ণঞ্চ ততো হিত্বা চক্রেষু যোজয়েৎ ক্রমাৎ ॥ নামগ্রহণপ্রকারমাহ, পিঙ্গলায়াং।—প্রসিদ্ধং যত্তবেন্নাম

কিম্বাস্য জন্ম, নাম চ। যতীনাং পুষ্পপাতেন গুরুণা যৎকৃতং ভবেৎ ॥ তন্ত্রান্তরে।—লোকপ্রসিদ্ধমথবা মাত্রা পিত্রা তথা কৃতম্॥ রুদ্রযামলে।—সুপ্তো জাগর্ত্তি যেনাসৌ দূরস্থঃ প্রতিভাষতে।—বদন্ত্যাস্যমনস্কোপি তন্নাম গ্রাহ্যমেব চ ॥

ঋণী-ধনী চক্র।

সাধ্যাঙ্ক।

৬	৬	৬	০	৩	৪	৪	০	০	০	৩
অ আ	ই ঈ	উ ঊ	ঋ ৠ	ঌ ৡ	এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট
ঠ	ড	ঢ	ণ	ত	থ	দ	ধ	ন	প	ফ
ব	ভ	ম	য	র	ল	ব	শ	ষ	স	হ
২	২	৫	০	০	২	১	০	৪	৪	১

সাধকাঙ্ক।

*প্রথমতঃ একাদশ কোষ্ঠা অঙ্কিত করত তাহাদিগকে চারি

কোষ্ঠা দ্বারা পূরণ করিয়া একটি চক্র অঙ্কিত করিবে। এই চক্রের প্রথম পঙ্ক্ত কোষ্ঠায় একটি হ্রস্ব ও একটি দীর্ঘ, এইরূপে দুই দুইটি করিয়া অকারাদি দশটি স্বরবর্ণ লিখিবে। পরে অকারাদি স্বরবর্ণ ও ককারাদি হ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সমুদয় এক এক কোষ্ঠায় এক একটি করিয়া লিখিবে। এই চক্রের উপরিভাগে ৬, ৬, ৬, ০, ৩, ৪, ৪, ০, ০, ০, এবং ৩ এই একাদশটি অঙ্ক লিখিবে। এই সকল অঙ্কের নাম সাধ্যাঙ্ক; অর্থাৎ যখন মন্ত্রের অক্ষর গ্রহণ করিয়া গণনা করিবে, তখন এই সকল অঙ্ক লইবে। আর নিম্ন ভাগে ২, ২, ৫, ০, ০, ২, ১, ০, ৪, ৪, ১ এই একাদশটি অঙ্ক লিখিবে। ইহাদের নাম সাধকাঙ্ক। যখন সাধকের নামের অক্ষর ধরিয়া গণনা করিবে, তখন এই সকল অঙ্ক গ্রহণ করিবে।

এখন, এই চক্র-দ্বারা কিরূপে শুদ্ধ্যশুদ্ধি বিচার করিতে হয় তাহা বলিতেছেন।—মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ সমুদয় পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখিবে। এইরূপ করিলে যে যে বর্ণ দৃষ্ট হইবে, সেই সকল বর্ণ, চক্রের যে যে কোষ্ঠায় আছে, সেই সেই কোষ্ঠার উপরিভাগে যে সকল অঙ্ক দেখিবে, প্রত্যেক বর্ণের সেই সকল অঙ্ক লইয়া একত্র যোগ করত যত অঙ্ক হইবে, তাহাকে ৮ দিয়া হরণপূর্ব্বক অবশিষ্ট অঙ্ক একস্থানে রাখিবে। তদনন্তর ঐরূপে মন্ত্রগ্রহীতার নামের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া উক্তরূপে অঙ্ক (সাধকাঙ্ক) লইয়া যোগ ও আট দিয়া ভাগ দিবে,—তাহাতে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে সেই অঙ্ক গ্রহণ করিবে। বলা বাহুল্য, মন্ত্রগণনার সময় উপরের সাধ্যাঙ্ক এবং মন্ত্রগ্রহীতার নামের বিচারের সময় নিম্নের সাধকাঙ্ক লইয়া গণনা করিবে। এইরূপে মন্ত্রের ভাগলব্ধ অঙ্ক এবং নামের ভাগলব্ধ অঙ্ক এই উভয় অঙ্ক

লইয়া বিচার করিবে। যে অঙ্ক অধিক হইবে তাহা ঋণী; এবং যে অঙ্ক ন্যূন হইবে তাহাই ধনী। যদি মন্ত্র ঋণী অর্থাৎ মন্ত্রাঙ্ক অধিক হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। আর যদি মন্ত্র ধনী অর্থাৎ মন্ত্রাঙ্ক ন্যূন হয়, তবে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। মন্ত্রাঙ্ক ও নামাঙ্ক সমান হইলেও সেই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে। মন্ত্রাঙ্ক ও নামাঙ্কের ভাগ-ফল কিছুই না থাকিলে, অর্থাৎ উভয় অঙ্ক শূন্য হইলে, সেই মন্ত্র গ্রহণে সাধকের মৃত্যু হয়, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে।

তন্ত্রসারে এই উপক্রমে বহুতর প্রমাণ ও বচন সংগৃহীত হইয়াছে। উপরে তাহার মূল উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সবিশেষ প্রয়োজন না থাকায়, এস্থলে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল না। তবে কাহারও বিশেষ প্রমাণের আবশ্যক হইলে, মূল দেখিতে পারিবেন বলিয়া, মূল উদ্ধৃত করা গেল।

সাধকের নাম গ্রহণ-প্রণালী—সনৎকুমারীয় তন্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে, "পিতামাতা যে নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন, সেই নামের দেবশর্ম্মা প্রভৃতি উপাধি ও শ্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বর্ণ সকল গ্রহণ করিবে।" পিঙ্গলাতন্ত্রে লিখিয়াছেন—"যাহার যে প্রসিদ্ধ নাম থাকে, অথবা জন্মকালীন যে নাম রক্ষিত হয়, এবং যতিগণের সম্বন্ধে গুরু পুষ্পপাত দ্বারা যে নাম করেন, তাহাই গ্রহণ করিবে।" অন্য তন্ত্রে বলিয়াছেন,—"লোকপ্রসিদ্ধ নাম ও পিতামাতা কর্ত্তৃক রক্ষিত নাম গ্রহণ করিবে।" রুদ্র যামলে উক্ত হইয়াছে,—"যে নাম দ্বারা সম্বোধন করিলে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হয়, দূর হইতে প্রত্যুত্তর করে, এবং যে নাম গ্রহণ করিয়া আহ্বান করিলে অন্যমনস্ক অবস্থাতেও প্রত্যুত্তর

প্রদান করে, সেই নাম গ্রহণ করিয়া দীক্ষা কার্য্যের সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে।

উদাহরণ,—যে, মন্ত্র, গ্রহণ করিবে, তাহার নাম শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন ঋণী ধনী চক্র বিচার করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত বচনানুসারে তাহার শ্রী ও উপাধি অর্থাৎ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল কালিদাস এই নামটি লইয়া বিচার আরম্ভ করিতে হইবে। এখন কালিদাস 'হর' এই মন্ত্রটি গ্রহণ করিতে পারে কি না? ঋণী ধনী-চক্রের বিচার করিতে হইলে এইরূপে বিচার করিতে হইবে। প্রথমে সাধ্যাঙ্ক দেখিতে হইবে —সাধ্য হইল মন্ত্র, অতএব 'হর' মন্ত্রের স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ পৃথক্ করিলে এইরূপ হয়—হ অ র অ। সাধ্যাঙ্ক চক্রের উপর কোষ্ঠায় —এখন দেখিতে হইবে, সাধ্যাঙ্ক ঐ গুলি কত অঙ্ক। হ × ৩ = অ × ৬ = র × ৩ = অ × ৬। এই সমস্ত অঙ্ক যোগ করিলে ১৮ হইল, ৮ দ্বারা ভাগ করিলে, ১৮র ২ অবশিষ্ট রহিল। অতঃপর সাধকাঙ্ক দেখিতে হইবে। সাধকাঙ্ক নিচের কোষ্ঠায়। সাধক বা মন্ত্রগ্রহীতার নাম কালিদাস। উহার স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথক্ করিয়া তাহার অঙ্ক স্থির করিলে এইরূপে হয়,—ক আ, ল ই, দ আ, স অ। ক × ২ = আ × ২ = ল × ২ = ই × ২ = দ × ১ = আ × ২ = স × ৪ = অ × ২। এই সমুদয় অঙ্ক যোগ করিলে ১৭ হইল, ৮ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকিল। ইহাতে দেখা যাইতেছে, সাধ্যাঙ্ক অর্থাৎ মন্ত্রাঙ্ক, অধিক, অতএব মন্ত্রাঙ্ক ঋণী, আর সাধকাঙ্ক অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার অঙ্ক, কম, অতএব ধনী,—সুতরাং কালিদাস "হর" এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে।

নবম পরিচ্ছেদ।

দেবতাভেদে চক্রবিচার।

যে সকল চক্রবিচারের কথা বলা হইল, সমস্ত দেবতার মন্ত্র দান সময়ে যে, ঐ সমুদয় চক্রেরই বিচার করিতে হয়, তাহা নহে। দেবতাবিশেষে চক্রবিশেষের বিচার করিতে হয়। যথা,—

তারাশুদ্ধির্বৈষ্ণবানাং কোষ্ঠশুদ্ধিঃ শিবস্য চ।
রাশিশুদ্ধিস্ত্রৈপুরে চ গোপালেঽকডমঃ স্মৃতঃ॥
অকডমো রামচন্দ্রে গণেশো হরচক্রকম্।
কোষ্ঠচক্রং বরাহস্য মহালক্ষ্ম্যাঃ কুলাকুলম্॥
নামাদিচক্রং সর্ব্বেষাং ভূতচক্রং তথৈব চ।
ত্রৈপুরং তারকে চক্রে শুদ্ধং মন্ত্রং জপেদ্‌বুধঃ॥
বারাহী তন্ত্রে জামলাদৌ চ।

"বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্র চক্র, শিবমন্ত্রে কোষ্ঠচক্র, ত্রিপুরামন্ত্রে রাশিচক্র গোপালমন্ত্রে ও রামমন্ত্রে অকডম চক্র গণেশমন্ত্রে হর-চক্র বরাহমন্ত্রে কোষ্ঠচক্র এবং মহালক্ষ্মীমন্ত্রে কুলাকুলচক্র বিচার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিবে। নামচক্র অর্থাৎ যে সকল চক্রে নামের আদ্যক্ষর লইয়া গণনা করিতে হয় এবং ভূত-চক্র (বায়ু, অগ্নি, জল আদি লইয়া যাহার গণনা) সকল মন্ত্র গ্রহণেই বিচার করিতে হয়। আর ত্রিপুরার মন্ত্রে তারার চক্র বিচার করিবে।"

বৈষ্ণবং রাশি-সংশুদ্ধং শৈবঞ্চাকডম্ স্মৃতম্।
কালিকায়াশ্চ তারায়াস্তারাচক্রং শুভাবহম্॥
চণ্ডিকায়াস্তারকোষ্ঠে গোপালেঽকডমং স্মৃতম্।
হরচক্রে সর্ব্বমন্ত্রং ধনাধিক্যেন চাশ্রয়েৎ॥

ঋণাধিক্যে শুভং বিদ্যাদ্ধনাধিক্যে চ নো বিধিঃ।
দোষান্ সংশোধ্য গৃহ্লীয়ান্মধ্যদেশোদ্ভবস্তু চ॥
ঋণী মন্ত্রঃ শুভ-ফলো ধনী মন্ত্রোঽশুভপ্রদঃ।
তুল্যং যদা শুভফলং কথিতো মুনিসত্তমৈঃ॥—জামল।

"বিষ্ণুমন্ত্রে রাশিচক্র, শিবমন্ত্রে অকডমচক্র, কালী-মন্ত্র ও তারা-মন্ত্র গ্রহণে নক্ষত্র-চক্র, চাণ্ডকা-বিষয়ে রাশি-চক্র ও কোষ্ঠ এবং গোপাল-বিষয়ে অকডম চক্রে মন্ত্রশুদ্ধি হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণ করিবে। সকল দেবতার মন্ত্রগ্রহণেই ঋণী-ধনী চক্র-বিচারের প্রয়োজন। মন্ত্র ঋণী হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ, এবং ধনী মন্ত্র গ্রহণে অশুভ হয়, অতএব ঋণী মন্ত্র গ্রহণ করিবে, ধনী মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। সাধ্য ও সাধকাঙ্কের ভাগ-ফল যদি সমান হয়, তাহা হইলে সেই মন্ত্র গ্রহণে শুভ হইয়া থাকে।

দশম পরিচ্ছেদ।

দীক্ষা-কাল।

মাস নিয়ম ;—

মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্তপুরুষার্থদঃ। বৈশাখে রত্নলাভঃ স্যাজ্জ্যৈষ্ঠে চ মরণং ভবেৎ॥ আষাঢ়ে বন্ধুনাশঃ স্যাৎ পূর্ণায়ুঃ শ্রাবণে ভবেৎ। প্রজ্ঞানাশো ভবেদ্ভাদ্রে আশ্বিনে রত্নসঞ্চয়ঃ॥ কার্ত্তিকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যান্মার্গশীর্ষে তথা ভবেৎ। পৌষে তু শত্রু-পীড়া স্যান্মাঘে মেধাবিবর্দ্ধনম্॥ ফাল্গুনে সর্ব্বকামাঃ স্যুর্ম্মলমাসং বিবর্জ্জয়েৎ॥ চৈত্রে তু গোপালবিষয়ং গৌতমীয়ুক্তবাৎ। মধুমাসে

ভবেদ্দীক্ষা দুঃখায় মরণায় চ। ইতি বচনান্নান্যত্র। তথা,—জ্যৈষ্ঠে মৃত্যুপ্রদা বিদ্যা আষাঢ়ে সুখসম্পদঃ। ইতি যোগিনীহৃদয়াদাষাঢ়ে শ্রী-বিদ্যায়াং ন দোষঃ। অত্র চ মাসঃ সৌর এব। সৌরে মাসি শুভা দীক্ষা ন চান্দ্রে ন চ তারকে। ইতি গৌতমীয়াৎ॥ বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াং।—মন্ত্রস্যারম্ভণং মেষে ধনধান্যপ্রদং ভবেৎ। বৃষে মরণমাপ্নোতি মিথুনেঽপত্যনাশনম্॥ কর্কটে মন্ত্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ সিংহে মেধাবিনাশনম্। কন্যা লক্ষ্মীপ্রদা নিত্যং তুলায়াং সর্ব্ব-সিদ্ধয়ঃ॥ বৃশ্চিকে স্বর্ণলাভঃ স্যাদ্ধনুর্ম্মান-বিনাশনম্॥ মকরঃ পুণ্যদঃ প্রোক্তঃ কুম্ভো ধনসমৃদ্ধিদঃ। মীনো দুঃখপ্রদো নিত্যমেবং মাসাদিবিক্রমঃ॥

"চৈত্র মাসে মন্ত্র গ্রহণ করিলে, সমস্ত পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, বৈশাখ মাসে রত্ন লাভ, জ্যৈষ্ঠ মাসে মৃত্যু, আষাঢ়ে বন্ধু নাশ, শ্রাবণ মাসে পূর্ণায়ুঃ প্রাপ্ত, ভাদ্র মাসে সন্তান নাশ, আশ্বিনে রত্ন সঞ্চয়, কার্ত্তিকে ও অগ্রহায়ণে মন্ত্রসিদ্ধি, পৌষে শত্রুপীড়া, মাঘে মেধা-বিবৃদ্ধি, এবং ফাল্গুন মাসে সর্ব্বকামনা সিদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু যদি উক্ত বিহিত মাসেও মল মাস হয়, তবে সে মাসে অর্থাৎ মলমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। পূর্ব্বে চৈত্রমাসে যে দীক্ষার বিধান করা হইয়াছে, তাহা গোপাল-মন্ত্র গ্রহণ বিষয়ে জানিতে হইবে, অন্যদেবতা সম্বন্ধে নহে। কারণ, অন্য দেবতা-বিষয়ে চৈত্র মাসে দীক্ষা গ্রহণে মৃত্যু ও দুঃখ হয়। যোগিনী-হৃদয়ে শ্রীবিদ্যাপ্রকরণে বলিয়াছেন,—জ্যৈষ্ঠ মাসে মন্ত্র গ্রহণে মৃত্যু, এবং আষাঢ়ে সুখ-সম্পত্তি হয়, অতএব আষাঢ় মাসে শ্রীবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণে দোষ নাই, অধিকন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীবিদ্যার মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই। গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—সৌর-

মাসে দীক্ষা গ্রহণে শুভ ফল হয়, চান্দ্র ও নক্ষত্র মাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না; অতএব দীক্ষা সম্বন্ধে সৌরমাসই গ্রাহ্য।

বৈশম্পায়ন সংহিতায় বলিয়াছেন,—"বৈশাখ মাসে মন্ত্রগ্রহণে ধন-ধান্য প্রাপ্তি, জ্যৈষ্ঠে মৃত্যু, আষাঢ়ে অপত্য-বিনাশ, শ্রাবণে মন্ত্রসিদ্ধি, ভাদ্রে মেধাবৃদ্ধি, আশ্বিনে শ্রী-প্রাপ্তি, কার্ত্তিকে সর্ব্ব-সিদ্ধি; অগ্রহায়ণে স্বর্ণলাভ, পৌষে মানহানি, মাঘে পুণ্য প্রাপ্তি, ফাল্গুনে ধন-সমৃদ্ধি, এবং চৈত্র মাসে দুঃখ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

বার নিয়ম,—

রবিবারে ভবেদ্বিত্তং সোমে শান্তির্ভবেৎ কিল। আয়ুরঙ্গারকে হন্তি তত্র দীক্ষাং বিবর্জ্জয়েৎ॥ বুধে সৌন্দর্য্যমাপ্নোতি জ্ঞানং স্যাত্তু বৃহস্পতৌ। শুক্রে সৌভাগ্যমাপ্নোতি যশোহানিঃ শনৈশ্চরে॥

"রবিবারে দীক্ষা গ্রহণ করিলে বিত্তলাভ হয়; সোমবারে শান্তি-প্রাপ্তি, মঙ্গলবারে আয়ু হানি, বুধে সৌন্দর্য্য-লাভ, বৃহস্পতি বারে জ্ঞান প্রাপ্তি, শুক্রবারে সৌভাগ্যলাভ, এবং শনিবারে দীক্ষা গ্রহণে যশোহানি হয়।"

তিথি নিয়ম,—

প্রতিপদি কৃতা দীক্ষা জ্ঞান-নাশকরী মতা। দ্বিতীয়ায়াং ভবেজ্জ্ঞানং তৃতীয়ায়াং শুচির্ভবেৎ॥ চতুর্থ্যাং বিত্তনাশঃ স্যাৎ পঞ্চম্যাং বুদ্ধি-বর্দ্ধনম্। ষষ্ঠ্যাং জ্ঞানক্ষয়ং সৌখ্যং লভতে সপ্তমী-দিনে॥ অষ্টম্যাং বুদ্ধিনাশঃ স্যান্নবম্যাং বপুষঃ ক্ষয়ঃ। দশম্যাং রাজ-সৌভাগ্যমেকাদশ্যাং শুচির্ভবেৎ॥ দ্বাদশ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঃ স্যাত্ত্রয়োদশ্যাং দরিদ্রতা। তির্য্যগ্‌যোনিশ্চতুর্দ্দশ্যাং হানির্দ্দর্শাসাব-সানকে॥ পক্ষান্তে ধর্ম্মবৃদ্ধিঃ স্যাদস্বাধ্যায়ং বিবর্জ্জয়েৎ॥

অস্বাধ্যায়মাহ।—সন্ধ্যাগর্জ্জিত-নির্ঘোষে ভূকম্পোল্কানিপাতনে।

এতানন্যাংশ্চ দিবসান্ শ্রুত্যুক্তান্ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ দ্বিতীয়া পঞ্চমী চৈব ষষ্ঠী চৈব বিশেষতঃ। দ্বাদশ্যামপি কর্ত্তব্যং ত্রয়োদশ্যামথাপি বা॥

ইতি যৎ ষষ্ঠী-ত্রয়োদশী-বিধানং তদ্বিষ্ণুবিষয়ং রামার্চ্চনচন্দ্রিকা-ধৃতত্বাৎ। পঞ্চমী সপ্তমী ষষ্ঠী দ্বিতীয়া পূর্ণিমা তথা। ত্রয়োদশী তু দশমী প্রশস্তা সর্ব্বকামদা॥ ইতি সনৎকুমারীয়বচনাৎ ষষ্ঠী-বিধানমপি শিব-বিষয়ে। দশমী-সপ্তম্যোর্নিষেধমাহ,—শুক্লপক্ষস্য দশমী সপ্তমী চ বিশেষতঃ। নিন্দ্যা সদৈব ষষ্ঠী স্যাদিতি শৈবাগমান্তরে॥

"প্রতিপদে দীক্ষা গ্রহণ করিলে জ্ঞান-নাশ হয়। ঐরূপ দ্বিতীয়ায় জ্ঞান লাভ, তৃতীয়ায় পবিত্রতা, চতুর্থীতে বিত্ত-বিনাশ, পঞ্চমীতে বুদ্ধি-বর্দ্ধন, ষষ্ঠীতে জ্ঞানক্ষয়, সপ্তমীতে সুখ, অষ্টমীতে বুদ্ধি-বিনাশ, নবমীতে শরীর-ক্ষয়, দশমীতে রাজার ন্যায় সৌভাগ্য প্রাপ্তি, একাদশীতে পবিত্রতা, দ্বাদশীতে সর্ব্বসিদ্ধি, ত্রয়োদশীতে দরিদ্রতা, চতুর্দ্দশীতে তির্য্যগ্ যোনি-প্রাপ্তি, অমাবস্যায় মানহানি এবং পূর্ণিমায় ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল তিথির মধ্যে অস্বাধ্যায় পরিত্যাগ করিবে, অর্থাৎ দীক্ষার উপযুক্ত তিথি হইয়াও যদি সে দিন অস্বাধ্যায় হয়, তবে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

অস্বাধ্যায় যথা,—"যে দিবস সন্ধি-গর্জ্জন, ভূমি-কম্প ও উল্কাপাত হয়, সেই দিবস অস্বাধ্যায় বলিয়া পরিগণিত।" অন্যত্র বলিয়াছেন,—"দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, দ্বাদশী এবং ত্রয়োদশী তিথিতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।"

এই স্থলে যে ষষ্ঠী ও ত্রয়োদশী তিথি বিহিত হইয়াছে, ইহা

বিষ্ণু মন্ত্র-গ্রহণ সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে;—কারণ রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় বিষ্ণুমন্ত্র-গ্রহণ প্রস্তাবেই এই বচনটি ধৃত হইয়াছে। পঞ্চমী, সপ্তমী, ষষ্ঠী, দ্বিতীয়া, পূর্ণিমা, ত্রয়োদশী ও দশমী তিথি সর্ব্বকামদা;—অতএব দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্তা জানিবে। এই সনৎকুমারীয় বচন দ্বারা শিব-মন্ত্র গ্রহণেও ষষ্ঠী তিথি বিহিত, ইহা প্রতিপাদিত হইল। দশমী ও সপ্তমীর নিষেধ করিয়াছেন যথা,—"শুক্লপক্ষের দশমী, সপ্তমী এবং ষষ্ঠী বিশেষরূপে নিন্দনীয়, ইহা শৈব আগমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।"

নক্ষত্র নির্ণয়,—

অশ্বিন্যাং সুখমাপ্নোতি ভরণ্যাং মরণং ধ্রুবম্। কৃত্তিকায়াং ভবেদ্দুঃখী রোহিণ্যাং বাক্‌পতির্ভবেৎ॥ মৃগশীর্ষে সুখাবাপ্তি-রার্দ্রায়াং বন্ধুনাশনম্। পুনর্ব্বসৌ ধনাঢ্যঃ স্যাৎ পুষ্যে শত্রুবিনাশনম্॥ অশ্লেষায়াং ভবেন্মৃত্যুর্ম্মঘায়াং দুঃখমোচনম্। সৌন্দর্য্যং পূর্ব্বফল্গুন্যাং প্রাপ্নোতি চ ন সংশয়ঃ॥ জ্ঞানঞ্চোত্তরফল্গুন্যাং হস্তায়াঞ্চ ধনী ভবেৎ। চিত্রায়াং জ্ঞানসিদ্ধিঃ স্যাৎ স্বাত্যাং শত্রুবিনাশনম্॥ বিশাখায়াং সুখং চানুরাধায়াং বন্ধুবর্দ্ধনম্। জ্যেষ্ঠায়াং সুতহানিঃ স্যান্মূলায়াং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্॥ পূর্ব্বাষাঢ়োত্তরাষাঢ়ে ভবেতাং কীর্ত্তিদায়িকে। শ্রবণায়াং ভবেদ্দুঃখী ধনিষ্ঠায়াং দরিদ্রতা॥ বুদ্ধিঃ শতভিষায়াং স্যাৎ পূর্ব্বভাদ্রে সুখী ভবেৎ। সৌখ্যঞ্চোত্তরভাদ্রে চ রেবত্যাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনম্॥ আর্দ্রাকৃত্তিকয়োর্নিষেধস্তু শিবব্রহ্মাত্মক-বিষয়ে। তথাচ,—আর্দ্রায়াং কৃত্তিকায়াঞ্চ মন্ত্রারম্ভঃ প্রশস্যতে। যদীশস্য কৃশানোর্ব্বা মন্ত্রারম্ভো যথাক্রমম্॥ তন্ত্রান্তরে,—অশ্বিনী-ভরণী-স্বাতী-বিশাখা-হস্তভেষু চ। জ্যেষ্ঠোত্তরাত্রয়েষ্বেবং

কুর্য্যান্মন্ত্রাভিষেচনম্॥ ইতি জ্যেষ্ঠাভরণ্যোর্য্যদ্বিধানং তত্র রামবিষয়-মগস্ত্যসংহিতোক্তত্বাৎ॥

"অশ্বিনী নক্ষত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলে সুখ হয়,—এইরূপ ভরণীতে মৃত্যু, কৃত্তিকায় দুঃখ, রোহিণীতে বাক্‌পতিত্ব, মৃগশীর্ষে সুখলাভ, আর্দ্রায় বন্ধুনাশ, পুনর্ব্বসুতে ধন সম্পত্তি লাভ, পুষ্যায় শত্রুনাশ, অশ্লেষায় মৃত্যু, মঘায় দুঃখবিনাশ, এবং পূর্ব্বফল্গুনীতে সৌন্দর্য্য-প্রাপ্তি হয়। উত্তরফল্গুনীতে জ্ঞান, হস্তায় ধন, চিত্রায় জ্ঞানসিদ্ধি, স্বাতীতে শত্রুবিনাশ, বিশাখায় সুখ, অনুরাধায় বন্ধু-বৃদ্ধি, জ্যেষ্ঠায় সুতহানি, মূলায় কীর্ত্তিবৃদ্ধি, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরা-ষাঢ়ায় কীর্ত্তি, শ্রবণায় দুঃখ, ধনিষ্ঠায় দারিদ্র্য, শতভিষায় জ্ঞান, পূর্ব্বভাদ্রে সুখ, উত্তরভাদ্রে সুখ এবং রেবতীতে কীর্ত্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই স্থলে আর্দ্রা ও কৃত্তিকার যে নিষেধ করা হইল, উহা শিব ও বহ্নির ইতর বিষয়ে, অর্থাৎ শিব ও অগ্নি মন্ত্র গ্রহণ, আর্দ্রা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে হইতে পারিবে। তন্ত্রান্তরে বলিয়াছেন,—অশ্বিনী, ভরণী স্বাতী, বিশাখা, হস্তা, জ্যেষ্ঠা, উত্তরভাদ্রপদ উত্তরফল্গুনী এবং উত্তরাষাঢ়ায় মন্ত্র গ্রহণ করিবে। এই স্থানে যে জ্যেষ্ঠা ও ভরণী নক্ষত্রে দীক্ষা-বিধান আছে, ইহা কেবল রামমন্ত্র গ্রহণে জানিবে। কেন না, অগস্ত্য-সংহিতায় রাম মন্ত্র-গ্রহণ প্রস্তাবেই এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

যোগ নির্ণয়,—

শুভঃ সিদ্ধস্তথায়ুষ্মান্ ধ্রুবযোগস্ততঃ পরঃ। প্রীতিঃ সৌভাগ্য-যোগশ্চ বৃদ্ধিযোগস্ততঃ পরম্॥ হর্ষণশ্চ তথা যোগঃ সর্ব্বতঃস্তু শুভা বহাঃ॥ রত্নাবল্যাং—যোগাঃ স্যুঃ প্রীতিরায়ুষ্মান্ সৌভাগ্যঃ

শোভনো ধৃতিঃ। বৃদ্ধিধ্রুবঃ সুকর্ম্মা চ সাধ্যঃ শুক্রশ্চ হর্ষণঃ।
বরীয়াংশ্চ শিবঃ সিদ্ধো ব্রহ্ম ইন্দ্রশ্চ ষোড়শ ॥

"শুভ, সিদ্ধ, আয়ুষ্মান্, ধ্রুব, প্রীতি, সৌভাগ্য, বৃদ্ধি এবং হর্ষণ-যোগ দীক্ষা-কার্য্যে শুভাবহ। রত্নাবলী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—প্রীতি, আয়ুষ্মান্, সৌভাগ্য, শোভন, ধৃতি, বৃদ্ধি, ধ্রুব, সুকর্ম্মা, সাধ্য, শুক্র, হর্ষণ, বরীয়ান্, শিব, সিদ্ধ, ব্রহ্ম এবং ইন্দ্র এই ষোড়শ যোগই দীক্ষা-কার্য্যে শুভাবহ। *

করণ নির্ণয় ;—

বব-বালব-কৌলব-তৈতিল-বনিজস্তদনন্তরম্।
করণানি শুভান্যেব সর্ব্বতন্ত্রেষু ভাষিতম্ ॥

"বব, বালব, কৌলব, তৈতিল ও বণিজ এই সকল করণ দীক্ষা-কার্য্যে প্রশস্ত, ইহা সর্ব্বতন্ত্রেই উক্ত হইয়াছে।"

লগ্ন নির্ণয় ;—

বৃষে সিংহে চ কন্যায়াং ধনুর্ম্মীনাখ্যলগ্নকে। চন্দ্রতারানুকূলে, চ কুর্য্যাদ্দীক্ষাপ্রবর্ত্তনম্ ॥ তথা,—স্থির-লগ্নং বিষ্ণুমন্ত্রে, শিবমন্ত্রে চরং শুভম্। দ্বিস্বভাবগতং লগ্নং শক্তিমন্ত্রে প্রশস্যতে। অগস্ত্য-সংহিতায়াং ;—ত্রিষড়ায়গতাঃ পাপাঃ শুভাঃ কেন্দ্র-ত্রিকোণগাঃ। দীক্ষায়াস্তু শুভাঃ সর্ব্বে বক্রস্থাঃ সর্ব্বনাশকাঃ ॥

"বৃষ, সিংহ, কন্যা, ধনু ও মীন এই সকল লগ্নে এবং চন্দ্র-তারা শুদ্ধিতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। বিষ্ণুমন্ত্রবিষয়ে স্থির লগ্ন অর্থাৎ বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ এই লগ্নচতুষ্টয় প্রশস্ত। শিব-মন্ত্র গ্রহণে চরলগ্ন অর্থাৎ মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর এই চারিলগ্ন

* পঞ্জিকায় জ্যোতিষ-বচনে যোগ করণ ও লগ্ন দেখিলেই এতৎ সম্বন্ধে জানিতে পারা যাইবে। প্রতিদিন পঞ্জিকাতে যোগাদি লেখাও থাকে।

এবং শক্তিমন্ত্র গ্রহণে দ্ব্যাত্মক লগ্ন অর্থাৎ মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন এই লগ্নচতুষ্টয় প্রশস্ত। অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, লগ্নের তৃতীয়, ষষ্ঠ ও একাদশ স্থানে পাপগ্রহ এবং লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, দশম, নবম ও পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে মন্ত্রগ্রহণে শুভ ফল হইবে; কিন্তু দীক্ষাকার্য্যে বক্রগ্রহ অনিষ্টকারী,—অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে।

পক্ষ নির্ণয়;—

শুক্লপক্ষে শুভা দীক্ষা কৃষ্ণেঽপ্যাপঞ্চমাদ্দিনাৎ॥ অগস্ত্য সংহিতায়াম্।—শুক্লপক্ষে তু কৃষ্ণে বা দীক্ষা সর্ব্বত্র শোভনা। কালোত্তরে তু,—ভূতিকামৈঃ সিতে সদা মুক্তিমামৈঃ কৃষ্ণপক্ষে ইতি শেষঃ। নিষিদ্ধেষ্বপি মাসেষু বিশেষো মুনিভেদিতঃ। রত্না-বল্যাম্,—ষষ্ঠী ভাদ্রপদে ইষে তথা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী। কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা তথা মার্গে তৃতীয়িকা। পৌষে তু নবমী শুক্লা মাঘে শুক্লা চতুর্থিকা। ফাল্গুনে নবমী শুক্লা চৈত্রে কামচতুর্দ্দশী॥ ত্রয়োদশীতি ক্বচিৎ॥ বৈশাখে চাক্ষয়া চৈব জ্যৈষ্ঠে দশহরা তিথিঃ। আষাঢ়ে পঞ্চমী শুক্লা শ্রাবণে কৃষ্ণপঞ্চমী॥ এতানি দেবপর্ব্বাণি তীর্থকোটি-ফলং লভেৎ। অত্র দীক্ষা প্রকর্ত্তব্যা ন মাসঞ্চ পরীক্ষয়েৎ॥ ন বারং ন চ নক্ষত্রং ন তিথ্যাদিকদূষণম্। ন যোগকরণঞ্চৈব শঙ্করেণ চ ভাষিতম্॥ অন্যচ্চ মতম্।—চৈত্রে ত্রয়োদশী শুক্লা বৈশাখৈকাদশী সিতা। জ্যৈষ্ঠে চতুর্দ্দশী কৃষ্ণা আষাঢ়ে নাগপঞ্চমী॥ শ্রাবণৈকাদশী ভাদ্রে রোহিণীসহিতাষ্টমী। আশ্বিনে চ মহাপুণ্যা মহাষ্টম্যপ্যভীষ্টদা॥ কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মার্গশীর্ষে তথা সিতা। ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী পৌষে মাঘেঽপ্যেকাদশী সিতা॥ ফাল্গুনে চ সিতা ষষ্ঠী চেতি কালবিনির্ণয়ঃ॥ যোগিনী তন্ত্রে,—অয়নে বিষুবে

চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। রবিসংক্রান্তিদিবসে যুগাদ্যায়াং সুরেশ্বরি॥ মন্বন্তরাসু সর্ব্বাসু মহাপূজাদিনেষু চ। চতুর্থী পঞ্চমী চৈব চতুর্দ্দশ্যষ্টমী তথা। তিথয়ঃ শুভদাঃ প্রোক্তা দীক্ষাগ্রহণকর্ম্মণি। ইত্যাদিবচনাচ্চতুর্দ্দশ্যষ্টমীতি শক্তিবিষয়ম্॥ চতুর্থীতি গণেশবিষয়ং তত্ত্বং কালোক্তত্বাৎ॥

"শুক্লপক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিলে শুভ ফল হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী পর্য্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়। অগস্ত্যসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে,—শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ উভয়তই দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্ত। কালোত্তরে লিখিত আছে,—সম্পত্তিকামী ব্যক্তি শুক্লপক্ষে এবং মুক্তিকামী ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ মাসেও তিথিবিশেষে মন্ত্রগ্রহণ করা যাইতে পারে। রত্নাবলী গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের তৃতীয়া, পৌষের শুক্লা নবমী, মাঘের শুক্লা চতুর্থী, ফাল্গুনের শুক্লা নবমী, চৈত্রের কামচতুর্দ্দশী, বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া, জ্যৈষ্ঠের দশহরা, আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমী ও শ্রাবণের কৃষ্ণাপঞ্চমী এই সকল দেবপর্ব্ব; ইহাতে মন্ত্রগ্রহণ করিলে তীর্থস্থানে মন্ত্রগ্রহণের ন্যায় কোটিগুণ ফল লাভ হয়। এই সমুদয় দেবপর্ব্বে মন্ত্র গ্রহণ করিতে মাস, তিথি, বার প্রভৃতি কিছুরই বিচার করিতে হয় না। শঙ্করও স্বয়ং একথা বলিয়াছেন। অন্যমতে,— চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশী, বৈশাখের শুক্লা একাদশী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, আষাঢ়ের নাগপঞ্চমী, শ্রাবণের একাদশী, ভাদ্রের জন্মাষ্টমী, আশ্বিনের মহাষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লা নবমী, অগ্রহায়ণের শুক্লা ষষ্ঠী, পৌষের চতুর্দ্দশী, মাঘের শুক্লা একাদশী, ফাল্গুনের

শুক্লা ষষ্ঠী, এই সমস্ত তিথি দীক্ষা কার্য্যে প্রশস্ত। যোগিনী-তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—হে সুরেশ্বরি! উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নসংক্রান্তি দিন, চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণ, যুগাদ্যা তিথি ও মন্বন্তরা তিথি এবং মহা-পূজা দিনে দীক্ষা কার্য্য শুভপ্রদ। চতুর্থী, পঞ্চমী, চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী এই সকল তিথি দীক্ষা কার্য্যে শুভপ্রদ,—এই বচনে চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী শক্তি-দীক্ষা এবং চতুর্থী গণেশ-মন্ত্র-দীক্ষা বিষয়ে জানিতে হইবে, কারণ এই সকল বচন তত্তৎ প্রকরণে লিখিত হইয়াছে।"

নিন্দিতেষ্বপি মাসেষু দীক্ষোক্তা গ্রহণে শুভা। সূর্য্যগ্রহণ-কালস্য সমানো নাস্তি ভূতলে॥ বিশেষতো মহাদেবি দীক্ষাগ্রহণ-কর্ম্মণি। তত্র যদ্যৎ কৃতং সর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ॥ ন বারতিথি-মাসাদিশোধনং সূর্য্যপর্ব্বণি॥ এবং চন্দ্রগ্রহণেঽপি॥ তথাচ রুদ্র-জামলে।—ন কুর্য্যাৎ শাক্তিকীং দীক্ষামুপরাগে বিভাবসৌ॥ ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবীং তান্তু যদি চন্দ্রমসো গ্রহঃ॥ এতচ্চ গোপাল-শ্রীবিদ্যেতর-বিষয়ম্॥ অন্যেষু পর্ব্বযোগেষু গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ। ইতি গৌতমীয়াৎ॥ প্রশস্তা সকলা দীক্ষা স্ব-স্ববারে তদা ভবেৎ। সূর্য্যগ্রহণকালে তু নান্যদন্বেষিতং ভবেৎ॥ ইতি যোগিনী-হৃদয়াচ্চ।

"নিন্দিত মাসেও সূর্য্যগ্রহণ কালে দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। দীক্ষাকার্য্যে সূর্য্যগ্রহণ কালের ন্যায় শুভক্ষণ আর নাই,—এই সময়ে যে যে কার্য্য করা যায়, তাহা অনন্ত ফল প্রদান করিয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণ কালে বারতিথ্যাদির নিয়ম নাই। এইরূপ চন্দ্রগ্রহণ কালেও জানিতে হইবে। সূর্য্যগ্রহণ কালে শক্তি-দীক্ষা এবং চন্দ্রগ্রহণ কালে বিষ্ণু মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ বা দান করিবে না। রুদ্রজামলে বলিয়াছেন,—শ্রীবিদ্যা ও

গোপালমন্ত্র ভিন্ন বিষয়ে জানিবে, অর্থাৎ সূর্য্যগ্রহণ কালে শক্তি-মন্ত্র, শ্রীবিদ্যার মন্ত্র ও চন্দ্রগ্রহণ কালে গোপাল-মন্ত্রদীক্ষা লইতে পারা যায়। গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—পর্ব্বযোগে ও চন্দ্র-গ্রহণকালে সর্ব্ব প্রকার দীক্ষাই প্রশস্ত। যোগিনী-হৃদয়ে বলিয়া-ছেন,— সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ কালে দীক্ষা কার্য্যে অন্য কিছুই বিচার করিতে হইবে না।"

তারাদৌ তু বিশেষো যথা।—দীক্ষাকালং প্রবক্ষ্যামি নীল-তন্ত্রানুসারতঃ। কৃষ্ণপক্ষস্য চাষ্টম্যাং শুভে লগ্নে শুভে ক্ষণে॥ পূর্ব্ব-ভাদ্রপদাযুক্তে মিত্রতারাদিসংযুতে। তথবাপ্যনুরাধায়াং রেবত্যাং বা প্রশস্যতে। জানীয়াচ্ছোভনং কালং মন্ত্রস্য গ্রহণং প্রতি। ইষে চৈব বিশেষেণ কার্ত্তিকে চ বিশেষতঃ॥ সূর্য্যগ্রহণে বিশেষমাহ রত্নাবলী-খৃতযামলে।—শ্রীপরাযানি বীজানি গোপাদৌর্গশ্চ যো মনুঃ। সূর্য্যস্য গ্রহণে লব্ধো নৃণাং মুক্তিফলপ্রদঃ॥ অমাবস্যা সোমবারে ভৌমবারে চতুর্দ্দশী। সপ্তমী রবিবারে চ সূর্য্যপর্ব্ব-শতৈঃ সমা॥ কুলার্ণবে—সপ্তমী রবিবারে চ সোমে দর্শস্তথৈব চ। চতুর্থী কুজবারে চ অষ্টমী চ বৃহস্পতৌ। দেবপর্ব্ব-সমা জ্ঞেয়া তাসু দীক্ষাং সমাচরেৎ॥ যামলে।—পুণ্যতীর্থে কুরুক্ষেত্রে দেবী-পীঠ-চতুষ্টয়ে। প্রয়াগে শ্রীগিরৌ কাশ্যাং কালাকালং ন শোধ-য়েৎ॥ বিষ্ণু-যামলে।—দেবীবোধং সমারভ্য যাবৎ স্যান্নবমী তিথিঃ। কৃতা তাসু বুধৈর্দ্দীক্ষা সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা॥ শুক্লপক্ষে বিশেষেণ তত্রাপি তিথিরষ্টমী। তত্রাপি শারদী দুর্গা যত্র দেবী গৃহে গৃহে। তত্র দীক্ষা প্রকর্ত্তব্যা মাসার্কাদীন্ ন শোধয়েৎ॥ তথা, বোধনে চৈব দুর্গায়াঃ কালাকালং ন শোধয়েৎ। অশোকা-খ্যাষ্টমী যত্র রামাখ্যা নবমী তথা। লগ্নে বাপ্যহথবা লগ্নে যত্র

তত্র তিথারপি। গুরোরাজ্ঞানুরূপেণ দীক্ষা কার্য্যা বিশেষতঃ। চতুর্থ্যঙ্গারবারে চ দিবসে ত্রিদিনস্পৃশি। তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন-বিচার্য্যং কথঞ্চন॥ সময়াতন্ত্রে।—যুগাদ্যায়াং জন্মদিনে বিবাহ-দিবসে তথা। বিষুবায়নয়োর্দ্বন্দ্বে নৈব কিঞ্চিদ্বিচারয়েৎ॥

"নীলতন্ত্রে তারামন্ত্র-দীক্ষায় যাহা কিছু বিষদরূপে লিখিত হইয়াছে, তাহা বলা হইতেছে,—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি, শুভ লগ্ন, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র, এবং মিত্রতারাতে তারামন্ত্র গ্রহণ করিবে। তারা-মন্ত্র-দীক্ষায় অনুরাধা ও রেবতী নক্ষত্র এবং আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাস বিশেষ প্রশস্ত। সূর্য্যগ্রহণ কালে মন্ত্র গ্রহণের ফল-সম্বন্ধে যাহা রত্নাবলীধৃত যামলে বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই স্থানে লিখিত হইতেছে।—শ্রীবিদ্যা ও দুর্গামন্ত্র সূর্য্যগ্রহণ কালে গ্রহণ করিলে মনুষ্যের মুক্তি লাভ হয়, এবং সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্দ্দশী, রবিবারে সপ্তমী, তিথি হইলে শত সূর্য্য-পর্ব্বের সমান হয়। ইহাতে দীক্ষাদি কার্য্য অতি প্রশস্ত। কুলার্ণবে লিখিত আছে,—রবিবারে সপ্তমী, সোমবারে অমাবস্যা, মঙ্গলবারে চতুর্থী ও বৃহস্পতিবারে অষ্টমী তিথি হইলে দেবপর্ব্ব তুল্য হয়,—অতএব ইহাতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। যামলে লিখিত হইয়াছে,—গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, পীঠস্থান, প্রয়াগ, কৈলাস পর্ব্বত ও কাশীক্ষেত্রে মন্ত্রগ্রহণে কালাকাল শুদ্ধির প্রয়োজন নাই। বিষ্ণুযামলে লিখিত আছে,—দেবীর বোধন হইতে মহানবমী পর্য্যন্ত যত তিথি তাহার প্রত্যেক তিথিতেই দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। আশ্বিন মাসের শুক্লা অষ্টমী, দীক্ষা-কার্য্যে প্রশস্তা; কারণ, এই সময়ে জগদম্বা গৃহে গৃহে আবির্ভূতা হয়েন; অতএব এই সময় দীক্ষাগ্রহণে মাস ও নক্ষত্রাদির বিচার

করিতে হইবে না। অন্যত্র বলিয়াছেন,—দুর্গাদেবীর বোধনে, অশোকাষ্টমীতে, রামনবমী দিনে এবং গুরুর আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রগ্রহণ করিলে কালাকালাদি বিচার করিবে না। ইহাতেও যে কোন তিথি বা যে কোন লগ্নে মন্ত্র গ্রহণ করিতে পারে। সময়াতন্ত্রে লিখিত আছে,—যুগাদ্যা তিথি, জন্ম দিবস, এবং উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন সংক্রান্তিতে মন্ত্র গ্রহণ করিলে কিছুই বিচার করিতে হইবে না।"

শিষ্যানাহুয় গুরুণা কৃপয়া যদি দীয়তে। তদা লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কদাচন ॥ সর্ব্বে বারা গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চ, রাশয়ঃ। যস্মিন্নহনি মন্ত্রজ্ঞো গুরুঃ সর্ব্বে শুভাবহাঃ ॥ যোগিনী তন্ত্রে।—গ্রহণে চ মহাতীর্থে নাস্তি কালস্য নির্ণয়ঃ।

"গুরুদেব শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কৃপাপূর্ব্বক যদি দীক্ষিত করেন, তবে লগ্নাদি কিছুই বিচার করিবে না। যখন মন্ত্রজ্ঞ গুরু স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শিষ্যকে দীক্ষিত করেন, তখন সকল বার, সকল গ্রহ, সকল নক্ষত্র এবং সকল রাশিই শুভফল প্রদান করে। যোগিনী তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণকালে ও মহাতীর্থে কালাদি বিচার করিতে নাই।"

এই সকল বচনদ্বারা ইহাও স্থির হইল যে, কালশুদ্ধি সময়ে দীক্ষাগ্রহণ করিতে হয়। কেন না, গ্রহণ সময়ে ও মহাতীর্থে কালাকাল বিচার করিবে না, কিন্তু অন্যত্র করিবে।

স্থান নির্ণয়,—

গোশালায়াং গুরোর্গেহে দেবাগারে চ কাননে। পুণ্যক্ষেত্রে তথোদ্যানে নদীতীরে চ মন্ত্রবিৎ ॥ ধাত্রীবিল্বসমীপে চ পর্ব্বতাগ্রে গুহাসু চ। গঙ্গায়াস্তু তটে বাপি কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥

"গোশালা, গুরুর ভবন, দেবালয়, কানন, পুণ্যক্ষেত্র, উদ্যান, নদীতীর, আমলকী ও বিল্ববৃক্ষের সমীপে, পর্ব্বতাগ্রে পর্ব্বত-গুহা ও গঙ্গাতট এই সকল স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করিলে কোটী-কোটীগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে।"

নিষিদ্ধ স্থান,—

গয়ায়াং ভাস্কর-ক্ষেত্রে বিরজে চন্দ্রপর্ব্বতে। চট্টলে চ মতঙ্গে চ তথা কন্যাশ্রমেষু চ। ন গৃহ্নীয়াত্ততো দীক্ষাং তীর্থেষ্বেতেষু পার্ব্বতি॥ বারাহীতন্ত্রে।—শুক্রোঽস্তো যদি বা বৃদ্ধো গুর্ব্বাদিত্যো ভবেদ্‌যদি। মেষ-বৃশ্চিক-সিংহেষু তদা দোষো ন বিদ্যতে॥ মহাবিদ্যাসু সর্ব্বাসু কালাদিবিচারো নাস্তি। তদুক্তং মুণ্ডমালা তন্ত্রে।—কালাদিশোধনং নাস্তি ন চ মিত্রাদিদূষণম্॥

"গয়া ভাস্কর-ক্ষেত্র, বিরজাতীর্থ, চন্দ্রপর্ব্বত, চট্টগ্রাম, মতঙ্গ দেশ ও কন্যাগৃহ, এই সকল স্থানে দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। বারাহীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—যদি শুক্র অস্তগত কিম্বা বৃদ্ধাবস্থায় থাকেন, অথবা গুরু ও রবি একগৃহস্থ হয়েন, তবে মেষ, বৃশ্চিক ও সিংহে মন্ত্রগ্রহণে কোন দোষ নাই। কালী ও তারাদি মহাবিদ্যার মন্ত্রগ্রহণে কালাকালাদি বিচার নাই। এই বিষয়ে মুণ্ডমালাতন্ত্রে লিখিত আছে,—মহাবিদ্যার মন্ত্রগ্রহণে কালাদি বিচার ও অরিমিত্রাদি দোষ-বিচারের আবশ্যকতা নাই।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মালানির্ণয়।

তর্জ্জনী মধ্যমানামা কনিষ্ঠা চেতি তাঃ ক্রমাৎ। তিস্রোঽঙ্গুল্যস্ত্রিপর্ব্বাণো মধ্যমা চৈকপর্ব্বিকা। পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়া মেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ॥ তত্র ক্রমমাহ,—সনৎকুমার-সংহিতায়াম্।—অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সঞ্জপেৎ॥ তথা,—অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ। তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সঞ্জপেৎ॥ এতদ্বচনস্তু অষ্টোত্তর-শতাদিবিষয়ম্॥

"করমালাতে তর্জ্জনী, অনামা ও কনিষ্ঠার তিনি পর্ব্ব এবং মধ্যমাঙ্গুলীর এক পর্ব্ব গ্রহণ করিবে ও মধ্যমার অপর দুই পর্ব্ব মেরুরূপে কল্পনা করিবে। কর-মালা সম্বন্ধে যে ক্রম আছে, তাহা সনৎকুমার সংহিতায় বিবৃত হইয়াছে। যথা,—অনামার মধ্য-পর্ব্ব হইতে কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত যে দশপর্ব্ব আছে, তাহাতে জপ করিবে। যখন অষ্টোত্তর শতাদি জপ করিবে তখন পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শতাদি সংখ্যক জপ পূর্ণ হইলে, অনামিকার মূল-পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্টপর্ব্বে অষ্টবার জপ করিবে।"

শক্তি-বিষয়ে,

অনামিকাত্রয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠায়াস্ত্রিপর্ব্বিকা। মধ্যমায়াশ্চ ত্রিতয়ং তর্জ্জনীমূলপর্ব্বণি। তর্জ্জন্যগ্রে তথা মধ্যে যোজপেৎ স তু পাপকৃৎ॥ ইতি নারদবচনাৎ॥ তথা হংসপরমেশ্বরে।—পর্ব্বদ্বয়-

মনামায়াঃ পরিবর্ত্তেন বৈ ক্রমাৎ। পর্ব্বত্রয়ং মধ্যমায়াস্তর্জ্জন্যেকং সমাচরেৎ॥ পর্ব্বদ্বয়ঞ্চ তর্জ্জন্যা মেরুং তদ্বিদ্ধি পার্ব্বতি। শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রে প্রদীপিকা॥ তথা,—অনামামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ। মধ্যমামূলপর্য্যন্ত মষ্টপর্ব্বসু সঞ্জপেৎ। ইদমপ্যষ্টোত্তরশতাদিবিষয়ম ॥ শ্রীবিদ্যাবিষয়ে পুনঃ।—অনামা-মধ্যমায়াশ্চ মূলাগ্রঞ্চ দ্বয়ং দ্বয়ম্। কনিষ্ঠায়াশ্চ তর্জ্জন্যাস্ত্রয়ং পর্ব্ব সুরেশ্বরি॥ অনামামধ্যমায়াশ্চ মেরুঃ স্যাদ্দ্বিতয়ং শ্রুতম্। প্রাদ-ক্ষিণ্যক্রমাদ্দেবি জপেত্রিপুরসুন্দরীম্॥ ইতি জামলবচনাৎ॥ কনিষ্ঠামূলমারভ্য প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সঞ্জপেৎ। ইদমপ্যষ্টোত্তরশতবিষয়ম্। মুণ্ডমালাতন্ত্রে।—অনামিকাদ্বয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠাদিক্রমেণ তু। তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং কর-মালা প্রকীর্ত্তিতা॥ অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিতাকুঞ্চিতে তলে। অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রে চ স্রবতে জপঃ॥ অন্যত্রাপি,—অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে। পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥ গণনাবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যো জপেৎ তজ্জপং যতঃ। গৃহ্ণন্তি রাক্ষসাস্তেন গণয়েৎ সর্ব্বথা বুধঃ॥ বিশ্বসারে।—জপসংখ্যা তু কর্ত্তব্যা নাসংখ্যাতং জপেৎ সুধীঃ। ন সংখ্যা-কারকস্যাস্য সর্ব্বং ভবতি নিষ্ফলম্॥ তন্ত্রে।—হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ। আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন জপেৎ সদা॥ নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্ব্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ। ন চন্দনৈ-র্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যান্তু কারয়েৎ॥ জপনে যাদৃশী মালা সংখ্যানেঽপি চ তাদৃশী॥

"শক্তিমন্ত্র জপের নিয়ম এই যে,—অনামিকার তিন পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, মধ্যমার তিন পর্ব্ব, এবং তর্জ্জনীর মূল-পর্ব্ব,

এই দশ পর্ব্বে জপ করিবে। যে ব্যক্তি তর্জ্জনীর অগ্র এবং মধ্য-পর্ব্বে শক্তিমন্ত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি পাপকারী হয়। হংসপরমেশ্বর গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে মধ্যমার তিন পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর এক পর্ব্ব, এই দশপর্ব্বে জপ করিবে। তর্জ্জনীর উপরিস্থিত পর্ব্বদ্বয়কে মেরু বলে। ইহাকেই সমস্ত তন্ত্রে শক্তিমালা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অষ্টোত্তর-শতাদি শক্তিমন্ত্র জপ করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শতাদি সংখ্যক জপ করত অনামিকার মূল-পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে মধ্যমার মূল-পর্য্যন্ত অষ্ট পর্ব্বে অষ্টবার জপ করিবে।

শ্রীবিদ্যার মন্ত্র-জপ-বিষয়ে অনামার মূল ও অগ্র এই দুই পর্ব্ব, মধ্যার মূল ও অগ্র এই দুই পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব, এবং তর্জ্জনীর তিন পর্ব্ব, এই দশ পর্ব্বে জপ করিবে। হে দেবি! অনামা ও মধ্যমার পর্ব্বদ্বয় মেরু বলিয়া জানিবে। শ্রীবিদ্যার অষ্টোত্তর-শতাদিসংখ্যক জপে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে শতাদিসংখ্যক জপ করিয়া, কনিষ্ঠার মূল-পর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীর মূল-পর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্টপর্ব্বে প্রদক্ষিণক্রমে অষ্টবার জপ করিবে।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে লিখিত আছে—অনামার মধ্যপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাদিক্রমে তর্জ্জনীর মূল-পর্ব্ব পর্য্যন্ত, এই দশ পর্ব্বকে করমালা বলে। জপকালে অঙ্গুলী বিযুক্ত না করিয়া হস্তখানি একটু আকুঞ্চিত করত জপ করিবে। অঙ্গুলী বিযুক্ত করিলে অঙ্গুলী-ছিদ্রদিয়া জপফলের হাসি হয়। অন্য তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—অঙ্গুলীর অগ্রভাগে, অথবা মেরুলঙ্ঘন করিয়া যে জপ করা হয়, এবং পর্ব্বসন্ধিতে যে জপ করা হয়, তাহা বিফল হইয়া থাকে।

যে যে মন্ত্র জপ-বিষয়ে যে প্রকার গণনা-বিধান উল্লিখিত হইল, তাহা উল্লঙ্ঘন করত যাহারা জপ করে, তাহাদিগের জপের ফল রাক্ষসগণ গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা গণনাবিধান অনুসারে জপ করিবে। বিশ্বসারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে —পণ্ডিত ব্যক্তি জপ-সংখ্যা রাখিয়া জপ করিবে। যে ব্যক্তি সংখ্যা না রাখিয়া জপ করে, তাহার সমস্ত জপ নিষ্ফল হয়। তন্ত্রান্তরে কথিত হইয়াছে,—হৃদয়-দেশে হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক অঙ্গুলীগুলি কিঞ্চিৎ বক্র করিয়া হস্তদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করত দক্ষিণ হস্তে জপ করিবে। অক্ষত (আলো চাউল), হস্ত-পর্ব্ব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন এবং মৃত্তিকার দ্বারা জপসংখ্যা রাখিবে না। যেস্থলে যে মালায় জপ বিহিত হইয়াছে, সেই স্থলে সেই মালা দ্বারা সংখ্যা করিবে।"

বর্ণমালা,—

সনৎকুমারীয়ে।—ক্রমোৎক্রমগতৈর্ম্মালা মাতৃকার্ণৈঃ ক্ষমেরুকৈঃ। সবিন্দুকৈঃ সাষ্টবর্গৈরন্তর্যজনকর্ম্মণি॥ আদি কু চু টু তু পু যু শব অষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা॥ তত্রায়মর্থঃ।—অকারাদিবর্ণান্ প্রত্যেকং সবিন্দুং কৃত্বা শতং সঞ্জপ্য অকারাদীনাং বর্ণানাং কবর্গাদীনাঞ্চান্ত্যবর্ণং সানুস্বারং কৃত্বা পূর্ব্বমুচ্চার্য্য জপঃ কর্ত্তব্যঃ। অনেন প্রকারেণাষ্টোত্তরশতসংখ্যজপো ভবতি। অন্তর্যজন ইত্যুপলক্ষণম্॥ তথাচ,—সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেদ্বুধঃ অকারাদিক্ষকারান্তং বিন্দুযুক্তং বিভাব্য চ। বর্ণমালা সমাখ্যাতা অনুলোমবিলোমিকা॥ ইতি নারদবচনাৎ॥

"অকারাদি ক্ষ পর্য্যন্ত বর্ণ-সকলকে বর্ণমালা বলে। এই একপঞ্চাশৎ বর্ণের অকার হইতে আরম্ভ করিয়া হকার পর্য্যন্ত

এবং হকার হইতে আরম্ভ করিয়া অকার পর্য্যন্ত, এইরূপ অনু-লোম-বিলোমক্রমে জপ করিবে। এই মালা অন্তর্যজন-কার্য্যে প্রশস্ত। বর্ণমালা অষ্টবর্গে বিভক্ত, যথা,—অবর্গ, কবর্গ চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ, শবর্গ। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণ অবর্গ। ক খ গ ঘ ঙ কবর্গ, চ ছ জ ঝ ঞ চবর্গ, ট ঠ ড ঢ ণ টবর্গ, ত থ দ ধ ন তবর্গ, প ফ ব ভ ম পবর্গ, য র ল ব যবর্গ, শ ষ স হ শবর্গ।

বর্ণমালা জপের ক্রম যথা,—অকারাদি বর্গের প্রত্যেক বর্ণে অনুস্বার যোগ করিয়া এক একটি বর্ণের পরে এক একবার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক জপ করিবে। এইরূপে একশত অষ্টবার জপ করা বিধেয়। কেবল অন্তর্যজন কার্য্যে এই বর্ণমালার প্রশস্ততা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা উপলক্ষণ মাত্র। বাহ্যপূজাদিতেও বর্ণমালা জপ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ অং এই বর্ণ উচ্চারণ করত একবার মূল মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে হ পর্য্যন্ত অনুস্বারযুক্ত এক একটি বর্ণের পর এক একবার মন্ত্র জপ করিয়া পুনর্ব্বার হ হইতে আরম্ভ করিয়া অ পর্য্যন্ত এক এক বর্ণের পর এক একবার মন্ত্র জপ করিবে। ইহাকেই বর্ণমালা বলে।"

সূত্র-নিয়ম,—

অন্তর্ব্বিক্রমভাসমান ভুজগীং সুপ্তোত্থবর্ণোজ্জ্বলাং, আরোহ-প্রতিরোহতঃ শতময়ীং বর্ণাষ্টকাষ্টোত্তরাম্। অত্র বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াম্।—প্রলয়ানলতঃ পূর্ব্বং রুদ্ররূপেণ মূর্ত্তিনা। উদ্ধৃতং পৃথিবীবীজমতোঽন্তে তং নিযোজয়েৎ॥ প্রলয়াদ্ধরিতং বীজং লকারমনলাৎ পুনঃ। দ্বিলকারবিধাবত্র পুনরন্তে নিয়োজয়েৎ। এতেন লকারদ্বয়ং জ্ঞেয়মিতি॥

"বিক্রম—অর্থাৎ প্রবালের ন্যায় ভাসমানা সূত্ররূপা নিদ্রিতা যে সর্পাকারা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন, তিনিই বর্ণমালার সূত্র। তাঁহার আরোহণ ও অবরোহণে শত সংখ্যা এবং অষ্ট বর্গে অষ্ট সংখ্যা হয়। বৈশম্পায়ন-সংহিতায় লিখিত আছে যে,—পূর্ব্বকালে রুদ্ররূপী মহাদেব যৎকালে পৃথিবী উদ্ধার করেন, তৎকালে পৃথিবীর সহিত পৃথ্বীবীজ লকার উদ্ধার করিয়াছিলেন। অতএব বর্ণমালামধ্যে দুইটি লকার বিদ্যমান আছে; সুতরাং বর্ণমালা-গণনায় হকার বর্ণের পর আবার লবর্ণ পাঠ করিতে হইবে।

বাহ্য জপে বিহিত মালা—

পদ্মবীজাদিভির্ম্মালা বহির্যাগে শৃণুষ্ব তাঃ। রুদ্রাক্ষশঙ্খ-পদ্মাক্ষ-পুত্রজীবক-মৌক্তিকৈঃ। স্ফাটিক-মণি রত্নৈশ্চ সৌবর্ণৈ-র্বিদ্রুমৈস্তথা। রাজতৈঃ কুশমূলৈশ্চ গৃহস্থস্যাক্ষমালিকা। অঙ্গুলীগণনাদেকং পর্ব্বণ্যষ্টগুণং ভবেৎ। পুত্রজীবৈর্দ্দশগুণং শতং শঙ্খৈঃ সহস্রকম্। প্রবালৈর্ম্মণিরত্নৈশ্চ দশসাহস্রিকং স্মৃতম্॥ তদেব স্ফাটিকৈঃ প্রোক্তং মৌক্তিকৈর্লক্ষমুচ্যতে। পদ্মাক্ষৈর্দ্দশ-লক্ষং স্যাৎ সৌবর্ণৈঃ কোটিরুচ্যতে। কুশগ্রন্থ্যা কোটিশতং রুদ্রাক্ষৈঃ স্যাদনন্তকম্। সর্ব্বৈর্ব্বিরচিতা মালা নৃণাং মুক্তিফল-প্রদা॥ কালিকাপুরাণে,—রুদ্রাক্ষৈর্ব্বা যদি জপেদিন্দ্রাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈস্তথা। নান্যন্মধ্যে প্রয়োক্তব্যং পুত্রজীবাদিকঞ্চ যৎ। যদন্যত্তু প্রযুঞ্জীত মালায়াং জপকর্ম্মণি। তস্য কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ ন দদাতি প্রিয়ঙ্করী॥ মুণ্ডমালায়াং।—শ্মশানধুস্তূরৈর্ম্মালা জ্ঞেয়া ধুমাবতীবিধৌ। নরাঙ্গুল্যস্থিভির্ম্মালা গ্রথিতা সর্ব্বকামদা॥ নাড্যা

সংগ্রথনং কার্য্যং রক্তেন বাসসা প্রিয়ে। সদা গোপ্যা প্রযত্নেন জনন্যা জারবৎ প্রিয়ে॥ কামনাভেদে।—পদ্মাক্ষৈর্বিহিতা মালা শত্রূণাং নাশিনী মতা। কুশগ্রন্থীময়ী মালা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী। পুত্রজীবফলাকৢপ্তা কুরুতে পুত্রসম্পদম্। নির্ম্মিতা-রৌপ্য-মণিভির্জ মালেপ্সিতপ্রদা। প্রবালৈর্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেদ্বিপুলং ধনম্॥ ভৈরবীবিদ্যায়াস্তু বারাহীতন্ত্রে।—সুবর্ণমণিনির্ভির্ম্মালাং স্ফাটিকীং শঙ্খনির্ম্মিতাম্। প্রবালৈরেব বা কুর্য্যাৎ পুত্রজীবং বিবর্জ্জয়েৎ। পদ্মাক্ষঞ্চৈব রুদ্রাক্ষং ভদ্রাক্ষঞ্চ বিশেষতঃ॥ ত্রিপুরা মন্ত্রজপাদৌ তু রক্তচন্দনবীজাদিভিঃ প্রশস্তা। তথাচ তন্ত্রে। —রক্তচন্দনমালা তু ভোগ-মোক্ষ-প্রদা ভবেৎ॥ তথা,—বৈষ্ণবে তুলসীমালা গজদন্তৈর্গণেশ্বরে। ত্রিপুরায়া জপে শস্তা রুদ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ॥ মুণ্ডমালায়াং,—মহাশঙ্খময়ী মালা নীলসারস্বতে বিধৌ॥ মহাশঙ্খস্তু তন্ত্রে।—নৃললাটাস্থিখণ্ডেন রচিতা জপমালিকা। মহাশঙ্খময়ী মালা তারাবিদ্যাজপে প্রিয়ে। কর্ণনেত্রান্তরস্থাস্থি মহাশঙ্খঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ মণিনিয়মস্তু মুণ্ডমালায়াম্। —অন্যোন্যসমরূপাণি নাতিস্থূলকৃশানি চ। কীটাদিভিরদুষ্টানি ন জীর্ণাণি নবানি বৈ॥ তথাচ গৌতমীয়ে। পঞ্চাশন্মণিভির্ম্মালা ত্রিংশদ্ভির্ধনসিদ্ধয়ে। সর্ব্বার্থাঃ সপ্তবিংশত্যা পঞ্চদশ্যাভিচারিকে। পঞ্চাশদ্ভিঃ কাম্যসিদ্ধিঃ স্যাত্তথা চতুরোত্তরৈঃ। অষ্টোত্তরশতৈঃ সর্ব্বসিদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ॥

"বাহ্যপূজাতে পদ্মবীজাদির মালা প্রশস্ত। রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ, পদ্মবীজ, জীবপুত্রিকা, মুক্তা, স্ফাটিক, মণি, রত্ন, সুবর্ণ, প্রবাল, রৌপ্য এবং কুশ মূল, ইহাদের একতম দ্বারা গৃহস্থ ব্যক্তি জপমালা করিবে। অঙ্গুলীতে জপ করিলে এক গুণ ফল হয়, এবং

অঙ্গুলীপর্ব্বে জপ করিলে অষ্টগুণ ফল, জীবপুত্রিকা-মালায় দশগুণ, শঙ্খ-মালায় শতগুণ, প্রবাল-মালায় সহস্রগুণ, মণি ও রত্ন-মালায় দশসহস্রগুণ স্ফাটিকমালায় দশসহস্রগুণ মুক্তা-মালায় লক্ষগুণ, পদ্মমালায় দশলক্ষগুণ, সুবর্ণ-নির্ম্মিত মালায় শতকোটিগুণ, কুশ-মূলনির্ম্মিত মালায় শতকোটিগুণ এবং রুদ্রাক্ষ-রচিত মালায় অনন্ত ফল লাভ হয়। যে সকল মালার কথা বলা হইল, এই সকল মালাই মানুষের মুক্তি ফল প্রদান করে।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে,—রুদ্রাক্ষ, ভদ্রাক্ষ ও স্ফাটিকাদি নির্ম্মিত মালাতে জীবপুত্রিকাদি অন্য কোন মালা যোগ করিবে না। যে ব্যক্তি একজাতীয় মালা মধ্যে অন্যজাতীয় মালা যোগ করিয়া জপ করে, ভগবতী তাহার কামনা বা মোক্ষফল সম্পাদন করেন না। মুণ্ডমালা তন্ত্রে লিখিত আছে যে, ধূমাবতী-বিষয়ে শ্মশান-ধুস্তূরের মালা প্রশস্ত। মনুষ্যের অঙ্গুলির অস্থি দ্বারা মালা করিয়া জপ করিলে সর্ব্ব কামনা পূর্ণ হয়। উক্ত মালা মনুষ্যের নাড়ীর দ্বারা আবৃত করিয়া মাতৃ-জারবৎ সর্ব্বদা গোপনে রাখিবে।

কামনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিবে, যথা—শত্রুনাশ কার্য্যে পদ্মবীজ-মালা, পাপনাশন-কার্য্যে কুশমূল মালা, পুত্র-সম্পদ্ কামনায় জীব-পুত্রিকা-মালা অভীষ্ট-লাভ কামনায় রৌপ্যমালা, বিপুল ধনলাভ কামনায় প্রবাল-মালা দ্বারা জপ করিবে।

ভৈরবী বিদ্যা সম্বন্ধে বারাহীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—সুবর্ণ, মণি, স্ফটিক, শঙ্খ ও প্রবাল দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিবে। জীবপুত্রিকা, পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ এবং ভদ্রাক্ষমালা দ্বারা মালা করিবে না।

ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্রজপে রক্তচন্দনের বীজের মালা প্রশস্ত। অন্য তন্ত্রে লিখিত আছে যে—রক্তচন্দনের বীজের মালা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে। বিষ্ণুমন্ত্র জপে তুলসী-মালা, গণেশ-মন্ত্র জপে গজ-দন্তের মালা, ত্রিপুরা-মন্ত্র জপে রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দনের মালা প্রশস্ত। মুণ্ডমালা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—তারামন্ত্রে মহাশঙ্খ-নির্ম্মিত মালা প্রশস্ত। মনুষ্যের ললাটাস্থিখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত জপ-মালাকে মহাশঙ্খের মালা বলে। এই মালা তারাবিদ্যামন্ত্র জপে প্রশস্ত। কর্ণ ও নেত্র-মধ্যস্থিত অস্থিখণ্ডকে মহাশঙ্খ বলে।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে যে মণির লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা উক্ত হইতেছে,—যে সকল মণির দ্বারা মালা প্রস্তুত করিবে, সেই সকল মণি পরস্পর সমরূপ অথচ অতি স্থূল বা অতিশয় ক্ষুদ্র না হয়, এবং কীটাদি দ্বারা ভক্ষিত বা জীর্ণ না হয়। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—পঞ্চাশৎটি মণি দ্বারা মালা গ্রন্থন করিবে। কিন্তু অর্থসিদ্ধি কার্য্যে ত্রিংশৎ মণি, সর্ব্বকামনা সাধন কার্য্যে সপ্তবিংশতি, মারণাদি অভিচার কার্য্যে পঞ্চদশ, কাম্য-সিদ্ধি বিষয়ে চতুঃপঞ্চাশৎ এবং সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি বিষয়ে অষ্টোত্তর শত মণিদ্বারা মালা রচনা করিতে হয়।

আসন-নিয়ম—

হংসমাহেশ্বরে।—কম্বলং কোমলং কৌশং দারবং কর্ম্ম সাধনম্। এতেষামাসনং শুদ্ধং চর্ম্মাসনং সুরেশ্বরি॥ লোম্নি চৈব যদাসীনস্তদা সর্ব্বং বিনশ্যতি। লোমস্পর্শনমাত্রেণ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে॥ কাম্যার্থং কম্বলঞ্চৈব শ্রেষ্ঠঞ্চ রক্তকম্বলম্। কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধির্মোক্ষঃ শ্রীর্ব্যাঘ্রচর্ম্মণি॥ কুশাসনে মন্ত্রসিদ্ধির্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ধরণ্যাং দুঃখ-সম্ভূতির্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে।

বংশাসনে দরিদ্রঃ স্যাৎ পাষাণে ব্যাধি-পীড়নম্। তৃণাসনে যশোহানিঃ পল্লবে চিত্তবিভ্রমঃ। জপধ্যানতপোহানিং বস্ত্রাসনং করোতি হি॥ অতএব বস্ত্রাসনং কেবলমেব বিরুদ্ধং। বস্ত্রাসনং রোগহরমিত্যাদি বচনেন বিশিষ্টফলজনকত্বম্। চেলাজিনকুশোত্তরমিতি ভগবদ্বচনাচ্চ। তথাচ গৌতমীয়ে।—তথা মৃদ্বাসনে মন্ত্রী পটাজিনকুশোত্তরঃ॥ যোগিনী হৃদয়ে।—নাদীক্ষিতো বিশেজ্জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী। বিশেদ্ যতির্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারী চ ভিক্ষুকঃ॥ আগমকল্পদ্রুমে।—মেষ ব্যাঘ্র-গজোষ্ট্রঋক্ষোরগ-ত্বচস্তু ষট্ কর্ম্মসু প্রত্যেকং হিতাসনানি॥

হংসমাহেশ্বর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে,—"কম্বলাসন পট্টসূত্র নির্ম্মিত আসন, দারু নির্ম্মিত আসন, ও চর্ম্মাসন জপ-পূজাদি কার্য্যে প্রশস্ত; এবং এই সকল আসন কার্য্য সিদ্ধিপ্রদ। যে ব্যক্তি লোমযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনাদি কার্য্য করে, তাহার সমস্ত কার্য্য নিষ্ফল হয়; কারণ, লোমস্পর্শ মাত্র সর্ব্ব-সিদ্ধি-হানি হইয়া থাকে। কার্য্যবিশেষে আসন বিশেষের নিয়ম উক্ত হইতেছে।—কাম্যকর্ম্মসাধনে কম্বলাসন প্রশস্ত, তন্মধ্যে রক্তকম্বল শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানসিদ্ধি কার্য্যে কৃষ্ণসার চর্ম্মাসন মোক্ষ ও সম্পৎ কামনায় ব্যাঘ্রচর্ম্মাসন এবং মন্ত্রসিদ্ধি কামনায় কুশাসনে উপবেশন করিয়া জপপূজাদি কার্য্য করিবে; মৃত্তিকাসনে উপবেশনপূর্ব্বক কার্য্য করিলে দুঃখ, কাষ্ঠাসনে সৌভাগ্য, বংশাসনে দারিদ্র্য, পাষাণে রোগপীড়ন, তৃণাসনে যশোহানি, পত্রাসনে চিত্তবৈকল্য, এবং বস্ত্রাসনে উপবেশন করত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে জপ, ধ্যান ও তপস্যার হানি হয়। বচনান্তর দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বস্ত্রাসন রোগনাশক এবং ভগবান্‌ও বলিয়া-

ছেন যে, কুশাসনোপরি মৃদু চর্ম্ম এবং তদুপরি মৃদু বস্ত্র আস্তরণ করত আসন কল্পনা করিবে। অতএব এই স্থলে যে বস্ত্রাসন নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বস্ত্রাসন জানিতে হইবে,—অর্থাৎ কেবলমাত্র বস্ত্রে বসিয়াই জপাদি করিবে না। গৌতমীয় তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে,—মন্ত্র-সাধক ব্যক্তি বস্ত্র, চর্ম্ম, অথবা কুশাসনের নিম্নে আস্তরণ করত তদুপরি কোন কোমল আসন অথবা শ্রীবিদ্যাবিষয়ে উক্ত পারিভাষিক মৃদু আসন বিস্তার করিয়া উপবেশন করিবে। যোগিনীহৃদয়েও লিখিত হইয়াছে যে,—অদীক্ষিত গৃহস্থ কদাচ কৃষ্ণসার চর্ম্মে উপবেশন করিবে না। ব্রহ্মচারী, বনবাসী ও ভিক্ষুক, ইহারা কৃষ্ণাজিনে উপবেশন করিতে পারে। আগমকল্পদ্রুমে উক্ত হইয়াছে,—মেষ, ব্যাঘ্র, গজ, উষ্ট্র, বানর ও সর্প ইহাদিগের চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত আসন হিতসাধক।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দীক্ষা-প্রকরণ।

দীক্ষা প্রদানের পূর্ব্বদিনে গুরু, শিষ্যকে পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করাইয়া নিম্নলিখিত নিদ্রা-মন্ত্রে তাহার শিখা বন্ধন করিয়া দিবেন। মন্ত্র যথা,—

ওঁ হিলি হিলি শূলপাণয়ে স্বাহা।

শিষ্য নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুশ-শয্যায় শায়িত হইয়া নিদ্রা যাইবে। মন্ত্র যথা,—

নমো জয় ত্রিনেত্রায় পিঙ্গলায় মহাত্মনে। রামায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ॥ স্বপ্নে কথয় মে তথ্যং সর্ব্বকার্য্যেষ্বশেষতঃ। ক্রিয়াসিদ্ধিং বিধাস্যামি ত্বৎ প্রসাদান্মহেশ্বর॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বপ্নে দীক্ষা সম্বন্ধীয় তথ্য বিষয় অবগতির নিমিত্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া রাত্রে শয়ন করিবে।

ইহাতে শিষ্য নিদ্রা-কালে যে স্বপ্ন দর্শন করে, তদ্দ্বারা তাহার মন্ত্রের শুভাশুভ বিষয় অবগত হইতে পারা যায়।

পর দিবস প্রাতঃকালে উঠিয়া গুরু-সকাশে স্বপ্ন-দৃষ্ট বিষয় ব্যক্ত করিয়া বলিবে, এবং গুরু তাহাতে মন্ত্রের শুভাশুভ অবগত হইতে পারিবেন।

শিষ্য যদি স্বপ্নে কন্যা, পুল, রথ, প্রদীপ, অট্টালিকা পদ্ম, নদী, হস্তী, বৃষ, মাল্য, সমুদ্র সর্প, বৃক্ষ, পর্ব্বত, ঘোটক, আমমাংস, মদ্য, আসব (মদ্য বিশেষ) এবং কোন পবিত্র দ্রব্য,—ইহার যে কোন একটি বা দুই তিনটি দ্রব্য স্বপ্নে দেখেন, তবে তাঁহার মন্ত্র-সিদ্ধি হইবে, জানিতে হইবে।

যদি ইহার কোন দ্রব্য দেখিতে না পাইয়া অন্য পদার্থ দর্শন করেন, তবে মন্ত্রসিদ্ধি হইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কলাবতী দীক্ষা-পদ্ধতি।

দীক্ষাদান-পদ্ধতি বহু প্রকারের আছে,—কিন্তু আমাদের দেশে যে কয় প্রকারে দীক্ষা দান করা হইয়া থাকে, এই গ্রন্থে তাহাই লিখিত হইল।

শিষ্য, দীক্ষার পূর্ব্বদিবসে উপবাসী থাকিয়া, দীক্ষা-দিবসে প্রাতঃস্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া আচমন করিবে। অনন্তর স্বস্তিবাচন করিয়া সংকল্প করিবে যথা,—

ওঁ অদ্যেত্যাদি—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়া অমুকাক্ষরমন্ত্রদীক্ষামহং করিষ্যে।

অনন্তর গুরুবরণ করিবে। তদর্থে শিষ্য গুরুর নিকটে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে,—"ওঁ সাধুভবানাস্তাং।" গুরু বলিবেন,—

"ওঁ সাধ্বহমাসে।" পরে শিষ্য বলিবে,—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।" গুরু বলিবেন,—"ওঁ অর্চ্চয়।" তৎপরে শিষ্য, গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্র ও অলঙ্কার গুরুর হস্তে অর্পণ করিয়া আতপতণ্ডুল ও দূর্ব্বা লইয়া দক্ষিণহস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণজানু ধারণপূর্ব্বক পাঠ করিবে—

বিষ্ণুর্ণমোঽদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া মৎকর্ত্তৃকামুকাক্ষর-মন্ত্রদীক্ষাকর্ম্মণি অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণমেভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

গুরু বলিবেন,—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" শিষ্য বলিবেন,—"ওঁ যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু।" গুরু বলিবেন,—"ওঁ যথাজ্ঞানতঃ করবাণি।"

তৎপরে গুরু আচমন করিয়া দ্বারদেশে সামান্য অর্ঘ্য স্থাপন করিবেন। যথা,—স্বীয় বামভাগে ভূমিতে ত্রিকোণ, বৃত্ত, তদ্বহির্ভাগে চতুরস্রমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি—ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ এই মন্ত্রে উক্ত মণ্ডলের উপরি পূজা করিবে; তৎপরে "ফট্" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালনপূর্ব্বক আধারের সহিত অর্ঘ্যপাত্র তদুপরি সংস্থাপন করিবে।—"নমঃ" এই মন্ত্র বলিয়া জল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিয়া অঙ্কুশ-মুদ্রা দ্বারা "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব"—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া "ওঁ" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধ পুষ্পাদি প্রদান করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। তদনন্তর "ওঁ" এই মন্ত্র অর্ঘ্যপাত্রোপরি দশবার জপ করিবে। পরে "ফট্" এই মন্ত্রে অর্ঘ্য জলদ্বারা আপনাকে ও পূজোপকরণাদি অভ্যুক্ষণ করিয়া পুষ্প ও জলদ্বারা দ্বার-দেবতার পূজা করিবে।

দ্বার-দেবতা পূজা যথা;—উর্দ্ধোড়ুম্বরে—ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈঃ নমঃ। দক্ষিণ শাখাতে—ওঁ বিঘ্নায় নমঃ। বাম শাখাতে—ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। উভয়পার্শ্বে—ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ। দেহলীতে—ওঁ অস্ত্রায় নমঃ।

ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতির পূজায় বিশেষ নিয়ম আছে, যথা,—গণেশ, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী, বটুক, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী, দ্বারদেশে এই সকল দেবতার পূর্ব্বোক্ত মতে পূজা করিবে।

বিষ্ণুপূজাতে—নন্দ, সুনন্দ, চণ্ড, প্রচণ্ড, বল, প্রবল, ভদ্র, সুভদ্র, বিঘ্ন ও বৈষ্ণব, এই সকল দেবতার পূজা করিবে।

তদনন্তর গুরু দক্ষিণ পাদ অগ্রে প্রক্ষেপ করত দক্ষিণ শাখা স্পর্শ, দক্ষিণাঙ্গ সঙ্কোচ এবং মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৈর্ঋত কোণে—"ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ" এবং "ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ" বলিয়া পূজা করিবেন। তৎপরে দেয় মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া দিব্য বিঘ্ন সকল অপসারণ করিবেন এবং "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে জলধারা বেষ্টন দ্বারা আকাশস্থিত বিঘ্ন ও বামপার্ষ্ণি দ্বারা ভূমিতে তিনটি আঘাত করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন দূরীকরণ করিয়া "ফট্" এই মন্ত্র সপ্তবার জপ করিয়া বিকির * গ্রহণপূর্ব্বক নিম্নলিখিতমন্ত্র পাঠ করত সমস্ত ভূত বিনাশার্থ বিকির প্রক্ষেপ করিবেন। মন্ত্র যথা,—

* লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদূর্ব্বাকুশাক্ষতাঃ।
বিকিরা ইতি সংদিষ্টাঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘনাশকাঃ॥

খৈ, চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ, আতপতণ্ডুল এই সকল দ্রব্যকে বিকির বলে। এই বিকির দ্রব্য ক্ষেপণ করিলে, সর্ব্ববিঘ্ন নিবারিত হয়। ইহার যে কোন একটি দ্রব্য লইয়া ক্ষেপণ করিলেই হয়।

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

অনন্তর নারাচ মুদ্রা দ্বারা আতপতণ্ডুল গ্রহণ করিয়া—"ওঁ অস্ত্রায় ফট্"—এই মন্ত্রে গৃহ মধ্যে উহা বিকিরণ করিয়া গৃহমধ্যস্থ বিঘ্ন বিনাশ করিবে। তৎপরে, "হ্রীং আধারশক্তিকমলাসনায় নমঃ"—এই মন্ত্রে আসনে পুষ্প প্রদান করিয়া আসন ধারণপূর্ব্বক —"আসন-মন্ত্রস্য"—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বস্তিকাদি ক্রমে বিঘ্নোৎসারণ করিয়া আসনে উপবেশন করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র দ্বারা পঞ্চগব্য শোধন করিয়া তাহা মণ্ডপে ছিটাইয়া দিয়া মণ্ডপ বিশোধন করিবে। পঞ্চগব্য প্রমাণ যথা,—

পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং তাবদিষ্যতে।
ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাদ্ গোময়ং তোলকদ্বয়ম্॥
দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাং পঞ্চগব্যমিদং স্মৃতম্।
অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে॥—গৌতমীয়ে

"দুগ্ধ এক পল—অর্থাৎ আট তোলা, গোমূত্র আট তোলা, ঘৃত আট তোলা, গোময় দুই তোলা, দধি এক গণ্ডুষ,—এইরূপ পরিমাণে পঞ্চগব্য লইবে। অথবা সমস্ত সমভাগে লইলেও হয়।"

তদনন্তর গুরু স্বকীয় দক্ষিণভাগে পূজা-দ্রব্য ও বামভাগে সুগন্ধি জলপূর্ণ কলস, পৃষ্ঠদেশে হস্ত-প্রক্ষালনার্থ পাত্রান্তর স্থাপন করিবে। সর্ব্বত্র ঘৃত-প্রদীপ স্থাপন করিয়া করযোড়ে বামে—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ; ওঁ পরম-গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর-গুরুভ্যো নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ গণেশায় নমঃ। মধ্যে—ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। (শিষ্যকে যে দেবতার মন্ত্র দেওয়া হইবে, সেই দেবতার নাম করিবে)।

তৎপরে বাম হস্তে সুগন্ধ পুষ্প লইয়া উভয় হস্তে উহা মর্দ্দন করিয়া "ফট্" মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আঘ্রাণ করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিবে। পরে ক্রমত উর্দ্ধভাগে তালত্রয় প্রদান করিয়া ছোটিকা (তুড়ি) মুদ্রায় দশদিক্ বন্ধন করিবে। তদনন্তর ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, জীবন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, মন্ত্রাদিন্যাস ও মুদ্রা প্রদর্শন প্রভৃতি করিয়া (এই গ্রন্থে স্থানান্তরে ঐ সকল পৃথক্ পৃথক্ ভাবে লিখিত হইয়াছে।) ধ্যান ও মানস পূজা করিয়া অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। অর্ঘ্য ও পাদ্যের প্রত্যেকে তিন তিনটি পাত্র এবং আচমনীয়েরও তিন পাত্র স্থাপন করিতে হয়, তবে তাহাতে অসক্ত হইলে অন্য সমুদয় পাত্র এক একটি, কেবল অর্ঘ্য পাত্র দুইটি করিবে।

লিঙ্গপুরাণে অর্ঘ্যপাত্রের প্রমাণ লিখিত হইয়াছে, যথা—

ষট্ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্।
মধ্যমস্ত্ত্রিভাগোঽয়ং কনীয়ো দ্বাদশাঙ্গুলম্॥

"ষট্ত্রিংশৎ অঙ্গুল-পরিমিত অর্ঘ্যপাত্র উত্তম, সপ্তবিংশতি অঙ্গুল-পরিমাণ অর্ঘ্যপাত্র মধ্যম এবং দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত অধম।

নিজবামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন করত 'ফট্' এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকার উপরি স্থাপন করিবে এবং 'নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ও আতপতণ্ডুল দিবে। মূল মন্ত্র উচ্চারণ করত ক্ষং লং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং—এই বিলোম মাতৃকায় অর্ঘ্যপাত্র জলপূর্ণ

করিবে। তৎপরে গন্ধ-পুষ্প দ্বারা "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে ত্রিপদিকায়,—"অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ" এই বলিয়া শঙ্খে—"উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ"—এই বলিয়া জলে পূজা করিয়া—'গঙ্গে চ' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া—"ওঁ অমুকি দেবি ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ" বলিয়া স্বহৃদয়ে দেবতার আবাহন করিবে। তৎপরে 'হুং' এই মন্ত্রে তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা অবগুণ্ঠন, 'বষট্' মন্ত্রে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন ও 'বৌষট' মন্ত্রে তজ্জল দর্শন করিয়া অঙ্গ মন্ত্র দ্বারা সকলীকরণ করিবে। অনন্তর গন্ধ-পুষ্প দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রে দেবতার পূজা ও মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবে। পরে 'বং'—এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া 'ফট্' মন্ত্রে সংরক্ষণ করিবে ও সেই অর্ঘ্য হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া তজ্জল স্বশরীরে ও পূজার দ্রব্যাদিতে তিনবার ছিটা দিয়া অভ্যুক্ষণ করিবে।

অনন্তর পীঠন্যাসের ক্রমানুসারে নিজ শরীরে ধর্ম্মাদির পূজা করিবে,যথা,—দক্ষিণস্কন্ধে—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ। বামস্কন্ধে—ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ। নাভিতে—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ। দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ। ওঁ অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।

তৎপরে হৃৎপদ্ম মধ্যে পূর্ব্বাদি কেশরে পীঠশক্তির পূজা

করিবে। এই বিষয়ে নিবন্ধে লিখিত আছে যে, নৈবেদ্য ও গন্ধাদি উপচার ভিন্ন অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে হৃদয়, মূলাধার, পাদ ও সর্ব্বাঙ্গ এই পঞ্চস্থানে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করত "গুহ্যাতিগুহ্য"—মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। এই সমুদয় কার্য্য প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সমাপ্ত করিবে। তদনন্তর প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ পূরণ করিয়া বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে।

এই সমুদয় ক্রিয়া যথা বিহিত সম্পাদিত হইলে, মানুষ দেব-ভাবাপন্ন হয়,—মানুষ দেবতা হয়, তখন "নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ," এই শাস্ত্রবাক্যের অতীত হয়—অর্থাৎ দেবতা না হইয়া দেবার্চ্চনা করিবে না,—এই বিধি বাক্যের সার্থকতা হয়।—মানুষ যখন দেবতা হয়, তখন দেবতার বাহ্য পূজা করিতে অধিকারী হইবে।

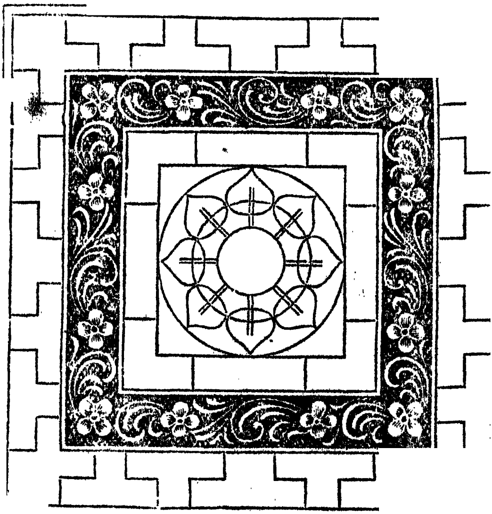
প্রথমতঃ সারদাতিলকোক্ত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলাদির কোন একটি মণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে।

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল ;—(সারদায়াং)। চতুরস্রে চতুঃকোষ্ঠে কর্ণসূত্রসমন্বিতে। চতুর্ষ্বপি চ কোষ্ঠেষু কোণসূত্রচতুষ্টয়ম্ ॥ মধ্যে মধ্যে যথা মৎস্যা ভবেয়ুঃ পাতয়েত্তথা। পূর্ব্বাপরায়তে দ্বে দ্বে মন্ত্রী যাম্যোত্তরায়তে ॥ পাতয়েত্তেষু মৎস্যেষু সমং সূত্রচতুষ্টয়ম্। পূর্ব্ববৎ কোণকোষ্ঠেষু কর্ণসূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ তত্তদ্ভূতেষু মৎস্যেষু দদ্যাৎ সূত্রচতুষ্টয়ম্। ততঃ কোষ্ঠেষু মৎস্যাঃ স্যুস্তেষু সূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ যাবৎ শতদ্বয়ং মন্ত্রী ষট্‌পঞ্চাশৎ পদান্যপি। তাবত্তেনৈব বিধিনা তত্র সূত্রাণি পাতয়েৎ ॥ ষট্‌ত্রিংশতা পদৈর্ম্মধ্যে লিখেৎ পদ্মং সুলক্ষণম্। বহিঃ পঙ্‌ক্ত্যা ভবেৎ

পীঠং পঙ্‌ক্তিযুগ্মেন বীথিকা। দ্বারশোভোপশোভাভ্যাং শিষ্টাভ্যাং পরিকল্পয়েৎ। শাস্ত্রোক্তবিধিনা মন্ত্রী ততঃ পদ্মং সমালিখেৎ॥ পদ্মক্ষেত্রস্য সন্ত্যাজ্য দ্বাদশাংশং বহিঃ সুধীঃ। তন্মধ্যে বিভজেদ্‌-বৃত্তৈস্ত্রিভিঃ সমবিভাগতঃ॥ আদ্যং স্যাৎ কর্ণিকাস্থানং কেশরাণাং দ্বিতীয়কম্। তৃতীয়ং পদ্মপত্রাণাং মুক্তাংশেন দলাগ্রকম্॥ বাহ্য-বৃত্তান্তরালস্য মানেন বিধিনা সুধীঃ। আলিখেদ্বাহ্যহস্তেন দলাগ্রাণি সমন্ততঃ॥ দলমূলেষু যুগশঃ কেশরাণি প্রকল্পয়েৎ। এতৎ সাধারণং প্রোক্তং পঙ্কজং তন্ত্রবেদিভিঃ॥ পদানি ত্রীণি পাদার্থং পীঠ-কোণেষু মার্জ্জয়েৎ। অবশিষ্টৈঃ পদৈর্ব্বিদ্বান্ পীঠগাত্রাণি কল্পয়েৎ॥ পদানি বীথিসংস্থানি মার্জ্জয়েৎ পঙ্‌ক্ত্যভেদতঃ। দিক্ষু দ্বারাণি রচয়েদ্‌দ্বিচতুঃকোষ্ঠকৈস্ততঃ॥ পদৈস্ত্রিভিরথৈকেন শোভাঃ স্যুর্দ্বারপার্শ্বয়োঃ। উপশোভাঃ স্যুরেকেন ত্রিভিঃ কোষ্ঠৈরনন্তরম্॥ অবশিষ্টৈঃ পদৈঃ ষড়্‌ভিঃ কোণানাং স্যাচ্চতুষ্টয়ম্। রঞ্জয়েৎ পঞ্চ-ভির্ব্বর্ণৈর্ম্মণ্ডলং তন্মনোহরম্॥ পীতং হরিদ্রাচূর্ণং স্যাৎ সিতং তণ্ডুলসম্ভবম্। কুসুম্ভচূর্ণমরুণং কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকজম্॥ বিল্বাদিপত্রজং শ্যামমিত্যুক্তং বর্ণপঞ্চকম্। অঙ্গুলোৎসেধবিস্তারাঃ সীমারেখাঃ সিতাঃ শুভাঃ॥ কর্ণিকাং পীতবর্ণেন কেশরাণ্যরুণেন চ। শুভ্র-বর্ণানি পত্রাণি তৎ সন্ধীন্ শ্যামলেন চ॥ রজসা রঞ্জয়েন্মন্ত্রী যদ্বা পীতৈব কর্ণিকা। কেশরাঃ পীতরক্তাঃ স্যুররুণানি দলানি চ॥ সন্ধয়ঃ কৃষ্ণবর্ণাঃ স্যুঃ সিতেনাপ্যসিতেন বা। রঞ্জয়েৎ পীঠগর্ভাণি পাদাঃ স্যুররুণপ্রভাঃ॥ গাত্রাণি তস্য শুক্লানি বীথিষু চ চতসৃষু। আলিখেৎ কল্পলতিকা দলপুষ্পসমন্বিতাঃ॥ বর্ণৈর্নানাবিধৈশ্চিত্রৈঃ সর্ব্বদৃষ্টি-মনোহরাঃ। দ্বারাণি শ্বেতবর্ণানি শোভা রক্তাঃ সমী-রিতাঃ॥ উপশোভাঃ পীতবর্ণাঃ কোণাস্যসিতভানি চ। ত্রিভ্রো

রেখা বহিঃ কার্য্যাঃ সিতরক্তাসিতাঃ ক্রমাৎ ॥ মণ্ডলং সর্ব্বতোভদ্র-মেতৎ সাধারণং মতম্ ॥

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল।



একটি চতুরস্র আঁকাইয়া কর্ণসূত্রদ্বারা পাতপূর্ব্বক তাহাকে চারি কোষ্ঠায় বিভক্ত করিতে হইবে। পুনরায় ঐ চতুঃকোষ্ঠ মধ্যে কর্ণসূত্র পাত করিয়া যাহাতে ঐ সকল কোষ্ঠমধ্যে সকল কর্ণরেখা অঙ্কিত হইতে পারে, এইরূপ করিতে হইবে। তদনন্তর পূর্ব্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে দুই দুইটি করিয়া রেখাপাত করিতে হইবে। এইরূপ পুনঃপুনঃ কোষ্ঠগত কোষ্ঠাতে কর্ণরেখা ও মধ্যরেখা পাত করিবে। যতক্ষণ দুইশত ছাপান্ন কোষ্ঠা হয়,

ততক্ষণ পূর্ব্ববৎ কোণসূত্র ও মধ্যসূত্র পাত করিয়া রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে ষট্‌ত্রিংশৎ কোষ্ঠাতে সুলক্ষণ পদ্ম অঙ্কিত করিবে। তদ্বাহে এক পঙ্‌ক্তিতে পীঠ ও পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে বীথি, তদ্বাহে পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে দ্বার, শোভা, উপশোভা ও কোণ হইবে। তৎপরে পদ্ম অঙ্কিত করিতে হইবে। পদ্মক্ষেত্রের দ্বাদশাংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ক্ষেত্রকে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিবে। ইহার আদ্যভাগ কর্ণিকা স্থান, দ্বিতীয়ভাগ কেশর স্থান ও তৃতীয়ভাগ পত্রস্থান স্থির করিবে। বাহুবৃত্তের অন্তরাল পরিমাণে চতুর্দ্দিকে দল সমুদয় আঁকাইবে। প্রতি পত্রের মূলদেশে দুই দুইটি করিয়া কেশর আঁকাইবে। পরে পীঠক্ষেত্রের চারি কোণে তিন তিন কোষ্ঠায় চারি পীঠকোণ মার্জ্জনা করিবে, পীঠগাত্রের অবশিষ্ট কোষ্ঠাতে পীঠগাত্র মার্জ্জনা করিয়া তদ্বাহে পঙ্‌ক্তিদ্বয়ে বীথিস্থান মার্জ্জনা করিবে। তৎপরে চতুর্দ্দিকে সর্ব্ববাহ্য পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের মধ্যস্থলে বাহ্য পঙ্‌ক্তির চারি কোষ্ঠা এবং তদুপরি পঙ্‌ক্তির দুই কোষ্ঠা, এই ছয় কোষ্ঠাতে দ্বার ঐরূপে এক কোষ্ঠা ও তিন কোষ্ঠা—এই চারি কোষ্ঠাতে শোভা, ঐরূপ তিন কোষ্ঠা ও এক কোষ্ঠা—এই চারি কোষ্ঠাতে উপশোভা অঙ্কিত করিয়া অবশিষ্ট ছয় ছয় কোষ্ঠাতে চারি কোণ মার্জ্জনা করিবে। এইপ্রকারে চারি দিকে চারিদ্বার, শোভা এবং উপশোভা মার্জ্জনা করিবে,—ইহাতে চারিটি দ্বার, আটটি শোভা ও আটটি উপশোভা হইবে। এইরূপে মণ্ডল পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকাদ্বারা চিত্রিত করিতে হইবে।

পঞ্চবর্ণ গুণ্ডিকা যথা.—হরিদ্রাচূর্ণ, পীতবর্ণ; তণ্ডুল চূর্ণ, শুক্লবর্ণ; কুসুম্ভচূর্ণ (কুসুমফুল চূর্ণ), রক্তবর্ণ; শস্যহীন ধান্যদগ্ধচূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ; বিল্বপত্র চূর্ণ, শ্যামবর্ণ।

এক অঙ্গুলির উৎসেধ ও বিস্তার পরিমাণে শুক্লবর্ণ সীমারেখা করিবে। তৎপরে কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশর রক্তবর্ণ ও পদ্মপত্র সকল শুক্লবর্ণে রঞ্জিত করিয়া শ্যামলবর্ণে সন্ধিস্থান চিত্রিত করিবে।

মতান্তরে,—কর্ণিকা পীতবর্ণ, কেশর সকল পীতবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ পদ্মপত্র সকল রক্তবর্ণ, সন্ধি সকল কৃষ্ণবর্ণ, পীঠ-গর্ত্ত শুক্ল-বর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ, পাঠাদি রক্তবর্ণ ও পীঠগাত্র শুক্লবর্ণ করিয়া-বীথি চতুষ্টয়ে সর্ব্ববর্ণে পত্র ও পুষ্পসহিত মনোহর কল্পলতা চিত্র করিবে। পরে দ্বার সকল শুক্লবর্ণ, শোভা রক্তবর্ণ, উপশোভা পীতবর্ণ, ও কোণ চতুষ্টয় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিবে। মণ্ডলের বহির্দ্দেশে শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ তিনটি রেখা চিত্রিত করিবে। সাধারণ সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল এই প্রকারে নির্ম্মাণ করিতে হয়। উপরে ইহার একটি প্রতিকৃতি মুদ্রিত করা হইল, তদ্দর্শনে আকৃতি আদি স্থির করিয়া লওয়া সুগম হইবে।

সুনির্ম্মিত সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলের "ওঁ মণ্ডলায় নমঃ"—বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া, ধান্যদ্বারা মণ্ডল-কর্ণিকা পূরণ করত আতপ-তণ্ডুল বিক্ষেপ করিবে এবং তদুপরি আতপ-তণ্ডুলযুক্ত বিষ্টর স্থাপন করিবে। তদনন্তর মণ্ডলের উপরি নিম্নলিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে।

প্রথমে—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ"—ইত্যাদি প্রকারে পটলোক্ত তত্তদ্দেবতার পীঠদেবতার পূজা করিবে। তৎপরে ওঁ ধূম্রার্চ্চিষে নমঃ—এই ক্রমে বাহিরে দশকলার পূজা করিবে।

অনন্তর পীঠোপরি স্থাপনার্থ কুম্ভ গ্রহণ করিবে। ঐ কুম্ভ শক্তি-অনুসারে সুবর্ণাদি বিনির্ম্মিত হইবে। যথা,—

হৈমং রৌপ্যং তথা তাম্রং মার্ত্তিকংবা স্বশক্তিতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত কৃতে নিষ্ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতিশালিনম্।
ষোড়শং দ্বাদশংবাপি ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ ॥ গৌতমীয়ে

"স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত কুম্ভ গ্রহণ করিবে, —শিষ্যের অবস্থানুসারে ইহার একতর দ্রব্যদ্বারা ঐ কুম্ভ নির্ম্মাণ করাইতে হইবে,—বিত্তশাঠ্য করিলে নিষ্ফল হয়। ঐ কুম্ভ ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুল পরিমিত যথোচিত বিস্তৃতি ও উন্নতি বিশিষ্ট হইবে, অথবা ষোড়শাঙ্গুল কিম্বা দ্বাদশাঙ্গুল উচ্চ কুম্ভ করিবে,—ইহার ন্যূন করিবে না।"

"ফট্" এই মন্ত্রে কুম্ভ প্রক্ষালন করিয়া চন্দন, অগুরু ও কর্পূর দ্বারা ধুপিত করিয়া ত্রিগুণ সূত্রদ্বারা বেষ্টন করত গন্ধপুষ্পদ্বারা— "ওঁ কুম্ভায় নমঃ"—এই মন্ত্রে পূজা করিবে, এবং বিষ্টর, আতপ তণ্ডুল ও নবরত্ন কুম্ভমধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া "ওঁ" মন্ত্র উচ্চারণ করত কুম্ভ ও পীঠের ঐক্য ভাবনা করিয়া পীঠোপরি স্থাপন করিবে।

তদনন্তর কুম্ভোপরি প্রদক্ষিণক্রমে "ওঁ কং ভং তপিন্যৈ নমঃ" —ইত্যাদি সূর্য্যের দ্বাদশ কলার পূজা করিবে। তৎপরে ক্ষীর বৃক্ষের কষায় অথবা পলাশ-বল্কলের কষায় কিম্বা তীর্থজল বা গন্ধ পুষ্প-সুবাসিত জলদ্বারা কুম্ভ পূর্ণ করিবে। অনন্তর আত্মা ও মন্ত্রের ঐক্য ভাবনা করিয়া দেয় মন্ত্র ও মাতৃকা মন্ত্র প্রতিলোমে জপ করিয়া দেবতা জ্ঞানে কুম্ভের অর্চ্চনা করিবে। তৎপরে চন্দ্রের অমৃতাদি ষোড়শ কলা প্রদক্ষিণক্রমে জলে বিন্যাস করিয়া "ওঁ অমৃতায়ৈ নমঃ" ইত্যাদিক্রমে পূজা করিবে। ক্ষীর বৃক্ষ কষায়াদিদ্বারা শঙ্খ পূর্ণ করিয়া গন্ধাষ্টক আলোড়নপূর্ব্বক সেই

জলে সকল কলার আহ্বান করিয়া পূজা করিবে। সারদাতন্ত্রে লিখিত হইছে যে, শিব, বিষ্ণু ও শক্তি ভেদে গন্ধাষ্টক তিন প্রকার। যথা,—

চন্দনাগুরুকর্পূর-চোরকুঙ্কুমরোচনাঃ।
জটামাংসী কপিযুতা শক্তেগর্ন্ধাষ্টকং বিদুঃ॥

"চন্দন, অগুরু, কর্পূর, কৃষ্ণশঠী, কুঙ্কুম, গোরোচনা জটামাংসী ও গাঠিয়ালা (গেঁটেলা) এই অষ্ট দ্রব্য শক্তি গন্ধাষ্টক।"

চন্দনাগুরুহ্রীবের-কুষ্ঠকুঙ্কুমসেব্যকাঃ।
জটামাংসীমুরমিতি বিষ্ণোর্গন্ধাষ্টকং স্মৃতম্॥

"চন্দন, অগুরু, বালা, কুড়, কুঙ্কুম, শ্বেতবেণার মূল, জটামাংসী ও দেবদারু, এই অষ্ট দ্রব্য বিষ্ণু-গন্ধ।"

চন্দনাগুরুকর্পূর-তমালজলকুঙ্কুমম্।
কুশীতং কুষ্ঠসংযুক্তং শৈবং গন্ধাষ্টকং স্মৃতম্॥

"চন্দন, অগুরু, কর্পূর তমাল বালা, কুঙ্কুম, রক্তচন্দন, কুড় এই অষ্ট দ্রব্য শিব-গন্ধাষ্টক।"

প্রথমতঃ বহ্নির দশকলার পূজার কথা বলা হইয়াছে, তাহার পদ্ধতি এই প্রকার,—প্রথমে আবাহন করিবে, যথা,—

বহ্নের্ধূমার্চ্চিরাদিদশকলা ইহাগচ্ছত ইহ তিষ্ঠত তিষ্ঠত ইহ সন্নিহিতা ভবত।

তৎপরে প্রতিলোমে মূল মন্ত্র জপ করিয়া মন্ত্রের দেবতা চিন্তা করত ইহাদিগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। যথা,—

আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ধূমার্চ্চিরাদি-বহ্নিদশকলানাং প্রাণা ইহ প্রাণাঃ, আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ধূমার্চ্চিরাদি-বহ্নিদশকলানাং জীব ইহ স্থিতঃ, আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ধূমার্চ্চিরাদি-বহ্নিদশ-

কলানাং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি, আং হ্রীং ক্রোং হংসঃ ধূমার্চ্চিরাদি-বহ্নি-দশকলানাং বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ-শোত্র ঘ্রাণ-প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

তৎপরে—ওঁ ধূমার্চ্চিরাদিদেবতাভ্য এষ গন্ধো নমঃ,—এই ক্রমে পঞ্চোপচারে প্রত্যেক দেবতার পূজা করিবে। প্রত্যেক দেবতার নাম উল্লেখের প্রণালী যথা যং ধূমার্চ্চিষে নমঃ। রং উষ্মায়ৈ নমঃ। লং জ্বলিন্যৈ নমঃ। বং জ্বালিন্যৈ নমঃ। শং বিস্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ। ষং সুশ্রিয়ৈ নমঃ। সং সুরূপায়ৈ নমঃ। হং কপিলায়ৈ নমঃ। হং হব্যবাহনায়ৈ নমঃ। ক্ষং কব্যবাহনায়ৈ নমঃ।—শক্ত হইলে প্রত্যেক দেবতার আবাহন করিয়া পূজা করিবে।

তদনন্তর তপিন্যাদি সূর্য্যের দ্বাদশকলার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহনাদি করিয়া পূজা করিবে। সূর্য্যের দ্বাদশকলা যথা,—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচী, জ্বালিনী রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, শোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা।

পূজার বীজ ও মন্ত্র যথা,—কং ভং তপিন্যৈ নমঃ। খং বং তাপিন্যৈ নমঃ। গং ফং ধূম্রায়ৈ নমঃ। ঘং পং মরীচ্যৈ নমঃ। ঙং নং জ্বালিন্যৈ নমঃ। চং ধং রুচ্যৈ নমঃ। ছং দং সুষুম্নায়ৈ নমঃ। জং থং ভোগদায়ৈ নমঃ। ঝং তং বিশ্বায়ৈ নমঃ। ঞং ণং বোধিন্যৈ নমঃ। টং ঢং ধারিণ্যৈ নমঃ। ঠং ডং ক্ষমায়ৈ নমঃ।

চন্দ্রের অমৃতাদি ষোড়শকলার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহনাদি করিয়া পূজা করিবে। পূজার বীজ ও মন্ত্র,—অং অমৃতায়ৈ নমঃ। আং মানদায়ৈ নমঃ। ইং পূষায়ৈ নমঃ। ঈং তুষ্ট্যৈ নমঃ। উং পুষ্ট্যৈ নমঃ। ঊং রত্যৈ নমঃ। ঋং ধৃত্যৈ

নমঃ। ঋৃং শশিন্যৈ নমঃ। ৯ং চন্দ্রিকায়ৈ নমঃ। ৯ৃং কান্ত্যৈ নমঃ। এং জ্যোৎস্নায়ৈ নমঃ। ঐং শ্রিয়ৈ নমঃ। ওং প্রীত্যৈ নমঃ। ঔং অঙ্গদায়ৈ নমঃ। অং পূর্ণায়ৈ নমঃ। অঃ পূর্ণামৃতায়ৈ নমঃ।

তৎপরে সৃষ্ট্যাদি কবর্গ-চবর্গ দশকলার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পূজার বীজ ও মন্ত্র যথা,—কং সৃষ্ট্যৈ নমঃ। খং ঋদ্ধ্যৈ নমঃ। গং স্মৃত্যৈ নমঃ। ঘং মেধায়ৈ নমঃ। ঙং কান্ত্যৈ নমঃ। চং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। ছং ধৃত্যৈ নমঃ। জং স্থিরায়ৈ নমঃ। ঝং স্থিত্যৈ নমঃ। ঞং সিদ্ধ্যৈ নমঃ।—শক্ত হইলে পূর্ব্ববৎ এই সমুদয় দেবতারই প্রত্যেককে আবাহন করিয়া পূজা করিবে।

তদনন্তর নিম্ন মন্ত্র জপ করত আবাহন করিয়া শঙ্খে পূজা করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসন্নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহদিত।

পরে, জয়াদি-ট-তবর্গ দশকলার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পূজার বীজ ও মন্ত্র যথা,—টং জয়ায়ৈ নমঃ। ঠং পালিন্যৈ নমঃ। ডং শান্ত্যৈ নমঃ। ঢং ঐশ্বর্য্যৈ নমঃ। ণং রত্যৈ নমঃ তং কালিকায়ৈ নমঃ। দং হ্লাদিন্যৈ নমঃ। ধং প্রীত্যৈ নমঃ। নং দীর্ঘায়ৈ নমঃ।

অতঃপর নিম্ন মন্ত্র জপ করত আবাহন করিয়া পূজা করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ প্রতদ্বিষ্ণুস্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষধিক্ষয়ন্তী ভুবনানি বিশ্বা।

তৎপরে তীক্ষ্ণাদি প-য-বর্গদশকলার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহন করিয়া পূজা করিবে। পূজার বীজ ও মন্ত্র যথা,— পং তীক্ষ্ণায়ৈ নমঃ। ফং রৌদ্রায়ৈ নমঃ। বং ভয়ায়ৈ নমঃ। ভং নিদ্রায়ৈ নমঃ। মং তন্দ্র্যৈ নমঃ। যং ক্ষুধায়ৈ নমঃ। রং ক্রোধিন্যৈ নমঃ; লং ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। বং উৎ-কারিণ্যৈ নমঃ। শং মৃত্যবে নমঃ।

অতঃপর নিম্ন মন্ত্র জপ করত আবাহন করিয়া পূজা করিবে। মন্ত্র যথা,

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মা মৃতাৎ।

তৎপরে, পীতাদি যবর্ণ পঞ্চকলার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহনাদি করিয়া পূজা করিবে। পূজার বীজ ও মন্ত্র যথা,— যং পীতায়ৈ নমঃ। সং শ্বেতায়ৈ নমঃ। হং অরুণায়ৈ নমঃ। লং অসিতায়ৈ নমঃ। ক্ষং অনন্তায়ৈ নমঃ।—তৎপরে মন্ত্র পাঠে বিষ্ণু স্মরণ করিবে।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষু-রাততম্।

অনন্তর নিবৃত্তাদি ষোড়শকলার পূর্ব্ববৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও আবাহনাদি করিয়া পূজা করিবে। যথা,—অং নিবৃত্যৈ নমঃ। আং প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। ইং বিদ্যায়ৈ নমঃ। ঈং শান্ত্যৈ নমঃ। উং গন্ধিকায়ৈ নমঃ। ঊং দীপিকায়ৈ নমঃ। ঋং রোচিকায়ৈ নমঃ ৠং মোচিকায়ৈ নমঃ। ঌং পরায়ৈ নমঃ। ৡং সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ। ঐং জ্ঞানামৃতায়ৈ নমঃ। ওং আপ্যায়িন্যৈ নমঃ। ঔং ব্যাপিন্যৈ নমঃ। অং ব্যোমরূপায়ৈ নমঃ। অঃ অনন্তায়ৈ নমঃ।

নিম্ন মন্ত্র জপ করত আবাহন করিয়া পূজা করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্। বিষ্ণুর্যোনিং প্রকল্পয়তু ত্বষ্টা রূপানি পিংষতু। আষিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে। গর্ভং ধেহি সিনীবালি গর্ভং ধেহি সরস্বতি। গর্ভন্তে অশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং পুষ্করস্রজৌ।

তদনন্তর চন্দ্রকলাস্বরূপ শঙ্খস্থ কাথ কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। পরে অশ্বত্থ, পনস ও আম্রপল্লব ইন্দ্রবল্লী-লতাদ্বারা বেষ্টন করিয়া কল্পবৃক্ষজ্ঞানে কুম্ভের মুখ আচ্ছাদন করিয়া কুম্ভের মুখে ফল ও তণ্ডুলযুক্ত শরাব কল্পবৃক্ষের ফলজ্ঞানে স্থাপন করিবে। তৎপরে নির্ম্মল ক্ষৌমবস্ত্রযুগল দ্বারা মূল মন্ত্রে কুম্ভ বেষ্টন করিয়া কুম্ভে দেব-মূর্ত্তি কল্পনাপূর্ব্বক যথোক্তরূপে দেবতার ধ্যান করত * আবাহনা-নন্তর পূজা করিবে।

মূল মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক—"অমুক ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিরুধ্যস্ব।"

এই মন্ত্রে আবাহন করিয়া "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন-মুদ্রায় অবগুণ্ঠন করিয়া দেবতার শরীরে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে "বং" মন্ত্রে ধেনু-মুদ্রায় অমৃতীকরণ করিয়া পরমীকরণ মুদ্রায় পরমীকরণ করিবে। অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে।

প্রথমতঃ রজতাদি-নির্ম্মিত আসন গ্রহণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত—"ইদমাসনং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিয়া দিবে।

* যে দেবতার মন্ত্র প্রদান করিতে হইবে, সেই দেবতার পূজা ও ধ্যানাদি করিবে।

স্বাগত—"অমুকদেব স্বাগতন্তে।"

শ্যামাক, * দূর্ব্বা, পদ্ম ও অপরাজিতাদ্বারা পাদ্যরচনা করিয়া, মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক—এতৎ পাদ্যং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ।

গন্ধ, পুষ্প, তণ্ডুল, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ, ও দূর্ব্বাত্মক অর্ঘ্য লইয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক—অমুকদেবতায়ৈ স্বাহা।—অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া দিয়া দেবতার মস্তকে দিবে। ‡

জাতিফল লবঙ্গ ও কক্কোল মিশ্রিত জলদ্বারা মূল মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক—ইদমাচমনীয়ং অমুকদেবতায়ৈ স্বধা।—আচমনীয় দেবতার বদনে দিবে।

এইপ্রকারে মধুপর্কঃ স্বধা, পুনরাচমনীয়ং স্বধা, স্নানীয়ং নিবেদয়ামি, বস্ত্রং নিবেদয়ামি, যজ্ঞোপবীতং নিবেদয়ামি, আভরণং নমঃ, এষ গন্ধো নমঃ।

তৎপরে মূলমন্ত্রদ্বারা পুটিত করিয়া মাতৃকাবর্ণের দ্বারা মাতৃকা-ন্যাসের তত্তৎ স্থানে পূজা করিয়া এতানি পুষ্পাণি—অমুকদেব-তায়ৈ বৌষট্ বলিয়া পুষ্প প্রদান করিবে।

অনন্তর আবরণ পূজা করিবে। তদনন্তর ধূপ, দীপ নিবেদন করিয়া দিয়া—ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা—এই মন্ত্রদ্বারা ঘণ্টার পূজা করিয়া ঘণ্টাবাদ্য করত দেবতার আরাত্রিক করিবে। তৎপরে নৈবেদ্যাদি নিবেদন করিয়া দিয়া স্তুতিপাঠ ও নমস্কার করিয়া মূল মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্য"—মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে।

---

* শ্যামাক তৃণ বিশেষ, শ্যামা ঘাস ইতি ভাষা।

‡ কেহ কেহ বলেন, বিষ্ণুপূজায় অর্ঘ্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদান করিবে।

তৎপরে দেয় মন্ত্রের দশসংস্কার করিয়া * শিষ্যকে সম্মুখে আনয়ন করত "বৌষট্" মন্ত্রে শিষ্যের চক্ষুদ্বয় বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া পুষ্পদ্বারা শিষ্যের অঞ্জলি পূরণ করিবে। তৎপরে গুরু মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক দেবতার প্রীতির উদ্দেশে কুম্ভমধ্যে ঐ পুষ্প ক্ষেপণ করিবে। অনন্তর শিষ্যের নেত্রবন্ধন খুলিয়া দিয়া দর্ভাসনে শিষ্যকে উপবেশন করাইয়া পূজাপদ্ধতিক্রমে ভূতশুদ্ধিপূর্ব্বক শিষ্যদেহে তত্তন্মন্ত্রোক্ত ন্যাস করিবে। তৎপরে কুম্ভস্থ দেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া অলঙ্কৃত শিষ্যকে অন্যস্থানে উপবেশন করাইবে।

তদনন্তর মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক কুম্ভ উদ্ধৃত করিয়া তন্মুখস্থ কল্প-বৃক্ষস্বরূপ পল্লব সকল শিষ্যের মস্তকে রাখিয়া মাতৃকামন্ত্র মনে মনে স্মরণ করত মূল মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা বশিষ্ঠসংহিতোক্ত অভিষেক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অভিষিক্ত করিবে। পরে শিষ্য অবশিষ্ট জলদ্বারা আচমন করিয়া বস্ত্রযুগল পরিধানপূর্ব্বক গুরু-সকাশে উপবেশন করিবে। তৎপরে সেই দেবতাকে শিষ্যে সংক্রামিত করিয়া উভয়ের ঐক্যজ্ঞানে গন্ধাদিদ্বারা পূজা করিবে।—"ওঁ সহস্রারে "হুং ফট্"—এই মন্ত্রে শিষ্যের শিখা বন্ধন করিয়া শিষ্য-শরীরে কলা ন্যাস করিবে। যথা,—তিনটি কুশপত্রদ্বারা ন্যাস করিবে। এইরূপে জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত—ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। নাভি হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত—ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ। কণ্ঠ হইতে ললাট পর্য্যন্ত—ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। ললাট হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত—ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত—ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ। নাভি হইতে জানু পর্য্যন্ত—ওঁ শান্ত্যাতীতায়ৈ নমঃ।

তৎপরে গুরু শিষ্যের মস্তকে দক্ষিণ হস্ত প্রদান করিয়া

* মন্ত্রের দশ-সংস্কার ইতি শীর্ষক প্রকরণ দেখ।

দেয়মন্ত্র একশত আটবার জপ করিয়া শিষ্য-হস্তে জলপ্রদান করত বলিবেন —"অমুকমন্ত্রং তেঽহং দদামি।" শিষ্য বলিবে,—"দদস্ব।"

তদনন্তর গুরু ঋষ্যাদিসংযুক্ত মন্ত্র শিষ্যকে প্রদান করিবে। রুদ্রযামলে লিখিত আছে যে,—গুরু পূর্ব্বমুখ হইয়া পশ্চিমাভিমুখ শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে তিনবার এবং বামকর্ণে একবারমন্ত্র বলিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের পক্ষে ইহার বিপরীত অর্থাৎ বামকর্ণে তিনবার এবং দক্ষিণকর্ণে একবার বলিবেন। তৎপরে শিষ্য গুরুর চরণে পতিত ও প্রণত হইয়া পাঠ করিবে,—

তৎপ্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ। মায়া-মৃত্যু-মহাপাশাদ্বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ॥

গুরু নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া শিষ্যকে উত্থাপন করাইবেন। মন্ত্র যথা,—

উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তি শ্রী-কান্তি-পুত্রায়ুর্ব্বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥

শিষ্য তখন গুরু মন্ত্র ও দেবতার ঐক্য জ্ঞানে অষ্টবার জপ করিবে। এই অষ্টবার ভাবনা করিয়া জপ করিবার নিয়ম,—তাহাতে অশক্ত হইলে সহস্রবার মন্ত্র জপ করিবে। গুরুও স্বীয় শক্তি রক্ষণের জন্য ঐ মন্ত্র সহস্রবার জপ করিবেন।

তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে,—শিষ্য গুরুর সম্মুখে একশত বার জপ করিয়া তিন দিবস গুরুর নিকটে বাস করিবে, তাহা না হইলে সঞ্চারিণী শক্তি গুরুকে প্রাপ্ত হয়।

তৎপরে শিষ্য কুশ, তিল ও জল গ্রহণ করিয়া সুবর্ণ বা তন্মূল্য গুরুদক্ষিণা দিবে; যথা,—

ওঁ অদ্য—কৃতৈতৎ অমুকদেবতায়া অমুক-মন্ত্রগ্রহণপ্রতিষ্ঠায়াং

দক্ষিণামিদং সুবর্ণং (তন্মূল্যং বা) বহ্নিদৈবতং অমুকগোত্রায় অমুকদেবশর্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।

দক্ষিণানিয়ম যথা,—

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে।
সর্ব্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া।
নোচেৎ সঞ্চারিণীশক্তিঃ কথমস্য ভবিষ্যতি॥

"গুরুর আজ্ঞাক্রমে সর্ব্বস্ব কিম্বা তদর্দ্ধ অথবা তদর্দ্ধ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ গুরুকে দক্ষিণা দিবে। অন্যথা গুরু হইতে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া কি প্রকারে শিষ্যে সংক্রান্ত হইবে? কুলামৃতে উক্ত হইয়াছে,—

বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজ্য সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ।
বিত্তশাঠ্যং নিহন্ত্যাশু পুত্রানায়ুর্যশো ধনম্॥

"বিত্তের শঠতা পরিত্যাগ করিয়া গুরুর সর্ব্বকার্য্য সাধন করিবে। বিত্তের শঠতা করিয়া কার্য্য করিলে পুত্র, আয়ুঃ, যশ ও ধন এই সমুদয় বিনষ্ট হয়।"

গুরুকে আসনার্থ রক্তকম্বল, আহার-সামগ্রী, দুগ্ধবতী গাভী এবং পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগকরণার্থে ভূমি এবং বস্ত্রযুক্ত স্বর্ণ দক্ষিণা দিবে। গুরুর সন্তোষ হইলে দুষ্টমন্ত্রও সিদ্ধ হয়। অনন্তর ব্রাহ্মণ ভোজনাদি করাইয়া দক্ষিণা দিবে।

দীক্ষাদিবসে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই উপবাস নিষেধ। কদাচই কেহ উপবাস করিবে না।

হোম করিতে ইচ্ছা হইলে, এই গ্রন্থের হোমবিধান-অনুসারে হোম করিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পঞ্চায়তনী দীক্ষা-পদ্ধতি।

পঞ্চায়তনী দীক্ষাতে শক্তি, শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, এবং গণেশ এই পঞ্চদেবতার পঞ্চযন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে ঐ পঞ্চদেবতার পূজা করিতে হয়;—তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, গুরু যদি এই পঞ্চদেবতার মধ্যে শক্তিকে প্রধান বলিয়া ভাবনা করেন, তবে তাহার যন্ত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবেন এবং ঐ যন্ত্রের ঈশান কোণে বিষ্ণু, অগ্নি কোণে শিব, নৈঋ্ব তকোণে গণেশ এবং বায়ু কোণে সূর্য্যের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইঁহাদিগের পূজা করিবে। আর যদি মধ্যভাগে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তবে ঈশান কোণে শিব, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈঋ্ব ত কোণে সূর্য্য এবং বায়ুকোণে অম্বিকার যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে। যদি মধ্যভাগে শঙ্করের পূজা করেন, তবে ঈশান কোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈঋ্ব তকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে পার্ব্বতীর পূজা করিবেন। যদি মধ্যে সূর্য্যদেবের পূজা করেন, তবে ঈশান কোণে শিব, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈঋ্ব তকোণে বিষ্ণু এবং বায়ুকোণে ভবানীর চক্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে। যদি মধ্যভাগে গণেশের পূজা করেন, তবে ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে শিব, নৈঋ্ব ত-কোণে সূর্য্য এবং বায়ুকোণে পার্ব্বতীর যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া পূজা করিবে। অন্যান্য তন্ত্রে কিছু মত-বিকল্প আছে, অপ্রয়োজনীয় বোধে এস্থলে তাহা উল্লিখিত হইল না।

ইঁহাদিগের পূজাক্রম এই যে—গন্ধাদিদ্বারা অর্চ্চনা না করিয়া

ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। তৎপরে বিংশতি বার মন্ত্র জপ করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক জপ সমর্পণ করিবে। পীঠদেবতার পূজার পর এই অঙ্গদেবতা সকলের পূজা করিতে হইবে। সনৎকুমার-তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, পীঠন্যাসের পর অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া তৎপরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন, মুদ্রাদর্শন, ধ্যান ও দেবতার পূজা করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রাদিস্থলে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া অঙ্গদেবতার পূজা করিবে। কুলাবলী গ্রন্থে লিখিত আছে যন্ত্রাতিরিক্ত অন্য আচারে পূজা করিলে,—একপীঠে অঙ্গদেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার পূজা করিলে দেবতা শাপ প্রদান করেন। অঙ্গদেবতাবিষয়ে সিদ্ধাদি বিচারের প্রয়োজন নাই। শ্যামাদি দেবতার মন্ত্র-দীক্ষায় পঞ্চায়তনী দীক্ষা করিতে হয় না। রুদ্রজামলে লিখিত আছে যে, শ্যামা, ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা, মঞ্জুঘোষ ও রুদ্রমন্ত্র দীক্ষায় পণ্ডিতগণ পঞ্চায়তনীদীক্ষা ইচ্ছা করেন না। সর্ব্বপ্রকার উপবিদ্যা সাধন ও ষট্ কর্ম্ম, ইহাতে দীক্ষাদি ও অঙ্গপূজার আবশ্যক নাই। তন্ত্রসারে লিখিত হইয়াছে,—উপবিদ্যা সিদ্ধি ও অন্য কোন প্রকার প্রয়োগ সাধনে দীক্ষা বিনা উপদেশ গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সংক্ষেপ দীক্ষা-পদ্ধতি।

মন্ত্র-গ্রহণাভিলাষী শিষ্য পূর্ব্ব দিন হবিষ্যাদি করিয়া পর দিন নিত্য-ক্রিয়াদি সমাধানান্তে ব্রাহ্মণ হইলে জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাতক

ক্ষয়' কামনায় একশত আটবার (কলিতে ৪৩২ বার) গায়ত্রী জপ করিবে।

তদনন্তর আচমন করত নারায়ণ প্রভৃতি দেবতাগণকে গন্ধ-পুষ্প দান করিয়া স্বস্তিবাচন করিবে, এবং তদনন্তর সঙ্কল্প করিবে। যথা—অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুক-পক্ষে অমুক তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষরী মন্ত্র গ্রহণমহং করিষ্যে।

পরে সঙ্কল্প-সুক্তাদি পাঠ করিয়া গুরু বরণ করিবে, যথা,—হাতযোড় করিয়া গুরুকে বলিবে—"সাধু ভবানাস্তাম্।" গুরু—"সাধ্বহমাসে।" শিষ্য—"অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।" গুরু—"ওমর্চ্চয় ॥" গন্ধপুষ্প ও দূর্ব্বাক্ষত দ্বারা গুরুর দক্ষিণ জানু ধরিয়া শিষ্য পাঠ করিবেন,—"অদ্যেত্যাদি—মৎসঙ্কল্পিত অমুকদেবতায়া ইয়দক্ষর-মন্ত্র-গ্রহণ-কর্ম্মণি গুরু-কর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুক-দেবশর্ম্মাণং এভিঃ পাদ্যাদিভিরভ্যর্চ্চ্য গুরুত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।" গুরু—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" শিষ্য—"যথাবিহিতং গুরুকর্ম্ম কুরু।" গুরু—"ওঁ যথা জ্ঞানং করবাণি।"

তদনন্তর গুরু স্থাপিত ঘটে বা শালগ্রামে অথবা বাণলিঙ্গে কিম্বা চন্দনাদি দ্বারা তাম্র পাত্রে যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া নিজ নিজ পদ্ধতিক্রমে যথাশক্তি দেবতার পূজা করত তান্ত্রিক বিধানে হোম করিয়া যে মন্ত্র দেওয়া হইবে, সেই মন্ত্র স্বাহান্ত করিয়া অষ্টোত্তর শতবার পূজিত দেবতার হোম করিবে।

তৎপরে শিষ্যকে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করাইয়া স্থাপিত ঘটের জলে বা কোশার জলে এক শত আটবার প্রদেয় মন্ত্র জপ

করিয়া ঐ জল শিষ্যের মস্তকে কলস মুদ্রা দ্বারা প্রদান করিয়া অভিষেক করিবে। তৎপরে—"ওঁ সহকারে হুং ফট্" মন্ত্রে শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া দিয়া মস্তকের উপর দেয় মন্ত্র একশত আট বার জপ করিবে। তৎপরে, শিষ্যের হাতে এক অঞ্জলি জল দান করিয়া গুরু বলিবেন,—"অমুকমন্ত্রং তে দদামি, আবয়োস্তুল্য-ফলদো ভবতু।" শিষ্য বলিবেন,—"দদস্ব।" গুরু পূর্ব্বমুখে বসিয়া প্রদেয় মন্ত্র প্রণবপুটিত করত সাতবার জপ করিবেন, তৎপরে কেবল মন্ত্রটি একশত আটবার জপ করিবেন—আবার ঐ মন্ত্র প্রণব-পুটিত করিয়া সাতবার জপ করিবেন। তদনন্তর গুরু শিষ্যের দেহে ঋষ্যাদি ন্যাস করিলে, শিষ্য মস্তক আচ্ছাদন করিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া বসিয়া, দুই হস্তে গুরুর দুই পদ ধারণ করিবে। তখন গুরু শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে ঋষিছন্দ আদি যুক্তবীজ মন্ত্র স্পষ্ট করিয়া তিনবার ও বাম কর্ণে একবার বলিয়া দিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রের বামকর্ণে তিনবার কেবল শুদ্ধ মন্ত্র শুনাইবেন।

গৃহীত-মন্ত্র শিষ্য তখন ভূলুণ্ঠিত হইয়া গুরুর চরণে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা,—"নমস্তে নাথ ভগবন্ শিবায় গুরুরূপিণে। বিদ্যাবতারসংসিদ্ধ্যৈ স্বীকৃতানেকবিগ্রহ॥ নারায়ণস্বরূপায় পরমাত্মৈকমূর্ত্তয়ে। সর্ব্বজ্ঞান-তমোভেদ-ভানবে চিদ্ঘনায় তে॥ স্বতন্ত্রায় দয়াকক্লপ্ত-বিগ্রহায় শিবাত্মনে। পরতন্ত্রায় ভক্তানাং ভব্যানাং ভব্যরূপিণে॥ বিবেকানাং বিবেকায় বিমর্শায় বিমর্ষিণাম্। প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিণে॥ তৎ-প্রসাদাদহং দেব কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ। মায়া-মৃত্যুমহাপাশাৎ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ॥"

তখন গুরু শিষ্যের হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলনপূর্ব্বক মঙ্গল

কামনা করত পাঠ করিবেন,—"উত্তিষ্ঠ বৎস মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্ ভব। কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুত্রায়ুর্বলারোগ্যং সদাস্তু তে॥"

অনন্তর শিষ্য গুরু-দক্ষিণা দান করিবেন। বাক্য যথা—"অদ্যেত্যাদি—কৃতৈতৎ অমুক দেবতায়া অমুকমন্ত্রগ্রহণকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ সুবর্ণমূল্যং রজতমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং অমুকগোত্রায় শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে গুরবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে।"

অতঃপর শিষ্য একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবে ও গুরু-সঞ্চারিণী শক্তিলাভার্থ গুরুর নিকট তিন দিন অবস্থান করিবার বিধান আছে। গুরুও আত্মশক্তি রক্ষার্থ একশত আটবার মন্ত্র জপ করিবেন।

দীক্ষা দিনে গুরু বা শিষ্য কাহারও উপবাসী থাকিতে নাই।

মহাদীক্ষা তথা দীক্ষা উপদেশস্ততঃ পরম্।
যুগে যুগে চ কর্ত্তব্য উপদেশঃ কলৌ যুগে॥—বিশ্বসারে।

বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—অন্যান্য যুগে মহাদীক্ষায় দীক্ষা ও উপদেশ করিবে। কলিযুগে কেবল উপদেশ করিলেই কার্য্য হইয়া থাকে।

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে॥—বিশ্বসারে।

উক্ত তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—চন্দ্র কিম্বা সূর্য্য গ্রহণকালে, তীর্থ স্থানে, সিদ্ধক্ষেত্রে, কিম্বা শিবালয়ে গুরু শিষ্যকে মন্ত্র বলিয়া দিলে তাহার নাম উপদেশ।

যাহারা সম্যগ্ ভাবে দীক্ষাগ্রহণে অসমর্থ এপ্রকারে উপদেশ গ্রহণ করিলেও তাহাদিগের প্রত্যবায় হয় না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অভিষেক।

স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে,—অদ্যেত্যাদি অমুকদেবতা-প্রীতিকামঃ অমুকস্যাভিষেকমহং করিষ্যে।

প্রথমে কেবল জলদ্বারা,—"ওঁ সহস্রশীর্ষা" মন্ত্রে, পরে ঘৃত-দ্বারা স্নান করাইবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামাধৃষ্টং দেবযজনমসি।"

পরে মসূরচূর্ণ লইয়া—"ওঁ অতো দেবো অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে পৃথিব্যাঃ সপ্তধামভিঃ॥"

এই মন্ত্রে গন্ধদ্রব্যাদি লেপনপূর্ব্বক উষ্ণোদক এবং চন্দনদ্বারা —"ওঁ দ্রুপদাদি" মন্ত্রে উপলেপন করিবে।

তৎপরে চন্দন, অগুরু, তিল ও আমলকী প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য সকল পেষণ দ্বারা সংমিশ্রণ করিয়া উহা অঙ্গে বিলেপন করিবে, মন্ত্র যথা—"ওঁ উদ্বর্ত্তয়ামি দেব ত্বং যথেষ্টং চন্দনাদিভিঃ। উদ্বর্ত্তন-প্রসাদেন প্রাপ্নুয়াং ভক্তিমুত্তমাম্॥"

উদ্বর্ত্তনানন্তর "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি বৈদিকমন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা স্নান করাইবে। পরে রত্নসংস্পৃষ্ট জল লইয়া ঋগ্বেদোক্ত পাব-মানীসূক্ত পাঠ করিয়া স্নান করাইবে।

বশিষ্ঠ-সংহিতা-উক্ত অভিষেক মন্ত্র,—(ইহাকেই তান্ত্রিক অভিষেক বলে।)

ওঁ সুরাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ। বাসুদেবো জগন্নাথ-স্তথা সঙ্কর্ষণঃ প্রভুঃ॥ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ ভবন্তু বিজয়ায় তে।

আখণ্ডলোঽগ্নির্ভগবান্ যমো বৈ নৈঋতস্তথা॥ বরুণঃ পবনশ্চৈব ধনাধ্যক্ষস্তথা শিবঃ। ব্রহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্‌পালাঃ পান্তু তে সদা॥ কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ। বুদ্ধি-র্লজ্জা বপুঃ কান্তিঃ শান্তিঃ পুষ্টিশ্চ মাতরঃ॥ এতাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্ন্যঃ সমাগতাঃ॥ আদিত্যশ্চন্দ্রমা ভৌমো বুধজীবসিতা-র্কজাঃ। গ্রহাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু রাহুঃ কেতুশ্চ তর্পিতাঃ॥ দেবদানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ। ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ॥ দেবপত্ন্যো ধ্রুবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ॥ অস্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কাল-স্যাবয়বাশ্চ যে॥ সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাস্তীর্থানি জলদা নদাঃ। এতে ত্বা মভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সংক্ষেপ হোম-পদ্ধতি।

কুণ্ড বা স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া বীক্ষণাদি সংস্কারপূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্র তিনটি রেখা ও উত্তরাগ্র তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবে। তৎপরে মূল মন্ত্রে স্থণ্ডিলাদি অবলোকন, "ফট্" মন্ত্রে তাড়ন এবং মূল মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া "হুং" এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিবে। অন-ন্তর মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া—ওঁ 'কুণ্ডায় নমঃ'—এই মন্ত্রে কুণ্ড পূজা করিয়া পূর্ব্বাগ্র রেখাত্রয়ে দক্ষিণাদিক্রমে—ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ পুরন্দরায় নমঃ—এই মন্ত্রে পূজা করিয়া

উত্তরাগ্র রেখাত্রয়ে—ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ ওঁ ইন্দবে নমঃ—এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে।

সুন্দরী বিষয়ক হোমে ষট্ তারী মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। ষট্তারী মন্ত্র যথা,—ঐং হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লীং সৌঃ ব্রহ্মণে নমঃ। ব্রহ্মসংহিতায় হোমকাণ্ডে লিখিত আছে যে,—মণ্ডপের ঈশান কোণে একহস্ত বিস্তৃত এবং এক হস্ত উন্নতিশালী বেদী করিয়া সেই বেদীর উপরে বিধিপূর্ব্বক কুণ্ড স্থাপন করিয়া সেই কুণ্ডেতে যথাসম্ভবোপচারে দেবতার পূজা করিয়া দেবতার সন্নিধানে হোম করিবে।

অনন্তর কুণ্ডমধ্যে ষট্কোণে তদ্বাহ্যে বৃত্ত, তদ্বাহ্যে ত্রিকোণ ও তদ্বাহ্যে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে চতুর্দ্বারসংযুক্ত চতুরস্র অঙ্কিত করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। সুন্দরী পক্ষে বালাবীজে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। অনন্তর—'ওঁ' এই মন্ত্রে সর্ব্ব দ্রব্য অভ্যুক্ষণ করিয়া, কর্ণিকোপরি আধার-শক্তি আদির পূজা করত কোন-চতুষ্টয়ে গন্ধ পুষ্প দ্বারা নিম্ন লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে যথা,—ওঁ ধর্ম্মায় নমঃ।—এই প্রকারে,—জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়। (পূর্ব্বাদি দিকে)—অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়। (মধ্যে)—অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। (কেশরে পূর্ব্বাদি মধ্যে)—ওঁ পীতায়ৈ নমঃ, (এইরূপে শ্বেতায়ৈ, কৃষ্ণায়ৈ, ধূম্রায়ৈ, তীব্রায়ৈ, স্ফুলিঙ্গিন্যৈ, রুচিরায়ৈ, জ্বলিন্যৈ। তৎপরে—"ওঁ বহ্ন্যাসনায় নমঃ" বলিয়া পূজা করিবে।

"বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ

সংযুক্তাম্।"—এই ধ্যান করিয়া ওঁ বাগীশ্বরায় নমঃ, ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ—এই ক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া সূর্য্যকান্তাদি-সম্ভূত বা শ্রোত্রিয়-গেহজ অগ্নি আনয়ন করিবে।—সুন্দরী পক্ষে কামেশ্বর-কামেশ্বরীর পূজা করিবে।

শাস্ত্রোক্ত অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক সেই অগ্নিকে প্রথমে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'বৌষট্' এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অবলোকন করিবে। অনন্তর 'অস্ত্রায় ফট্' এই মন্ত্রে অগ্নির আবাহন করিয়া, হুং ফড়ন্ত মূল মন্ত্রে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে।

তৎপরে—ওঁ বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ (চতুর্দ্দিক্ষু)—ওঁ—বামায়ৈ নমঃ (এই প্রকারে)—জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্রৈ, অম্বিকায়ৈ। পরে মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ—এই মন্ত্রে কুণ্ড-পূজা করিবে।

তৎপরে ঋতুমতী বাগীশ্বরী দেবীর ধ্যানপূর্ব্বক বহ্নি আনয়ন করিবে, এবং বীক্ষণাদি দ্বারা বহ্নি সংস্কার করিয়া সেই বহ্নি হইতে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে যথা—মূল উচ্চারণ করিয়া হুং ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা। ফট্ এই মন্ত্রে বহ্নি সংরক্ষণ, হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, এবং ধেনু মুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া বাহুদ্বয় দ্বারা বহ্নিধারণ করিয়া কুণ্ডোপরি তিনবার পরিভ্রমণপূর্ব্বক জানুদ্বারা মহীতল স্পর্শ করত শিববীজ চিন্তা করিতে করিতে আপনার অভিমুখে দেবীর যোনি স্থানে সেই অগ্নি স্থাপন করিবে।

তৎপরে "হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা, এবং "রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে বহ্নির চৈতন্য সংযোজনা করিবে। নিম্নস্থ মন্ত্রে বহ্নি প্রজ্বালন করিবে। মন্ত্র যথা,—"ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা। অগ্নিং প্রজ্বলিতং

বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥" এই মন্ত্রে অগ্ন্যুপস্থান করিয়া অগ্নির উত্তরভাগে অগ্নির নামকরণ করিবে। যথা—"অগ্নে ত্বং অমুকদেবতানামাসি।" এইরূপে নামকরণ করিয়া—"ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা।" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে পূজা করিবে। যথা "ওঁ অগ্নিহিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ। ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ—ইত্যাদি অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। ওঁ অগ্নের্জ্জাতবেদ ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ। (তদ্বাহ্যে) ওঁ ব্রহ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ। (তদ্বহিঃ)—ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ। (তদ্বাহ্যে)—ওঁ ইন্দ্রাদি লোকপালেভ্যো নমঃ। (তদ্বাহ্যে) ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।"

তদনন্তর প্রাদেশ প্রমাণ কুশপত্রদ্বয় ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার ধ্যানপূর্ব্বক ক্রমতঃ আজ্যপাত্রের বাম ও দক্ষিণ ভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়া হোম করিবে। প্রথমতঃ স্রুবদ্বারা আজ্যস্থালীর দক্ষিণ ভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিবে—ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা—ইতি অগ্নির দক্ষিণনেত্রে আহুতি দিবে। তৎপরে বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—ওঁ সোমায় স্বাহা,—ইতি অগ্নির বামনেত্রে এবং মধ্যভাগ হইতে ঘৃত লইয়া—ওঁ অগ্নীসোমাভ্যাং স্বাহা,—ইতি অগ্নির ললাট নেত্রে হোম করিবে। পুনরপি দক্ষিণভাগ হইতে—ওঁ নমঃ—এই মন্ত্রে ঘৃত গ্রহণ করিয়া—ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা, এই মন্ত্রে অগ্নির মুখে হোম করিবে। তৎপরে মহাব্যাহৃতি হোম করিবে যথা—ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা।—তৎপরে—

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা,—এই মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিবে।

তৎপরে অগ্নিতে পীঠদেবতাসহ মূল দেবতার পূজা করিয়া সেই দেবতার মুখে (চিন্তাদ্বারা) ঘৃত দ্বারা মূল মন্ত্রে পঞ্চবিংশতি বার অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর বহ্নি ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্রে একাদশবার আহুতিপ্রদান করিবে। অনন্তর—"ওঁ মূল মন্ত্র অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা"—এই মন্ত্রে হোম করিবে। শক্ত হইলে অঙ্গদেবতার প্রত্যেকে এক একটি আহুতি দিবে। অনন্তর সঙ্কল্প করিয়া তত্তৎ কল্পোক্ত দ্রব্য দ্বারা (বিল্বপত্র রক্ত করবীর পুষ্প ইত্যাদি) হোম করিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি প্রদানপূর্ব্বক সংহার মুদ্রায় দেবতাকে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া "ক্ষমস্ব" মন্ত্রে বিসর্জ্জন দিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিত্যহোম-পদ্ধতি।

প্রতিদিন যে হোম করা যায়, তাহাকে নিত্য হোম বলে। তন্ত্রোক্ত নিত্য হোমের পদ্ধতি এইরূপ.—

অর্ঘ্যোদকেন সংপ্রোক্ষ্য তিস্রো রেখাঃ সমালিখেৎ। বিধি-বদগ্নিমানীয় ক্রব্যাদেভ্যো নমস্তথা॥ মূলমন্ত্রং সমুচার্য্য কুণ্ডে বা স্থণ্ডিলেঽপি বা। ভূমৌ বা সংস্তরেদ্বহ্নিং ব্যাহৃতিত্রিতয়েন চ॥ স্বাহান্তেন ত্রিধা হুত্বা ষড়ঙ্গহবনং চরেৎ॥ ততো দেবীং সমাবাহ্য মূলেন ষোড়শাহুতিম্। হুত্বা স্তুত্বা নমস্কৃত্য বিসৃজে-

ইন্দুমণ্ডলে ॥ শ্যামাদৌ বিশেষঃ। ভৈরবাংশ্চ হুনেদষ্টৌ আজ্যান্বিতৈঃ তিলৈঃ শুভৈঃ। পূর্ব্বাদিদিক্‌ক্রমেণৈব ততো হোমং সমাচরেৎ ॥

"প্রথমে হোমের স্থান অর্ঘ্য জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সেই স্থানে পূর্ব্বাগ্র তিনটি রেখা অঙ্কিত করিবে। তৎপরে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি আনয়ন করিয়া, ওঁ ক্রব্যাদেভ্যঃ নমঃ"—এই মন্ত্রে কিঞ্চিৎ অগ্নি পরিত্যাগ করিবে, এবং মূল মন্ত্র উচ্চারণ করত কুণ্ড, স্থণ্ডিল অথবা ভূমিতে অগ্নি স্থাপন করিবে। অনন্তর—ভূঃ স্বাহা, ভুবঃ স্বাহা, স্বঃ স্বাহা—এই ব্যাহৃতি মন্ত্রত্রয়ে অগ্নিতে তিনবার ঘৃতাহুতি প্রদান করিবে, পরে দেবতার ষড়ঙ্গ মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা ষড়াহুতি প্রদান করিবে। তদনন্তর মূল মন্ত্রে ষোড়শাহুতি প্রদান করিয়া, ঘৃতসংযুক্ত যথোক্ত দ্রব্য দ্বারা * মূল মন্ত্রে আট, আটাইশ বা একশত আটাশ আহুতি প্রদান করিবে। তদন্তে স্তুতিপাঠ নমস্কার করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে অগ্নিকে বিসর্জ্জন করিবে।

শ্যামাদেবীর হোমে পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরবকে ঘৃত ও তিল সহকারে অষ্টাহুতি প্রদান করিয়া পরে যথোক্ত দ্রব্য দ্বারা দেবীর হোম করিবে।"

অসিতাঙ্গাদি অষ্ট ভৈরব যথা,—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, একপাদ ও ভীম। এইরূপ মন্ত্রে আহুতি দিতে হয় যথা,—"অসিতাঙ্গায় ভৈরবায় স্বাহা।" ইত্যাদি।

---

* হোম দ্রব্য যথা,—বিল্বাদি পত্র, রক্ত করবীরাদি পুষ্প, তিল যবাদি শস্য প্রভৃতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রের দশ-সংস্কার।

জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনন্তথা। তথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ। তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্র-সংক্রিয়াঃ॥—গৌতমীয়ে।

"জনন, জীবন, তাড়ন, বোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি, এই দশটিকে মন্ত্রের দশ সংস্কার বলে।"

স্বর্ণাদিপাত্রে সংলিখ্য মাতৃকাযন্ত্রমুত্তমম্। কাশ্মীরচন্দনে-নাপি ভস্মনা বাথ সুব্রতে॥ কাশ্মীরং শক্তিসংস্কারে চন্দনং বৈষ্ণবে মণৌ। শৈবে ভস্ম সমাখ্যাতং মাতৃকাযন্ত্রলেখনে॥

"কুঙ্কুম, রক্তচন্দন অথবা ভস্মদ্বারা সুবর্ণাদি পাত্রে (তদভাবে তাম্র পাত্রাদিতে হইতে পারে) মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কিত করিবে। শক্তিমন্ত্র-সংস্কারে কুঙ্কুম, বিষ্ণু মন্ত্রে রক্তচন্দন ও শিব-মন্ত্রে ভস্ম-দ্বারা মাতৃকাযন্ত্র লিখিয়া মন্ত্র সংস্কার করিতে হয়।"

অথ মাতৃকা-যন্ত্র।—ব্যোমেন্দ্বৌরসনার্ণকর্ণিক * মচাং বৃন্দৈঃ স্ফুরৎকেশরম্, বর্গোল্লাসিবসুচ্ছদং বসুমতীগেহেন সংবেষ্টিতম্। আশাস্বস্রিষু লান্তলাঙ্গলিযুজা ক্ষৌণীপুরেণাবৃতম্, যন্ত্রং বর্ণতনোঃ পরং নিগদিতং সৌভাগ্যসম্পৎকরম্॥ যন্ত্রস্য

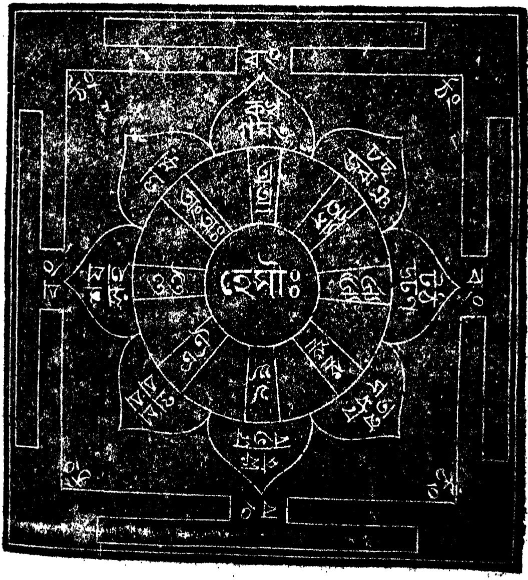
---

* ব্যোম বলিতে হ কার, ইন্দু বলিতে স কার, ঔ ঔকার, রসনার্ণ বিসর্গ,—এই কয়টি বর্ণ যোগ করিলে—হ্সৌঃ এই মন্ত্র উদ্ধৃত হয়।

দিক্ষু বং বিদিক্ষু ঠং লিখেৎ॥ তথাচ গৌতমীয়ে।—কাদিমান্তাঃ পঞ্চবর্গা দিক্ষু পূর্ব্বাদিতো ন্যসেৎ। যাদিবান্তাঃ শাদিহান্তা লক্ষমীশে প্রবিন্যসেৎ। চতুরস্রং চতুর্দ্বারং দিক্ষু বং ঠং বিদিক্ষু চ॥

মন্ত্রের দশসংস্কার করিতে মাতৃকাযন্ত্রের প্রয়োজন, তজ্জন্য এই স্থলে মাতৃকাযন্ত্রের বিষয় লিখিত হইল।

মাতৃকা যন্ত্র।



প্রথমে চতুর্দ্বারযুক্ত একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে একটি অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিবে। এই পদ্মের কর্ণিকাস্থানে হ্সৌঃ এই মন্ত্র লিখিবে এবং ইহার অষ্টদলে পূর্ব্বাদি দিক্ হইতে

আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে দুই দুই স্বরবর্ণ এবং ককারাদি সপ্তবর্গ ও ঈশানকোণে ল ক্ষ এই দুই বর্ণ লিখিবে। তৎপরে পদ্মের বহির্ভাগস্থ চতুর্দ্বারে বং এই বর্ণ এবং চতুষ্কোণে ঠং এই বর্ণ লিখিবে। এই প্রকারে মাতৃকাযন্ত্র অঙ্কিত হয়। উপরে একটি প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল, দর্শন করিলে, সহজেই অঙ্কণের ভাব প্রতীতি হইবে।

মন্ত্রাণাং মাতৃকাযন্ত্রাদুদ্ধারো জননং স্মৃতম্।

জনন,—মাতৃকা যন্ত্র হইতে মন্ত্রের সমস্ত বর্ণের উদ্ধার করাকে জনন বলে। *

পঙ্‌ক্তিক্রমেণ বিধিনা মুনিভিস্তত্র নিশ্চিতম্। প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ। প্রত্যেকং শতবারন্তু জীবনং তদুদাহৃতম্॥ দশসংখ্যো বা জপঃ॥ বিশ্বসারে।—পৃথক্ শতং বা দশধা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ॥

"জীবন—উদ্ধৃত বর্ণ সকলের পঙ্‌ক্তিক্রমে প্রত্যেক বর্ণ প্রণব (ওঁ) দ্বারা পুটিত করিয়া এক এক বর্ণ একশতবার জপ করিবে, ইহাকে মন্ত্রের জীবন বলে। বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণ শত বা দশবার জপ করিবে।"

মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা। প্রত্যেকং বায়ুবীজেন পূর্ব্ববত্তাড়নং মতম্॥ দশধা শৃণু দেবেশি। তাড়নং পরিকীর্ত্তিতম্॥ তাড়নং শতধা দশধা বা॥

তাড়ন—"মন্ত্রের সমস্ত বর্ণ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া লিখিয়া বং

* অ আ ইত্যাদি স্বরবর্ণ, এবং ক খ প্রভৃতি ব্যঞ্জন বর্ণ সমুদায় পঞ্চাশৎ বর্ণ মাতৃকাযন্ত্রে লিখিয়া তাহা হইতে মন্ত্রের বর্ণসকল উদ্ধার করিয়া লইতে হয়।

এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক প্রত্যেকবর্ণকে চন্দন-জলদ্বারা শত বা দশবার তাড়ন করিবে,—ইহাই মন্ত্রের তাড়ন।”

বিলিখ্য মন্ত্রবর্ণাংস্তু প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ। তন্মন্ত্রবর্ণ-সংখ্যাকৈর্হন্যাদ্রেফেন বোধনম্ ॥

বোধন—“মন্ত্রের বর্ণসংখ্যানুসারে করবীপুষ্পের পরাগ-দ্বারা “রং” এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হনন করিবে,—ইহাকেই মন্ত্রের বোধন বলে।”

তত্তন্মন্ত্রোক্তবিধিনা অভিষেকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। অশ্বত্থপল্লবৈঃ সিঞ্চেন্মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া ॥

অভিষেক—“মন্ত্রের বর্ণসংখ্যানুসারে অশ্বত্থপল্লব দ্বারা তত্ত-ন্মন্ত্রোক্ত বিধানে—অর্থাৎ কোন স্থলে ‘অভিষিঞ্চামি’ কোন স্থলে “অভিষিঞ্চামি নমঃ”—এই প্রকার বিধানে মন্ত্র-বর্ণ-সকলকে সেচন করিবে,—ইহাকে অভিষেক বলে।”

সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং সুষুম্নামূলমধ্যতঃ। জ্যোতির্ম্মন্ত্রেণ বিধি-বদ্দহেন্মলত্রয়ং যতিঃ ॥

বিমলীকরণ—“সুষুম্নার মূল ও মধ্যভাগে দেয় মন্ত্র চিন্তা করিয়া জ্যোতির্ম্মন্ত্রে * মলত্রয় দগ্ধ করিবে,—ইহাকে মন্ত্রের বিমলীকরণ বলে।”

---

* তারং ব্যোমাগ্নিমনুযুগ্ দণ্ডী জ্যোতির্ম্মনুর্ম্মতঃ। তারং প্রণবঃ, ব্যোম হকারঃ, অগ্নী রেফঃ, মনুরৌকারঃ, দণ্ডী অনুস্বারঃ। তেন ওঁ হ্রৌং।

তার শব্দে ওঁ ব্যোম শব্দে হকার, অগ্নি শব্দে রেফ (র), মনু শব্দে ঔকার ও দণ্ডী শব্দে অনুস্বার—ইহাদের যোগে “ওঁ হ্রৌং” এই মন্ত্র হয়—ইহাই জ্যোতির্ম্মন্ত্র।

আণব্য, মায়িক, কার্ম্মণ—মন্ত্রের ত্রিবিধ মল।

স্বর্ণেন কুশতোয়েন পুষ্পতোয়েন বা তথা। তেন মন্ত্রেন বিধিবদাপ্যায়নবিধিঃ স্মৃতঃ ॥

আপ্যায়ন—"মন্ত্রবর্ণ সকলকে স্বর্ণ, কুশজল অথবা পুষ্পোদক-দ্বারা পূর্ব্বলিখিত জ্যোতির্ম্মন্ত্রে আপ্যায়ন করিবে,"—ইহাই মন্ত্রের আপ্যায়ন।

মন্ত্রেণ বারিণা মন্ত্রে তর্পণং তর্পণং মতং। মধুনা শক্তিমন্ত্রেষু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ। শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সম্যগীরিতম্॥ অভিষেকোঽপি তথা ॥

তর্পণ—"পূর্ব্বকথিত জ্যোতির্ম্মন্ত্র দ্বারা দেয় মন্ত্রের বর্ণসংখ্যানুসারে জল দ্বারা তর্পণ করিবে, ইহাকেই মন্ত্র-তর্পণ বলা যায়। শক্তিমন্ত্রে মধু দ্বারা, বিষ্ণু-মন্ত্রে কর্পূর মিশ্রিত জল দ্বারা, এবং শিব-মন্ত্রে ঘৃত ও দুগ্ধ দ্বারা তর্পণ করিবে।"

তারমায়ারমাযোগো মনোর্দীপনমুচ্যতে ॥

দীপন—"তার অর্থাৎ ওঁ, মায়া অর্থাৎ হ্রীং, রমা অর্থাৎ শ্রীং—এই মন্ত্রত্রয় দ্বারা দীপন করিবে, ইহাকেই মন্ত্রের দীপন বলে।"

জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্ ॥

গুপ্তি—"যে মন্ত্র জপ করিবে, তাহা প্রকাশ করিবে না; সর্ব্বদা গোপন ভাবে রাখিবে,"—ইহাকেই গুপ্তি বলে।

মন্ত্রের দশসংস্কার এইরূপে সম্পন্ন করিতে হয়। তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, দশবিধ সংস্কার করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলে, সাধক অভীষ্ট ফল লাভে সমর্থ হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী-শূদ্রের নিষিদ্ধ মন্ত্র।

প্রণবাদ্যং ন দাতব্যং মন্ত্রং শূদ্রায় সর্ব্বথা। আত্মমন্ত্রং গুরোর্মন্ত্রং মন্ত্রঞ্চাজপসংজ্ঞকম্ ॥ স্বাহা-প্রণব-সংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ॥—ইতি তন্ত্রে।

"প্রণব অর্থাৎ ওঁকার এবং প্রণব ঘটিত মন্ত্র শূদ্রকে প্রদান করিবে না। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে আত্মমন্ত্র, গুরুর মন্ত্র ও অজপামন্ত্র, (হংস) স্বাহা ও প্রণব সংযুক্ত মন্ত্র অর্পণ করে, সেই ব্রাহ্মণের অধোগতি হয়, এবং শূদ্র নরকগামী হইয়া থাকে।

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রয়োনেচ্ছন্তি। স্ত্রী-শূদ্রো যদি জানীয়াৎ স মৃতোঽধো গচ্ছতি ॥—ইতি শ্রুতিঃ।

বৈদিক গায়ত্রী, প্রণব (ওঁ) এবং লক্ষ্মী মন্ত্র (শ্রীং) পরিজ্ঞানে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই,—যদি ইহারা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করে, তবে মৃত্যুর পরে অধোগামী হয়।"

গোপালস্য মনুর্দ্দেয়ো মহেশস্য চ পাদজে। তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মনুস্তথা। এষাং দীক্ষাধিকারী স্যাদন্যথা পাপ-ভাগ্ ভবেৎ ॥—ইতি বারাহীয়ে।

"শূদ্রকে গোপাল, মহেশ্বর, দুর্গা, সূর্য্য এবং গণেশের মন্ত্র প্রদান করিবে। শূদ্র ইহাদিগের মন্ত্র গ্রহণেই অধিকারী,—ইহার অন্যথা করিলে শূদ্র পাপভাগী হইবে।"

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈধ কর্ম্ম।

মন্ত্রবান্ ব্যক্তির আত্মোন্নতির জন্য প্রতিদিন যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাকেই বৈধ কর্ম্ম বলা যায়। স্নান, পূজা, সন্ধ্যা গায়ত্রী, স্তব-কবচ পাঠ, হোম প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মকেই বৈধ কর্ম্ম বলা যাইতে পারে।

মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সকল বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। ইহাতে যোগাভ্যাস, চিত্তজয় ও আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হইয়া থাকে।

এই বৈধ কর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, এক বৈদিক, অপর তান্ত্রিক। যাহা তান্ত্রিক, তাহাই গুরু-শিষ্যের প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ দীক্ষাবিধিতে প্রয়োজনীয়; এ গ্রন্থে যাহা তান্ত্রিক, তাহাই লিখিত হইল। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব, গাণপত্য ও সৌর সকল সাধকেরই তান্ত্রিক মতে বৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অনেকের ধারণা, শ্রীকৃষ্ণাদি দেবতা-সাধকের কর্ম্ম তান্ত্রিক নহে,—তাহাদের ইহা ভুল। সমস্ত দেবতার দীক্ষাই তন্ত্রোক্ত। তবে কেবল রাগমার্গের ভজন তন্ত্রাতীত। যাহারা বিধিপূর্ব্বক—অর্থাৎ মন্ত্রাদিদ্বারা ইষ্টদেবতার ভজনা করেন,—তাঁহাদের সকলকেই তন্ত্র মতে তাহা সম্পাদন করিতে হয়।

শয্যোত্থান—দীক্ষিতব্যক্তি প্রাতঃকালে রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিয়া, শয্যার উপরে উত্তর বা পূর্ব্বমুখ হইয়া উপবেশন করতঃ স্থির চিত্তে, নিজের শিরোদেশে—সহস্রদল-কমলস্থিত শ্বেত বর্ণ, দ্বিভুজ, বরাভয়প্রদ, শ্বেত মাল্য ও শ্বেত চন্দন-ধারী, স্বীয় প্রভায় দীপ্তিমান্ স্ববামভাগস্থিত রক্তবর্ণ শক্তির সহিত বিদ্যমান গুরুদেবকে চিন্তা করিবে, এবং মনে মনে মানসোপচারে গুরুর অর্চ্চনা করিয়া মন্ত্র পাঠ করিয়া নমস্কার করিবে। (গুরু পূজা দেখ)।

তৎপরে কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করিবার জন্য একতান চিত্তে ধ্যান করিবে,—

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীম্। তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্॥ কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্॥ তামুত্থাপ্য মহাদেবীং প্রাণমন্ত্রেণ সাধকঃ। উদ্যদ্দিনকরদ্যোতাং যাবচ্ছ্বাসং দৃঢ়াসনঃ॥ অশেষাশুভশান্ত্যর্থং সমাহিতমনাঃ শিবম্। তৎপ্রতাপটলব্যাপ্তং শরীরমপি চিন্তয়েৎ॥

"সাধক একতান মনে চিন্তা করিবেন,—ইষ্টদেবতা মৃণালতন্তুসদৃশী সূক্ষ্মা সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা প্রসুপ্ত ভুজগাকারা স্বয়ম্ভু লিঙ্গে পরিবেষ্টিতা কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে আধার পদ্মে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অঙ্গচ্ছটা বা অঙ্গের প্রভা কোটি বিদ্যুৎ অপেক্ষাও সমুজ্জ্বল ও বর্ণ নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় অরুণিম। তাঁহার সেই অত্যুজ্জ্বল অরুণিম প্রভা আমার এই শরীরে—শিরা প্রশিরা প্রভৃতিতে প্রপূরিত হইতেছে।"

মেরুদণ্ডের বামভাগে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্না

নাড়ী আছে। এই সুষুম্না নাড়ীর গ্রন্থিবিশেষে যথাক্রমে ষট্‌চক্র বা ষট্‌পদ্ম অবস্থিত,—মূলাধার পদ্ম চতুর্দ্দল, রক্তবর্ণ, ইহা মলদ্বারের চারি অঙ্গুলি উপরে অবস্থিত; স্বাধিষ্ঠান পদ্ম ষড়্‌দল, বিদ্যুতের ন্যায় বর্ণ, ইহা লিঙ্গমূলে অবস্থিত; মণিপুরক পদ্ম দশদল, নীলবর্ণ, ইহা নাভিদেশে অবস্থিত; অনাহতপদ্ম দ্বাদশ দল, প্রবালবর্ণ, ইহা হৃদয়দেশে সংস্থিত; বিশুদ্ধপদ্ম ষোড়শদল, ধূম্রবর্ণ, ইহা কণ্ঠদেশে অবস্থিত; আজ্ঞাপদ্ম দ্বিদল, শ্বেতবর্ণ, ভ্রূমধ্যে অবস্থিত। এই ষট্‌পদ্মের উপরে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত আর একটি শুক্লবর্ণ সহস্রদল পদ্ম আছে,—তথায় পরমাত্মার অবস্থান।

মূলাধার পদ্মের বীজকোষমধ্যস্থিত এক ত্রিকোণ-চক্র আছে। সেই চক্রমধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। সার্দ্ধত্রিবলয়বেষ্টিতা, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা অতি সূক্ষ্মা, দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিতা, শতকোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাশালিনী নিজ ইষ্টদেবতারূপিণী কুলকুণ্ডলিনী শক্তি সেই স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া আছেন। "হংসঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মূলাধারের ত্রিকোণস্থ অগ্নি প্রজ্বালন করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করত সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া সহস্রদল পদ্মস্থ পরমশিবে সংযুক্ত করিবে। তৎপরে তদীয় ক্ষরিত সুধায় আপ্লুত ও পান করাইয়া "সোঽহং" মন্ত্রে সুষুম্নাপথে মূলাধারে কুণ্ডলিনীকে স্থাপন করিয়া মনে মনে পূজা করিবে।

পরমচৈতন্য পরমেশ্বরের শক্তি ব্যষ্টিভাবে প্রত্যেক জীবে বিরাজিতা। সেই ব্যষ্টিশক্তি তন্ত্রমতে কুণ্ডলিনী। এই শক্তির উদ্দীপন পরিচালন যতই বৃদ্ধি পাইবে,—জীব ততই ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবে।

"হংসঃ" ইহার প্রাণমন্ত্র। "হং" অর্থে শ্বাস, "সঃ" অর্থে প্রশ্বাস

অতএব 'হংসঃ' এই শব্দের প্রকৃত অর্থ, শ্বাস-প্রশ্বাস। ধ্যান-সহকারে ও শ্বাস-প্রশ্বাসযোগে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত বা উদ্বোধিতা করিতে হয়। ভূতশুদ্ধিতে তাহার উপায়-পদ্ধতি সম্যক্ প্রকারে লিখিত হইয়াছে। সাধক প্রথম অবস্থায় একতান চিন্তা দ্বারাও যথেষ্ট ফল লাভ করিতে পারেন। সেই জন্যই প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নিদ্রা ভাঙ্গিবার পর সুস্থচিত্তে উল্লিখিত প্রকারে ধ্যান বা একতান চিন্তা করিতে করিতে শরীর, মনও ইন্দ্রিয় সুপ্রসন্ন হইতে থাকে, এবং আয়ুর্বৃদ্ধি ও শরীরে ব্রহ্মতেজ আসিয়া থাকে।

কুণ্ডলিনীর ধ্যানানন্তর ভক্তিভাবে ও একতান চিন্তাসহকারে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে,—

অহং পরো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥

বৈষ্ণব সাধক নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন।

ত্বমেবাহমহং ত্বঞ্চ সচ্চিন্মাত্রবপুর্ভবান্। আবয়োরন্তরা কৃষ্ণ নশ্যত্বাজ্ঞাবশাৎ তব॥ অহং তীর্ণো ভবং ঘোরং কৃত্যং কিঞ্চিন্ন মেঽস্তি হি। তথাপি দেহি মে নাথ আজ্ঞাং তব নিষেবণে॥

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

অতঃপর ইষ্টদেবতার উদ্দেশে নমস্কার করিয়া, যথাবিধি শৌচাদি শারীরিক কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

স্নান—স্ত্রী-শূদ্রের বৈদিক স্নান নাই, তাহারা গাত্রমার্জ্জনাদি মলনিঃসারণ স্নান করিষা তান্ত্রিক স্নান করিবে, আর ব্রাহ্মণগণ বৈদিক স্নান সমাপ্ত করিয়া তান্ত্রিক স্নান করিবে। তান্ত্রিক স্নানের প্রকরণ যথা,—দুই হস্তে অঞ্জলি করত জলগ্রহণ করিয়া সঙ্কল্প করিবে,—

অদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকোঽহং অমুকদেবতা-প্রীতয়ে অস্মিন্ জলে স্নানং করিষ্যে।

পরে অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও প্রাণায়াম করিয়া নিম্ন মন্ত্রপাঠ করত অঙ্কুশ মুদ্রাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তজ্জলে তীর্থ আবাহন করিবে, মন্ত্র যথা,—

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

পরে সেই জলকে অমৃততুল্য বোধ করিয়া সেই জলে ধেনু, অবগুণ্ঠন, কবচ ও অস্ত্রমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া দ্বাদশবার জপ করিবে। তৎপরে সেই জলের ধারা ইষ্টদেবতার উদ্দেশে দ্বাদশবার সূর্য্যমণ্ডলের দিকে প্রদান করিবে এবং প্রক্ষিপ্তজল সূর্য্যমণ্ডলস্থ ইষ্টদেবতার পাদপদ্ম ধৌত করিয়া আসিতেছে, এইরূপ ভাবনা করিবে তৎপরে সেই ভাবময় ইষ্টদেবতার পাদোদকে তিনবার স্নান করিবে। তদনন্তর ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করিয়া যথাশক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ করত কলস-মুদ্রাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডলোদ্দেশে তিনবার জল প্রক্ষেপ করিবে। এবং তৎপরে সন্ধ্যা-বন্দনাদি ও তর্পণ কার্য্যাদি করিবেক।

স্নানের অনুকল্প,—অবগাহন করিয়া স্নান করিতে অশক্ত হইলে গৌণ স্নান করিবে। গৌণ স্নান অনেক প্রকার

আছে, তন্মধ্যে যাহা সহজ-সাধ্য ও সর্ব্বত্র প্রচলিত, তাহা এই,—

আর্দ্রেণ বাসসা চাপি মার্জ্জনং কাপিলং স্মৃতম্।
বিদ্বৎ সরস্বতীপ্রাপ্তং স্নানং সারস্বতং বিদুঃ॥
গায়ত্র্যা জলমাদায় দশকৃত্বোঽভিমন্ত্র্য চ।
শিরশ্চাঙ্গানি সর্ব্বাণি প্রোক্ষয়েত্তেন বারিণা॥
অশক্তানান্তু জন্তূনাং গুরোঃ পাদোদকং শুভম্।
তথা বিপ্রপদাৎ বিষ্ণু-স্নানং মানসমীরিতম্॥

"আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া ফেলিলে কাপিল স্নান হয়। "তুমি পবিত্র হইলে" ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ ব্যক্তির এইরূপ অনুমতির নাম সারস্বত স্নান। জলের উপর দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সেই জল সর্ব্বাঙ্গে প্রোক্ষণ করিলে, তাহাকে গায়ত্রী-স্নান বলে। নিতান্ত অশক্ত হইলে, গুরুপাদোদক কিম্বা গঙ্গাজল স্পর্শ করাকে মানস-স্নান বলে। অতএব কাপিলস্নান, সারস্বতস্নান, গায়ত্রীস্নান ও মানসস্নান—গৌণস্নান। মুখ্যস্নানে অশক্ত হইলে এইরূপ গৌণস্নান করিয়াও সন্ধ্যাবন্দনাদি করা যাইতে পারে।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা-প্রকরণ।

শিখাবন্ধন।—দ্বিজাতিগণ গায়ত্রী পাঠ করিয়া এবং স্ত্রী-শূদ্রগণ নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আড়াই পাক দিয়া শিখাবন্ধন করিবে। ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্রপাঠ করিয়া শিখাবন্ধন সকল জাতিই

করিতে পারে। "সহস্রারে হুং ফট্"—এইমন্ত্র বলিয়া শিখাবন্ধন করিতে হয়। অপর মন্ত্র যথা,—

ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্ ॥

নিম্নমন্ত্রে সকলেরই শিখামোচন করিতে হয়। যথা,—

গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্ ॥

শিখাবন্ধন না করিয়া জপ-পূজাদি করিতে নাই।

তিলক ধারণ।—উত্তর বা পূর্ব্বমুখ হইয়া তিলকধারণ করিতে হয়। ব্রাহ্মণ নাসিকামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র উর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে। ক্ষত্রিয় ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্য অর্দ্ধচন্দ্রাকার এবং শূদ্র বর্ত্তুলাকার তিলক ধারণ করিবে। ললাট, মস্তক, হৃদয়, কণ্ঠ, কর্ণদ্বয়, বাহুমূলদ্বয়, নাভি, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদ্বয় ও মস্তকমধ্যে তিলক করিবে। যাহার পিতা জীবিত আছে, সে ব্যক্তি কেবল ললাটেই তিলক করিবে। ইহা সাধারণ বিধি। কিন্তু দেবতা বিশেষে সর্ব্ববর্ণের সাধকই বিশেষ তিলকধারণে অধিকারী।

শক্তি-পূজাবিষয়ে তিলক।—ললাটে রক্তচন্দন, কুঙ্কুম বা চন্দনদ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি তিনটি রেখা করিয়া তন্মধ্যে সিন্দূর-বিন্দু প্রদান করিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিলকধারণ করিতে হয়, তিলক দ্রব্যকে ইষ্টদেবতার পদরজরূপে চিন্তা করিতে হয়। তিলক করিয়া অপরের অদৃষ্টরূপে তন্মধ্যে বীজমন্ত্র লিখিতে হয়। হৃদয়ে শ্বেত পদ্মাকার তিলক করিয়া তন্মধ্যে "হুং" বীজ লিখিবে। তাহাতে বেণার ন্যায় এবং পূর্ব্বোক্ত তিলক ধারণের স্থানসমূহে বিন্দুর ন্যায় তিলক করিতে হয়।

বিষ্ণু-পূজা-বিষয়ে তিলক।—বৈষ্ণবগণ বাহুতে বংশ-পত্রের ন্যায়, হৃদয়ে অশ্বত্থপত্রের ন্যায় এবং অন্যত্র তুলসীপত্রবৎ তিলক করিবে। নাসিকামূল হইতে কেশপর্য্যন্ত ললাটে ছিদ্রযুক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে। নিম্নলিখিতমন্ত্রে তিলকধারণ করিতে হয়। যথা,—

ললাটে—কেশবায় নমঃ। কণ্ঠে—পুরুষোত্তমায় নমঃ। বাম বাহুতে—বাসুদেবায় নমঃ। দক্ষিণ বাহুতে—দামোদরায় নমঃ। নাভিতে—নারায়ণায় নমঃ। হৃদয়ে—মাধবায় নমঃ। দক্ষিণ পার্শ্বে—গোবিন্দায় নমঃ। বামপার্শ্বে—ত্রিবিক্রমায় নমঃ। বাম কর্ণমূলে—বিষ্ণবে নমঃ। দক্ষিণ কর্ণমূলে—মধুসূদনায় নমঃ। শিরোমধ্যে—হৃষীকেশায় নমঃ। পৃষ্ঠে—পদ্মনাভায় নমঃ।

আচমন।—স্নানাদি দ্বারা শুচি ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া—ইষ্টদেবতার উপাসনা বা পূজা করিতেছি—এইরূপ দৃঢ় ভাবনা করিয়া উত্তর বা পূর্ব্বমুখ হইয়া আচমন করিতে হয়। আচমন শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী-শূদ্র-ভেদে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা আছে। ব্রাহ্মণের পক্ষে একটি মাষকলায় ডোবে, এতৎপরিমাণ জল দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলে লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহা পান করিতে হয়। স্ত্রী ও শূদ্রগণের পক্ষে মাত্র ওষ্ঠপুটে জলবিন্দু প্রসেক করিতে হয়। স্ত্রী-শূদ্রগণ সর্ব্বত্রই ওঁ ও স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করিবে না; স্বাহা স্থলে নমঃ বলিবে। তৎপরে আর্দ্র হস্তে হৃদয়াদি প্রদেশ স্পর্শ করিতে হয়। এই জল প্রক্ষেপ ও আর্দ্র হস্তে হৃদয়াদিপ্রদেশ স্পর্শ করাতে সেই সেই স্থলের ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতার স্ফূর্ত্তি জন্মে এবং ইন্দ্রিয়ের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। সূর্য্য যে প্রকার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, তদ্রূপ অন্যান্য

ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা অন্যান্য দেবতা। সূর্য্য-অনুকম্পায় যেপ্রকার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্ফূর্ত্তি জন্মে, তদ্রূপ অন্যান্য দেবতার অনুগ্রহে অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও স্ফূর্ত্তি জন্মিয়া থাকে। *

শাক্তদিগের আচমন।—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা। † এই তিন মন্ত্রে তিন বিন্দু জল পান করিতে হয়। তদনন্তর জলার্দ্র দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা নাসাপুট, অঙ্গুষ্ঠযুক্ত মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা নেত্রদ্বয়, অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগে স্কন্ধদ্বয়, হস্ততলদ্বারা নাভি ও হৃদয় এবং যুক্ত সর্ব্বাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শিরোদেশ স্পর্শ করিতে হয়।

কালীউপাসকগণের বিশেষ আচমন যথা,—

ক্রীং ক্রীং ক্রীং—এই মন্ত্রে তিনবার জলপান করিতে হয়। কাল্যৈ নমঃ, কপালিন্যৈ নমঃ—এই দুইমন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় মার্জ্জন করিবে। কুল্লায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে কর-প্রক্ষালন করিবে। কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ;—এই মন্ত্রে মুখ; বিরোধিন্যৈ নমঃ—এই মন্ত্রে দক্ষিণ নাসা; বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে বামনাসা; উগ্রায়ৈ নমঃ—এই

---

* ত্রিঃ প্রাশ্নীয়াদ্ যদম্ভস্তু প্রীতাস্তেনাস্য দেবতাঃ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ভবন্তীত্যনুশুশ্রুমঃ॥ গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জ্জনাৎ। নাসত্যদস্রৌ প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে। স্পৃষ্টে লোচনযুগ্মে তু প্রীয়েতে শশিভাস্করৌ। কর্ণযুগ্মে তথা স্পৃষ্টে প্রীয়েতে অনিলানলৌ॥ স্কন্ধয়োঃ স্পর্শনাদস্য প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ। মূর্দ্ধ্নঃ সংস্পর্শনাদস্য প্রীতস্তু পুরুষো ভবেৎ॥

† আত্মা শব্দের অর্থ জীব, বিদ্যা অর্থে জ্ঞানশক্তি, শিব অর্থে পরমাত্মা,—স্বাহা অর্থে প্রক্ষেপ। ইহাতে বলা যায়, এই জল প্রক্ষেপে জীব, শিব ও শক্তি আপ্যায়িত হউন, অথবা ঐ তিনের স্মরণে জীবের পবিত্রতা লাভ হওয়া।

মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু; উগ্রপ্রভায়ৈঃ নমঃ,—এইমন্ত্রে বামচক্ষু; দীপ্তায়ৈ নমঃ,—এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ; নীলায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে বামকর্ণ; ঘনায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে নাভি; বলাকায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে বক্ষঃ; মাত্রায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে মস্তক; মুদ্রায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে দক্ষিণ স্কন্ধ; এবং মিতায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে।

বৈষ্ণবদিগের আচমন।—বিষ্ণু নাম স্মরণ করত তিন বিন্দু জল পান ও উক্ত স্থান সকল স্পর্শ করিলে সংক্ষেপ আচমন হয়। বিশেষ আচমন এই প্রকার,—

কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ, মাধবায় নমঃ।—এই তিন মন্ত্রে তিন বিন্দু জল পান করিবে। গোবিন্দায় নমঃ বিষ্ণবে নমঃ—এই দুই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিবে; মধুসূদনায় নমঃ শ্রীধরায় নমঃ,—এই দুই মন্ত্রে মুখ মার্জ্জন করিবে; হৃষীকেশায় নমঃ,—এই মন্ত্রে এবং পদ্মনাভায় নমঃ,—এই মন্ত্রে পদ প্রক্ষালন করিবে; দামোদরায় নমঃ—এই মন্ত্রে মস্তকে জলপ্রক্ষেপ করিবে; সংকর্ষণায় নমঃ—এই মন্ত্রে মুখ স্পর্শ করিবে; বাসুদেবায় নমঃ, প্রদ্যুম্নায় নমঃ,—এই দুই মন্ত্রে নাসিকাদ্বয় স্পর্শ করিবে; অনিরুদ্ধায় নমঃ, পুরুষোত্তমায় নমঃ,—এই দুই মন্ত্রে চক্ষুর্দ্বয়; অধোক্ষজায় নমঃ, নৃসিংহায় নমঃ,—এই দুই মন্ত্রে কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়; অচ্যুতায় নমঃ,—এই মন্ত্রে নাভি; জনার্দ্দনায় নমঃ—এইমন্ত্রে বক্ষঃ; উপেন্দ্রায় নমঃ,—এই মন্ত্রে মস্তক; হরয়ে নমঃ, বিষ্ণবে নমঃ,—এই দুই মন্ত্রে ভুজমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে।

শাক্ত বৈষ্ণব সকলেরই সন্ধ্যা বা নিত্য পূজা কালে সংক্ষিপ্ত আচমন করাই প্রচলিত। বিশেষ আচমন পূজাকালে করিতে হয়।

সন্ধ্যা।—আচমনান্তে যে জলে সন্ধ্যা করা হইবে, তাহাতে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা—"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধং কুরু॥"—এই মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। ইহাকে জল-শুদ্ধি করা বলা যায়। তৎপরে অঘমর্ষণ করিবে।

অঘমর্ষণ করিবার প্রণালী এইরূপ,—

সেই শুদ্ধ জলে দ্বাদশ বার মূল মন্ত্র জপ করিয়া কুশ অথবা অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকার দ্বারা তাহার তিন বিন্দু জল ভূমিতে ও সাত-বিন্দু জল নিজ মস্তকে বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রক্ষেপ করত মূল মন্ত্রে অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে বামহস্ততলে কিঞ্চিৎ জল লইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করত "হং যং রং বং লং" * এই বীজ মন্ত্র ঐ জলের উপর তিন বার (কোন কোন মতে চারি বার) জপ করিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বামহস্তের ছিদ্র দিয়া গলিত জল হইতে তত্ত্ব-মুদ্রার দ্বারা সাতবার বিন্দু বিন্দু মস্তকে দিবে, এবং বামহস্তস্থ শেষ জল দক্ষিণহস্তে আনিয়া ঐ জলকে তেজোময় চিন্তা করিয়া বাম নাসায় আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ নাসায় রেচন করিবে ও ভাবিবে,—"শরীরস্থ পাপ-পুরুষ আকাশবীজে লঘু হই-য়াছে, বায়ুবীজে শুষ্ক হইয়াছে, বহ্নিবীজে দগ্ধ হইয়াছে,—অনন্তর জলবীজ তাহা ধৌত করিয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া বহির্গত হইয়াছে, এবং এখন আমার দেহ ও দেহাভ্যন্তর বিশুদ্ধ ও পাপ রহিত।"—

* হং আকাশবীজ, যং বায়ুবীজ, রং রং বহ্নিবীজ, বরুণ বা জলবীজ, লং পৃথিবীবীজ—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চবীজ। সাধক ভাবিবেন যে, এই জলে আকাশ, বায়ু, বহ্নি, জল ও ক্ষিতি দেবতাগণ আবিষ্ট হইয়াছেন।

একতানে এই রূপ চিন্তা করিয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা পাপ-পুরুষ প্রক্ষালনে কৃষ্ণবর্ণ সেই জল বাহির করিয়া 'ফট্' এইমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বামহস্ততলে (কোন কোন মতে ভূমিতলে) নিক্ষেপ করিবে। এইপ্রকারে তিনবার জলগ্রহণ ও তিনবার নিক্ষেপ করাকে অঘমর্ষণ বলে। তৎপরে সূর্য্যার্ঘ্য দান করিতে হয়।

অর্ঘ্যদান—হস্ত প্রক্ষালন করিয়া আচমন করিবে, এবং তৎপরে অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া জল লইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে—"ওঁ হ্রীং হংস ঘৃণি সূর্য্য ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং স্বাহা।" সূর্য্য মণ্ডলের উদ্দেশে গৃহীত জলাঞ্জলি প্রক্ষেপ করিবে।

"ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং নমঃ"—এই বলিয়া স্ত্রী-শূদ্রগণ অর্ঘ্য দিবে।

তারা-উপাসকগণ—"হ্রীং হংসঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা"—বলিয়া অর্ঘ্যদান করিবে।

শ্রীবিদ্যাউপাসক—"ঐং হ্রীং শ্রীং হ্রীং হ্রীং সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় গ্রহরাশিনক্ষত্র-তিথিযোগকরণ পরিবারসহিতায় ইদমর্ঘ্যং স্বাহা।"—বলিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে।

তৎপরে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে জলাঞ্জলিরূপ অর্ঘ্য দান করিবে, যথা—"সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা।" এইরূপেও এই মন্ত্রে তিনবার অর্ঘ্য দিবে। তৎপরে ত্রিসন্ধ্যায় তিন প্রকার ধ্যান করিয়া যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার গায়ত্রী দশবার বা একশত আটবার জপ করিবেন। (দেবতার মন্ত্র, গায়ত্রী, প্রণাম ও পূজাদি তত্তৎ প্রকরণে দেখ)।

গায়ত্রী জপ—অর্ঘ্যদানের পর গায়ত্রী জপ করিতে হয়।

গায়ত্রী জপের পূর্ব্বে গায়ত্রীর ধ্যান পাঠ করিতে হয়। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, এই তিন সময়ে গায়ত্রীরূপিণী পরমদেবতা তিন মূর্ত্তিতে ধ্যেয়া। প্রাতঃকালে সৃষ্টিকর্ত্রী রক্তবর্ণা ব্রাহ্মী মূর্ত্তি। মধ্যাহ্নে স্থিতিকর্ত্রী শ্যামবর্ণা বৈষ্ণবী মূর্ত্তি, এবং সায়ংকালে শুক্লবর্ণা সংহারকর্ত্রী মাহেশ্বরী মূর্ত্তি। ধ্যানের মন্ত্র যথা,—

প্রাতে—উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে ॥ ১ ॥

মধ্যাহ্নে—শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ২ ॥

সায়াহ্নে—বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্‌যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥ ৩ ॥

এই ধ্যান পাঠান্তে যিনি যে দেবতার উপাসক, তিনি সেই দেবতার গায়ত্রী পাঠ করিবেন। জপ সময়ে জপের বিধান ও গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ এবং প্রতিপাদ্য বা মর্ম্মানুসন্ধান করা বিধেয়। (যথাস্থলে অনুসন্ধান কর।) জপান্তে—"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা

১। প্রাতঃকালে গায়ত্রী দেবী নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা, পুস্তক ও জপমালা-ধারিণী, মৃগচর্ম্ম-পরিধানা ব্রাহ্মী মূর্ত্তি।

২। মধ্যাহ্নকালে গায়ত্রী দেবী শ্যামবর্ণা, চতুর্ব্বাহু-যুক্তা, শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম-ধারিণী সূর্য্যমণ্ডলস্থা বৈষ্ণবী মূর্ত্তি।

৩। সায়াহ্নে গায়ত্রী দেবী বরদা, শুক্লবর্ণা, শুক্লবস্ত্রপরিধানা, বৃষবাহনা ত্রিনয়না, বর, পাশ ও নরকপালধারিণী সূর্য্যমণ্ডলস্থা মাহেশ্বরী মূর্ত্তি।

ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং। সিদ্ধির্ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥"—এই মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে। স্ত্রীদেবতা হইলে গোপ্তা স্থলে গোপ্ত্রী এবং মহেশ্বর স্থলে মহেশ্বরি এবং বিষ্ণু বিষয়ে জনার্দ্দন বলিতে হয়। পরে তান্ত্রিক তর্পণ করিবে।

তর্পণ—তান্ত্রিক তর্পণে দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অধিকারী, বৈদিক তর্পণের ন্যায় ইহাতে অধিকারী ভেদ নাই।

প্রথমে দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও গুরুপংক্তিতর্পণ, এবং তৎপরে ইষ্টদেবতাতর্পণ করিবে। শাক্তগণ প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে ও বৈষ্ণবগণ প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জলের দ্বারা তর্পণ করিবে।

তর্পণের মন্ত্র (শাক্তগণের)—দেবান্ তর্পয়ামি। ঋষীন্ তর্পয়ামি। পিতৃন্ তর্পয়ামি। গুরূন্ তর্পয়ামি। পরমগুরূন্ তর্পয়ামি। পরমেষ্ঠিগুরূন্ তর্পয়ামি।

বৈষ্ণবগণের পক্ষে—নারদং তর্পয়ামি। পর্ব্বতং তর্পয়ামি। জিষ্ণুং তর্পয়ামি। নিশঠং তর্পয়ামি। উদ্ধবং তর্পয়ামি। দারুকং তর্পয়ামি। বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি। শৈনেয়ং তর্পয়ামি। গুরুং তর্পয়ামি।

পরে ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা,—(শাক্তপক্ষে) —আদিতে মূল মন্ত্র ও নমঃ শব্দ যোগ করিয়া,—অমুকীদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা।

(বৈষ্ণবপক্ষে)—আদিতে মূল মন্ত্র যোগ করিয়া—অমুক দেবতাং তর্পয়ামি নমঃ।

ইষ্টদেবতার তর্পণ পঞ্চবিংশতিবার, দশবার অথবা অশক্ত পক্ষে তিনবার করিতে হয়।

ব্রাহ্মণেতর জাতি স্বাহা উচ্চারণ করিবে না। স্বাহা স্থলে নমঃ বলিবে।—ইহা সর্ব্বত্র।

তৎপরে এক,এক অঞ্জলি জলের দ্বারা আবরণ দেবতাগণের তর্পণ করিবে। অশক্ত পক্ষে এক অঞ্জলি দ্বারা সমস্ত আবরণ দেবতাগণের তর্পণ করিবে, মন্ত্র যথা—"অমুকদেবতায়াঃ পরিবারান্ তর্পয়ামি।"

তদনন্তর মন্ত্র জপ করিবার বিধান। তৎপ্রণালী এইরূপ,—জপের পূর্ব্বে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিবে। তৎপরে ইষ্টদেবতার রূপ চিন্তা করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে। এক সহস্র আটবার, একশত আটবার বা কেবল মাত্র দশবার জপ করিতে হয়। জপ সমাপ্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত জপ সমর্পণের মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল প্রক্ষেপ করিয়া ভাবিতে হয়;—জপ বা জপ-ফল ইষ্টদেবতার করে সমর্পণ করিলাম। তৎপরে পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া ইষ্টদেবতার প্রণামমন্ত্র পড়িয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে সংহার মুদ্রাদ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে ইষ্টদেবতাকে স্বহৃদয়ে আনয়ন ও স্থাপন করতঃ সন্ধ্যা সমাপন করিতে হয়।

সংক্ষেপ সন্ধ্যা।—কোন কারণে সন্ধ্যা করিতে অশক্ত হইলে, নিম্নপ্রকারে সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবার ব্যবস্থা আছে, যথা—

সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রী স্বশক্তিতঃ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ॥

গৌতমীয়ে।

সন্ধ্যায় অশক্ত হইলে আচমন, অর্ঘ্যদান, গায়ত্রী জপ ও মূল মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে কেবলমাত্র ধ্যান সহকারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে।

যদি সন্ধ্যার সময় অতীত হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা করিবে। প্রমাণ যথা,—

সন্ধ্যায়াং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আহ্নিক-প্রকরণ।

স্নান, সন্ধ্যা, পূজা, স্তোত্রপাঠ, হোম,—এই সমুদয় কর্ম্মকে আহ্নিক কর্ম্ম বলা যাইতে পারে। কিন্তু 'সন্ধ্যা-আহ্নিক' এইরূপ কথার প্রচলন থাকায়, আহ্নিক ক্রিয়াকে অনেকে পূজা অর্চ্চনার মধ্যে পরিগণিত করেন। আহ্নিক-প্রকরণে সেই জন্য পূজা-পদ্ধতি লিখিত হইল। পূজা ত্রিবিধ,—মানসপূজা, আন্তরপূজা ও বাহ্যপূজা।

মহাসিদ্ধিকরী পূজা মানসী মুক্তিদায়িনী।
অন্তর্যাগাত্মিকা সর্ব্বজীবত্ব-পরিশোধিনী॥
বাহ্যপূজা রাজসী চ সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা চৈব সর্ব্বাপৎ-পরিনাশিনী॥
সর্ব্বদোষক্ষয়করী সর্ব্বশত্রুবিনাশিনী।
সর্ব্বরোগক্ষয়করী সর্ব্ববন্ধনমোচনী॥

"মানসপূজা মহাসিদ্ধিকরী এবং মুক্তিপ্রদায়িনী। আন্তর পূজা জীবত্ব-পরিশোধিনী—অর্থাৎ জীবভাবকে শিবভাবে পরিণত কারিণী; আর বাহ্যপূজা রাজসী পূজা,—উহা সর্ব্ব সৌভাগ্য-দায়িনী,—ভুক্তি মুক্তিপ্রদা এবং সমস্ত বিপদ্‌বিনাশিনী, সর্ব্ব-

দোষ-ক্ষয়করী, সর্ব্বশত্রু বিনাশিনী, সর্ব্বরোগনাশিনী ও সর্ব্ববন্ধন-মোচনকারিণী।"

অভিপ্রায় এই যে, নিত্য বাহ্য পূজার অনুষ্ঠানে দেহ রোগ-শূন্য, চিত্ত-কলুষ শূন্য, ইন্দ্রিয়াদি কামনা শূন্য হইয়া থাকে,—এবং জীব ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হয়। বাহ্যপূজার সামান্যতঃ ক্রম এই প্রকার,—

"আচম্য দ্বারদেশে তু সামান্যার্ঘ্যং সমাচরেৎ। লিপিঋষ্যাদি-বিন্যাসো মূলেন করশোধনম্॥ করব্যাপকবিন্যাসং কৃত্বাঙ্গানি ন্যসেৎ সুধীঃ। তালত্রয়ং দিশাং বন্ধঃ প্রাণায়ামত্রয়ং তথা॥ ধ্যানমির্ষ্ঠৈস্তব পূজা জপশ্চ কালিকার্চ্চনম্। অয়মেব বিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বেষাং যজনক্রমঃ॥ উপচারৈঃ ষোড়শকৈস্তত্তবেৎ পূজনং মহৎ। নিত্যে দশোপচারৈশ্চ পঞ্চ বা কারয়েৎ সুধীঃ॥ অভাবে গন্ধ-পুষ্পাভ্যাং পুষ্পেণ তদভাবতঃ। তদভাবে যজেৎ পত্রৈস্তণ্ডুলেন জলেন বা। মানসীং তদভাবেন পূজাং ন লঙ্ঘয়েৎ ক্বচিৎ॥"

বাহ্যপূজার সাধারণ নিয়ম এই যে, নিত্য পূজার আচমন-সামান্যার্ঘ্য, মাতৃকান্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, হস্তশোধন, করন্যাস, অঙ্গ-ন্যাস, দিগ্বন্ধন, প্রাণায়াম, দেবতাধ্যান, দশোপচারে, পঞ্চোপচারে তদভাবে গন্ধপুষ্পে, কেবলমাত্র পুষ্পে এবং নিতান্ত অভাবে পত্র দ্বারা, তণ্ডুলদ্বারা অথবা জলদ্বারা, পূজা করিবে। তাহারও একান্ত অভাব হইলে মনে মনে পূজা করিবে। পূজা কার্য্য কোন দিবসেই পরিত্যাগ করিবে না।

নিত্যপূজা করিতে ঐ সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হয়। সর্ব্বদেবতার পক্ষেই ঐ নিয়ম। অতএব ঐ অনুষ্ঠানগুলি যেরূপ

ভাবে করিতে হয়, তাহাই বিশদভাবে একে একে লিখিত হইল।

সামান্যার্ঘ্য।—শিখাবন্ধন ও আচমন করিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

"ত্রিকোণবৃত্তভূবিম্ব-মণ্ডলং রচয়েত্ততঃ। আধারশক্তিং সম্পূজ্য তত্রাধারং বিনিক্ষিপেৎ॥ অস্ত্রেণ পাত্রং সংশোধ্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ। নিক্ষিপেত্তীর্থমাবাহ্য গন্ধাদীন্ প্রণবেন তু। দর্শয়েৎ ধেনুমুদ্রাং বৈ সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্॥"

সামান্যার্ঘ্য স্থাপনের প্রণালী এই—নিজের সম্মুখে মাটীতে একটু জলের ছিটা দিয়া তাহার উপরে ত্রিকোণবৃত্ত ভূবিম্ব * লিখিয়া "আধার শক্তয়ে নমঃ" এই বলিয়া গন্ধপুষ্পদ্বারা তাহার পূজা করিবে। পুষ্পের অভাবে আতপ তণ্ডুল, তদভাবে কেবল জলদ্বারা তাহার পূজা করিবে। পরে তাহার উপরে 'ফট্' এই মন্ত্রে কোশা বা অন্য যে জলপাত্রে পূজার জল রক্ষিত হইবে, তাহা ধৌত করিয়া স্থাপন করিবে, এবং 'নমঃ' মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহাতে জলপূর্ণ করিবে। সেই জলে অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে—"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তীর্থ আবাহন করিবে। তদনন্তর তাহাতে প্রণব (স্ত্রী-শূদ্র হইলে নমঃ') মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন এবং

* পৃথিবীর বাহ্য আকার গোলাকার, কিন্তু শাস্ত্রকারদিগের মতে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক আকার ত্রিকোণ—এই ত্রিকোণ আকারের হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ইহা কল্পান্তকাল স্থায়ী এবং আধারশক্তি, আকর্ষণশক্তি ও জনন-শক্তি তাহাতেই অবস্থিত। তাহার জ্ঞাপক বীজ হ্রং।

আটবার প্রণব মন্ত্র (স্ত্রী-শূদ্র হইলে 'নমঃ' মন্ত্র) জপ করিবে। তৎপরে দ্বারদেবতার পূজা করিতে হয়।

দ্বারদেবতাগণের পূজা —দ্বারমর্ঘ্যাম্বুভিঃ প্রোক্ষ্য দ্বারপূজাং সমাচরেৎ॥ উর্দ্ধোড়ুম্বরকে বিষ্ণুং মহালক্ষ্মীং সরস্বতীম্। ততো দক্ষিণশাখায়াং বিঘ্নং ক্ষেত্রেশমন্যতঃ॥ পার্শ্বদ্বয়ে তথা গঙ্গা-যমুনে পুষ্প-বারিভিঃ। দেহল্যামর্চ্চয়েদস্ত্রং প্রতিদ্বারমিতিক্রমাৎ॥

অর্ঘ্যজলে পূজাগৃহদ্বার অভ্যুক্ষণ করিয়া চতুর্দ্বারস্থ দ্বার-দেবতাগণের পূজা করিবে যথা,—বিষ্ণবে নমঃ, মহালক্ষ্মৈ নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ, বিঘ্নায় নমঃ, ক্ষেত্রপালায় নমঃ, গঙ্গায়ৈঃ নমঃ যমুনায়ৈ নমঃ, অস্ত্রায় নমঃ।

ত্রিপুরাদেবীর পূজায় বিভিন্ন ব্যবস্থা যথা। যথা,—(ত্রিপুরাদৌ।) গণেশং ক্ষেত্রপালঞ্চ যোগিনীং বটুকং তথা। গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব লক্ষ্মীং বাণীং ততো যজেৎ॥

যাঁহারা ত্রিপুরাদেবীর পূজা করিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত দ্বারদেবতাগণের পূজা করিবেন, যথা—গণেশায় নমঃ, ক্ষেত্র-পালায় নমঃ, যোগিন্যৈ নমঃ, বটুকায় নমঃ, গঙ্গায়ৈ নমঃ, যমুনায়ৈ নমঃ, লক্ষ্ম্যৈ নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ।

বিষ্ণুপূজার দ্বারদেবতা বিভিন্ন। যথা,—(বৈষ্ণবাদৌ।) নন্দঃ সুনন্দশ্চণ্ডশ্চ প্রচণ্ডো বল এব চ। প্রবলো ভদ্রনামা চ সুভদ্রো বিঘ্নবৈষ্ণবঃ॥

বিষ্ণুপূজা করিতে নিম্নলিখিত দ্বারদেবতাগণের পূজা করিতে হয়। যথা,—নন্দায় নমঃ, সুনন্দায় নমঃ, চণ্ডায় নমঃ, প্রচণ্ডায় নমঃ, বলায় নমঃ, প্রবলায় নমঃ, ভদ্রায় নমঃ, সুভদ্রায় নমঃ। বিঘ্ন-বৈষ্ণবায় নমঃ।

সংক্ষেপে পূজা করিবার প্রয়োজন হইলে, সকলেই—"দ্বার-দেবতাভ্যো নমঃ" বলিয়া দ্বার দেবতাগণের পূজা করিতে পারেন। অতঃপর বিঘ্ন উৎসারণ করিতে হয়।

বিঘ্ন উৎসারণ।—অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাবলোকনৈঃ। দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নানস্ত্রায়েত্যন্তরীক্ষগান্। পার্ষ্ণিঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমানিতি বিঘ্নান্নিবারয়েৎ॥ ততোঽক্ষতান্ সমাদায় দক্ষে নারাচমুদ্রয়া। প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্রেণ গৃহান্তর্বিঘ্নশান্তয়ে॥

বিঘ্ন উৎসারণের প্রণালী এই যে,—

দিব্যদৃষ্টির দ্বারা * ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহাকাশ অবলোকন করিয়া, "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে মস্তকের চতুর্দ্দিকস্থ আকাশে জল-ধারা প্রদান করত বামপদের গুল্ফ (গোড়ালী) দ্বারা বামদিকে ভূমিতে তিনবার আঘাত করিয়া সমস্ত বিঘ্ন বিনিবারিত হইয়াছে,—মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া 'ফট্' মন্ত্রে সাতবার তণ্ডুলের উপরে জপ করিয়া ঐ তণ্ডুল নারাচমুদ্রার দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক ছড়াইয়া দিবে। মন্ত্র যথা,—"অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

বিকিরণ দ্রব্য ছড়াইয়া বিঘ্নাপসরণের "অপসর্পন্তু তে"—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। বিকিরণ দ্রব্য যথা—

লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদূর্ব্বাঙ্কুরাক্ষতাঃ।
বিকিরণেতি সন্দিষ্টাঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘনাশকাঃ॥

খৈ, চন্দন, শ্বেতসরিষা, ভস্ম, দূর্ব্বা, ধুনা, যব-তণ্ডুল অথবা

---

* দিব্যদৃষ্টি—দেবচক্ষু দ্বারা দেখা। পলক হীন দৃষ্টি—দেবদৃষ্টি।

আতপতণ্ডুল, এই সকল দ্রব্য বিকিরণ নামে অভিহিত। বিঘ্নাপসারণের জন্য ইহার যে কোন দ্রব্য ছিটাইতে হয়। বিঘ্ন উৎসারণ বা বিঘ্নাপসারণ একই বিষয়। অনন্তর আসনশুদ্ধ্যাদি করিতে হয়। কেহ কেহ বিঘ্নাপসারণের পূর্ব্বেও আসনশুদ্ধি করিয়া থাকেন।

আদৌ বিঘ্নান্ সমুৎসার্য্য পশ্চাদাসনকল্পনম্।
অথবা চাসনে স্থিত্বা বিঘ্নানুৎসারয়েৎ সুধীঃ॥

আগে বিঘ্নাপসারণ করিয়া আসন কল্পনা করিবে, অথবা আসন শুদ্ধি করিয়া তৎপরে বিঘ্নাপসারণ করিবে।

আসন গ্রহণ।—ইহাকে আসন শুদ্ধিও বলা হইয়া থাকে। কুশাসন অথবা কম্বলাসনের এক দিকে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল লিখিয়া তাহার মধ্যে 'হ্রূং' এই বীজ লিখিবে। তৎপরে "হ্রীং আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে একটি চন্দনযুক্ত পুষ্প—অথবা আতপতণ্ডুল অভাবে কেবল জল প্রক্ষেপ দিবে। তদনন্তর আসন ধরিয়া পাঠ করিবে,—

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনপরিগ্রহে বিনিয়োগঃ। পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিয়া পুটাঞ্জলি হস্তে গুরুপঙ্ক্তির নমস্কার করিবে। যথা—মস্তকের বামভাগে—গুরুভ্যো নমঃ, পরমগুরুভ্যো নমঃ, পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ *। মস্তকের দক্ষিণভাগে—গণেশায় নমঃ, মস্তকমধ্যে—অমুকদেবতায়ৈ নমঃ।

---

* গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠিগুরু অর্থে অনেকে ভাবিয়া থাকেন, গুরুর গুরু পরমগুরু ইত্যাদি। বস্তুত তাহা নহে—

অমুকদেবতা অর্থে মূল যে দেবতার পূজা করা হইবে।

করশুদ্ধি।—অনন্তর করশুদ্ধি করিতে হয়। তদর্থে একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া 'ফট্' এই মন্ত্রে তাহা দুই হস্ততলে মর্দ্দন করিয়া বামদিকে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে সম্মুখে ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধে তিনটি তালি দিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বদিক্ হইতে ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা দশদিক্ বন্ধন করত ভূতশুদ্ধি ও লিপিন্যাস করিবে।

ভূতশুদ্ধি-লিপিন্যাসৌ বিনা যস্তু প্রপূজয়েৎ।
বিপরীতং ফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা॥

ভূতশুদ্ধি ও লিপিন্যাস বিনা যে পূজা করে, অভক্তি পূজাতে যেমন বিপরীত ফল হয়—ইহাতেও তদ্রূপ ফল হয়।—এই বচনানুসারে অনেকে নিত্য পূজাতেও ভূতশুদ্ধি ও লিপিন্যাসের আবশ্যকতা আছে বলেন। আবার প্রপূজয়েৎ এই শব্দ দৃষ্টে অনেকে বলেন, মহাপূজা—অর্থাৎ বিশেষ পূজায় ভূতশুদ্ধি ও লিপিন্যাসের প্রয়োজন, নিত্য পূজায় নাই।

তদনন্তর করন্যাস, ব্যাপকন্যাস, অঙ্গন্যাস এবং প্রাণায়াম করিয়া দেবতার ধ্যান করত মানসোপচারে পূজা ও পুনর্ধ্যান এবং যথাশক্তি উপচারে দেবতার পূজা করিবে। তৎপরে যথা-

---

মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তো মন্ত্রার্ণাঃ পরমো গুরুঃ।
পরাপরগুরুস্ত্বং হি পরমেষ্ঠিগুরুস্ত্বহম্॥—শিববাক্য॥

যিনি মন্ত্রদাতা, তিনি গুরু, মন্ত্রের বর্ণসকল পরমগুরু; শক্তি পরাপর গুরু, পরমেষ্ঠিগুরু শিব।—অর্থাৎ মন্ত্রদাতা গুরু। বাঙ্ময় মন্ত্রবর্ণ পরমগুরু প্রকৃতি পরাপর গুরু ও পুরুষ পরমেষ্ঠিগুরু।

শক্তি জপ করিয়া জপ সমর্পণ, স্তব-কবচ পাঠ ও নমস্কার করিবে।

ন্যাস, মুদ্রা প্রভৃতি তত্তৎ প্রকরণে লিখিত হইল। ধ্যান, প্রণাম, স্তব-কবচ, মন্ত্র, মন্ত্রার্থ প্রভৃতি তত্তৎ প্রকরণে দেখিয়া লও।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূজা-প্রকরণ।

দিগ বিধান।—বিষ্ণুবিষয়ে নারদীয়ে।—স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরশ্চাচান্তঃ পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ। শুদ্ধাসনং সমাসাদ্য ভূতোৎসারণমেব চ॥ অন্যত্র নিবন্ধে।—উপবিশ্যাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ। বদ্ধপদ্মাসনো মন্ত্রী সমাহিতজিতেন্দ্রিয়ঃ॥ সারসমুচ্চয়েঽপি।—প্রাগাননো ধনদদিগ্বদনোঽথ বাপীতি॥ রাত্রৌ পূজনে নায়ং নিয়মঃ। তথাচ স্মৃতিঃ।—রাত্রাবুদঙ্মুখঃ কুর্য্যাৎ দেবকার্য্যং সদৈব হি। শিবার্চ্চনং তথাপেব্যং শুচিঃ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ॥

যে দিকে মুখ করিয়া বসিয়া দেবপূজাদি করিতে হয়, তাহার নিয়ম শাস্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা এই প্রকার,—

বিষ্ণুপূজাদি বিষয়ে সাধক স্নানান্তে শুক্লবস্ত্র পরিধান করত আচমনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বসিয়া আসন[illegible] ও ভূতাপসারণ করিয়া পূজাদি করিবে।

অন্যান্য দেবতার পূজার সময়ে সাধক পূর্ব্বমুখ হইয়া আসনে বদ্ধপদ্মাসনে উপবেশন করিয়া পূজা করিবে। সার-সমুচ্চয়ে লিখিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বাস্য অথবা উত্তরাস্য হইয়া দেবপূজা করিবে। দিবাভাগে যে সকল পূজা করিবে, তাহাতেই মাত্র এই নিয়ম॥ কিন্তু রাত্রিকালে দেবতাপূজামাত্রেই উত্তরমুখ হইয়া করিবে। শিবপূজা উত্তরমুখ হইয়া করিতে হয়।

পূজার আধার।—লিঙ্গ-স্থণ্ডিল-বহ্ন্যম্বু-যন্ত্র-কুড্য-পটেষু চ। মণ্ডলে বিশিখে মূর্দ্ধ্নি হৃদি বা দশ কীর্ত্তিতাঃ॥ এষু স্থানেষু দেবেশি যজন্তি পরমাং শিবাম্। অরূপাং রূপিণীং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ॥ গবাং সর্ব্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাৎ যথা। তথা সর্ব্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥ আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বস্য পূজায়াশ্চ বিশেষতঃ। সাধকস্য চ বিশ্বাসাৎ দেবতাসন্নিধির্ভবেৎ॥

লিঙ্গ (প্রতিমা), স্থণ্ডিল, বহ্নি, জল, যন্ত্র * কুড্য (ভিত্তি), পট (আলেখ্য), মণ্ডল (পঞ্চবর্ণের গুঁড়িদ্বারা রচিত চিত্রবিশেষ), বিশিখ (প্রতিবিম্বপাতযোগ্য অস্ত্রাদির অবয়ব), এবং হৃদয়,—এই দশ পূজার আধার।

কর্ম্মকাণ্ডনিরত সাধকগণ এই দশের যে কোন এক আধারে দেবতার পূজা করিতে পারেন। দুগ্ধ গাভীর সর্ব্বাঙ্গজ হইলেও যেমন একমাত্র স্তনমুখেই ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ দেবতা সর্ব্বব্যাপী হইলেও প্রতিমাদি বিশেষ বিশেষ স্থানে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হন। প্রতিমাদির আভিরূপ্য, পূজার উৎকৃষ্টতা ও পূজকের

* কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে যন্ত্র দুই প্রকার।

গাঢ় ভক্তি, এই তিনের সংযোগে উপরি উক্ত যে কোন পূজাধারে পূজ্যদেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

মানস পূজা।—দেবতা মাত্রেরই পূজায় ধ্যানের পর মানস-উপচারে পূজা করিতে হয়। মানস-উপচারের পূজা দুই প্রকার। এক বাহ্য পূজাক্রমে,—অপর অন্তর্যাগ-বিধানে।

বাহ্যপূজাক্রমে যে মানসপূজা তাহা এইরূপ,—মনে মনে চিন্তা করিবে যে, প্রথমে আসন,—পরে স্বাগত (শুভাগমন জিজ্ঞাসা) এবং ক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্রব্যের কল্পনা করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিবে পরে যথাশক্তি মূল মন্ত্র মনে মনে জপ করিবে।

অন্তর্যাগ-বিধানে যে মানস পূজা, তাহাও মনে মনে বাহ্যিক পাদ্যাদির অনুরূপ আন্তরিক ভাবময় পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করিতে হয়। শাস্ত্রে ইহাকে আধ্যাত্মিক পূজাও বলা হইয়া থাকে। এবংবিধ মানস-পূজার ক্রম এইরূপ,—

সাধক আপনার হৃদ্‌পদ্মকে আসনরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে অভীষ্ট দেবতাকে বসাইবে। তৎপরে সহস্রারবিগলিত অমৃত-দ্বারা পাদ্যরূপে কল্পনা করিয়া তদ্দ্বারা ইষ্টদেবতার চরণ বিধৌত করিবে। মনকে অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিবে। পূর্ব্বোক্ত সহস্রারামৃতকে আচমনীয়, ও স্নানীয়, দেহস্থ আকাশতত্ত্বকে বস্ত্র, পৃথিবীতত্ত্বকে গন্ধ, চিত্তকে পুষ্প, প্রাণকে ধূপ, তেজকে দীপ, সুধাসাগর নৈবেদ্য, অনাহতধ্বনি ঘণ্টাবাদ্য, শব্দতত্ত্ব গত ইন্দ্রিয়চাপল্য নৃত্য, বায়ুতত্ত্ব চামর, সহস্রারপদ্ম ছত্র, হংসমন্ত্র—অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস পাদুকা, পদ্মাকার নাড়ীচক্র

পদ্মমালা,—অমায়, অনহঙ্কার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য এবং অলোভ—এই ভাবময় দশপুষ্প ও অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জ্ঞান, দয়া এবং ক্ষমা, এই পঞ্চপুষ্প প্রদান করিবে।—ইহা সমুদয়ই চিন্তাময়।

তৎপরে সুধাসাগরকে মাংস ও মৎস্য, নানাপ্রকার সুভক্ষ্য, মুদ্রা, এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, গগন ও জল যে যে স্থানে যে যে প্রমেয় বিদ্যমান সে সমুদয়কে নৈবেদ্য এবং কামকে ছাগ, ক্রোধকে মহিষ ও বিঘ্নগণকে পৃথক্ পৃথক্ বলি প্রদান করিবে। ইহাও চিন্তাময়।

অনন্তর জপ আরম্ভ করিবে। এই জপের মালা পঞ্চাশৎ-বর্ণ। ইহার গাঁথিবার সূত্র শিব-শক্তি, আর গ্রন্থি কুণ্ডলিনী-শক্তি এবং মেরু নাদবিন্দু। বর্ণময়ী এই মালা জপ করিবার প্রণালী এই যে,—প্রত্যেক বর্ণগুলিকে মন্ত্র ও বিন্দুযুক্ত করিয়া লইবে। অকারাদি লকারান্ত বর্ণে অনুলোম ও লকারাদি অকারান্ত বর্ণে বিলোম—উভয়ের মিলনে এক শত হয় *। ক্ষ বর্ণ মেরু তাহাতে মন্ত্র যোগ করিবে না†। ঐরূপ শত জপ ও অষ্টবর্ণের আদি অষ্টবর্ণে আটজপ,—এই সমুদায়ে এক শত আটবার জপ হয়। জপান্তে "গুহ্যাতি গুহ্য"—ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া নমস্কার করিতে হয়। নমস্কারের মন্ত্র যথা,—

* অ হইতে সমুদায় স্বরবর্ণ ও ক হইতে সমুদায় ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে বর্ণ পঞ্চাশটি—একবার অ হইতে ল পর্য্যন্ত পঞ্চাশ, আবার ল হইতে অ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ এই একশত।

† মেরু—মালা পরিবর্ত্তনের বা জপারম্ভের বা জপ সমাপ্তির সীমা বা সাক্ষী।

সর্ব্বান্তরাত্মনিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিস্বরূপিণি।
গৃহাণান্তর্জপং মাতরন্নপূর্ণে নমোঽস্তু তে॥

বহির্যজন—অর্থাৎ বাহ্যিক উপচারে পূজা। ইহা ষোড়শোপচারে, দশোপচারে, পঞ্চোপচারে, দুই উপচারে ও এক উপচারে হয়। শক্তাশক্ত ভেদে উপচারের ভেদাভেদ হইয়া থাকে।

আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্।
মধুপর্কাচমনং স্নানং বসনাভরণানি চ॥
সুগন্ধি-সুমনো-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-বন্দনম্।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শঃ॥
অর্ঘ্যাদ্যাঃ পঞ্চ পঞ্চৈব গন্ধ্যাদ্যা ইতি ভেদতঃ।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারান্ দশ ক্রমাৎ॥
গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা পূজা পঞ্চোপচারিকা॥

"আসন, স্বাগত প্রশ্ন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ও বন্দনা; *—এই ষোড়শোপচার। অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য;—এই দশোপচার। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য,—ইহাই পঞ্চোপচার। গন্ধ ও পুষ্প;—ইহা দুই উপচার। পত্র পুষ্প অথবা জল;—ইহাই একটি উপচার।

উপচার-আদি নিবেদন করিয়া দিবার প্রণালী এইরূপ—প্রথমে পূজ্য দেবতার মূল উচ্চারণ, পরে দেয় দ্রব্যে দ্বিতীয়ান্ত করিয়া চতুর্থ্যন্ত দেবতানামের উল্লেখ ও ত্যাগার্থক শব্দের

* অঞ্জন ও শক্তিপূজায় ষোড়শোপচার মধ্যে।

উল্লেখ সহকারে উপচার দান করিতে হয়। যথা—শিবপূজায় "হ্রীং এতৎ পাদ্যং শিবায় নমঃ।" "দুর্গাপূজায়, হ্রীং এতৎ পাদ্যং দুর্গায়ৈ নমঃ; ইত্যাদি।" নমঃ, নিবেদয়ামি. স্বাহা, স্বধা ও বষট্ এই সকল ত্যাগার্থক শব্দ। দ্রব্য-বিশেষে আবার এই সকল শব্দের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা— আসনে পাদ্যে নমঃ। অর্ঘ্যে স্বাহা। মধুপর্কে স্বধা। স্নানীয়ে নিবেদয়ামি। পুনরাচমনীয়ে স্বধা। বস্ত্রে, আভরণে ও গন্ধে নমঃ। পুষ্পে বৌষট্। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতিতে নমঃ। (মতান্তরে নৈবেদ্যে নিবেদয়ামি)। উপচার দানের পরে প্রত্যেক বারে একটু করিয়া জল অর্পণ করিবার বিধান আছে।

উপচারের দ্রব্যাদি এইরূপ,—আসন—রজত বা স্বর্ণ নির্ম্মিত এবং চতুরঙ্গুল পরিমিত হইবে। স্বাগত—দেবতার শুভাগমন প্রশ্ন করার নাম স্বাগত। পাদ্য—পাদ প্রক্ষালনার্থ জল। অর্ঘ্য—গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, আতপ চাউল এবং জল। আচমনীয়—আচমনার্থ জল। মধুপর্ক—দধি, ঘৃত ও মধু একটি কাংস্য পাত্রে করিয়া লইতে হয়; ইহার পরিমাণ তিন দ্রব্য সমান লইয়া সর্ব্ব সাকল্যে অন্ততঃ দুই ছটাক। পুনরাচমনীয়—পুনর্ব্বার আচমনার্থ জল। স্নানীয়—স্নানার্থ, সুগন্ধ ও সুশীতল জল। বস্ত্র—পরিধানার্থ কাপড়। আভরণ—স্বর্ণ বা রজত নির্ম্মিত অলঙ্কার। গন্ধ—শ্বেত চন্দন। পুষ্প—যে দেবতার যে পুষ্প বিহিত, তাহাই দিতে হয়। নৈবেদ্য—আতপ তণ্ডুল, রম্ভা ও নানাপ্রকার মিষ্ট মধুর দ্রব্য; আতপ চাউল না হইয়া কেবল মিষ্টান্নাদিও নৈবেদ্য হইতে পারে।

দেবতাভেদে গন্ধভেদ।—শক্তি-পূজাবিষয়ে গন্ধ—

শ্বেতচন্দন, অগুরু, রক্তচন্দন, কর্পূর, শঠী, কুঙ্কুম, গোরোচনা, জটামাংসী ও গাটিয়ালা।—বিষ্ণু-পূজাবিষয়ে গন্ধ,—শ্বেতচন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর, বেনার মূল, দেবদারু, কুড় ও জটামাংসী।—শিবপূজাবিষয়ে গন্ধ—শ্বেতচন্দন, অগুরু, রক্তচন্দন, কর্পূর, কুঙ্কুম, কুড়, তমাল ও জল।

দেবতাভেদে পুষ্পাদিভেদ।—কুন্দ, শেফালিকা, জবা জাতি ও মালতী ফুল এবং গর্ভযুক্ত দূর্ব্বা শঙ্করকে প্রদান করিবে না। গণেশকে তুলসী, কৃষ্ণকে রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, বিল্বপত্র ও বিল্বফুল দিতে নাই। তারা প্রভৃতি শবারূঢ়া দেবীকে তুলসী দিবে না। শঙ্করীকে কেবল দূর্ব্বাদ্বারা পূজা করিতে নাই। শক্তিপূজায় বিহিত পুষ্প যথা,—কুমুদ, কহ্লার, উৎপল, কুন্দ, শেফালিকা, জবা, শ্বেতদ্রোণ, পদ্ম, রক্ত ও শ্বেতকরবীর, অতসী ও অপরাজিতা। শিবপূজায় প্রশস্ত পুষ্প যথা,—দ্রোণ, করবীর, অপরাজিতা, ধুস্তুরা, আকন্দ, কহ্লার, তগর, মল্লিকা, যূথিকা, কেতকী, কুমুদ, রক্তপদ্ম, চম্পক ও বিল্বকুসুম। বিষ্ণু-পূজার প্রশস্ত পুষ্প যথা,—মল্লিকা, মালতী, জাতি, কেতকী, অশোক, চম্পক, বকুল, পদ্ম, করবী, পলাশ, নাগকেশর, বক, তগর, শ্বেতজবা, ভূমিচম্পক, অতসী, শেফালিকা, যূথিকা, কুন্দ, কদম্ব, পাটল, লবঙ্গ, কুরুবক, কহ্লার ও বাসক পুষ্প।

পুষ্প তুলসী প্রভৃতি যেমন ভাবে বৃক্ষে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার ভাবেই অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা ধরিয়া দেবতাকে দিবে। তুলসী চিৎভাবে উৎপন্ন হয়, অতএব চিৎভাবেই দিবে। কেবল বিল্বপত্র, অধোমুখ—অর্থাৎ উপুড় করিয়া দিতে হয়। বিল্বপত্র বোঁটা ফেলিয়া দিবার বিধান আছে। কিন্তু অনেক পুষ্প

বা বিল্বপত্রাদি দিতে হইলে চিৎ উপুড়ের কোন নিয়ম নাই। বাসি, ছিন্ন, কীটদষ্ট, মলিন, ভিজা বা অস্পৃশ্য-স্পর্শিত পুষ্পাদি দেবতাকে দিতে নাই। তুলসী বিল্বপত্র বাসি হইলে দোষ হয় না।

ভক্তিমান্ সাধক ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে যাহা দেন, দেবতা তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব ভক্তের পক্ষে কোনও পুষ্পাদি দেওয়ার বাধা নাই।

ধূপ ও দীপ।—ধূপপাত্র অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ধরিয়া দেবতার নাসিকা পর্য্যন্ত তিনবার ঘুরাইয়া বামদিকে কোন পাত্রের উপরে রাখিতে হয়। দেবতার ঘট, আসন বা মৃত্তিকায় রাখিতে নাই। দীপ ও ঐ প্রকারে ধারণ করিয়া দেবতার পাদ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ঘুরাইয়া দেবতার দক্ষিণ দিকে রাখিবে। দীপ তিল তৈলে বা ঘৃত দ্বারা প্রজ্বালিত করিবে।

বিশেষার্ঘ্য।—সামান্য অর্ঘ্যও বিশেষার্ঘ্য পৃথক্ দুই পাত্রে স্থাপন করিবে, কদাচ এক পাত্রে উভয় অর্ঘ্য স্থাপন করিবে না।

সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তোঽব্জঃ শিবসূর্য্যার্চ্চনং বিনা।

সমস্ত দেবতার পূজায় অর্ঘ্য স্থাপন কার্য্যেই শঙ্খপাত্র প্রশস্ত,—কেবল শিব ও সূর্য্যপূজাতে শঙ্খপাত্র ব্যবহার করিবে না।

ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলং পাত্রমুত্তমং পরীকীর্ত্তিতম্।
মধ্যমন্তু ত্রিভাগোনং কনীয়ো দ্বাদশাঙ্গুলম্॥

ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুল পরিমিত অর্ঘ্যপাত্র উত্তম, চতুর্ব্বিংশতি অঙ্গুল পরিমাণ অর্ঘ্যপাত্র মধ্যম এবং দ্বাদশাঙ্গুল পরিমাণ অর্ঘ্যপাত্র অধম।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপনের প্রণালী এইরূপ,—

স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তদুপরি ত্রিপদিকা স্থাপন করিবে। তৎপরে 'ফট্' এই মন্ত্রে শঙ্খপ্রক্ষালনপূর্ব্বক ত্রিপদিকার উপরে স্থাপন করিবে। পরে 'নমঃ' এই মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা ও তণ্ডুল অর্ঘ্যপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া মূল মন্ত্র এবং—ক্ষং লং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৠং ঋং ৡং ঌং ঊং উং ঈং ইং আং অং—এই বিলোম মাতৃকামন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র জল দ্বারা পূর্ণ করিবে।' তৎপরে 'মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ'—এই মন্ত্রে ত্রিপদিকাতে 'অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, এই মন্ত্রে শঙ্খে; এবং 'উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রে জলে পূজা করিয়া "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিয়া—"অমুকি দেবি ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ" এই মন্ত্রে স্বহৃদয়ে দেবতার আবাহন করিবে। তদনন্তর 'হুং' এই মন্ত্রে তর্জ্জনীদ্বয় দ্বারা অবগুণ্ঠন, 'বষট্' এই মন্ত্রে গালনীমুদ্রা প্রদর্শন ও 'বৌষট' এই মন্ত্রে তজ্জল দর্শন করিয়া অঙ্গমন্ত্র দ্বারা সকলীকরণ করিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রে দেবতার পূজা ও মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর 'বং' এই মন্ত্রে ধেনু মুদ্রা প্রদর্শন ও 'ফট' মন্ত্রে সংরক্ষণ করিয়া অর্ঘ্যজল হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণী পাত্রে নিক্ষেপ করিবে এবং সেই জল দ্বারা মূল মন্ত্রে স্বশরীর ও পূজার উপকরণ দ্রব্য সকল তিনবার অভ্যুক্ষণ করিবে।

ধ্যান।—ধ্যান দুই প্রকার। সূক্ষ্ম ও স্থূল।

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্‌মনসগোচরম্‌॥
অব্যক্তং সর্ব্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্‌।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃচ্ছ্রৈর্বহু সমাধিভিঃ॥
মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রস্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যান প্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥

ধ্যান সাকার ও নিরাকার ভেদে দ্বিবিধ;—তন্মধ্যে নিরাকারের ধ্যান বাক্য ও মনের অগোচর। ইহা অব্যক্ত ও সর্ব্বব্যাপী; ইহা, বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না; ইহা সাধারণের অগম্য—কেবল যোগিগণই সমাধিবলে এবং বহু কষ্টে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সাধারণের মনে ধারণা, শীঘ্র অভীষ্টসিদ্ধি এবং ভবিষ্যতে সূক্ষ্ম ধ্যান বোধের জন্য স্থূল ধ্যান কথিত হইতেছে।—অতএব বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, দেবতা সূক্ষ্ম শক্তি এবং ধ্যানও সূক্ষ্ম, কিন্তু স্থূল মানবের তাহা বোধগম্য নহে বলিয়া দেবতার স্থূল ধ্যানের প্রয়োজন। এই ধ্যানাদি দ্বারা মানব সূক্ষ্ম ধ্যান বুঝিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই স্থূল ধ্যানও আবার মন্ত্র ও তন্ত্র ভেদে এক এক দেবতার বহু প্রকার আছে। যেমন একই বিষ্ণুদেবতা, কিন্তু তাঁহার একাক্ষর মন্ত্রের উপাসনায় যে ধ্যান, অষ্টাক্ষর মন্ত্রের উপাসনায় সে ধ্যান নহে। তেমন একই শক্তি দেবতার মন্ত্র-ভেদে ধ্যান-ভেদ বিহিত আছে। আবার পুরাণ-ভেদে বা তন্ত্রভেদে একই মূর্ত্তির বিভিন্ন শব্দময় ধ্যানও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যিনি যে মন্ত্রের উপাসক, তাঁহার সেই মন্ত্রের ধ্যানই পাঠ করা কর্ত্তব্য,

তবে তাহা নিতান্ত না জানিতে পারিলে, অন্ত ধ্যান পাঠেও পূজা চলিতে পারে। ধ্যান বলিতে কোন মন্ত্রবিশেষকে বুঝায় না,—ধ্যান অর্থে একতান চিন্তা অর্থাৎ তৈলধারার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা। ধ্যান মন্ত্রে যে রূপের বর্ণনা আছে, একতান চিত্তে সেই রূপ চিন্তা করাই ধ্যান।

কূর্ম্মমুদ্রা করিয়া তন্মধ্যে ধ্যানের পুষ্প লইয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মন্ত্রবর্ণিত রূপের চিন্তা করিতে হয়।

প্রদক্ষিণ।—প্রদক্ষিণ প্রণামের পূর্ব্বাঙ্গ। প্রথমে হস্তে জলপূর্ণশঙ্খ লইয়া প্রদক্ষিণ করিয়া তৎপরে প্রণাম করিতে হয়। ত্রিকোণাকারে দেবীকে, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শিবকে, দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ ও দক্ষিণ পার্শ্ব স্পর্শ করত বেষ্টনাকারে অন্য দেবতাকে প্রদক্ষিণ করিবার বিধান আছে। যদি এরূপ বিধান পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করা না হয়, তবে সমস্ত দেবতারই তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। এক হস্তে প্রণাম ও একবার প্রদক্ষিণ করিতে নাই।

ত্রিকোণাকার প্রদক্ষিণ করিবার প্রণালী এই যে,—দেবতার দক্ষিণদিক্ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া তথা হইতে ঈশানকোণে গমন করিতে হয়, এবং তথা হইতে পুনরায় বায়ুকোণ দিয়া দক্ষিণে আসিতে হয়।

প্রণাম।—প্রণাম দুইপ্রকার, মান্ত্রিক ও কায়িক। মন্ত্রপাঠ করিয়া মনে মনে যে প্রণাম করা হয়, তাহা মান্ত্রিক, এবং মস্তক নত করিয়া কায়দ্বারা যে প্রণাম করা হয়, তাহাকে কায়িক বলা যায়। উভয়বিধ প্রণাম আবার দুইপ্রকার—অষ্টাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ। অষ্টাঙ্গ প্রণাম যথা,—

পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ॥

দুই হাত, দুই পা, দুই জানু, বক্ষঃ ও মস্তক ভূমিপাতিত করিয়া চক্ষু দ্বারা দর্শন, মুখে মন্ত্রবাক্য উচ্চারণ ও দেবতার চরণে মন সমর্পণ, এই অষ্টাঙ্গের প্রণাম। পঞ্চাঙ্গের প্রণাম যথা,—

বাহুভ্যাং চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ॥

বাহু, জানু, মস্তক, বাক্য ও চক্ষু এই পাঁচ অবয়বের প্রণাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। পূজা সমাপ্ত করিয়া এই দ্বিবিধ প্রকারের একতর প্রণাম করিতে হয়।

আত্ম-সমর্পণ।—প্রণামান্তে আত্মসমর্পণ করিবার পদ্ধতি আছে। তদর্থে বিশেষার্ঘ্য-পাত্রস্থিত জল দক্ষিণহস্তে লইয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক দেবতাঙ্গে প্রক্ষেপ করিতে হয়। ইহাই আত্মসমর্পণ। মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেবতায় আত্মসমর্পণ করা হইতেছে,—এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। আত্মসমর্পণের মন্ত্র যথা,—

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎসর্ব্বং—অমুকদেবতায়ৈ স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীঅমুক দেবতাচরণে সমর্পয়ে।

অমুক দেবতাস্থলে উপাসিত দেবতার নাম করিতে হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভূত-শুদ্ধি।

ন্যাস করিবার পূর্ব্বে ভূত-শুদ্ধি ও পরে প্রাণায়াম করিবার বিধান শাস্ত্রাদিতে পরিদৃষ্ট হয়। অতএব আগেই ভূতশুদ্ধির বিষয় বলা যাইতেছে।

শাস্ত্রে ভূত-শুদ্ধির অর্থ ও তাহা করিবার কারণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্।
অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা॥

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূতে মানবের শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, অব্যয় ব্রহ্মসংযোগ করিয়া সেই পঞ্চভূত সংশোধন করার নামই ভূতশুদ্ধি।

ইচ্ছাদ্বারা চিন্তাদ্বারা ও প্রক্রিয়া বিশেষের দ্বারা জীবের শক্তিকেন্দ্রস্বরূপা কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করিতে হয়, এবং তাঁহাকে উদ্বোধিতা করিয়া তাঁহার সহিত শক্তি সাহায্যে জীবাত্মাকে পরমাত্মায় সংযোজিত করার নাম অব্যয় ব্রহ্ম-সংযোগ। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, চৈতন্যশক্তি ও একাগ্রশক্তি এই শক্তি চতুষ্টয়ই প্রায়শঃ দেহের স্থূলবিশেষের দোষে অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকে। অব্যয় ব্রহ্মসংযোগ দ্বারা সেই সকল দোষের নিরাকরণ হইয়া থাকে। একাগ্রশক্তির অবসাদক শারীর দোষের উন্মার্জ্জন করার নাম শরীরস্থ পঞ্চভূতের সংশোধন। এই ভূতশুদ্ধি না করিয়া দেবতার আরাধনা

করিলে তাহা কোন ফলপ্রদ হয় না। এই কারণেই অনেকে দেবতা-আরাধনা করিয়াও ফল প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। দেবতাপূজা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে ভূতশুদ্ধি ও তৎপ্রক্রিয়া শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ম্ম জপহোমার্চ্চনাদিকম্।
ভবেত্তু নিষ্ফলং সর্ব্বং প্রকারেণাপ্যনুষ্ঠিতম্॥

ভূতশুদ্ধি না করিয়া জপ, হোম, পূজা প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করা হউক, তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব যথা-বিহিত অনুষ্ঠানে ভূতশুদ্ধি করিয়া দেবতার অর্চ্চনা আদি করিতে হয়।

ভূতশুদ্ধি একটি যোগবিশেষ। অতএব সাবধানে এবং ধীরভাবে এই ক্রিয়ানুষ্ঠান শিক্ষা করিতে হয়। অধিকারী ভেদে তিনপ্রকার ভূতশুদ্ধির কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তিনপ্রকার ভূতশুদ্ধির বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিলাম; সাধক আপনার শক্তি অনুসারে ইহার একতমের অভ্যাস করিয়া লইবেন।

বৃহৎ ভূতশুদ্ধি।—স্কন্ধে নিধায় চ করা-বুত্তানৌ সাধকোত্তমঃ। মনোনিবেশ্য মূলে চ হংকারেণৈব কুণ্ডলীম্॥ উত্থাপ্য হংসমন্ত্রেণ পৃথিব্যাসহিতাস্তু তাম্। স্বাধিষ্ঠানং সমানীয় তত্তত্ত্বে নিয়োজয়েৎ॥ গন্ধাদি ঘ্রাণসংযুক্তাং পৃথিবী-মপ্সু সংহরেৎ। রসাদি জিহ্বয়া সার্দ্ধং জলমগ্নৌ বিলাপয়েৎ॥ রূপাদি চক্ষুষা সার্দ্ধমগ্নিং বায়ৌ বিলাপ্য চ। স্পর্শাদিত্বগ্ যুতং বায়ুমাকাশে প্রবিলাপয়েৎ॥ অহঙ্কারে নয়েদ্ব্যোম সশব্দং তন্ম-হত্যাপি। মহত্তত্ত্বঞ্চ প্রকৃতৌ তাং ব্রহ্মণি বিলাপয়েৎ॥ এবং

বিলাপ্য মতিমান্ বামকুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ। পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্। খড়্গচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্। সঞ্চিন্ত্য পূরয়েত্তেন বায়ুং ষোড়শমাত্রয়া॥ তেন পাপাত্মকং দেহং শোষয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ। নাভৌ রং রক্তবর্ণঞ্চ ধ্যাত্বা তজ্জাতবহ্নিনা॥ চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভকেন দহেৎ পাপবতীং তনুম্। ললাটে বারুণং বীজং শুক্লবর্ণং বিচিন্ত্য চ॥ দ্বাত্রিংশতা রেচকেন প্লাবয়েদমৃতাম্ভসা। আপাদশীর্ষপর্য্যন্তমাপ্লাব্য তদনন্তরম্। উৎপন্নং ভাবয়েদ্দেহং নবীনং দেবতাময়ম্। পৃথ্বীবীজং পীতবর্ণং মূলাধারে বিচিন্তয়ন্॥ তেন দিব্যাবলোকেন দৃঢ়ীকুর্য্যাৎ নিজাং তনুম্। হৃদয়ে হস্তমানীয় আং হ্রীং ক্রোং হংস উচ্চরন্। সোঽহং মন্ত্রেণ তদ্দেহে দেব্যাঃ প্রাণান্ সমানয়েৎ। ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থং দেবীভাবপরায়ণঃ॥ *

শাস্ত্র-বিধি বিহিত যে কোন আসনে উপবেশন করিয়া দৃঢ় এবং উৎসাহিতচিত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে বামদিকে—গুরবে নমঃ; দক্ষিণদিকে—গণপতয়ে নমঃ; এবং মধ্যভাগে—অমুকদেবায় নমঃ † বলিয়া নমস্কার করিবে। তৎপরে, করশুদ্ধি, তালত্রয় ও দিগ্বন্ধনাদি করিয়া তেজ রক্ষা করিতে হয়। তেজরক্ষার প্রণালী এইরূপ—জলধারার দ্বারা আপনাকে বেষ্টন করিয়া চিন্তা করিতে হয়, আমি বহ্নি-প্রাচীরের মধ্যে উপবিষ্ট আছি। তৎপরে—"অমুকদেবতাপূজাদ্যধিকারসিদ্ধয়ে ভূতশুদ্ধ্যাদ্যহং করিষ্যে"—আমি অমুক দেবতার পূজাদি করিবার অধিকার—অর্থাৎ শক্তি

---

* দেবীভাব এই কথা বলা হইয়াছে, ইহা উপলক্ষণ মাত্র। দেবপক্ষেও ঐ বিধান বুঝিতে হইবে।

† নিজের ইষ্টদেবতা।

পাইবার জন্য ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিতেছি, ইহা পাঠ করিয়া ধ্যান বা চিন্তা করিতে হয়।

অতঃপর 'হং সঃ' মন্ত্রে মূলাধারস্থিত সুপ্ত কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত ও উত্থাপিত করিতে হয়। কুণ্ডলিনী বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময়ী। ভাস্কর ও একত্র সহস্র বিদ্যুৎ অপেক্ষাও অধিক-প্রভাশালিনী। পদ্মের মৃণাল ভাঙ্গিলে তন্মধ্যে যে সূক্ষ্মতম তন্তু দেখা যায়, তদপেক্ষাও সূক্ষ্মা; যেন এক অনির্ব্বাচ্য তেজের রেখা। এই শক্তি প্রত্যেক জীবৎ শরীরে বিরাজ করিতেছে,—কিন্তু সুপ্ত ও মলিন অবস্থায়। কৌশলে ইহাঁর উদ্বোধন করিতে হয়। কৌশল অর্থে শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল এবং চৈতন্য-শক্তির উত্তেজনা।

যেরূপ প্রকারে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত ও উদ্বোধিতা করিতে হয় তাহার প্রণালী এইরূপ,—

ষট্‌চক্রসন্ধিমার্গেণ সুষুম্না বর্ত্মনা তথা। ঊর্দ্ধং নয়েৎ কুণ্ড-লিনীং জীবাত্মাসহিতাং পরাম্॥ আধারোত্থেন মরুতা নয়েচ্চৈব শনৈঃ শনৈঃ। তেনৈব মরুতা তানি পদ্মান্যূর্দ্ধমুখানি চ। ভাব-য়েৎ সাধকো যোগী জ্ঞানমার্গেণ চেতসা॥

বিদ্যুৎসদৃশী কুণ্ডলিনী শক্তি বায়ুর উত্তেজনায় মেরুমধ্যস্থ মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা এই ষট্‌চক্র বা ষড়্‌গ্রন্থীদ্বারা সুষুম্না-পথে অতি শীঘ্রই বিদ্যুতের ন্যায় প্রবাহিতা হইয়া শিরোবস্থিত সহস্রার-পথে পরমাত্মায় গিয়া মিলিত হন।

হংসঃ, শ্বাস-প্রশ্বাস। বাহির হইতে নাসিকা-পথে যে বায়ু টানিয়া লওয়া হয়, তাহাই শ্বাস বা 'হং'; আর ভিতর হইতে যে

বায়ু নাসিকা-পথে বাহিরে ত্যাগ করা হয়, তাহাই প্রশ্বাস বা 'সঃ'। এখন যে প্রকার করিলে বায়ুর বেগ লিঙ্গমূল পর্য্যন্ত যাইতে পারে, সেই প্রকারে 'হং' উচ্চারণ দ্বারা বায়ু আকর্ষণ ও 'সঃ' উচ্চারণ দ্বারা তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। কুণ্ডলিনীর উদ্বোধন-চিন্তাসহকারে ঐরূপ করিতে পারিলে, কুণ্ডলিনী শক্তি তৎক্ষণাৎ বিদ্যুতের ন্যায় উঠিবেন, এবং সুষুম্না-পথে ঊর্দ্ধগামিনী হইবেন। একদিনে বা এক মাসে কখনই এই প্রক্রিয়া অভ্যাস হইতে পারে না,—ক্রমাভ্যাসে এই ক্রিয়ার সাফল্য ঘটিয়া থাকে।

সুষুম্না-পথ কোথায়, তাহা জানাও আবশ্যক,—মেরুদণ্ডের অধঃপ্রান্তের নিকটস্থ মূলাধার কন্দ হইতে উদ্ভূত হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া সহস্রদল পর্য্যন্ত (মস্তিকের সন্নিবেশ-সহস্র দলপদ্ম) অতি সূক্ষ্মা সুষুম্না নাড়ী গমন করিয়াছে। এই নাড়ীর ঊর্দ্ধপ্রান্ত ব্রহ্মরন্ধ্র এবং অধঃপ্রান্ত অপানমূল। এই নাড়ীর মধ্য দিয়াই কুণ্ডলিনী শক্তি মস্তকে গমন করেন।

অনন্তর এইরূপ কৌশলে কুণ্ডলিনী শক্তিকে 'হং সঃ' মন্ত্রে উত্থাপিত করত হৃদয়-পুণ্ডরীকে লইয়া যাইতে হয়। তথায় জীব দীপ-কলিকার আকারে বিরাজ করিতেছেন, তাহাকে কুণ্ডলিনী-মুখে গ্রাহিত করাইয়া সহস্রারপদ্মস্থ পরমাত্মায় কুণ্ডলিনী সহ সংমিলিত করিতে হইবে।

যাঁহারা এইরূপ প্রক্রিয়া করিতে জানেন না, তাঁহারা প্রথম প্রথম ঐরূপ প্রক্রিয়া একতান মনে চিন্তা করিবেন, এবং ক্রমে অভ্যাস করিতে থাকিবেন।

তৎপরে পদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত স্থানকে চতুরস্র পৃথিবী-

মণ্ডল ভাবনা করত তাহাতে পার্থিব গুণের ও পার্থিব ইন্দ্রিয়ের—অর্থাৎ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি চিন্তা করিয়া তদূর্দ্ধে নাভি পর্য্যন্ত স্থানকে শুক্লবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকার জলমণ্ডল ভাবনা করিতে হয়। তৎপরে ভাবনা করিতে হয়,—কুণ্ডলিনী উক্ত পৃথিবীমণ্ডলকে মুখে করিয়া লইয়া উক্ত জলমণ্ডলে নিক্ষেপ করত বিলাপিত করিয়াছে। এই সময়ে এই মন্ত্র স্মরণ ও পাঠ করিবে—"হ্রীং পৃথিব্যধিপতয়ে নিবৃত্তিকলাত্মনে হুং ফট্ স্বাহা।"—পরে নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত শরীরাংশকে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বহ্নিমণ্ডল ভাবনায় পরিভাবিত করিয়া তাহাতে কুণ্ডলিনীর দ্বারা পূর্ব্ব বর্ণিত জলমণ্ডলের বিলয় চিন্তা করিবে এবং স্মরণ ও পাঠ করিবে—"হ্রীং বিষ্ণবে জলাধিপতয়ে প্রতিষ্ঠাকলাত্মনে হুং ফট্ স্বাহা।"—পরে হৃদয় হইতে ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত স্থানকে বর্ত্তুল কৃষ্ণবর্ণ বায়ুমণ্ডল ভাবনা করত তাহাতে প্রাগ্বর্ণিত বহ্নিমণ্ডলের বিলয় চিন্তা করিতে হইবে,—"ওঁ হৌং ঈশানায় বায়ধিপতয়ে শান্তি-কলাত্মনে হুং ফট্ স্বাহা।"—পরে ভ্রূমধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত স্থানকে শুক্লবর্ণ বর্ত্তুল আকাশমণ্ডল ধ্যান করিয়া তাহাতে উক্ত বায়ুমণ্ডলের বিলয় অনুভব করিতে হইবে এবং স্মরণ ও পাঠ করিতে হইবে,—"ওঁ হৌং সদাশিবায় আকাশাধিপতয়ে শান্ত্য-তীতকলাত্মনে হুং ফট্ স্বাহা।" অনন্তর কুণ্ডলিনীমুখদ্বারা উক্ত আকাশমণ্ডলকে অহঙ্কারে, অহঙ্কারকে মহত্তত্ত্বে, মহত্তত্ত্বকে প্রকৃতিতে এবং প্রকৃতিকে নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরব্রহ্মে বা পরমাত্মায় বিলাপিত করিতে হইবে,—অর্থাৎ মিলাইয়া এক করিয়া দিতে হইবে। এস্থলে প্রকৃতি শব্দের অর্থ—মাতৃকাবর্ণাত্মক শব্দ ব্রহ্ম।

অনন্তর শরীরস্থ পাপ-পুরুষ দাহ-কামনায় নিম্নলিখিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রথমে শরীরের ঋষি, দেবতা' ছন্দঃ ও বিনিয়োগ স্মরণ করিতে হয়। তদর্থে নিয়মমন্ত্র স্মরণ ও পাঠ করিতে হইবে,—"শরীরচৈতন্যস্য অন্তর্য্যামী ঋষিঃ সত্যং দেবতা প্রকৃতি-পুরুষৌ ছন্দঃ পাপশোধনে বিনিয়োগঃ।" ইহাকে ঋষ্যাদি স্মরণ বলে। এই ঋষ্যাদি স্মরণের পর বাম-কুক্ষিতে পাপপুরুষের ধ্যান—অর্থাৎ চিন্তা করিতে হয়, এবং পাঠ করিতে হয়—"পুরুষং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্। খড়্গ-চর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমঙ্গুষ্ঠপরিমাণকম্। সর্ব্বপাপস্বরূপঞ্চ সর্ব্বদাধো-মুখং স্থিতম্॥ *

পরে বায়ুবীজ "যং"—এই মন্ত্রের ঋষি, দেবতা ছন্দঃ ও বিনি-য়োগ পর পর স্মরণ ও পাঠ করিবে যথা,—"যমিতি বায়ুবীজস্য কিস্কিন্ধ ঋষির্বায়ুর্দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শরীরস্থ পাপপুরুষশোধনে বিনিয়োগঃ। পরে বায়ুবীজের ধ্যান (চিন্তা) করিবে যে,—নাভিমূলে ষট্‌বিন্দু-শোভিত মণ্ডলে ধূম্রবর্ণ চঞ্চল ধ্বজযুক্ত ও ধূ ধূ শব্দযুক্ত হংসদৈবত (হংসঃ—শ্বাস ও প্রশ্বাস) সর্ব্বশোষক বায়ুবীজ (যং) বিরাজ করিতেছে। তৎপরে পূরকযোগে † ষোল বার 'যং' বীজ জপ করিতে হইবে, এবং চিন্তা করিতে হইবে, ঐ বীজ হইতে

---

* চিন্তা করিতে হইবে যে, পাপপুরুষ কৃষ্ণবর্ণ, রক্তশ্মশ্রু, ক্রোধে রক্তনেত্র, খড়্গচর্ম্মধারী, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপের দ্বারা ইহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠিত থাকায় অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ এবং ইনি সর্ব্বদা অধোমুখে অবস্থিত।

† পূরক শব্দের অর্থ বাহ্য বায়ু আকর্ষণ করত তাহা শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট করা। কুম্ভক শব্দের অর্থ সেই বায়ু শরীরাভ্যন্তরে কিয়ৎকাল ধারণ করিয়া রক্ষা এবং রেচক শব্দের অর্থ তাহা অল্পে অল্পে পরিত্যাগ করা।

বায়ু উঠিয়া পাপ পুরুষকে শুষ্ক করিয়াছে। তদনন্তর রং বীজের ঋষি, দেবতা ছন্দঃ ও বিনিয়োগ স্মরণ ও পাঠ করিতে হয় যথা,—"রমিতি অগ্নিবীজস্য কশ্যপঋষিরগ্নির্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ* পাপপুরুষদাহে বিনিয়োগঃ।"—পরে বহ্নিবীজের ধ্যান (চিন্তা) করিবে যে,- হৃদয়প্রদেশে রক্তবর্ণ ত্রিকোণ বিদ্যাকলাযুক্ত রুদ্রদৈবত বহ্নিমণ্ডল রহিয়াছে। পরে কুম্ভক প্রয়োগ করত (রং) এই বীজ চৌষট্টিবার জপ করিতে হইবে, এবং ভাবনা করিতে হইবে যে,—রং বীজ সমুত্থ বহ্নি, শরীর সহ পাপ-পুরুষ ভস্ম করিয়াছে। পরে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত বায়ুবীজ (যং) দ্বাদশ বার জপ করিয়া রেচক যোগে চিন্তা করিতে হইবে যে,—উক্ত পাপ-পুরুষ-ভস্ম রেচিত হইয়াছে।

তদনন্তর বরুণবীজ 'বং' এই মন্ত্রের ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ ও বিনিয়োগ স্মরণ ও পাঠ করিবে যথা,—"বমিতি বরুণবীজস্য হিরণ্যগর্ভঋষির্হংসো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ প্লাবনে বিনিয়োগঃ।" তৎপরে বং বীজের ধ্যান (চিন্তা) করিবে যে,—মূর্দ্ধপ্রদেশে শুভ্রবর্ণ অর্দ্ধচন্দ্রাকার বরুণ দৈবত জলমণ্ডল রহিয়াছে। এই রূপ চিন্তা করিয়া ষোলবার "বং" এই বীজ জপ করিতে হইবে, এবং ভাবনা করিতে হইবে—পাপ-পুরুষ দাহের ভস্ম পিণ্ডীকৃত হইয়াছে। পরে, (লং) বীজের ঋষি, দেবতা, ছন্দঃ ও বিনিয়োগ স্মরণ এবং পাঠ করিবে যথা—"লমিতি পৃথ্বীবীজস্য ব্রহ্মঋষিরিন্দ্রো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কঠিনীকরণে বিনিয়োগঃ।" অনন্তর (লং) এই বীজের ধ্যান (চিন্তা) করিবে—"মূলাধারে বজ্রলাঞ্ছিত চতুষ্কোণ পীতবর্ণ কাঠিন্য-গুণান্বিত চন্দ্রদৈবত পৃথিবীমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে।" এই রূপ চিন্তা করিয়া ভাবিতে হইবে

যে,—লং বীজ স্বীয় কাঠিন্যের দ্বারা শরীর সুদৃঢ় করিয়াছে। তদনন্তর এই রূপ চিন্তা করিতে হইবে যে,—"আমার দেবভাবাপন্ন অভিনব শরীর হইয়াছে।" এই সময়ে (হং) এই আকাশ বীজ স্মরণ করিবে। তৎপরে ভাবনার দ্বারা পরমাত্মায় বিলীন পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ব গুলিকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবে এবং নিজ হৃদয়ে—"ওঁ আং ক্রোং সঃ"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্ত স্থাপন করত ধ্যান বা চিন্তা সহকারে জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে হৃদয়ে যথোক্ত স্থানে আনয়ন ও স্থাপন করিবে —ইহাই বৃহৎ

মধ্যম ভূতশুদ্ধি—এই প্রণালীর ভূতশুদ্ধিই বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ পূজাপদ্ধতিতে লিখিত ও প্রচলিত আছে। অতএব, সাধারণের সুগমের জন্য আমরা এই স্থলে সাধারণ পদ্ধতির অনুষ্ঠান ও তাহার ক্রিয়া-প্রণালী সম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—কিন্তু বাঙ্গালায় লিখিবার সময়ে যেরূপে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা একেবারেই সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।

রমিতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্তয়েৎ। ততঃ স্বাঙ্কে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা সোঽহমিতি জীবাত্মানং হৃদয়স্থং দীপকলিকাকারং মূলাধারস্থিতকুণ্ডলিন্যাসহ সুষুম্নাবর্ত্মনা মূলাধার—স্বাধিষ্ঠান—মণিপূরক—অনাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য ষট্‌চক্রাণি ভিত্ত্বা শিরোঽবস্থিতাধোমুখ-সহস্রদলকমল-কর্ণিকান্তর্গত-পরমাত্মনি তৎ সংযোজ্য তত্রৈব পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়্বাকাশ-গন্ধরস-রূপ-স্পর্শ-নাসিকা-জিহ্বা-চক্ষুঃ শ্রোত্র-ত্বক্‌-বাক্‌-পাণিপাদপায়ূপস্থ প্রকৃতি-মনো-বুদ্ধ্য-হঙ্কার-চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বানি বিলীনান্

বিভাব্য—যমিতি বায়ুবীজং ধূম্রবর্ণং বামনাসাপুটে বিচিন্ত্য তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণপাপপুরুষেণ সহ দেহং সংশোধ্য তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দক্ষিণনাসয়া বায়ুং রেচয়েৎ। দক্ষিণনাসাপুটে রমিতি বহ্নিবীজং রক্তবর্ণং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন বায়ুনা দেহমাপূর্য্য নাসাপুটৌ ধৃত্বা তস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন কুম্ভকং কৃত্বা পাপপুরুষেণ সহ দেহং মূলাধারস্থিতবহ্নিনা দগ্ধা তস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন বামনাসয়া ভস্মনা সহ বায়ুং রেচয়েৎ। ঠমিতি চন্দ্রবীজং শুক্লবর্ণং বাম-নাসিকায়াং ধ্যাত্বা তস্য ষোড়শবারজপেন ললাটে চন্দ্রং নীত্বা নাসাপুটৌ ধৃত্বা বমিতি বরুণবীজস্য চতুঃষষ্টিবারজপেন তস্মা-ল্ললাটচন্দ্রাদ্ গলিতসুধয়া মাতৃকাবর্ণাত্মিকয়া সমস্তদেহং বিরচ্য লমিতি পৃথ্বীবীজস্য দ্বাত্রিংশদ্বারজপেন দেহং সুদৃঢ়ং বিচিন্ত্য দক্ষিণেন বায়ুং রেচয়েৎ॥

এই মধ্যম ভূতশুদ্ধির ক্রিয়া-প্রণালী-সম্বন্ধে গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

সুষুম্নাবর্ত্মনা সোঽহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ। সহস্রারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ। ধূম্রবর্ণং ততো বায়ুবীজং ষড়্-বিন্দুলাঞ্ছিতম্। পূরয়েদিড়য়া বায়ুং সুধীঃ ষোড়শমাত্রয়া। মাত্রয়া তু চতুঃষষ্ট্যা কুম্ভয়েচ্চ সুষুম্নয়া। দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়া। পূরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিন্ত্য নীলমারুতম্। রক্তবর্ণং বহ্নিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতম্। তেন পূরক-যোগেন মাত্রয়া ষোড়শাখ্যয়া। চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দ্দহেৎ কুম্ভকেন তু। বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভং। ব্রহ্মহত্যা

শিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্। সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্। তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বাঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্। উপপাতকরোমাণং রক্ত-শ্মশ্রুবিলোচনম্॥ খড়্গাচর্ম্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ। মূলাধারোত্থিতেনৈব বহ্নিনা নির্দ্দহেচ্চ তৎ। এবং সংদহ্য পরিতো দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ। ভস্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ। বামনাভ্যাং চান্দ্রবীজং কুলেন্দ্বযুতসংপ্রভম্। ভালেন্দু-রাজে সংযোজ্য ততঃ ষোড়শমাত্রয়া। সুষুম্নয়া চতুঃষষ্টিমাত্রয়া তোয়বীজকম্। ধ্যাত্বামৃতময়ীং সৃষ্টিং পঞ্চাশদ্বর্ণরূপিণীম্। তয়া দেহং বিচিন্ত্যেবং মনসা পিঙ্গলাধ্বনা। দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লংবীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ। স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনস্তেনৈব বর্ত্মনা। জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ। ইতি কৃত্বা ভূত-শুদ্ধিং মাতৃকান্যাসমাচরেৎ॥ ততঃ হংস ইতি জীবং হৃদয়মানীয় কুলকুণ্ডলিনীং পৃথিব্যাদীনি যথাস্থানে স্থাপয়েৎ॥ বিশেষস্তু শক্তিবিষয়ে।—হংস ইতি জীবাদিকং পরমশিবে সংযোজ্য সোঽহ-মিতি মন্ত্রেণ স্বস্থানে নয়েৎ॥

সাধক বিধিবিহিত আসনে উপবিষ্ট হইয়া "রং" এই বহ্নিবীজ চিন্তা ও পাঠ করত জলধারা দ্বারা আপনাকে বেষ্টন করিবে,এবং একতান চিন্তা করিবে যে—আমি অগ্নিপ্রাচীরের মধ্যে উপবেশন করিয়া আছি। তৎপরে করদ্বয় উত্তানভাবে (চিৎভাবে) বামদক্ষিণক্রমে উপর্য্যুপরি স্বক্রোড়ে স্থাপন করিয়া সোঽহং—অর্থাৎ 'পরমাত্মাই আমি' (শক্তিবিষয়ে 'হংসঃ' এবং শূদ্রের নমঃ) এইরূপ চিন্তা করিবে। তদনন্তর চিন্তা করিতে হইবে, কুণ্ডলিনী জাগরিত হইয়া মূলাধার হইতে সুষুম্নানাড়ী-পথে নাভি-দেশস্থ স্বাধিষ্ঠান ও হৃদয়স্থ মণিপুর-পথ বা চক্রভেদ করিয়া—

অর্থাৎ উহাদের মধ্য দিয়া উক্ত নাড়ীপথে অনাহত চক্রে উঠিয়াছেন। এই স্থানে জীবাত্মা ছিলেন, কুণ্ডলিনী তাঁহাকে লইয়া উক্ত নাড়ীপথে কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ ও ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্র বা পথ ভেদ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া মস্তকাভ্যন্তরস্থ সহস্রারপদ্মে গিয়া তত্রাবস্থিত পরমাত্মায় মিলিতা হইয়াছেন। শরীরস্থ ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ ও আকাশ এই পঞ্চভূত ও গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ, এই পাঁচ বিষয় ও নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্, এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বাক্, হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই তিন অন্তঃকরণ,—এই সমস্ত পরমশিব পরমাত্মায় লীন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ভাবনার পর—'যং' এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজ স্মরণ ও ষোলবার ঐ 'যং' বীজ জপ ও দক্ষিণ নাসিকা চাপিয়া ধরিয়া, বাম নাসিকার দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবেন। 'যং' মন্ত্র ষোলবার জপ করিবার সময় ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বায়ু আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য—কিন্তু ষোলবার জপ করা সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেই বায়ু আকর্ষণ করিবার টান যেন অবিচ্ছিন্ন থাকে। অনন্তর ঐ 'যং' মন্ত্রে চৌষট্টিবার জপ করিতে হইবে এবং জপ করা কাল পর্য্যন্ত নাসাপুটদ্বয় বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিবে, অর্থাৎ প্রপূরিত বায়ু ধারণ করিবে। এই সময় চিন্তা করিতে হইবে যে,—বামকুক্ষিস্থ পাপপুরুষ সহ ভৌতিক দেহ বায়ুর দ্বারা শুষ্ক হইয়াছে। পরে ঐ 'যং' বীজ বত্রিশবার জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসিকার দ্বারা কুম্ভকের বায়ু—অর্থাৎ যে বায়ু কুম্ভক করত আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিবে;—এরূপভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে যে, যেন

একেবারে সমস্ত বায়ু না বাহির হয়,—সমান ভাবে এবং বত্রিশ-বার জপ-কাল পর্য্যন্ত সমস্ত বায়ু বহির্গত হয়, পরে রক্তবর্ণ 'রং' এই অগ্নিবীজ স্মরণ করিয়া ষোলবার ঐ 'রং' বীজ জপ করিবে এবং জপ করিবার সময়ে বাম নাসা বন্ধ করিয়া দক্ষিণনাসায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ু আকর্ষণ করিবে। পরে উভয় নাসা ধারণ করিয়া চৌষট্টি বার 'রং' বীজ জপ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুম্ভক করিবে এবং ভাবনা করিবে—মূলাধার হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া শুষ্ক পাপ-পুরুষ সহ দেহ ভস্ম হইয়াছে। পরে উক্ত 'রং' মন্ত্র বত্রিশবার জপ করিতে হইবে এবং কুম্ভকের বায়ু বাম নাসিকার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অনন্তর শুক্লবর্ণ চন্দ্র-বীজ 'ঠং' স্মরণ করিয়া ঐ 'ঠং' বীজ ষোলবার জপ, ললাটে চন্দ্রের আবির্ভাব ধ্যান (চিন্তা) এবং ঐ 'ঠং' বীজ জপকালে বাম নাসিকা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকার বাহ্য বায়ু আকর্ষণ করিবে। তৎপরে উভয় নাসিকা বন্ধ করত কুম্ভক সহকারে চৌষট্টিবার 'বং' এই বরুণ বীজ জপ করিবে এবং ললাট-চন্দ্র-নির্গলিত অমৃতের দ্বারা নূতন শরীরের উৎপত্তি চিন্তা করিবে। তদনন্তর পৃথ্বীবীজ 'লং' বর্ণের স্মরণ করিয়া দক্ষিণ নাসিকার দ্বারা ধীরে ধীরে কুম্ভকের বায়ু পরিত্যাগ ও তৎসঙ্গে সঙ্গে বত্রিশবার 'লং' বীজ জপ করিতে হইবে। তৎপরে চিন্তা করিতে হইবে যে,—দেহ সুদৃঢ়, দেবভাবাপন্ন ও পূজাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। পরে 'হংসঃ' এই মন্ত্রে লয় প্রাপ্ত কুণ্ডলিনীর সহিত জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে পুনরায় তাহাদিগের স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করা হইল—এইরূপ চিন্তা করিবে,

এবং 'সোঽহং'—অর্থাৎ 'সেই পরমাত্মা আমি' এইরূপ চিন্তা করিবে।

বৈষ্ণবগণ 'হংসঃ' এই মন্ত্রস্থলে 'সোঽহং' বলিবেন, শাক্তগণ 'হংসঃ' বলিবেন। স্ত্রী-শূদ্রগণও 'হংসঃ' বলিবে না,—তাহারা তেজোময় জীবাত্মাকে চিন্তা করিয়া 'হংসঃ' স্থলে "নমঃ" বলিবে।*

সংক্ষেপভূতশুদ্ধি।—পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়াং।—অথবান্যপ্রকারেণ ভূতশুদ্ধির্বিধীয়তে। ধর্ম্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞানানলং সুশোভনং। ঐশ্বর্য্যাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্য-কর্ণিকম্॥ স্বীয়হৃৎকমলে ধ্যায়েৎ প্রণবেন প্রকাশিতম্। কৃত্বা তৎকর্ণিকাসংস্থং প্রদীপ-কলিকানিভম্। জীবাত্মানং হৃদি ধ্যাত্বা মূলে সংচিন্ত্য কুণ্ডলীম্। সুষুম্নাবর্ত্মনাত্মানং পরমাত্মনি যোজয়েৎ॥

অতি সংক্ষেপ এক প্রকার ভূতশুদ্ধি আছে, তাহাতে রেচক, পূরক, কুম্ভকাদি কিছুই নাই। ইহা কেবল ভাবনাময়,—চিন্তা-শক্তিদ্বারা দৈহিককার্য্য সম্পন্ন করা। বলা বাহুল্য, কেবল চিন্তা দ্বারা মানুষ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। চিন্তাদ্বারা মানুষ মাটীকে সোণা করিতে পারে,আমকে জাম করিতে পারে,—ইহা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানেও স্থির হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক এই সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি কেবল চিন্তাময়—ভাবনা বিশেষের দ্বারা অনুষ্ঠেয়। ইহার প্রণালী এইরূপ,—

---

* হংসাখ্যং ন স্মরেৎ শূদ্রো ভূতশুদ্ধৌ কদাচন। স্মরণান্নরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ।—বারাহীতন্ত্রে।—জীবং তেজোময়ং ধ্যাত্বা নমো মন্ত্রেণ যোজয়েৎ।—সারদায়াং।

পূজক যথাবিধানে উপবেশন করত ধ্যানযোগে একতানরূপে চিন্তা করিবে যে,—হৃদয়-প্রদেশে যেন একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। ঐ পদ্মের কন্দ (মূল) ধর্ম্ম, জ্ঞান তাহার মৃণাল, অষ্টৈশ্বর্য্য * তাহার আটটি দল (পাপ্‌ড়ী), বৈরাগ্য তাহার (কর্ণিকা)। এই পদ্ম প্রণব (ওঁ) দ্বারা বিকসিত হইয়াছে। আমি মৎ-অভিন্ন জীব উক্ত কর্ণিকার প্রদীপ শিখার ন্যায় রহিয়াছি। ইহার অব্যবহিত পরে চিন্তা করিবে—দেহমূলে—অর্থাৎ আধার-পদ্মে বা চক্রে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া হৃৎপদ্ম-কর্ণিকাস্থিত জীবকে লইয়া পরমাত্মায় মিলিত করিয়াছেন। এখন আমি 'সোঽহং'—অর্থাৎ "সেই আমি।"—সেই আমি অর্থে শুদ্ধস্বভাব পরমাত্মা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ন্যাস-প্রকরণ।

শাস্ত্রে আছে—"নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।" অর্থাৎ দেবভাবাপন্ন না হইয়া দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। দেবভাবাপন্ন বলিতে—অবিক্ষিপ্তচিত্ত এবং ভূতপঞ্চক পরিশুদ্ধ হওয়া। ভূতশুদ্ধিদ্বারা ভূতপঞ্চক পরিশুদ্ধ হওয়া যায়, আর ন্যাসের দ্বারা বিচলিত চিত্ত স্থির হইয়া থাকে; শাস্ত্রে আছে,—

* অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথাকামাবশায়িতা॥

আগমোক্তেন বিধিনা নিত্যং ন্যাসং করোতি যঃ।
দেবতাভাবমাপ্নোতি মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
যো ন্যাসকবচচ্ছন্নো মন্ত্রং জপতি তং প্রিয়ে।
দৃষ্ট্বা বিঘ্নাঃ পলায়ন্তে সিংহং দৃষ্ট্বা যথা গজাঃ॥
অকৃত্বা ন্যাসজালং যো মূঢ়ত্বাৎ প্রজপেন্মনুম্।
সর্ব্ববিঘ্নৈঃ স বাধ্যঃ স্যাৎ ব্যাঘ্রৈর্মৃগশিশুর্যথা॥

যে সাধক আগমোক্ত বিধিতে নিত্য ন্যাস করিয়া থাকেন, তিনি দেবভাবাপন্ন হয়েন, এবং তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে; তাহার বিঘ্ন সমুদয় বিদূরিত হয়। ন্যাসাদি না করিয়া যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য করে, তাহার জপপূজাদি সমস্তই নিষ্ফল হয়।

মন্ত্রজপ, পূজা, স্তব-কবচ পাঠ প্রভৃতি যাহা কিছু করিতে হয়, সমস্তই একতান চিত্তে সম্পন্ন করিতে হয়। চিত্তস্থির না হইলে কোন কার্য্যেই ফললাভ হয় না। কিন্তু বিষয়-বাসনা-বিদগ্ধ, কামকামনা জর্জ্জরিত, পুত্র-কন্যাদি-স্বজনানুরাগ-মুগ্ধ মানবের চিত্ত সর্ব্বদাই বিক্ষিপ্ত। তাই তাহারা পূজা বা জপাদি-কালে স্থিরচিত্ত হইতে পারে না। ধ্যেয় বস্তুতে অধিকক্ষণ চিত্ত স্থির রাখিতে পারে না। ধ্যেয় বস্তুতে অধিকক্ষণ চিত্ত-স্থির রাখিতে গেলে তাহা ভাল লাগে না,—শরীর ও মন অবসাদগ্রস্ত হয়। জপ-পূজাদিকালেও কেবল স্ত্রী-পুত্রাদির কথা—বিষয়-আশয়ের কথা—সাংসারিক কাজকর্ম্মের কথা বা প্রিয়-জনের মূর্ত্তি মনে আসিয়া উদয় হয়। কাজেই মানুষ দেবভাবাপন্ন হইতে পারে না,—পার্থিব আসক্তিতে হৃদয় পূর্ণ থাকে—চিত্তস্থির করিতে পারে না। সেই জন্য জগদ্গুরু পরমযোগী শঙ্কর চিত্তস্থির করিবার উপায় এবং বহুবিধ বিঘ্নবিনাশের জন্য

নানাপ্রকার ন্যাসের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন,—তাহাই আগম শাস্ত্র নামে খ্যাত। অতএব আগমোক্ত ন্যাস-ক্রিয়া পূজাদির পূর্ব্বে অনুষ্ঠান করিলে, মনে একতান ক্ষমতা জন্মে এবং চিত্তে ও দেহে দেবভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

প্রথম প্রথম ন্যাস-ক্রিয়া সাধন করিতে কিছু কষ্ট বোধ হইতে পারে। কিন্তু অভ্যাস হইলে, তখন শরীরে বল ও চিত্ত-স্থৈর্য্য লাভ করা যায়। ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস যদি সঠিক সম্পন্ন হয়, তবে পূজাদি কার্য্যে নিশ্চয়ই ফললাভ হইয়া থাকে।

অঙ্গুলি-নিয়মে শরীরের স্থানবিশেষে যে বর্ণবিন্যাস, তাহা-কেই ন্যাস বলে। ইহাতে অঙ্গুলিবিন্যাসের যে নিয়মাদি আছে, তাই এইরূপ—

মনসা বিন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পৈর্বাথ বা মুনে।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাং বা চান্যথা বিফলং ভবেৎ॥
বিশেষন্যাসে তু নায়ং নিয়মঃ।—গৌতমীয়ে।

গৌতমীয়তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—সামান্য ন্যাসের অঙ্গুলি নিয়ম নাই;—মনে মনে পুষ্পদ্বারা, অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনা-মিকাদ্বারা ন্যাস করিবে। সাধারণভাবে ন্যাসের নিয়ম এই প্রকার,—কিন্তু বিশেষ ন্যাসে এই নিয়ম মতে ন্যাস করিবে না। ইহার অর্থ এই যে,—যেস্থলে অঙ্গুলি-আদির বিষয় কিছুই উক্ত হয় নাই, সেস্থলে পূর্ব্বোক্ত বিধানে অর্থাৎ মনে মনে, পুষ্পদ্বারা অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাদ্বারা ইহার একতর প্রকারে ন্যাস করিবে, আর যেখানে অঙ্গুলি-আদির কথা বলা হইয়াছে, সেখানে সেই প্রকারেই করিবে।

মাতৃকান্যাস।—সমস্ত জীব হইতে মানুষ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত জীবে যে শক্তি নাই, তাহা মানুষে আছে,—মানুষ বাকৃশক্তির অধিকারী। এই বাকৃশক্তিই সাধন-পথের অবলম্বন। অন্যান্য জীব ক্রমবিবর্ত্তবাদের পথে মানুষ হইয়া যখন এই বাকৃশক্তির অধিকারী হইবে, তখন সাধনাদ্বারা মুক্তি পথের পথিক হইতে পারিবে। অন্যান্য জীবের যদিও শব্দশক্তি আছে—তাহা অস্পষ্ট, কেবল শাঙ্কেতিক ধ্বনি মাত্র। যাহা হউক, যিনি এই মনুষ্য-ভাষার বা মানবীয় বাকৃশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—যাঁহার বা যে ঐশী শক্তির অনুগ্রহে মানুষ ভাষা উচ্চারণে সমর্থ—শাস্ত্রে সেই শক্তি বা মহাদেবীকে সরস্বতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণময়ী মাতৃদেবীর সেই মহাশক্তি সরস্বতীর বিভূতি বিশেষ। মানবদেহের যেখানে যেখানে সেই বর্ণশক্তি,—অর্থাৎ মাতৃকা-ন্যাস, সেই সেইস্থলে পাপবিনাশ হইয়া শব্দশক্তির উদ্বোধন হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে,—

মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যসেৎ পাপ-নিকৃন্তনীম্।
ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রীচ্ছন্দ উদ্যতে॥
দেবতা মাতৃকা দেবী বীজং ব্যঞ্জনমুচ্যতে।
শক্তয়স্ত স্বরা দেবি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥

মাতৃকান্যাস সর্ব্বপাপ-বিনাশকারিণী। ইহার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মাতৃকা দেবী, বীজ সমুদয় ব্যঞ্জন বর্ণ এবং শক্তি স্বরবর্ণ। ইহা দ্বারা সাধক ষড়ঙ্গবিন্যাস করিবে।

ভাষা এই ন্যাসের শক্তি ও বীজ। ভাষার উপাদান (অব-লম্বন) বর্ণ,—মাতৃকাদেবী তন্ময়ী;—কাজেই বীজ ও শক্তি

বর্ণসমুদয়। মাতৃকাদেবীর ধ্যানেও একথা স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। তাঁহার ধ্যান এই—

পঞ্চাশল্লিপিভির্ব্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্।
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্॥
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ॥
বিভ্রাণাং বিদশপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥

পঞ্চাশৎ বর্ণে মাতৃকাদেবীর মুখ, বাহু, চরণ, মধ্যকায় ও বক্ষঃস্থল বিভক্ত। ইহাঁর ললাটে উজ্জল চন্দ্র নিবদ্ধ আছে, স্তনদ্বয় অতিস্থূল, এবং চারিহস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যাধারণ করিয়াছেন,—এবম্ভূতা বিশদপ্রভা ত্রিনয়না বাগ্দেবতাকে আশ্রয় করি।

এতদ্দ্বারা বুঝিতে পারা গেল যে, মাতৃকাদেবী বর্ণময়ী বা বর্ণশক্তি-স্বরূপিণী এবং তিনি বাক্যের দেবতা। অতএব শব্দশক্তির পূর্ণতাজন্য ও পূজাধিকার প্রাপ্তির জন্য ভূতশুদ্ধির পর মাতৃকান্যাসের বিধান প্রয়োজন। মাতৃকান্যাসের আন্তরিক অর্থ—সাধকের শরীরে শাস্ত্রোক্ত নিয়মে বর্ণরাশির ক্রমবিন্যাস—অর্থাৎ ভাবময় বর্ণ সাজাইয়া দেওয়া।

মাতৃকান্যাস করিতে প্রথমে ইহার ঋষ্যাদি স্মরণ করিতে হয়। তদর্থে হাতযোড় করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ ও স্মরণ করিবে। মন্ত্র যথা,—

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা-সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

অনন্তর ন্যাস করিতে হয়। তাহার প্রণালী এইরূপ যে,—নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত বর্ণ সকল নিজ

দেহের নিম্নোক্তস্থানে পাঠ ও ভাবনাদ্বারা বিন্যস্ত করিতে হয়, সর্ব্বত্র এই দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলি সকল-সংপুটদ্বারা স্পর্শ করিতে হয়। যথা,—(মস্তকে)—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ (গুহ্যে)—হলেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। (পদদ্বয়ে)—স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। করন্যাস ও অঙ্গন্যাসে যেখানে যেরূপ অঙ্গুলি বিন্যাস করিতে হয়, তাহা করন্যাস ও অঙ্গন্যাস-বিধানে লিখিত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—

অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্।

এই মন্ত্রে করন্যাস করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে, যথা—

অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং। ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অতঃপর অন্তর্ম্মাতৃকা ন্যাস করিতে হয়।

অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস।—মানব-শরীরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞানামক যে ছয়টি চক্র বা

পদ্ম আছে—ঐ সকল নাড়ীচক্রে একতান চিন্তা দ্বারা বর্ণরাশি বিন্যাস করিতে হয়। কণ্ঠমূলে ষোড়শদল পদ্ম আছে, তাহার পাপ্‌ড়ীতে অ আ প্রভৃতি স্বরবর্ণ সকল অঙ্কিত আছে—এইরূপ চিন্তা করিয়া, নিম্ন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কণ্ঠ স্পর্শ করত ন্যাস করিবে। মন্ত্র যথা,—"অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ নমঃ।" হৃদয়ে দ্বাদশদল পদ্ম আছে, তাহার পাপ্‌ড়ীতে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত বর্ণ অঙ্কিত আছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া হৃদয়ে হস্ত দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ন্যাস ও পাঠ করিবে,—"কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং নমঃ।" নাভিদেশে দশদল পদ্ম আছে, তাহার প্রতি দলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত দশ বর্ণ অঙ্কিত আছে; এইরূপ চিন্তা করিয়া নাভিদেশে স্পর্শ করিয়া পাঠ ও ন্যাস করিবে,—"ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং নমঃ।" লিঙ্গমূলে ষড়্‌দল পদ্ম অবস্থিত, তাহার প্রতি পাপ্‌ড়ীতে ব হইতে ল পর্য্যন্ত ছয় বর্ণ অঙ্কিত আছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া লিঙ্গমুল স্পর্শপূর্ব্বক ন্যাস ও পাঠ করিবে,—"বং ভং মং যং রং লং নমঃ।" মূলবিবরে—অর্থাৎ মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তে চতুর্দ্দল পদ্ম আছে, তাহার প্রতি দলে ব শ ষ স এই চারিবর্ণ অঙ্কিত আছে, এইরূপ চিন্তা ও মূলাধারে (লিঙ্গ ও গুহ্যের দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থান) হস্তস্পর্শ করিয়া ন্যাস ও পাঠ করিবে,—বং শং ষং সং নমঃ।" (অনন্তর হস্ত ধৌত করিয়া) ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদল পদ্মে হং ক্ষং এই দুই বর্ণ অঙ্কিত আছে চিন্তা করিয়া, ভ্রূমধ্য স্পর্শ করিয়া ন্যাস ও পাঠ করিবে,—"হং ক্ষং"।

বিষ্ণু পূজায় অন্তর্ম্মাতৃকান্যাস অন্য প্রকার। তাহার প্রণালী এইরূপ,—মূলাধারস্থিত সুবর্ণাভ চতুর্দ্দল পদ্মে "ব শ ষ স" এই

চারিবর্ণ, লিঙ্গমূলস্থিত বিদ্যুদাভ ষড়্‌দল পদ্মে "ব ভ ম য র ল" ছয় বর্ণ, নাভিমূলস্থিত নীলমেঘপ্রভ দশদল পদ্মে "ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ" এই দশবর্ণ, প্রবালরুচি-সন্নিভ হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল অনাহত পদ্মে "ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ" এই দ্বাদশ বর্ণ, কণ্ঠস্থিত ধূম্রবর্ণ ষোড়শদল পদ্মে "অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ স্বরবর্ণ এবং ভ্রূমধ্যস্থিত চন্দ্রবর্ণ দ্বিদল পদ্মে "হ ক্ষ" এই দুই বর্ণ, এবং হিমবর্ণ সহস্রার পদ্মে মূলবীজ অনুস্বার যুক্ত করিয়া মনে মনে ন্যাস করিবে।

অনন্তর মাতৃকাদেবীর ধ্যান করিয়া মাতৃকান্যাস করিতে হয়। বাহ্য মাতৃকা-ধ্যান, যথা—

শঙ্খাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্, ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ, বিভ্রানাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে॥

ধ্যানমন্ত্র পাঠ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠে নিম্নলিখিত অঙ্গুলির যোগে নিম্নলিখিত স্থান সকল ন্যাস করিবে। যথা,—

ওঁ অং নমঃ (ললাটে অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি প্রদান)। ওঁ আং নমঃ (মুখে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা)। ওঁ ইং নমঃ (দক্ষিণ চক্ষুতে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা)। ওঁ ঈং নমঃ (বাম চক্ষুতে দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা)। ওঁ উং নমঃ (দক্ষিণ কর্ণে অঙ্গুষ্ঠ)। ওঁ ঊং নমঃ (বাম কর্ণে অঙ্গুষ্ঠ)। ওঁ ঋং নমঃ (দক্ষিণ নাসিকায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ)। ওঁ ৠং নমঃ (বাম নাসিকায় কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ)। ওঁ ঌং নমঃ

(দক্ষিণ গণ্ডে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা)। ওঁ ৯ৣং নমঃ (বাম গণ্ডে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা)। ওঁ এং নমঃ (উর্দ্ধ ওষ্ঠে মধ্যমা)। ওঁ ঐং নমঃ (অধঃ ওষ্ঠে মধ্যমা)। ওঁ ওং নমঃ (উর্দ্ধ দন্তপংক্তিতে অনামিকা)। ওঁ ঔং নমঃ (অধো-দন্ত পংক্তিতে অনামিকা)।—এই সময় একবার হস্ত ধৌত করিতে হয়। ওঁ অং নমঃ (মুখমধ্যে মধ্যমা)। ওঁ অঃ নমঃ (মুখে অনামিকা ও মধ্যমা)। ওঁ কং নমঃ (দক্ষিণ বাহু-মূলে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা)। ওঁ খং নমঃ (কনুইয়ে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা)। ওঁ গং নমঃ (মণিবন্ধে * কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা)। ওঁ ঘং নমঃ (অঙ্গুলি-মূলে ঐ)। ওঁ ঙং নমঃ (অঙ্গুলির অগ্রে ঐ)। ওঁ চং নমঃ (বামবাহু-মূলে ঐ)। ওঁ ছং নমঃ (বাম কনুইয়ে ঐ)। ওঁ জং নমঃ (বাম মণিবন্ধে ঐ)। ওঁ ঝং নমঃ (বাম হস্তের অঙ্গুলি-মূলে ঐ)। ওঁ ঞং নমঃ (বামহস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঐ)। ওঁ টং নমঃ (দক্ষিণ পাদমূলে ঐ)। ওঁ ঠং নমঃ (জানু-সন্ধিতে ঐ)। ওঁ ডং নমঃ (পাদমূলে ঐ)। ওঁ ঢং নমঃ (দক্ষিণ পাদাঙ্গুলিমূলে ঐ)। ওঁ ণং নমঃ (দক্ষিণ পাদাঙ্গুলির অগ্রভাগে ঐ)। ওঁ তং নমঃ (বামপাদমূলে ঐ)। ওঁ থং নমঃ (বাম-পদের জানুসন্ধিতে ঐ)। ওঁ দং নমঃ (বাম পদের সন্ধিস্থানে ঐ)। ওঁ ধং নমঃ (বামপাদগ্রন্থিতে ঐ)। ওঁ নং নমঃ (বাম-পদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে ঐ)। ওঁ পং নমঃ (দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ)। ওঁ ফং নমঃ (বামপার্শ্বে ঐ)। ওঁ বং নমঃ (পৃষ্ঠে ঐ)। ওঁ ভং নমঃ (নাভি-দেশে তর্জ্জনী ব্যতীত সমুদয় অঙ্গুলি)।

* মণিবন্ধ—হাতের কব্জি, যে স্থানে বালা পরে।

ওঁ মং নমঃ (উদরে সমুদয় অঙ্গুলি)। ওঁ যং নমঃ (হৃদয়ে হস্ততল)। ওঁ রং নমঃ (অংশোপরি ঐ)। ওঁ লং নমঃ (ককুদ্-প্রদেশে ঐ।—ককুদ্ ঘাড়ের নিম্নভাগ)। ওঁ বং নমঃ (বাম বাহুমূলে ঐ)। ওঁ শং নমঃ (হৃদয় হইতে সমুদয় দক্ষিণ হস্তে ঐ)। ওঁ ষং নমঃ (হৃদয় হইতে সমুদয় বামকরে ঐ)। ওঁ সং নমঃ (হৃদয় হইতে দক্ষিণ পাদ পর্য্যন্ত ঐ)। ওঁ হং নমঃ (হৃদয় হইতে বাম পাদ পর্য্যন্ত ঐ)। ওঁ লং নমঃ (হৃদয় হইতে উদর পর্য্যন্ত ঐ)। ওঁ ক্ষং নমঃ (হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত ঐ)।

সংহার-মাতৃকান্যাস।—ধ্যান পাঠ করিয়া ক্ষকারাদি অকারান্ত-ন্যাস করিতে হয়। সংহার মাতৃকার ধ্যান যথা,—

অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কবিদ্যাঃ করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাং। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দরামাং বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্॥

বাহ্য মাতৃকা ন্যাসে যে প্রকার অঙ্গুলি বিন্যাসে যে সকল স্থানে ন্যাস করিতে হয়, সেই প্রকারে ক্ষকারাদি অকারান্ত ন্যাস করিবে। প্রণালী এইরূপ,—ওঁ ক্ষং নমঃ (হৃদাদি মুখে) ইত্যাদি।

বিশেষ পূজায় ন্যাসাদি অবশ্য কর্ত্তব্য। নিত্য পূজায় ন্যাস না করিলেও সবিশেষ প্রত্যবায় হয় না। কিন্তু করিতে পারিলে সহজেই সাধন সিদ্ধ হইয়া থাকে। মাতৃকান্যাস সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে,—

চতুর্দ্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা।
সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং শৃণু কথ্যতে॥

বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভুক্তিদায়িনী ॥
পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিন্দুর্ব্বিত্তদায়িনী ॥
বাগ্ ভবদ্যা চ বাক্‌সিদ্ধ্যৈ রমাদ্যা শ্রীপ্রবৃদ্ধয়ে।
হৃল্লেখাদ্যা সর্ব্বসিদ্ধ্যৈ কামাদ্যা লোকবশ্যদা ॥
শ্রীকণ্ঠাদ্যানিমান্ন্যস্য সর্ব্বমন্ত্রঃ প্রসীদতি।
বাগ্ ভবাদ্যা নমোহন্তাশ্চ ন্যস্তব্যা মাতৃকাক্ষরাঃ ॥
শ্রীবিদ্যাবিষয়ে মন্ত্রী বাগ্ ভবাদ্যষ্টসিদ্ধয়ে ॥

মাতৃকা ন্যাস চারি প্রকার,—কেবল, বিন্দুযুক্ত, বিসর্গযুক্ত এবং বিন্দু ও বিসর্গ যুক্ত। কেবল ন্যাসে বিদ্যা, বিন্দু ও বিসর্গ-যুক্ত ন্যাসে ভুক্তি, সবিসর্গন্যাসে পুত্র, এবং বিন্দুযুক্ত ন্যাসে বিত্ত-লাভ হয়। বাক্ সিদ্ধি-কামনায় বাগ্বীজ (ঐং), শ্রীবৃদ্ধি কামনায় শ্রীবীজ (শ্রীং), সর্ব্বসিদ্ধি কামনায় মায়াবীজ (হ্রীং), লোক-বশীকরণে কামবীজ (ক্লীং) আদিতে যোগ করত ন্যাস করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয়। শ্রীবিদ্যা বিষয়ে বাগ্বীজাদি নমোহন্ত—অর্থাৎ "ঐং অং নমঃ" এই প্রকারে পঞ্চাশদ্বর্ণ দ্বারা ন্যাস করিবে ॥

পীঠন্যাস।—প্রথমে হৃদয়ে হস্তদান করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবে ও মনে মনে সে সকলের বিন্যাস করিবে। যথা,—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। (এই ক্রমে)—প্রকৃত্যৈ কূর্ম্মায়, অনন্তায়, পৃথিব্যৈ, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডপায় কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, (অনন্তর দক্ষিণ স্কন্ধে হস্ত দিয়া)—ধর্ম্মায়। (বামস্কন্ধে)—জ্ঞানায়। (বাম-উরুতে)—বৈরাগ্যায়। (দক্ষিণ উরুতে)—ঐশ্বর্য্যায়। (মুখে) অধর্ম্মায় (বামপার্শ্বে)—অজ্ঞানায়। (নাভিতে)—অবৈরাগ্যায়। (দক্ষিণ পার্শ্বে)—অনৈশ্বর্য্যায়। (পুনর্ব্বার হৃদয়ে)—অনন্তায়, পদ্মায়, অ

সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, সং সত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে।

এই সাধারণ ন্যাসের পর হৃৎপদ্ম ভাবনা করিয়া তাহার কেশরে পূর্ব্বাদি দিক্ ক্রমে পীঠ-শক্তির ও পদ্মমধ্যে পীঠ-মন্ত্র বিন্যস্ত করিতে হয়। সাধারণ ন্যাস অর্থে পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহা কালীপূজা ভিন্ন সমস্ত দেবতার পীঠ-ন্যাসেই সম্পন্ন করিবে, তবে দেবতাভেদে পীঠ-শক্তির ও পীঠ মন্ত্রের বিন্যাস করিতে হয়। তাহা এইরূপ যথা,—

বিষ্ণু পূজায় নিম্নলিখিত পীঠশক্তি ও পীঠ মন্ত্র ন্যাস করিতে হয়।

পূর্ব্বকেশরে—বিমলায়ৈ। আগ্নেয় কেশরে—উৎকর্ষিণ্যৈ। দক্ষিণ কেশরে—জ্ঞানায়ৈ। নৈঋ্ঋত কেশরে—ক্রিয়ায়ৈ। পশ্চিম কেশরে—যোগায়ৈ। বায়ব্য কেশরে—প্রহ্বৈ॥ উত্তর কেশরে—সত্যায়ৈ। ঈশান কেশরে—ঈশানায়ৈ। ঊর্দ্ধাধঃ কেশরে অনুগ্রহায়ৈ। মধ্যে—নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্ব-ভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-যোগপীঠাত্মনে।

সর্ব্বত্রই আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া ন্যাস করিবে। স্ত্রী-শূদ্র কেবল নমঃ যোগ করিবে।

দুর্গা পূজায় পূর্ব্বাদি কেশরক্রমে নিম্নলিখিত পীঠশক্তি ও পীঠ মন্ত্র বিন্যস্ত করিবে। যথা,—

আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, ঊং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ, ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ, তদুপরি বজ্রনখ-দংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্।

শিবপূজায়—

ব্রাম্যায়ৈ, জ্যেষ্ঠায়ৈ, রৌদ্র্যৈ, কাল্যৈ, কলবিকরণ্যৈ, বলবিকরণ্যৈ, বলপ্রমথন্যৈ, সর্ব্বভূতদমন্যৈ, মধ্যে—মনোন্মন্যৈ। তদুপরি—নমো ভগবতে সকল-গুণাত্মশক্তিযুক্তায়ানন্তায় যোগ-পীঠাত্মনে।

কালীপূজার পীঠন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যথা,—হৃদয়ে—আধার শক্তয়ে, প্রকৃত্যৈ, কমঠায়, শেষায়, পৃথিব্যৈ, সুধাম্বুধয়ে, মণিদ্বীপায়, চিন্তামণিগৃহায়, শ্মশানায়, পারিজাতায়, রত্নবেদি-কায়ৈ, মুনিভ্যঃ, দেবেভ্যঃ, শিবাভ্যঃ, শবমুণ্ডেভ্যঃ, ধর্ম্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, অং অন্তরাত্মনে, পং পরমাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানা-ত্মনে, ইচ্ছায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, কামিন্যৈ, কামদায়িন্যৈ, রত্যৈ, রতিপ্রি-য়ায়ৈ, নন্দায়ৈ মনোন্মন্যৈ। হেসৌঃ সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনায়।

স্ত্রী শূদ্র ব্যতীত সর্ব্বত্রই আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিবে

ঋষ্যাদি-ন্যাস।—ঋষ্যাদি ন্যাস না করিয়া জপ-পূজাদি করিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। যথা,—

ঋষিচ্ছন্দোঽপরিজ্ঞানান্ন মন্ত্রঃ ফলভাগ্ ভবেৎ।
দৌর্ব্বল্যং যাতি মন্ত্রাণাং বিনিয়োগমজানতাম্।

ঋষিচ্ছন্দ পরিজ্ঞাত না হইয়া পূজাদি করিলে, মন্ত্রের ফল লাভ করা যায় না,—আর বিনিয়োগ অজ্ঞানে মন্ত্র দুর্ব্বল হয় ঋষিচ্ছন্দ কি তাহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা,-

মহেশ্বরমুখাজ্জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুম্।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ ॥
গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে ॥
অক্ষরত্বাৎ পদত্বাচ্চ মুখে ছন্দঃ সমীরিতম্।
সর্ব্বেষামেব জন্তূনাং ভাবনাৎ প্রেরণাত্তথা।
হৃদয়াম্ভোজমধ্যস্থা দেবতা তত্র তাং ন্যসেৎ ॥

যে শুদ্ধাত্মা ব্যক্তি প্রথমে মহাযোগী মহেশ্বরের বদন হইতে যে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহার সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনিই সেই মন্ত্রের ঋষি,—এই ঋষিই আদি গুরু; কেন না, তিনিই মানুষের নিকট সেই মন্ত্রের প্রকাশক;—অতএব, মস্তকে ঋষি-ন্যাস করিতে হয়। যাহার দ্বারা মন্ত্রের তত্ত্ব—অর্থাৎ রহস্য আবৃত থাকে,—গুপ্ত থাকে, তাহাই সেই মন্ত্রের ছন্দঃ। ছন্দঃ সকল অক্ষর ও পদঘটিত,— সেই অক্ষর ও পদ মুখ হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এই জন্য মুখে ছন্দন্যাস করিতে হয়। যিনি হৃৎপদ্মে থাকিয়া (বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী হইয়া) জীবদিগকে সেবক ভাবে পরিভাবিত ও কার্য্যে প্রবৃত্তি দান করেন, তিনি দেবতা; অতএব হৃৎপদ্মে দেবতার ন্যাস করিবে। এতদ্ভিন্ন গুহ্যে বীজ, পদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক বিন্যাস করিতে হয়। যথা,—

ঋষিং ন্যসেন্মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে।
দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজন্তু গুহ্যদেশকে।
শক্তিঞ্চ পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ ॥

ঋষ্যাদি ন্যাস দেবতা ও মন্ত্রভেদে বিভিন্ন;—অতএব দেবতার পূজা স্থলে তাহা লিখিত হইল।

অঙ্গন্যাস।—দেবতা এবং দেবতার মন্ত্রভেদে অঙ্গন্যাসের প্রণালী বিভিন্ন,—অতএব তাহা দেবতার পূজাস্থলে মন্ত্রভেদে যেরূপ যেখানে অঙ্গন্যাস করিতে হইবে, তাহা লেখা হইল। তৎস্থলে যেরূপ যেস্থানে যে কয় অঙ্গুলি বিন্যাস করিতে হয়, তাহা বিবৃত হইল যথা,—

হৃদয়ং মধ্যমানামাতর্জ্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ।
মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা তথা।
দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভির্নেত্রমীরিতম্।
প্রোক্তাঙ্গুলিভ্যামস্ত্রং স্যাদঙ্গক্লৃপ্তিরিয়ং মতা।
তর্জ্জনীমধ্যমানামা প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ।
যদি নেত্রদ্বয়ং প্রোক্তং তদা তর্জ্জনীমধ্যমে॥

অঙ্গন্যাসে অঙ্গুলি নিয়ম এই যে,—মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনীদ্বারা মস্তকে, অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা শিখাস্থানে, সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা কবচে, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনা-মিকা এই তিন অঙ্গুলিদ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমাদ্বারা করতলে ন্যাস করিবে। যদি পূজ্য দেবতার দুই নেত্র হয় সেই স্থলে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা নেত্রে ন্যাস করিবে।

ন্যাসের প্রণালী এই যে, অঙ্গ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 'হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা' ইত্যাদি বলিতে হয়। যথা,—

হৃদয়াদিষু বিন্যস্যেদঙ্গমন্ত্রাংস্ততঃ সুধীঃ।
হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা।
শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্।
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতিক্রমাৎ।

ষড়ঙ্গমন্ত্রানিত্যুক্তান্ ষড়ঙ্গেষু নিযোজয়েৎ।

পঞ্চাঙ্গানি মনোর্যত্র তত্র নেত্রমনুং ত্যজেৎ।

"হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হুং, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ এবং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্—এইক্রমে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে ন্যাস করিতে হয়।"

ইহা ষড়ঙ্গন্যাস,—যে স্থলে পঞ্চাঙ্গন্যাসের উল্লেখ আছে, সেস্থলে নেত্র পরিত্যাগ করিবে।

বিষ্ণুবিষয়ে অঙ্গন্যাসের অঙ্গুলি-নিয়মাদি পৃথক্। যথা,—

অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো হস্তশাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকে চ।

অধোঽঙ্গুষ্ঠা করমুষ্টিঃ শিখায়াং করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়ো বর্ম্মণি স্যুঃ।

নারাচমুষ্ট্যূদ্ধতবাহুযুগ্মকাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদিতো ধ্বনিস্তু।

বিশ্বগ্বিশক্তা কথিতাস্ত্রমুদ্রা যত্রাক্ষিণী তর্জ্জনীমধ্যমে চ।

অঙ্গুষ্ঠহীন সরল হস্তশাখাদ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করিবে, এবং অঙ্গুষ্ঠমধ্যগত মুষ্টিদ্বারা শিখা, উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা কবচ ও তর্জ্জনী এবং মধ্যমাদ্বারা নেত্রে ন্যাস করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা করতলে ধ্বনি করিবে।

অঙ্গহীনস্য মন্ত্রস্য স্বেনৈবাঙ্গানি কল্পয়েৎ।

স্বনামাদ্যক্ষরং বীজং সর্ব্বেষামভিধীয়তে॥

যে স্থলে অঙ্গমন্ত্রের নির্দ্দিষ্ট নাই, সে স্থলে দেবতার নামের আদ্যক্ষরদ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে। নামের আদ্যক্ষরদ্বারা সকল দেবতার অঙ্গন্যাস করিতে পারা যায়;—অর্থাৎ যে যে স্থলে অঙ্গমন্ত্র নির্দ্দিষ্ট নাই, সেই সেই স্থলে দেবতার নামের আদ্যক্ষরে আ, ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, অং অঃ এই ছয় দীর্ঘস্বর যোগ করিয়া ন্যাস করিতে হয়।—যেমন শিব-পূজায় অঙ্গমন্ত্র নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে—

শাং হৃদয়ায় নমঃ, শীং শিরসে স্বাহা, ইত্যাদি স্ত্রী-শূদ্র, সর্ব্বত্রই নমঃ বলিবে।

করন্যাস।—অঙ্গন্যাসে যেমন যে স্থলে মন্ত্রবিশেষ নির্দ্দিষ্ট নাই, সে স্থলে দেবতানামের আদ্যক্ষর দীর্ঘ ষট্‌কযুক্ত করিয়া অঙ্গন্যাস করিতে হয়, করন্যাসেও তাহাই, এবং যে স্থলে বিশেষ মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তথায় সেই মন্ত্রেই করন্যাস করিতে হয়। কোথায় নির্দ্দিষ্ট-মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, কোথায় নাই—তাহা দেবতার পূজাপদ্ধতিতে লিখিত থাকে।

করন্যাসে যেপ্রকার অঙ্গুলি নিয়মাদি তাহা এই,—অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ (তর্জ্জনী অঙ্গুলি বৃদ্ধ অঙ্গুলির উপর দিতে হয়)। তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা (অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীর উপর)। মধ্যমাভ্যাং বষট্‌ (অঙ্গুষ্ঠ মধ্যমার উপর)। অনামিকাভ্যাং হুং (অঙ্গুষ্ঠ অনামিকার উপর)। কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌ (অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠার উপর)। করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্‌ (দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমাতে যোগ করত বাম হস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে)।

এইরূপে ন্যাস করিবার পূর্ব্বে বিশেষ মন্ত্র বা দেবতার নামের আদ্যক্ষর দীর্ঘষট্‌কযুক্ত করিয়া লইতে হয়;—যেমন বিষ্ণুপূজায়—"বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রাণায়াম।

তন্ত্রাদিতে মাতৃকা-ন্যাসের পরেই প্রাণায়াম-পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাণায়াম অভ্যস্ত করা কিঞ্চিৎ আয়াসসাধ্য এবং

ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেই জন্য প্রাণায়ামপদ্ধতি একটু বিশদ করিয়া লিখিবার জন্য বিভিন্ন পরিচ্ছেদে এইস্থলে লিখিত হইল। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

প্রাণায়ামং বিনা মন্ত্রপূজনে ন হি যোগ্যতা।
আদাবন্তে চ যত্নেন প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
কর্ম্মস্বপি সমস্তেষু শুভেষপ্যশুভেষু চ॥

জপ ও পূজাদি কার্য্যে প্রাণায়াম অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রাণায়াম ব্যতিরেকে মন্ত্র জপ ও পূজাদি কার্য্যে অধিকার হয় না। শুভাশুভ সমস্ত কার্য্যের আদি ও অন্তে প্রাণায়াম করিতে হয়।—অর্থাৎ জপ বা পূজা করিতে কার্য্যের আরম্ভে একবার ও অন্তে একবার প্রাণায়াম করিতে হয়।

প্রাণায়াম শব্দের আভিধানিক অর্থ (প্রাণ + আ + যম— সংযত করা + ঘঞ—ভাব) প্রাণ সংযত করা;—অর্থাৎ জীব-দেহস্থ প্রাণই সমস্ত ক্রিয়ার কর্ত্তাস্বরূপ,—অতএব সেই ক্রিয়া-শক্তিপ্রধান প্রাণবায়ুকে শাস্ত্রোক্ত বিধানে (নিয়মে) সংযত করার নাম প্রাণায়াম।

মানুষ বিক্ষিপ্ত-প্রাণ,—প্রাণ সর্ব্বদাই বাহ্যআসক্তিতে আসক্ত। পূজাদিকালে প্রাণকে বাহিরের আসক্তি হইতে টানিয়া আনিয়া সংযত করিতে প্রাণায়ামই একমাত্র উপায় স্বরূপ,—অতএব, প্রাণায়াম না করিয়া জপ-পূজাদি করিলে তাহাতে কোনই ফল হয় না। প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুর বহির্গতি রুদ্ধ করত অভ্যন্তর-প্রপূরিত বাহ্যবায়ু বিধারণ করা—অর্থাৎ কুম্ভক করা।

প্রাণায়াম দুই প্রকার। সগর্ভ ও নির্গর্ভ। যথা,—

সগর্ভো মন্ত্রজাপেন নির্গর্ভো মাত্রয়া ভবেৎ ॥

মন্ত্র জপ-পূর্ব্বক প্রাণায়াম সগর্ভ এবং মাত্রাদ্বারা প্রাণায়াম নির্গর্ভ।—অর্থাৎ প্রণব বা কোন বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে যে প্রাণায়াম করা যায়, তাহা সগর্ভ এবং মন্ত্রাদি জপ না করিয়া কেবল মাত্রা স্থির রাখিয়া বিনামন্ত্রজপাদিতে যে প্রাণায়াম করা যায়, তাহাই নির্গর্ভ। দুই প্রকারেই প্রাণায়াম হইতে পারে।

বামজানুনি তদ্ধস্তভ্রামণং যাবতা ভবেৎ।
কালেন মাত্রা সা জ্ঞেয়া মুনিভির্ব্বেদপারগৈঃ ॥

মুনিগণ বলেন, বামজানুদেশে হস্ত ভ্রমণ করিতে যতটুকু সময় লাগে,—ততটুকু সময়ের নাম এক মাত্রা।

মাত্রাদ্বারা প্রাণায়াম করিবার নিয়ম এই যে, ষোলবার জপে পূরক, চৌষট্টিবার জপে কুম্ভক ও বত্রিশবার জপে যেমন রেচকের ব্যবস্থা আছে—মাত্রাদ্বারা প্রাণায়াম করিতে হইলেও তদ্রূপ ষোলমাত্রায় পূরক, চৌষট্টি মাত্রায় কুম্ভক এবং বত্রিশমাত্রায় রেচন করিবে।

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্।
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জ্জনীমধ্যমে বিনা ॥

প্রাণায়াম করিবার অঙ্গুলি-নিয়ম এই যে—কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা নাসাপুট ধারণ করিয়া, প্রাণায়াম করিতে হয়। প্রাণায়ামে তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির ব্যবহার করিবে না।

যাহাদের বীজাদি মন্ত্রে অধিকার নাই, মাত্রাদ্বারা প্রাণায়াম তাহারাই করিবে, কিন্তু—

প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যান্মূলেন প্রণবেন চ ॥
অথবা মন্ত্রবীজেন যথোক্তবিধিনা সুধীঃ ॥

মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র অথবা প্রণব মন্ত্রে প্রাণায়ামত্রয় সম্পাদন করিবে। মূলমন্ত্রের অর্থ, যিনি যে মন্ত্রে দীক্ষিত; বীজমন্ত্র বলিতে যে দেবতার পূজা করিতে বসা হইয়াছে, সেই দেবতার বীজমন্ত্র; প্রণব অর্থে ওঁ।

পূরক, কুম্ভক ও রেচক—ইহাই প্রাণায়াম। পূরক করিতে দক্ষিণনাসাপুট নিম্ন পদ্ধতি অনুসারে অঙ্গুলিদ্বারা চাপিয়া বামনাসিকাদ্বারা ধীরে ধীরে অথচ সমানরূপে বাহির হইতে বায়ু আকর্ষণ করিতে হইবে যে, সেই বায়ু-আকর্ষণ এরূপ জোরে না হয়, যেন হস্তস্থিত তূলা না নড়ে, এবং সেই বায়ুকে মস্তকদিয়া কণ্ঠপথে লইয়া প্রাণবায়ুতে মিশাইতে হইবে। কুম্ভক অর্থে সেই আকৃষ্ট বায়ুকে প্রাণবায়ুতে মিশাইয়া ধারণ করিয়া রাখা,—প্রাণবায়ুর নিম্ন বা উর্দ্ধভাগে গেলে রাখিতে কষ্ট হয়,—তখনও দুই নাসাপুটই নিম্ন প্রকারে ধরিয়া রাখিতে হয়। তদনন্তর রেচক বা ঐ বায়ুপরিত্যাগকালে দক্ষিণনাসাপথ ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে সমতালে ঐ বায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে,—যেন একেবারে বায়ু না বাহির হয়। অভ্যাসকালে হস্তে ছাতু রাখিয়া সেই ছাতু দ্বাদশাঙ্গুলি দূরে রাখিতে হয়,—এমনভাবে নিশ্বাস পড়িবে, যেন, ঐ ছাতু না নড়ে।

পূরয়েৎ ষোড়শৈর্ব্বায়ুং ধারয়েত্তচ্চতুর্গুণৈঃ।
রেচয়েৎ কুম্ভকার্দ্ধেন অশক্ত্যা তত্তুরীয়কৈঃ।
তদশক্তৌ তচ্চতুর্থঃ স্যাদেবং প্রাণসংযমঃ ॥

ষোলবার, চৌষট্টিবার, ও বত্রিশবার জপ করিয়া প্রাণায়াম

করিতে হয়। তাহাতে অসমর্থ হইলে চারিবার, ষোলবার ও আটবার, এবং তাহাতেও অশক্ত হইলে একবার, চারিবার ও দুইবার জপদ্বারা প্রাণায়াম করিবে।

প্রাণায়াম করিবার প্রণালী এইরূপ,—

প্রথমে অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসা চাপিয়া বামনাসার দ্বারা বায়ু আকর্ষণ ও ষোলবার মূল মন্ত্র, বীজ মন্ত্র কিংবা প্রণব জপ করিবে। ষোলবার জপ না হওয়া পর্য্যন্ত অল্পে অল্পে এবং অবিচ্ছিন্ন ভাবে নিশ্বাস টানিয়া লইতে হইবে। পরে কনিষ্ঠা ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলির দ্বারা বামনাসা চাপিয়া (দক্ষিণ-নাসা যেমন চাপা, তেমনি থাকিবে) কুম্ভক করিবে ও যে মন্ত্র পূরককালে ষোলবার জপ করা হইয়াছে, সেই মন্ত্র চৌষট্টিবার জপ করিতে হইবে। যতক্ষণ জপ সমাপ্ত না হইবে, ততক্ষণ ঐ বায়ু ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে। পরে অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ নাসার দ্বারা ধীরে ধীরে ঐ বায়ু রেচন করিবে ও সেই মন্ত্র বত্রিশ বার জপ করিবে। এবং সঙ্গে সঙ্গেই আবার দক্ষিণ নাসায় বায়ু আকর্ষণ ও ষোলবার মন্ত্র জপ এবং অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দক্ষিণ নাসা বন্ধ করিয়া (বাম নাসা চাপাই থাকিবে) চৌষট্টিবার জপ সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত কুম্ভক করিবে। চৌষট্টিবার জপ সমাপ্ত হইলে বামনাসা ছাড়িয়া দিয়া তন্মন্ত্র বত্রিশবার জপ করিবে। পুনরায় ঐরূপে সঙ্গে সঙ্গে বাম নাসায় বায়ু আকর্ষণ ও ষোলবার মন্ত্র জপ ও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে মন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করা হইতেছে, সেই মন্ত্র চৌষট্টিবার জপ ও কুম্ভক করিবে এবং বত্রিশবার জপ করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুম্ভকের বায়ু রেচন করিবে। এই রূপ করিলে এক

বার প্রাণায়াম করা হয়,—এইরূপে তিনবার প্রাণায়াম করা বিধেয়। সমর্থ হইলে আটবার, বার বার ও একুশ বার প্রাণায়াম করা যাইতে পারে।

বলা বাহুল্য, অসমর্থ হইলে ইহার নিম্ন মাত্রা যাহা বলা হইয়াছে—সেই সংখ্যাতে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রাণায়াম করিতে হইবে।

কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের প্রাণায়াম অন্যবিধ। যথা,—

একেন রেচয়েৎ কাম-বীজেনৈব পৃথক্ পৃথক্।
পূরয়েৎ সপ্ত-জপ্তেন বিংশত্যা তেন ধারয়েৎ ॥
সর্ব্বেষু কৃষ্ণমন্ত্রেষু বীজেনানেন বা জপেৎ।
প্রাণায়ামো ভবেদেকো রেচ-পূরক-কুম্ভকৈঃ ॥

সমুদয় কৃষ্ণমন্ত্রে "ক্লীং" এই কামবীজ দ্বারা অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করিতে পারা যায়। প্রথমে বামনাসা কনিষ্ঠা ও অনামিকার দ্বারা বন্ধ রাখিয়া একবার মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণ-নাসা চাপিয়া রাখিয়া বামনাসা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিবে এবং ঐ মন্ত্র কুড়িবার জপ করত উভয় নাসা বন্ধ করিয়া কুম্ভক করিতে হয়। পুনরায় একবার মন্ত্র জপ ও বামনাসাদ্বারা রেচন, সাতবার মন্ত্র জপ করিয়া বায়ু পূরণ ও কুড়িবার জপ করিয়া কুম্ভক করিতে হয়। পুনর্ব্বার ঐ মন্ত্র একবার জপ করিয়া দক্ষিণ নাসায় বায়ু রেচন, সাতবার মন্ত্র জপ করিয়া বামনাসাদ্বারা বায়ু পূরণ ও কুড়িবার মন্ত্রজপ করিয়া উভয় নাসা বন্ধ করত কুম্ভক করিবে। এই রূপ রেচক, পূরক, ও কুম্ভকে এক প্রাণায়াম হয়,—এই প্রকার তিন প্রাণায়াম করিবার বিধান দৃষ্ট হয়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুদ্রা-প্রকরণ।

পূজা, জপ, ধ্যান, আবাহন, স্নান, শঙ্খস্থাপন, প্রতিষ্ঠা, উপচার রক্ষা, নৈবেদ্যদান ও অন্যান্য অনুষ্ঠান, সর্ব্বত্রই শাস্ত্রোক্ত মুদ্রা প্রদর্শন আবশ্যক। কাজেই পূজক ও সাধক-মাত্রকেই বিধি-বিহিত মুদ্রা গুলি শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। মুদ্রার শাস্ত্রীয় অর্থ এই,—

মোদনাৎ সর্ব্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ।
তস্মান্মুদ্রেতি বিখ্যাতা সর্ব্বকামার্থসাধিনী॥

মুদ্রা সকল দেবগণের আমোদবর্দ্ধন করিয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ নিবারণ করে। এই নিমিত্ত তন্ত্রবেত্তা মুনিগণ "মুদ্রা" এই সংজ্ঞা দিয়াছেন।

অথ মুদ্রাঃ প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বতন্ত্রেষু কল্পিতাঃ।
যাভির্ব্বিরচিতাভিশ্চ মোদন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

মহেশ্বর বলিয়াছেন,—সর্ব্বতন্ত্রেই মুদ্রা কল্পিতা হইয়াছে, আমি তাহাই বলিব। অর্চ্চনা-কালে এই সকল মুদ্রা রচনা করিলে, মন্ত্রের দেবতা আনন্দিত হইয়া থাকেন।

কিন্তু হস্তাঙ্গুলি সমূহের রচনা বিশেষের নাম যখন মুদ্রা, তখন ইহার রচনায় কেন ও কি প্রকারে মন্ত্রদেবতা আনন্দিত হয়েন, এ প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন,—

মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্।

মুদ্রা রচনার দ্বারা শরীরে স্থৈর্য্য জন্মে,—এবং আসন

রচনার দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা হয়। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, মুদ্রা-রচণা দ্বারা শরীরে অল্প পরিমাণে অনির্ব্বাচ্য স্থৈর্য্য জন্মে, চিত্তের অল্প পরিমাণে প্রসন্নতা হয়, তাহাতেই পূজ্য দেবতার প্রীতি উৎপন্ন হইয়া থাকে,—অর্থাৎ শরীর ও মন স্থির হইলে মন্ত্র যথা-যথ উচ্চারিত হয় এবং মন্ত্র মনোযোগের সহিত উচ্চারিত ও সুব্যক্ত হইলে পূজ্যদেবতার প্রসাদন অবশ্যম্ভাবী। ফলকথা, নিষ্ঠাবান্ সাধকমাত্রেই অবগত আছেন যে, মুদ্রা রচনার পর মনে আনন্দ ও চিত্ত-স্থৈর্য্য জন্মিয়া থাকে,—ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

এ স্থলে মুদ্রা রচনার নিয়মগুলি লিখিত হইল,—যে যে দেবতার পূজায় যে যে কার্য্যে যে যে মুদ্রার প্রয়োজন, তাহা তত্তৎ প্রকরণেই লিখিত হইয়া থাকে।

আবাহনী-মুদ্রা,—

হস্তাভ্যামঞ্জলীং বদ্ধানামিকামূলপর্ব্বণোঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ নিঃক্ষিপেৎ সেয়ং মুদ্রা ত্বাবাহনী স্মৃতা।

উভয় হস্তে অঞ্জলি যোজনা করিয়া উভয় হস্তের অনামিকার মূল পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় আবদ্ধ করিলে আবাহনী মুদ্রা হয়।

স্থাপনী-মুদ্রা,—

অধোমুখী ত্বিয়ঞ্চেৎ স্যাৎ স্থাপনী মুদ্রিকা স্মৃতা।

উক্ত আবাহনী মুদ্রাকৃত উভয় হস্তাঞ্জলি অধোমুখ করিলেই স্থাপনী মুদ্রা হইয়া থাকে।

সন্নিধাপনী-মুদ্রা,—

উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যোশ্চ সংযোগাৎ সন্নিধাপনী।

উভয় হস্তে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নতি করিলে সন্নিধাপনী মুদ্রা হয়।

সম্বোধিনী-মুদ্রা,—

অন্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুষ্ঠা সৈব সংবোধিনী মতা।

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়া অধোমুখে মুষ্টি-বন্ধন করিলে সম্বোধিনী মুদ্রা হইয়া থাকে।

সম্মুখীকরণী-মুদ্রা,—

উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণে মতা।

সম্বোধিনী মুদ্রাকৃত মুষ্টিদ্বয় উত্তান করিলে সম্মুখীকরণী মুদ্রা হয়।

সকলীকরণ-মুদ্রা,—

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ।

দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাসকে সকলীকরণ মুদ্রা কহে।

অবগুণ্ঠন-মুদ্রা,—

সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী।
অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা মতা।

বামহস্তে মুষ্টিবন্ধন করিয়া তর্জ্জনীকে দীর্ঘ ভাবে প্রসারিত করত অধোমুখে ভ্রামিত করিলে অবগুণ্ঠন মুদ্রা হইয়া থাকে।

ধেনু-মুদ্রা,—

অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ।
তথৈব তর্জ্জনীমধ্যা ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥

উভয় হস্তের অঙ্গুলি সকলকে পরস্পরের সন্ধি-মধ্যগত করিয়া এক হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবে,—ঐরূপে তর্জ্জনীর অগ্রভাগের সহিত মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিবে। এই রূপ মুদ্রার নাম ধেনুমুদ্রা।

মহামুদ্রা,—

অন্যোঽন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতপরাঙ্গুলী।
মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ॥

উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়কে পরস্পর গ্রথিত করিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে মহামুদ্রা হয়।

শঙ্খমুদ্রা,—

বামাঙ্গুষ্ঠন্তু সংগৃহ্য দক্ষিণেন তু মুষ্টিনা।
কুর্য্যোত্তানং ততো মুষ্টিমঙ্গুষ্ঠন্তু প্রসারয়েৎ।
বামাঙ্গুল্যস্তথা শ্লিষ্টাঃ সংযুক্তাঃ স্যুঃ প্রসারিতাঃ।
দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংস্পৃষ্টা জ্ঞেয়ৈষা শঙ্খমুদ্রিকা॥

দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিদ্বারা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ গ্রহণ করিয়া ঐ মুষ্টি উত্তান রাখিবে, পরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিয়া বাম-হস্তের অন্যান্য সমস্ত অঙ্গুলি প্রসারণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে মিলিত করিয়া রাখিবে। এই মুদ্রাকে শঙ্খমুদ্রা বলে।

চক্রমুদ্রা,—

হস্তৌ তু সম্মুখৌ কৃত্বা সংলগ্নৌ সুপ্রসারিতে।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ মুদ্রেষা চক্র-সংজ্ঞিকা॥

হস্তদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয় প্রসারিত ও বক্রভাবে উভয় অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিলে চক্র মুদ্রা হয়।

গদা-মুদ্রা,—

অন্যোঽন্যাভিমুখৌ হস্তৌ কৃত্বা তু গ্রথিতাঙ্গুলী।
অঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমে ভূয়ঃ সুলগ্নে সুপ্রসারিতে॥
গদামুদ্রেয়মুদিতা বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী॥

উভয় হস্ত পরস্পর সম্মুখে রাখিয়া অন্যান্য সমস্ত অঙ্গুলি গ্রথিত করিবে এবং মধ্যমাদ্বয় ও অঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রসারিত করিলে গদা মুদ্রা হয়।

পদ্মমুদ্রা;—

হস্তৌ তু সম্মুখৌ কৃত্বা সন্নতপ্রোন্নতাঙ্গুলী।
তলান্তর্মিলিতাঙ্গুষ্ঠৌ কৃত্বৈষা পদ্মমুদ্রিকা॥

উভয় হস্ত সম্মুখীন করিয়া অঙ্গুলি সকল সন্নত ভাবে প্রোথিত করত অঙ্গুষ্ঠদ্বয় হস্ততলে মিলিত করিয়া রাখিলে পদ্মমুদ্রা হয়।

যোনিমুদ্রা,—

মিথঃ কনিষ্ঠিকে বদ্ধা তর্জ্জনীভ্যামনামিকে।
অনামিকোর্দ্ধ সংশ্লিষ্টদীর্ঘমধ্যময়োরধঃ।
অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যস্যেদ্‌যোনিমুদ্রেয়মীরিতা॥

উভয় হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয় পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা বাম অনামিকা এবং বাম তর্জ্জনী দ্বারা দক্ষিণ অনামিকা বদ্ধ করিবে। পরে অনামিকাদ্বয়ের অগ্রভাগ সংশ্লিষ্ট করিয়া মধ্যমাদ্বয় প্রসারিত করত সেই মধ্যমাদ্বয়ের মূলে অঙ্গুষ্ঠ-দ্বয় সংলগ্ন করিয়া রাখিবে। ইহাকে যোনিমুদ্রা বলে।

পাশ-মুদ্রা,—

বামমুষ্টেস্তু তর্জ্জন্যা দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জ্জনীং।
সংযোজ্যাঙ্গুষ্ঠকাগ্রাভ্যাং তর্জ্জন্যগ্রে স্বকে ক্ষিপেৎ।
এবা পাশাহ্বয়া মুদ্রা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥

বামমুষ্টির তর্জ্জনী দক্ষিণ মুষ্টির তর্জ্জনীতে সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্ব স্ব তর্জ্জনীর অগ্রভাগে সংযুক্ত করিবে। এই মুদ্রাকে পণ্ডিতগণ পাশ-মুদ্রা বলেন।

অঙ্কুশ-মুদ্রা,—

ঋজ্বীং মধ্যমাং কৃত্বা তর্জ্জনীমধ্যপর্ব্বণি।
সংযোজ্যাকুঞ্চয়েৎ কিঞ্চিৎ মুদ্রৈষাঙ্কুশসংজ্ঞিকা॥

মধ্যমাঙ্গুলি সরল ভাবে প্রসারিত করিয়া কিঞ্চিৎ সঙ্কোচিত করত তর্জ্জনীর মধ্যপার্শ্বে সংযোজিত করিলে অঙ্কুশ-মুদ্রা হয়।

গালিনী-মুদ্রা,—

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকে শক্তৌ করয়োরিতরেতরম্।
তর্জ্জনী মধ্যমানামা সংহতা ভুগ্নবর্জ্জিতা।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালয়েৎ॥

দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠাতে সংযোজিত করিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা অঙ্গুলি সরলভাবে মিলিত করিলে গালিনী মুদ্রা হয়।

প্রার্থনা-মুদ্রা,—

প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ মিথঃ শ্লিষ্টৌ চ সম্মুখে।
কুর্য্যাৎ স্বহৃদয়ে সেয়ং মুদ্রা প্রার্থনসংজ্ঞিকা॥

উভয়হস্ত সম্মুখে রাখিয়া অঙ্গুলি সকল পরস্পর মিলিত করত আপন হৃদয়ে সংলগ্ন করিলে প্রার্থনা-মুদ্রা হয়।

সংহার-মুদ্রা,—

অধোমুখে বামহস্তে ঊর্দ্ধ্বাস্যং দক্ষহস্তকং।
ক্ষিপ্ত্বাঙ্গুলীরঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ।
এষা সংহারমুদ্রা স্যাদ্বিসর্জ্জনবিধৌ স্মৃতা॥

বাম হস্ত অধোমুখে এবং দক্ষিণ হস্ত ঊর্দ্ধমুখে রাখিয়া উভয়

হস্তের অঙ্গুলি সকল পরস্পর গ্রথিত করত হস্ত পরিবর্ত্তিত করিলে সংহার-মুদ্রা হয়, এই মুদ্রা বিসর্জ্জন-কার্য্যে প্রয়োগ করিবে।

মৎস্য-মুদ্রা,—

দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশে বামপাণিতলং ন্যসেৎ।
অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ সম্যক্ মুদ্রেয়ং মৎস্যরূপিণী।

দক্ষিণ হস্ত অধোমুখে রাখিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে বামপাণিতল সংস্থাপনপূর্ব্বক উভয় অঙ্গুষ্ঠ পরিচালিত করিলে তাহাকে মৎস্য-মুদ্রা বলে।

কূর্ম্ম-মুদ্রা,—

বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া।
তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ।
উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ।
অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ।
বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা।
অধোমুখে চ তে কুর্য্যাদ্দক্ষিণস্য করস্য চ।
কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাদ্দক্ষপাণিঞ্চ সর্ব্বতঃ।
কূর্ম্মমুদ্রেয়মাখ্যাতা দেবতাধ্যানকর্ম্মণি॥

বামহস্তের তর্জ্জনীতে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা এবং দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনীতে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নতভাবে রাখিবে এবং বাম হস্তের অনামিকা ও মধ্যমা দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে সংযুক্ত করিবে, পরে বামহস্তের পিতৃতীর্থে —অর্থাৎ তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠার মধ্যভাগে দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা অধোমুখে সংলগ্ন করিবে এবং দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত করিবে,—ইহার নামকূর্ম্মমুদ্রা। এই মুদ্রা দেবতার ধ্যানকার্য্যে প্রয়োগ হয়।

লেলিহান-মুদ্রা,—

তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্য্যাদধোমুখং।
অনামায়াং ক্ষিপেদ্বৃদ্ধাং ঋজ্বীং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাং।
লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সমভাবে অধোমুখ করিয়া অনামিকাতে বৃদ্ধাঙ্গুলি নিক্ষেপ করত কনিষ্ঠাকে সরলভাবে রাখিবে, এই মুদ্রার নাম লেলিহানমুদ্রা,—এই মুদ্রা জীবন্যাসে প্রশস্ত।

আকর্ষণী-মুদ্রা,—

মধ্যমাতর্জ্জনীভ্যাঞ্চ কনিষ্ঠানামিকে সমে।
অঙ্কুশাকাররূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেশ্বরি।
অঙ্গুষ্ঠন্তু নিযুঞ্জীত কনিষ্ঠানামিকোপরি।
ইয়মাকর্ষণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষণী পরা॥

মধ্যমা ও তর্জ্জনীকে অঙ্কুশাকার করিয়া কনিষ্ঠা ও অনামিকাকে সমভাগে রাখিবে, পরে মধ্যমাতে অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকার উপরিভাগে কনিষ্ঠা যোজিত করিয়া তর্জ্জনীদ্বয় অঙ্কুশাকৃতি করিলে আকর্ষণী মুদ্রা হইবে।

খেচরী-মুদ্রা,—

সব্যং দক্ষিণদেশে তু সব্যদেশে তু দক্ষিণং।
বাহুং কৃত্বা মহাদেবি হস্তৌ সংপরিবর্ত্ত্য চ॥
কনিষ্ঠেঽনামিকে দেবি যুক্ত্বা তেন ক্রমেণ তু।
তর্জ্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্ব্বোর্দ্ধমপিমধ্যমে॥
অঙ্গুষ্ঠৌ তু মহেশানি সরলাবপি কারয়েৎ।
ইয়ং সা খেচরী নামা পার্থিবস্থানযোজিতা॥

বামহস্ত দক্ষিণে এবং দক্ষিণহস্ত বামদিকে স্থাপন করিয়া হস্তদ্বয় পরিবর্ত্তন করত বামহস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা দক্ষিণ-হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকাতে সংযুক্ত করিয়া উভয় তর্জ্জনী দ্বারা উভয় মধ্যমার উর্দ্ধভাগ আক্রমণ করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সরলভাবে স্থাপিত করিবে। ইহার নাম খেচরীমুদ্রা।

যোনি-মুদ্রা,—(প্রকারান্তর)

মধ্যমে কুটিলে কৃত্বা তর্জ্জন্যুপরি সংস্থিতে।
অনামিকে মধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠকে।
সর্ব্বা একত্র সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠপরিপীড়িতাঃ।
এষা তু প্রথমা মুদ্রা যোনিমুদ্রেয়মীরিতা।

মধ্যমাদ্বয় কুটিলাকৃতি করিয়া তর্জ্জনীর উপরিভাগে স্থাপন করিবে এবং কনিষ্ঠাদ্বয়কে অনামিকার মধ্যগত করত সমস্ত অঙ্গুলি একত্র সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অঙ্গুলি সমুদায়কে পীড়িত করিবে। এই মুদ্রার নাম যোনিমুদ্রা।

প্রাণাহুত্যাদি পঞ্চমুদ্রা,—

তর্জ্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈর্লগ্না প্রাণাহুতির্ভবেৎ।
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরপানে জুহুয়াত্ততঃ।
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ব্যানে চ জুহুয়াদ্ধবিঃ।
তর্জ্জনীন্তু বহিষ্কৃত্বা উদানে জুহুয়াত্ততঃ।
সমানে সর্ব্বহস্তেন সমাদায়াহুতির্ভবেৎ॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা, অঙ্গুষ্ঠ, এই তিন অঙ্গুলিযোগ করিলে প্রাণাহুতি মুদ্রা হয়। মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে অপানা-হুতি মুদ্রা হয়। কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে ব্যানাহুতি

মুদ্রা হয়। তর্জ্জনী ব্যতীত অন্য অঙ্গুলিদ্বারা উদানাহুতি মুদ্রা হয়। সংলগ্ন সর্ব্ব অঙ্গুলির অগ্রভাগে সমানাহুতি মুদ্রা হয়।—এই পাঁচ মুদ্রা নৈবেদ্যাদি দানে প্রয়োজনীয়।

কুম্ভমুদ্রা বা কলসমুদ্রা—

দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পরাঙ্গুষ্ঠে ক্ষিপ্ত্বা হস্তদ্বয়েন তু।
সাবকাশামেকমুষ্টিং কুর্য্যাৎ সা কুম্ভমুদ্রিকা॥

দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠে নিক্ষেপ করত মধ্য ফাঁক রাখিয়া মুষ্টি রচনা করিলে কুম্ভ-মুদ্রা হয়।

তত্ত্বমুদ্রা—

মধ্যমাঙ্গুষ্ঠয়োরগ্রসংযোগে তত্ত্বমুদ্রিকা।

মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ এই দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগ যুক্ত করিলে তত্ত্ব-মুদ্রা হয়।

অস্ত্রমুদ্রা—

কনিষ্ঠানামিকে নম্য অঙ্গুষ্ঠেন বিধারয়েৎ।
তর্জ্জনীমধ্যমে ঋজ্বীং কৃত্বাস্ত্রং সাধয়েৎ প্রিয়ে॥

কনিষ্ঠা ও অনামিকা কুঞ্চিত করিয়া তদুপরি অঙ্গুষ্ঠস্থাপন করত তর্জ্জনী ও মধ্যমা প্রসারিত—অর্থাৎ লম্বমান করিলে অস্ত্রমুদ্রা হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

আসন।

পদাদির রচনাবিশেষের নাম আসন। মুদ্রাপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে,—"মুদ্রয়া স্থিরতা চৈব আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্।"—মুদ্রারচনা দ্বারা শরীরের স্থৈর্য্য জন্মে এবং আসন রচনা করিলে শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। প্রাণায়ামাদি করিতে হইলে, শরীরস্থ বায়ুর গতাগতি আবশ্যক,—সে অবস্থায় আসন রচনা দ্বারা মেরুদণ্ড-আদি লম্বমান ও দৃঢ় হয়। তদ্ভিন্ন পূজা-জপ প্রভৃতি করিবার সময়ও স্নায়ু পেশী প্রভৃতি যেরূপভাবে রাখিবার প্রয়োজন, যেরূপভাবে রাখিলে তড়িত্তেজাদি সঞ্চালন হইতে পারে,—সে স্থলে সেইরূপ আসনের ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। তন্ত্রমতে আসন পাঁচ প্রকার। যথা,—

পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনন্তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চকম্॥

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন। আসন এই পাঁচপ্রকার।

পদ্মাসন—

ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে উভে।
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্ততঃ॥
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমং॥

দক্ষিণ ঊরুর উপরি দক্ষিণ পাদতল বিন্যস্ত করিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা বামপাদাঙ্গুষ্ঠ এবং বামহস্তদ্বারা দক্ষিণপাদাঙ্গুষ্ঠ ধারণ করত উপবেশন করিলে পদ্মাসন হয়।

স্বস্তিকাসন,—জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্ যোগী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥

দক্ষিণ জানু ও উরুর অভ্যন্তরে বামপদতল এবং বাম উরু ও বাম জানুর অভ্যন্তরে দক্ষিণ পাদতল প্রবিষ্ট করিয়া সরলভাবে উপবেশন করিলে স্বস্তিকাসন হয়।

ভদ্রাসন—সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্যেদ্ গুল্ফযুগ্মং সুনিশ্চলম্।
বৃষণাধঃ পার্শ্বপাদৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ।
ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পরিকল্পিতম্॥

সীবনীর (লিঙ্গাগ্র হইতে গুহ্য পর্য্যন্ত) উভয় পার্শ্বে গুল্ফদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া কোষের অধোভাগে উভয় পার্শ্বে হস্তদ্বারা পাদদ্বয় বদ্ধ করিবে। ইহাকেই যোগিগণ ভদ্রাসন বলিয়া থাকেন।

বজ্রাসন,—উর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্য জান্বোঃ প্রাঙ্মুখাঙ্গুলী।
করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্॥

উরুদ্বয়ের উপরি পদদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া জানুদ্বয়ের উপরি হস্ত দ্বয় রাখিবে; এইরূপ আসনকে বজ্রাসন বলে।

বীরাসন—একং পাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরম্।
ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী বীরাসনমিতীরিতম্॥

একপাদ ভূমিতে রাখিয়া অপর পাদ অন্য উরুর উপরে রাখিবে; এইরূপ আসনকে বীরাসন বলে।

যোগশাস্ত্র-মতে আসন বহুবিধ, গৃহস্থ গুরু-শিষ্যের সে সকলের প্রয়োজন নাই বলিয়া, এস্থলে উল্লেখ করা গেল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভুবনেশ্বরী পূজা ও মন্ত্র।

ভুবনেশ্বরীর 'হ্রীঁ' এই বীজ ও মন্ত্র।

পূজা প্রণালী এইরূপ—

প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া হৃদয়-পদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে ও মধ্যে—ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ। (এই ক্রমে)—জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা, নিত্যা, বিলাসিনী, দোগ্ধ্রী, অঘোরা ও মঙ্গলা,—এই সকল পীঠশক্তির ন্যাস করিতে হইবে, এবং পদ্মের কর্ণিকাতে—"হ্রীঁ সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ" এই বলিয়া ন্যাস করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। ঋষ্যাদি ন্যাস যথা,—

"ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রস্য শক্তিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ভুবনেশ্বরী দেবতা হকারো বীজং ঈকারঃ শক্তিঃ রেফঃ কীলকং চতুর্ব্বর্গসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।"

এই মন্ত্র পাঠ ও ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া নিম্ন মন্ত্রে নিম্ন স্থান সকলে ন্যাস করিবে। মন্ত্র যথা,—

(শিরসি)—শক্তয়ে ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—হং বীজায় নমঃ। (পাদদ্বয়ে)—ঈং শক্তয়ে নমঃ। (সর্ব্বাঙ্গে)—রং কীলকায় নমঃ।

অনন্তর মন্ত্রন্যাস করিবে। যথা,—

(শিরসি)—ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। (বদনে)—এং গগনায়ৈ

নমঃ (হৃদয়ে)—উং রক্তায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—ইং করালিকায়ৈ নমঃ। (পদদ্বয়ে)—অং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ নমঃ।

এইরূপে ন্যাস করিয়া ঊর্দ্ধ, পূর্ব্ব; দক্ষিণ, উত্তর এবং পশ্চিম দিকে—"ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিবে।

অনন্তর "হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ"—এই মন্ত্রে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া নিম্ন মন্ত্রে নিম্ন স্থানে ন্যাস করিবে। যথা,—

(ভালে)—ওঁ গায়ত্রীসহিত-ব্রহ্মণে নমঃ। (দক্ষিণ কপোলে)—ওঁ সাবিত্রীসহিত-বিষ্ণবে নমঃ। (বাম কপোলে)—ওঁ বাগীশ্বরীসহিত-মহেশ্বরায় নমঃ। (বামকর্ণোপরি)—ওঁ শ্রীসহিত-ধনপতয়ে নমঃ। (মুখে)—ওঁ রতিসহিত-স্মরায় নমঃ। (বামকর্ণোপরি)—ওঁ পুষ্টিসহিত-গণপতয়ে নমঃ। (দক্ষিণগণ্ডকর্ণান্তরালে)—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। (বামগণ্ড-কর্ণান্তরালে)—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। (মুখে)—ওঁ ভুবনেশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

অনন্তর (ভালে)—ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ। (বামাংসে) ওঁ মাহেশ্বর্য্যৈ নমঃ। (বামপার্শ্বে)—ওঁ কৌমার্য্যৈ নমঃ। (জঠরে)—ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ। (দক্ষিণপার্শ্বে)—ওঁ বারাহ্যৈ নমঃ। (দক্ষিণাংসে)—ওঁ ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ। (গলদেশে)—ওঁ চামুণ্ডায়ৈ নমঃ। (হৃদয়ে)—ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ। তৎপরে 'হ্রীং' এই মূলমন্ত্রে তিনবার বা সাতবার ব্যাপক ন্যাস করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে।

ভুবনেশ্বরীর ধ্যান। যথা—

ওঁ উদ্যদ্দিনদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং, তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশ-পাশা-ভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশীং॥ *

* ধ্যানের অর্থ এই প্রকার—উদিত দিনকরের ন্যায় দেহকান্তি, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে মুকুট, স্তনদ্বয় উত্তুঙ্গ তিনটি নেত্র ও বদন সর্ব্বদা সহাস্য এবং চারিহস্তে বরমুদ্রা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয় মুদ্রা আছে।

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া বাহ্য পূজা আরম্ভ করিবে।

পূজাযন্ত্র।—পদ্মমষ্টদলং বাহ্যে বৃত্তং ষোড়শভির্দ্দলৈঃ। বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণমতিসুন্দরম্। চতুরস্রং চতুর্দ্বার-মেবং মণ্ডলমালিখেৎ॥

ভুবনেশ্বরীর পূজা-যন্ত্র আঁকাইবার প্রণালী এইরূপ যে,—প্রথমতঃ ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া, তদ্বাহ্যে বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম লিখিবে॥ এবং তাহার বহির্দ্দেশে ষোড়শদল পদ্ম লিখিয়া তদ্বাহ্যে চতুর্দ্বার ও চতুরস্র অঙ্কিত করিবে।

অতঃপর দীক্ষাপদ্ধতির প্রণালীক্রমে শঙ্খ স্থাপন করত পীঠ-পূজাদি করিয়া পীঠশক্তির পূজা করিবে। যথা,—

(পূর্ব্বাদি কেশর-সমূহে)—ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ। (এই ক্রমে)—বিজয়ায়ৈ, অজিতায়ৈ, অপরাজিতায়ৈ, নিত্যায়ৈ, বিলাসিনৌ, দোগ্ধ্র্যৈ, অঘোরায়ৈ, (মধ্যে)—মঙ্গলায়ৈ।

তদনন্তর পুনরায় ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—

(কর্ণিকামধ্যে)—ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। (এই ক্রমে,—পূর্ব্বে)—এঁ গগনায়ৈ। (দক্ষিণে)—উং রক্তায়ৈ। (উত্তরে)—ইং করালিকায়ৈ। (পশ্চিমে)—অং মহোচ্ছুষ্মায়ৈ। (ষট্‌কোণে পূর্ব্বাদিক্রমে)—ওঁ গায়ত্র্যৈ, ব্রহ্মণে। (নৈঋ‌র্তে)—সাবিত্র্যৈ বিষ্ণবে। (বায়ুকোণে)—সরস্বত্যৈ, রুদ্রায়। (অগ্নিকোণে)—শ্রিয়ৈ, ধনপতয়ে। (পশ্চিমে)—রত্যৈ, স্মরায়। (ঈশানকোণে)—পুষ্ট্যৈ, গণপতয়ে। (ষট্‌কোণের উভয় পার্শ্বে)—শঙ্খনিধয়ে, পদ্মনিধয়ে।—সর্ব্বত্রই আদিতে 'ওঁ' এবং অন্তে 'নমঃ' শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে।

অনন্তর অষ্টদল পদ্মের পূর্ব্বদল হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা করিবে।

ওঁ অনঙ্গকুসুমায়ৈ নমঃ। (এইক্রমে)—অনঙ্গকুসুমাতুরায়ৈ, অনঙ্গমদনায়ৈ, অনঙ্গমদনাতুরায়ৈ, ভুবনপালায়ৈ, অনঙ্গবেদ্যায়ৈ, শশিরেখায়ৈ, গগনরেখায়ৈ। (ষোড়শদলে, পূর্ব্বাদিক্রমে)—করালিন্যৈ, বিকরালিন্যৈ, উমায়ৈ, সরস্বত্যৈ, শ্রীয়ৈ, দুর্গায়ৈ, উষায়ৈ, লক্ষ্ম্যৈ, শ্রুত্যৈ, স্মৃত্যৈ, ধৃত্যৈ, শ্রদ্ধায়ৈ, মেধায়ৈ, মত্যৈ, কান্ত্যৈ, আর্য্যায়ৈ। (তদ্বাহ্যে, পূর্ব্বাদিক্রমে)—অনঙ্গরূপায়ৈ, অনঙ্গমদনায়ৈ, ভুবনবেগায়ৈ, ভুবনপালিকায়ৈ, সর্ব্বশিশিরায়ৈ, অনঙ্গবেদনায়ৈ, অনঙ্গমেখলায়ৈ।

(তদ্বাহ্যে চতুরস্রে পূর্ব্বাদিক্রমে) ওঁ লাং ইন্দ্রায় দেবাধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহন-পরিবারায় নমঃ। ওঁ রাং অগ্নয়ে তেজোধিপতয়ে সায়ুধায় সবাহন পরিবারায় নমঃ। যাং যমায় প্রেতাধিপতয়ে সায়ুধায়—ইত্যাদি। ওঁ ক্ষাং নিশ্ব‌র্তয়ে রক্ষোহধিপতয়ে সায়ুধায়—ইত্যাদি। ওঁ বাং বরুণায় জলাধিপতয়ে সায়ুধায়—ইত্যাদি। ওঁ হাং ঈশানায় গণাধিপতয়ে সায়ুধায়—ইত্যাদি। (ইন্দ্র-ঈশানের মধ্যে)—ওঁ আং ব্রহ্মণে প্রজাধিপতয়ে সায়ুধায়—ইত্যাদি। (নৈশ্ব‌র্ত-বরুণের মধ্যে)—ওঁ হ্রীং অনন্তায় নাগাধিপতয়ে সায়ুধায়—ইত্যাদি।

(তদ্বাহ্যে, পূর্ব্বাদিক্রমে)—বজ্রায়, শক্তায়, দণ্ডায়, খড়্গায় পাশায়, অঙ্কুশায়, গদায়ৈ, শূলায়, চক্রায়, পদ্মায়।—আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া উক্ত দেবতা ও অস্ত্রাদি পূজা করিবে, তৎপরে সাধারণ পূজাবিধি-ক্রমে ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে।

ভুবনেশ্বরীর উক্ত মন্ত্র পুরশ্চরণ করিতে হইলে জপাদির সংখ্যা এইরূপ,—

প্রজপেন্মন্ত্রবিন্মন্ত্রং দ্বাত্রিংশল্লক্ষমানতঃ।
ত্রিস্বাদুযুক্তৈর্জুহুয়াদষ্টদ্রব্যৈর্দ্দশাংশতঃ॥

ভুবনেশ্বরীর উক্ত মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাত্রিংশৎ (৩২) লক্ষ জপ করিতে হইবে, এবং তাহার দশাংশ সংখ্যায়—অর্থাৎ তিন লক্ষ বিংশতি সহস্র (৩২০০০০) ত্রিস্বাদু দ্রব্য দ্বারা হোম করিতে হয়।

অষ্ট দ্রব্য যথা,—

অশ্বত্থোডুম্বর-প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ-সমিধস্তিলাঃ।
সিদ্ধার্থ-পায়সাজ্যানি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বিদুর্ব্বুধাঃ॥

এই পুরশ্চরণে অশ্বথ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড়, বট ইহাদিগের সমিধ্, এবং তিল, শ্বেতসর্ষপ, পায়স ও ঘৃত এই অষ্টদ্রব্যে ত্রিস্বাদু অর্থাৎ ঘৃত, মধু ও শর্করা যুক্ত করিয়া হোম করিতে হয়।

ভুবনেশ্বরীর অন্য মন্ত্র,—ঐং "হ্রাং শ্রীঁ"।

এই মন্ত্রের ন্যাস ও পূজাদি সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায়। কেবল ষড়ঙ্গ ন্যাস ও ধ্যানের এবং অন্য যাহা পার্থক্য আছে, তাহা লিখিত হইল। "ঐং হ্রাং অঙ্গুষ্ঠভ্যাং নমঃ"—এই ক্রমে ষড়ঙ্গ-ন্যাস করিবে। ভুবনেশ্বরীর এই মন্ত্রের ধ্যান, যথা—

ওঁ সিন্দূরারুণবিগ্রাহাং ত্রিনয়নাং মাণিক্যমৌলিং স্ফুরৎ,
তারানায়কশেখরাং স্মিতমুখীমাপীনবক্ষোরুহাম্।

* ত্রিস্বাদ্বিতি ঘৃত-মধু-শর্করাঃ॥—তন্ত্রসারম্।

পাণিভ্যাং মণিপূর্ণরত্নচষকং রক্তোৎপলং বিভ্রতীং,
সৌম্যাং রত্নঘটস্থ-সব্যচরণাং ধ্যায়েৎ পরামম্বিকাং॥

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ-ব্যবস্থা এইরূপ,—

রবিলক্ষং জপেন্মন্ত্রং পায়সৈর্ম্মধুরান্বিতৈঃ।
তদ্দশাংশেন জুহুয়াৎ পীঠে প্রাগীরিতে যজেৎ॥

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ মন্ত্র জপ এবং তদ্দশাংশ সংখ্যায় ঘৃত, মধু ও শর্করা যুক্ত পায়স দ্বারা হোম করিবে।

ভুবনেশ্বরীর অন্য মন্ত্র—ঐং হ্রীঁ ঐঁ।

এই মন্ত্রের ন্যাসাদি পূর্ব্ববৎ। করাঙ্গন্যাস পৃথক্,—"ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।" এই ক্রমে করন্যাস ও "ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ" এই ক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে। এই ভূবনেশ্বরীর এই মন্ত্রের ধ্যান যথা,—

ওঁ শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং নিজকরৈর্দ্দানঞ্চ রক্তোৎপলং,
রত্নাঢ্যং চষকং পরং ভয়হরং সংবিভ্রতীং শাশ্বতীম্।
মুক্তাহারলসৎ পয়োধরনতাং নেত্রত্রয়োল্লাসিনীং,
বন্দেঽহং সুরপূজিতাং হরবধূং রক্তারবিন্দস্থিতাম্॥ †

* এই ধ্যানের অর্থ এইরূপ,—দেবীর শরীর সিন্দুরের ন্যায় রক্তবর্ণ ত্রিনয়ন বিশিষ্ট এবং কপালে মানিক্য ও চন্দ্র আছে। সর্ব্বদা হাস্যবদন, এবং স্তনদ্বয় অতি স্থূল।—ইঁহার দুই হস্ত,—এক হস্তে, মণিপুর্ণ রত্ন-নির্ম্মিত পানপাত্র, অন্য হস্তে রক্তোৎপল, ইঁহার মূর্ত্তি অতি শান্ত—দক্ষিণচরণ রত্ন-ঘটোপরি বিদ্যমান।

† ধ্যানের অর্থ এইরূপ,—দেবীর শরীর শ্যামবর্ণ, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, এবং ইনি চতুর্ভুজা,—চারিহস্তে দান, রক্তোৎপল, পান-পাত্র ও অভয় মুদ্রা আছে। ইঁহার গলদেশ মুক্তাহার দ্বারা শোভিত এবং দেহ স্তনভারে নম্র। বদন-কমল নেত্রত্রয়ে পরিশোভিত, ইনি রক্ত-পদ্মোপরি উপবিষ্টা।

পূজাদি পূর্ব্ববৎ। এই মন্ত্রে আবরণ পূজার যে বিশেষত্ব আছে, তাহা এই,—(অষ্টদলে)—আং ব্রাহ্ম্যৈ, ঈং মাহেশ্বর্য্যৈ, ঊং কৌমার্য্যৈ, ৠং বৈষ্ণব্যৈ, ৣং বারাহ্যৈ, ঐং ইন্দ্রাণ্যৈ, ওং চামুণ্ডায়ৈ, অঃ মহালক্ষ্ম্যৈ। (পুনরষ্টদলে)—অং অসিতাঙ্গায়, ইং রুরবে, উং চণ্ডায়, ঋং ক্রোধায় ৯ং উন্মত্তায়, এং কপালিনে ওং ভীষণায়, অং সংহারায়। সর্ব্বত্র আদিতে ওঁ এবং অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে।

পুরশ্চরণে জপাদি নিয়ম যথা,—

তত্ত্বলক্ষং * জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ।
পলাশপুষ্পৈঃ স্বাদ্বক্তৈঃ পুষ্পৈর্ব্বা রাজবৃক্ষজৈঃ॥

দশ লক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। এই পুরশ্চরণে ঘৃত, মধু ও শর্করা যুক্ত পলাশপুষ্প বা সোণালুপুষ্প দ্বারা লক্ষ হোম করিতে হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অন্নপূর্ণা পূজা ও মন্ত্র।

হ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।
শ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।
ঐঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।
ক্লীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।
ওঁ হ্রীং নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।

---

* তত্ত্বলক্ষং দশলক্ষং—ইতি তন্ত্রসারঃ।

শ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।
হ্রীঁ শ্রীঁ শ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।

অন্নপূর্ণার এই সকল মন্ত্র। অন্নপূর্ণার সকল মন্ত্রেই পূজাদি এক প্রকার। কেবল বিশেষ এই যে,—

যদ্‌যদ্বীজাদিকো মন্ত্রস্তেনৈবাঙ্গপ্রকল্পনা।

যে বীজ আদিতে যোগ করিয়া মন্ত্র জপ করা হইবে, সেই বীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে।

অন্নপূর্ণার পূজা-প্রণালী এইরূপ,—

সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাস পর্য্যন্ত সম্পন্ন করিয়া ভুবনেশ্বরী-পূজা-উক্ত প্রণালী-ক্রমে হৃদয়-পদ্মে কেশরে এবং মধ্যে পীঠন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—(শিরে)—ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—পঙ্‌ক্তি ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—অন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিবে—হ্রাঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীঁ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি। তৎপরে অন্নপূর্ণার ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়া, মন্নপ্রদাননিরতাং স্তন-ভারনম্রাম্। নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য, হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্ ॥ *

সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমে অর্ঘ্য স্থাপনাদি ও পীঠপূজা করিয়া ভুবনেশ্বরীর পূজা-পদ্ধতি অনুসারে পীঠদেবতা ও পীঠশক্তির

* দেবীর শরীর রক্তবর্ণ, বিচিত্র বসন পরিধান এবং কপালে অৰ্দ্ধচন্দ্র বিরাজমান আছে। দেবী সর্ব্বদা অন্নপ্রদানে নিরতা এবং দেহযষ্টি স্তনভারে বিনম্র, দেবী নৃত্যশীল শিবকে দর্শন করিয়া হৃষ্টা এবং ভবদুঃখ-নিবারণকারিণী। তাহাকে ভজনা করি।

পূজা এবং পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমাধা করিয়া আবরণ দেবতার পূজা করিবে। যথা,—

(কেশর সমূহে ; অগ্নিকোণে)—হ্রীঁ হৃদয়ায় নমঃ (নৈঋর্তে)——হ্রীঁ শিরসে স্বাহা। (বায়ুকোণে)—হ্রীঁ শিখায়ৈ বষট্। (ঈশানকোণে) হ্রীঁ কবচায় হুং। (মধ্যে)—হ্রীঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। (চতুর্দ্দিকে)—হ্রীঁ অস্ত্রায় ফট্। (অষ্টদল-সমূহে পূর্ব্বাদিক্রমে)—ব্রাহ্ম্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ।

সর্ব্বত্রই নামের আদিতে ওঁ এবং অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে। তদনন্তর পূর্ব্বাদিদিকে ভুবনেশ্বরী-মন্ত্রোক্ত ইন্দ্রাদি দিক্পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপ-দীপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাধা করত পূজা শেষ করিবে।

পুরশ্চরণের নিম্ন বিধান। যথা,—

যথাবিধি জপেন্মন্ত্রং বসুযুগ্মসহস্রকম্।
সাজ্যেনান্নেন জুহুয়াত্তদ্দশাংশমনন্তরম্॥

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে ষোল হাজার জপ ও ঘৃত, যুক্ত অন্ন দ্বারা জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম করিতে হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাপূজা ও মন্ত্র।

ওঁ হ্রীঁ দুং দুর্গায়ৈ নমঃ।—দুর্গাদেবীর এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র। পূজাপদ্ধতি এই প্রকার।—সাধারণ-পূজাপদ্ধতি ক্রমে প্রাতঃ

কৃত্যাদি পীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া হৃদয়-পদ্মের কেশরে এবং মধ্যে পীঠশক্তির ন্যাস করিবে। যথা,—আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সূক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ। (তদুপরি)—ওঁ বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুঁ ফট্ নমঃ। অতঃপর ঋষ্যাদিন্যাস করিবে, যথা,—(শিরে)—নারদঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

অতঃপর করাঙ্গন্যাস করিবে, যথা—হ্রাং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ অনামিকাভ্যাং হুং, হ্রৌ ওঁ হ্রীঁ দুং দুর্গায়ৈ কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ ওঁ হ্রীঁ দুং দুর্গায়ৈ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।—এইরূপ হৃদয়াদিতে। ধ্যান,—

ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভির্ভুজৈঃ,
শঙ্খং চক্র-ধনুঃশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা।
আমুক্তাঙ্গদ-হার-কঙ্কণরণৎ-কাঞ্চীকণন্নূপুরা,
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥ *

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। তৎপরে পীঠ-পূজা করিয়া কেশরে এবং মধ্যভাগে—আং প্রভায়ৈ, ঈং মায়ায়ৈ, উং জয়ায়ৈ, এং সুক্ষ্মায়ৈ, ঐং বিশুদ্ধায়ৈ, ওং নন্দিন্যৈ,

* দুর্গাদেবী সিংহোপরি উপবিষ্টা, কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মরকত মণির ন্যায় দেহকান্তি এবং চারিহস্ত; ঐ সকল হস্তে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ আছে। দেবী নয়ন-ত্রয়ে শোভিতা—মুক্তাহার, বলয়, কঙ্কণ, কাঞ্চীগুণ ও নূপুরাদি অলঙ্কারে শোভমানা,—ইনি সাধকের দুর্গতি হরণ করেন।

ঔং সুপ্রভায়ৈ, অং বিজয়ায়ৈ, অঃ সর্ব্বসিদ্ধিদায়ৈ, (তদুপরি)—বজ্রনখদংষ্ট্রায়ুধায় মহাসিংহায় হুং ফট্ নমঃ।—আদিতে ওঁ অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া পূজা করত পুনর্ব্বার ধ্যান—আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সমাধা করিবে।

তৎপরে আবরণ পূজা করিবে,—অগ্নি আদি চতুষ্কোণে, মধ্যে ও দিক্ চতুষ্টয়ে হ্রাং ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং ওঁ হ্রী দুং দুর্গায়ৈ শিরসে স্বাহা,—এই ক্রমে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া পত্রে—জং জয়ায়ৈ, বিং বিজয়ায়ৈ, কীং কীর্ত্ত্যৈ, প্রীং প্রীত্যৈ, প্রং প্রভায়ৈ, শ্রং শ্রদ্ধায়ৈ, শ্রুং শ্রুত্যৈ, মং মেধায়ৈ, (পত্রে)—ওঁ শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, খড়গায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, চাপায়, শরায়। (তদ্বাহ্যে)—ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। অনন্তর ধূপদানাদি বিসর্জ্জনান্ত সমস্ত পূজা শেষ করিবে।

পুরশ্চরণ-ব্যবস্থা,—

বসুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তিলৈর্ম্মধুরলোড়িতৈঃ।
পয়োন্ধসা বা জুহুয়াত্তৎসহস্রং জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

অষ্টলক্ষ জপ করিয়া মধু-মিশ্রিত তিল অথবা দুগ্ধ দ্বারা অষ্ট সহস্র হোম করিতে হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মন্ত্র।

ওঁ মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা।

ওঁ মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা হ্রীঁ।

ওঁ হ্রীঁ মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা।
ক্লীঁ মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা ওঁ।

মহিষমর্দ্দিনীর উক্ত চারি প্রকার মন্ত্র। অনুকূল বিচারে সাধক যে কোন একটি মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

পূজা-পদ্ধতি।—সাধারণ পূজাপদ্ধতি-ক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসোক্ত কর্ম্ম করিয়া হৃৎপদ্মের কেশরে ও মধ্যে দুর্গা-মন্ত্রোক্ত পীঠশক্তি ন্যাস করিবে। এই করাঙ্গন্যাস ও পঞ্চাঙ্গন্যাস করিলে ষড়ঙ্গন্যাস করিতে হয় না। প্রণালী ও মন্ত্র যথা,—মহিষহিংসিকে হুং ফট্ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, মহিষ শত্রোশার্ব্বি হুং ফট্ তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মহিষং হিংসয় হিংসয় হুঁ ফট্ মধ্যমাভ্যাং বষট্, মহিষং হন হন দেবি হুং ফট্ অনামিকাভ্যাং হুঁ, মহিষসূদনি হুং, ফট্ কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্।—এই রূপে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ধ্যান করিবে, যথা,—

ওঁ গারুড়োৎপলসন্নিভাং মণিময়কুণ্ডলমণ্ডিতাং, নৌমি ভাল-বিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীম্। শঙ্খ-চক্র-কৃপাণ-খেটকবাণ-কার্ম্মুক-শূলকান্, তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজ-বাহুভিঃ শশি-শেখরাম্॥ *

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, অর্ঘ্যস্থাপন, পীঠ-পূজা এবং দুর্গা-মন্ত্রোক্ত পীঠশক্তির পূজা করিবে। তদনন্তর

---

* মহিষমর্দ্দিনী দেবীর উৎপলের ন্যায় দেহকান্তি,—মণিময় কুণ্ডলদ্বারা শোভমানা, ত্রিনয়না এবং মহিষের মস্তকে উপবিষ্টা। ইনি অষ্টভুজা,—হস্তে শঙ্খ, চক্র, খড়্গ, খেটক, বাণ, ধনু, শূল ও তর্জ্জনীমুদ্রা এবং ভালে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত।

পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া আবরণ-দেবতা পূজা করিবে। অগ্নি-আদি-কোণে পূর্ব্ববৎ অঙ্গপূজা করিয়া পত্রেতে পূর্ব্বাদিক্রমে—আং দুর্গায়ৈ, ঈং বরবর্ণিন্যৈ, উং আর্য্যায়ৈ, ৠং কনকপ্রভায়ৈ, ৡং কৃত্তিকায়ৈ, ঐং অভয়প্রদায়ৈ, ঔং কন্যায়ৈ, অঃ সুরূপায়ৈ। তৎ-পরে পত্রাগ্রে—যং চক্রায় রং শঙ্খায়, লং খড়্গায়, বং খেটকায়, শং বাণায়, ষং ধনুষে, সং শূলায়, হং তর্জ্জন্যৈ,—সর্ব্বত্র আদিতে প্রণব ও অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া পূজা করিবে।

তদনন্তর ব্রাহ্মী আদি অষ্টমাতৃকার পূজা করিয়া বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিবে। তৎপরে সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমে ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে।

পুরশ্চরণ,—

অষ্টলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তৎসহস্রং তিলৈঃ শুভৈঃ।

অষ্টলক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। জপান্তে তিল দ্বারা অষ্ট সহস্র হোম করিতে হয়।

মহিষমর্দ্দিনীর মন্ত্র-জপ সমাপনের পূর্ব্বে উত্তর দিকে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া নিম্ন মন্ত্রে বলি প্রদান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ এহেহি গৃহ্ণ মদীয়ং বলিং লুলাপকং লুলাপকং সাধয় সাধয় খাদয় খাদয় সর্ব্বসিদ্ধিং দেহি স্বাহা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামা-পূজা ও মন্ত্র।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হুং হুং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।—ইহা সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র।

দক্ষিণকালিকার পূজা-পদ্ধতি।—প্রথমতঃ সাধারণ পূজা-পদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া মন্ত্রাচমন করিবে, যথা,—

মন্ত্রাচমন।—ক্রীং ক্রীং ক্রীং—মন্ত্রে তিনবার জলপান করিয়া—ওঁ কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ, এই দুই মন্ত্রে ওষ্ঠদ্বয় দুইবার মার্জ্জনা করিবে। তদনন্তর, ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ—এই মন্ত্রে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া—ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে মুখ; ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, এই মন্ত্রে দক্ষিণ নাসিকা; ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে দক্ষিণ চক্ষু; ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে বামচক্ষু; ওঁ দীপ্তায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে দক্ষিণ কর্ণ; ওঁ নীলায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে বামকর্ণ; ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে নাভি; ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে বক্ষঃস্থল; ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে মস্তক; ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে দক্ষিণ স্কন্ধ; এবং ওঁ নিত্যায়ৈ নমঃ, এই মন্ত্রে বামস্কন্ধ স্পর্শ করিবে।

উক্ত প্রকারে মন্ত্রাচমন করিয়া সাধারণ পূজা-পদ্ধতিক্রমে ভূতশুদ্ধি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া "হ্রীং" এই মন্ত্রে যথাবিধি প্রাণায়াম করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে।

ঋষ্যাদি ন্যাস যথা,—প্রথমে নিম্ন প্রকার ঋষি আদি স্মরণ ও পাঠ করিবে—

অস্য মন্ত্রস্য ভৈরব ঋষিরুষ্ণিকৃছন্দো দক্ষিণকালিকা দেবতা হ্রীং বীজং হুং শক্তিঃ ক্রীং কীলকং পুরুষার্থসিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ।

অতঃপর নিম্নলিখিত স্থানে নিম্ন লিখিত মন্ত্র বিন্যাসের চিন্তা ও মন্ত্র পাঠ করিবে।—(শিরে)—"ভৈরব ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—উষ্ণিকৃছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—হ্রীং বীজায় নমঃ। (পদদ্বয়ে)—হুং শক্তয়ে নমঃ। (সর্ব্বাঙ্গে)—ক্রীং কীলকায় নমঃ।

অনন্তর ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, কিম্বা ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।—এই ক্রমে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। তৎপরে বর্ণন্যাস করিবে।

বর্ণন্যাস যথা, *—(হৃদয়ে)—অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ। (দক্ষিণ বাহুতে)—এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ। (বাম বাহুতে)—ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ। (দক্ষিণ পদে)—ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ। (বাম পদে)—মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ।

অনন্তর ষোঢ়ান্যাস করিতে হয়। ষোঢ়ান্যাস যথা,—

---

* বর্ণ ন্যাস বিষয়ে মতভেদ আছে। বিরূপাক্ষ মতে, সবিন্দু—অর্থাৎ অং আং ইত্যাদি ক্রমে এবং কালীতন্ত্র-মতে নির্ব্বিন্দু—অর্থাৎ ঐ সকল বর্ণ অনুস্বার শূন্য করিয়া অ আ ইত্যাদি রূপে ন্যাস করিতে হয়। এই উভয় মতই প্রামাণ্য,—যেরূপে ইচ্ছা, ন্যাস করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ মাতৃকান্যাস করিবে। পরে পুনরায় মাতৃকাবর্ণ সকলকে ওঁ এই মন্ত্রে পুটিত করিয়া মাতৃকান্যাস-স্থানে ন্যাস করিবে এবং মাতৃকাবর্ণ দ্বারা ওঁ এই মন্ত্রকে পুটিত করিয়া ন্যাস করিবে। যথা,—ললাটে—ওঁ অং ওঁ নমঃ। মুখে—ওঁ আং ওঁ নমঃ, ইত্যাদি, এবং ললাটে—অং ওঁ অং নমঃ; মুখে—আং ওঁ আং নমঃ ইত্যাদি। পরে শ্রীবীজ (শ্রীং) দ্বারা মাতৃকাবর্ণ সকলকে পুটিত করিয়া ঐরূপে মাতৃকা-ন্যাসোক্ত-স্থানে ন্যাস করিবে এবং মাতৃকাবর্ণ সকল দ্বারা "শ্রীঁ" বীজকে পুটিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ন্যাস করিবে। যথা,—ললাটে—শ্রীং অং শ্রীং নমঃ; মুখে—শ্রীং আং শ্রীং নমঃ; ইত্যাদি, এবং ললাটে—অং শ্রীং অং নমঃ; মুখে—আং শ্রীং আং নমঃ; ইত্যাদি। অনন্তর কামবীজ (ক্লীং) দ্বারা মাতৃকাবর্ণ সকলকে পুটিত করিয়া মাতৃকা-ন্যাস-স্থানে এবং মাতৃকা বর্ণ দ্বারা কামবীজকে পুটিত করিয়া পূর্ব্ববৎ ন্যাস করিবে। যথা,—ললাটে—ক্লীং অং ক্লীং নমঃ; মুখে ক্লীং আং ক্লীং নমঃ; ইত্যাদি, এবং ললাটে—অং ক্লীং অং নমঃ; মুখে—আং ক্লীং আং নমঃ; ইত্যাদি, এই প্রকার শক্তিবীজ (হ্রীং) দ্বারা মাতৃকাবর্ণ সকলকে পুটিত করিয়া মাতৃকান্যাস-স্থানে এবং মাতৃকাবর্ণ দ্বারা 'হ্রীং' এই বীজকে পুটিত করিয়া ঐ সকল স্থানে ন্যাস করিতে হইবে। যথা,—ললাটে—হ্রীং অং হ্রীং নমঃ; মুখে—হ্রীং আং হ্রীং নমঃ ইত্যাদি, এবং ললাটে অং হ্রীং অং নমঃ; মুখে—আং হ্রীং আং নমঃ ইত্যাদি। তদনন্তর ললাটে—ক্রীং ক্রীং ঋং ঌং ৯ং ৡং ক্রীং ক্রীং ঋং ঌং ৯ং ৡং ক্রীং ক্রীং নমঃ; মুখে,—ক্রীং ক্রীং ঋং ঌং ৯ং ৡং ক্রীং

ক্রীং নমঃ ইত্যাদি, এবং ললাটে—ঋং ঋং ৯ং ৯ং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ; মুখে—ঋং ঋং ৯ং ৯ং ক্রীং ক্রীং ঋং ঋং ৯ং ৯ং নমঃ; ইত্যাদি প্রকারে মাতৃকা-ন্যাস-স্থানে ন্যাস করিবে। অতঃপর মূল মন্ত্রদ্বারা মাতৃকাবর্ণকে পুটিত করিয়া এবং মাতৃকাবর্ণ দ্বারা মূলমন্ত্রকে পুটিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত স্থানে ন্যাস করিতে হইবে। যথা—ললাটে—ক্রীং অং ক্রীং নমঃ; মুখে, ক্রীং আং ক্রীং নমঃ; ইত্যাদি, এবং ললাটে—অং ক্রীং অং নমঃ; মুখে—আং ক্রীং আং নমঃ; ইত্যাদি।

এই প্রকার অনুলোম বিলোম ক্রমে ন্যাস করিয়া মূল মন্ত্র (ক্রীং) দ্বারা একশত আটবার ব্যাপক-ন্যাস করিবে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে,—

তারায়াঃ কালিকায়াশ্চ উন্মুখ্যাশ্চ তথা পরা।
কৃতেঽস্মিন্ ন্যাসবর্য্যে তু সর্ব্বং পাপং প্রণশ্যতি॥

তারা, কালিকা ও উন্মুখীদেবীর পূজাতে উক্ত প্রকারে ষোঢ়া-ন্যাস করিলে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। অতএব তারা, কালিকা ও উন্মুখীদেবীর পূজাতে ষোঢ়ান্যাস করিতে হয়।

অনন্তর তত্ত্বন্যাস করিতে হয়। তত্ত্বন্যাস যথা,—

পূর্ব্বোক্ত কালিকাদেবীর দ্বাবিংশাক্ষর মন্ত্রকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে। ইহাতে প্রথম খণ্ডে সপ্তাক্ষর, দ্বিতীয় খণ্ডে ষড়ক্ষর, তৃতীয় খণ্ডে নবাক্ষর হইবে। প্রথম খণ্ডান্তে—ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা; দ্বিতীয় খণ্ডান্তে—ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা; এবং তৃতীয় খণ্ডান্তে—ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা; এই বলিয়া ন্যাস করিবে। যথা—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীং হ্রীং ওঁ আত্মতত্ত্বায়

স্বাহা; (এই মন্ত্রে পাদাদি নাভি পর্য্যন্ত;) দক্ষিণে কালিকে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা; (এই মন্ত্রে নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত;) ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা; (এই মন্ত্রে হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে।)

অতঃপর বীজ-ন্যাস করিতে হয়। বীজ-ন্যাস যথা,—ব্রহ্ম-রন্ধ্রে—ক্রীং নমঃ। ভ্রূমধ্যে—ক্রীং নমঃ। ললাটে—ক্রীং নমঃ। নাভিতে—হূং নমঃ। গুহ্যে—হূং নমঃ। মুখে—হ্রীং নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—হ্রীং নমঃ।

ষোঢ়ান্যাস, তত্ত্বন্যাস ও বীজন্যাস এই ন্যাসত্রয় কাম্য,—অর্থাৎ নিত্যপূজাতে উক্ত ন্যাসত্রয় না করিলেও পূজার অঙ্গহীন হয় না।

অনন্তর ক্রীং এই মন্ত্রে সাতবার ব্যাপক ন্যাস করিয়া, যথা-বিধি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্। কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্। সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গ-বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্। অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণার্দ্ধোর্দ্ধপাণিকাম্। মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্। কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্। কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্। ঘোর-দংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্। শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীং। সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং। ঘোর-রাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্। বালার্কমণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্। দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্। শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতাম্। শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতু-র্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্। মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্। সুখ

প্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্। এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্ব-কামসমৃদ্ধিদাং ॥

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। তৎপরে পীঠপূজা করিবে।

কালীদেবীর পূজা-যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া লইবে। যন্ত্র অঙ্কিত করিবার প্রণালী,—

আদৌ ত্রিকোণমালিখ্য ত্রিকোণং তদ্বহির্লিখেৎ। ততো বৈ বিলিখেন্মন্ত্রী ত্রিকোণত্রয়মুত্তমম্। ততো বৃত্তং সমালিখ্য লিখেদষ্টদলং ততঃ। বৃত্তং বিলিখ্য বিধিবল্লিখেদ্ভূপুরমেককম্ ॥

প্রথমতঃ বিন্দু (৹) তৎপরে নিজ বীজ (ক্রীং) অনন্তর ভুবনেশ্বরীর বীজ (হ্রীং) লিখিয়া তদ্বাহে ত্রিকোণ অঙ্কিত

---

* দক্ষিণকালিকা দেবী করালবদনা, ভয়ঙ্করাকৃতি, আলুলায়িতকেশা, এবং চতুর্ভুজা। গলদেশে মুণ্ডমালা এবং বামভাগের অধোহস্তে সদ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ঊর্দ্ধ-হস্তে খড়্গ ও দক্ষিণভাগের অধোহস্তে অভয়, ও ঊর্দ্ধহস্তে বরমুদ্রা। দেবী প্রগাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা ও দিগম্বরী। তাহার গলদেশে যে মুণ্ডমালা আছে, তাহা হইতে রুধিরধারা বিগলিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিতেছে, এবং কর্ণে দুইটি শবশিশু ভূষণরূপে বিরাজমান—ইহাতে তাঁহার আকৃতি ভয়ানক হইয়াছে। দন্তশ্রেণী অতি ভীষণ,—স্তনদ্বয় অতি স্থূল ও উন্নত এবং শবহস্তবিনির্ম্মিত কাঞ্চী কটিদেশে শোভিত। তিনি হাস্যমুখী—ওষ্ঠ প্রান্তদ্বয় হইতে বিগলিত রুধির-ধারায় বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল। তাঁহার শব্দ অতি গভীর। কালিকাদেবী শ্মশানা-লয় নিবাসিনী। তাঁহার নেত্রদ্বয় নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল, দন্ত-শ্রেণী উন্নত ও বহির্গত এবং কেশপাশ দক্ষিণব্যাপী ও আলুলায়িত। তিনি শবোপরি অবস্থিতা এবং তাঁহার চতুর্দ্দিকে শিবাগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। তিনি মহাকালের সহিত বিপরীতভাবে রতাসক্ত, মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন ও হাস্য যুক্ত তিনি সর্ব্বকামনা ও সমৃদ্ধি প্রদাত্রী।

করিবে। তদ্বহির্দ্দেশে ত্রিকোণচতুষ্টয় অঙ্কিত করিয়া বৃত্ত, অষ্টদলপদ্ম, ও পুনর্ব্বার বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। তদ্বাহ্যে চতুর্দ্বার অঙ্কিত করিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে।—

অন্য প্রকার যন্ত্র।—

শক্ত্যগ্নিভ্যাঞ্চ ষট্‌কোণং শক্তিভিশ্চ ত্রয়াত্মকম্। পদ্মে বসু-দলে ভূমিপুশ্চতুর্দ্বারসংযুতম্॥

অগ্রে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিয়া তদ্বাহ্যে ত্রিকোণত্রয় অঙ্কিত করিবে। তদ্বাহ্যে বৃত্ত অষ্টদল পদ্ম ও চতুর্দ্বার লিখিয়া যন্ত্র প্রস্তুত করিবে।

কালিকাদেবীর যন্ত্র যে যে প্রকার আধারের উপরে অঙ্কিত করিতে হয়, তাহা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

তাম্রপাত্রে কপালে বা শ্মশানকাষ্ঠনির্ম্মিতে।
শনিভৌমদিনে বাপি শরীরে মৃতসম্ভবে।
স্বর্ণে রৌপ্যেঽথ লৌহে বা চক্রং কার্য্যং বিধানতঃ।

তাম্রপাত্রে, মনুষ্যকপালাদিতে, শ্মশানকাষ্ঠে, শনি ও মঙ্গল-বারে মৃত মনুষ্য-শরীরে, স্বর্ণপাত্রে কিংবা লৌহপাত্রে যন্ত্র অঙ্কিত করিতে হয়।

পীঠ-পূজা করিবার প্রণালী।—(কর্ণিকাতে)—ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ সুধাম্বুধয়ে নমঃ, ওঁ মণিদ্বীপায় নমঃ, ওঁ চিন্তামণিগৃহায় নমঃ, ওঁ শ্মশানায় নমঃ, ওঁ পারিজাতায় নমঃ। (তন্মূলে)—ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ নমঃ। (তাহার উপরে)—ওঁ মণিপীঠায় নমঃ। (চতুর্দ্দিকে)—ওঁ মুনিভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ শিবাভ্যো নমঃ, ওঁ শবমুণ্ডেভ্যো

ধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাজ্ঞায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাজ্ঞায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। (কেশরেতে পূর্ব্বাদিক্রমে)—ওঁ ইচ্ছায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্ঞানায়ৈ নমঃ, ওঁ ক্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ কামিন্যৈ নমঃ ওঁ কামদায়িন্যৈ নমঃ, ওঁ রতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ, ওঁ নন্দায়ৈ নমঃ। (মধ্যে)—ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ। (তদুপরি)—হ্‌সৌঃ সদাশিব-মহাপ্রেতপদ্মাসনায় নমঃ।

এইরূপে পীঠপূজা করিয়া উত্তরভাগে—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ। বলিয়া প্রণাম করিবে।

অতঃপর পুনরায় ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্র কল্পিত মূর্ত্তিতে নিম্ন মন্ত্রে আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥ ক্রীং দক্ষিণে কালিকেদেবি ইহাবহ ইহাবহ ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ সন্নিধেহি সন্নিহিতা ভব॥

অনন্তর হুং মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, অঙ্গমন্ত্রে সকলীকরণ, পরমীকরণ-মুদ্রাদ্বারা পরমীকরণ করিয়া ভূতিনী, আকর্ষিণী ও যোনি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করত মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শক্তিপূজার সাধারণ ক্রমে পূজা করিবে। তৎপরে আবরণ পূজা করিবে যথা—শ্রী দক্ষিণকালিকাদেবি আবরণং তে পূজয়ামি।—এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা গ্রহণের চিন্তা করিয়া (কেশরে অগ্নি-আদি কোণে)—ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা, ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং, ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, (চতুর্দ্দিকে)—ওঁ হ্রঃ অস্ত্রায় ফট্। (বহিঃ ষট্‌কোণে)—ওঁ

কাল্যৈ নমঃ, ওঁ কপালিন্যৈ নমঃ, ওঁ কুল্লায়ৈ নমঃ ওঁ কুরুকুল্লায়ৈ নমঃ, ওঁ বিরোধিন্যৈ নমঃ, ওঁ বিপ্রচিত্তায়ৈ নমঃ, ওঁ উগ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ উগ্রপ্রভায়ৈ নমঃ। (ইতি অন্তত্র্যস্রে)।—ওঁ নীলায়ৈ নমঃ, ওঁ ঘনায়ৈ নমঃ, ওঁ বলাকায়ৈ নমঃ। (ইতি দ্বিতীয় ত্র্যস্রে)।—ওঁ মাত্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মুদ্রায়ৈ নমঃ, ওঁ মিতায়ৈ নমঃ। (ইতি তৃতীয় ত্র্যস্রে)।—ওঁ সর্ব্বাঃ শ্যামা অসিকরা মুণ্ডমালা-বিভূষিতাঃ। তর্জ্জনীং বামহস্তেন ধারয়ন্ত্যঃ শুচিস্মিতাঃ। দিগম্বরা হসন্মুখ্যঃ স্বস্ববাহনভূষিতাঃ। এই ধ্যান করিয়া অষ্টপত্রে পূর্ব্বাদিক্রমে—ওঁ ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ, এইরূপে—নারায়ণ্যৈ, মাহেশ্বর্য্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, কৌমার্য্যৈ, অপরাজিতায়ৈ, বারাহ্যৈ নারসিংহ্যৈ।—এই সকল আবরণ দেবতাগণের পূজা পঞ্চোপচারে করিতে হয়। তৎপরে পত্রাগ্রে—ওঁ অসিতাঙ্গভৈরবায় নমঃ, ওঁ রুরুভৈরবায় নমঃ, ওঁ চণ্ডভৈরবায় নমঃ, ওঁ ক্রোধভৈরবায় নমঃ, ওঁ উন্মত্তভৈরবায় নমঃ, ওঁ কপালিভৈরবায় নমঃ, ওঁ ভীষণভৈরবায় নমঃ, ওঁ সংহারভৈরবায় নমঃ, এই অষ্টভৈরবের পূজা করিবে।

অনন্তর মহাকাল ভৈরবের পূজা করিবে। ধ্যান যথা,—ওঁ মহাকালং যজেদ্দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্। বিভ্রতং দণ্ডখট্টাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্। ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্। ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতম্। জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্॥ *

* ধ্যানের অর্থ,—মহাকাল ভৈরব দেবীর দক্ষিণভাগে বিদ্যমান আছেন। ইঁহার বর্ণ ধূম্রবৎ এবং দণ্ড ও চিতাকাষ্ঠধারী। ত্রিনয়ন, মস্তকের কেশরাশি ঊর্দ্ধমুখ,—গলদেশে মুণ্ডমালা, এবং মস্তকের চতুর্দ্দিকে জটাজাল সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে কপালস্থিত অর্দ্ধচন্দ্র প্রকাশিত। মূর্ত্তি অত্যন্ত উগ্র এবং দেহ-কান্তি অগ্নির ন্যায় প্রোজ্জ্বল।

"হূঁ ক্ষ্রোং যাং রাং লাং বাং ক্রোং মহাকালভৈরব সর্ব্ববিঘ্নান্ নাশয় নাশয় হ্রীং শ্রীং ফট্ স্বাহা।"

এই মন্ত্রে দেবীর দক্ষিণভাগে পাদ্যাদিদ্বারা মহাকালের পূজা করিয়া তিনবার তর্পণ করিবে এবং তৎপরে দেবীর পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। তৎপরে দেবীর অস্ত্র সমুদায়ের পূজা করিবে। যথা,—দেবীর বামভাগের ঊর্দ্ধ হস্তে,—ওঁ খড়্গায় নমঃ। (অধো-হস্তে)—ওঁ মুণ্ডায় নমঃ। (দক্ষিণ ভাগে ঊর্দ্ধহস্তে)—ওঁ অভয়ায় নমঃ। (অধোহস্তে)—ওঁ বরায় নমঃ।

অস্ত্র-পূজান্তে দেবীকে ধ্যান করত মূল মন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া দেবীর বামহস্তে জপ সমর্পণ করিবে। তৎপরে মন্ত্র পাঠ করত আত্মসমর্পণ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তাহার বিধান এই যে,—দেবীর অঙ্গে সমস্ত আবরণ দেবতা বিলীন চিন্তা করিয়া সংহার-মুদ্রা দ্বারা "অমুকি দেবি ক্ষমস্ব"—বলিয়া বিসর্জ্জন করিবে।

অতঃপর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া তেজঃস্বরূপ দেবতাকে পুষ্পের সহিত নিজহৃদয়ে আরোপিত করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনি।
ব্রহ্মযোনিসমুৎপন্নে! গচ্ছ দেবি যথান্তরম্॥

তৎপরে নিবেদিত নৈবেদ্যের কিঞ্চিৎ অংশ লইয়া—"ওঁ উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিন্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে ঈশান কোণে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ প্রিয় ব্যক্তিদিগকে প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং প্রসাদ পাইবে।

অতঃপর যন্ত্র-লেপ চন্দন বামহস্তে লইয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা উহাতে মায়াবীজ (হ্রীং) লিখিয়া ঐ চন্দন দ্বারা নিম্ন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কপালে তিলক করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ যং যং স্পৃশামি পাদাভ্যাং যো মাং পশ্যন্তি চক্ষুষা।
ত এব দাসতাং যান্তু রাজানো দুষ্টদস্তবঃ॥

অনন্তর অষ্টোত্তর শতাভিমন্ত্রিত পুষ্প ধারণ করিবে।

পুরশ্চরণ-ব্যবস্থা,—

লক্ষমেকং জপেদ্বিদ্যাং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ।
রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ॥
লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ।
অশুচিশ্চ তথা রাত্রৌ লক্ষমেকং তথৈব চ।
দশাংশং হোময়েন্মন্ত্রী তর্পয়েদভিষেচয়েৎ॥

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দুই লক্ষ জপ করিতে হয়। সাধক দিবাতে শুচি ও হবিষ্যাশী হইয়া এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে, এবং রাত্রিকালে তাম্বুল-পূর্ণ-মুখে শয্যাতে উপবিষ্ট হইয়া এক লক্ষ জপ করিবে এবং জপান্তে হোমের দশাংশ সংখ্যায় ঘৃত দ্বারা হোম ও ক্রমে তর্পণ ও অভিষেক করিবে।

রাত্রি-জপ এই দেবতার বিশেষ বিধি, অন্য দেবতার মন্ত্রপুরশ্চরণে দিবাতেই জপ করিবে, কদাচ রাত্রিতে জপ করিবে না। *

দক্ষিণকালিকা দেবীর অন্যান্য মন্ত্র।—

ক্রীং।—ইহা একটি একাক্ষর মন্ত্র।

হ্রীং।—ইহা অন্য একটি একাক্ষর মন্ত্র।

উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের পূজা-প্রণালী এইরূপ,—

প্রথমে সাধারণ পূজার নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া কালিকাদেবীর পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদি

* দিবৈব প্রজপেন্মন্ত্রং ন তু রাত্রৌ কদাচন। তন্ত্রসার।

ন্যাস ও বর্ণ-ন্যাস করিবে। করাঙ্গন্যাস যথা,—ক্রীং এই মন্ত্রের— ওঁ ক্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ওঁ ক্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি। এবং ওঁ ক্রাং হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ ক্রীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদি।

ক্রীং ও হ্রীং এই দুই মন্ত্রের পূজাতেই নিম্ন ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা,—

ওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্। মুক্তকেশীং ললজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥ *

অন্যান্য কার্য্য সমস্তই পূর্ব্ববৎ।

পুরশ্চরণ-ব্যবস্থা,—

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং লক্ষমেকং বিধানতঃ।
তদ্দশাংশবিধানেন হোময়েৎ সাধকোত্তমঃ॥

দেবীর ধ্যান করিয়া যথাবিধি এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং বিধান-ক্রমে জপের দশাংশপরিমাণে হোম করিবে।

অন্য প্রকার মন্ত্র,—

ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং হুং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং

---

* ধ্যানের অর্থ এইরূপ যে,—দেবী শবারূঢ়া, ভয়ঙ্করাকৃতি, ভীষণ-দর্শনা, বরপ্রদান-নিরতা, সহাস্যবদনা ও ত্রিনয়না। হস্তে কপাল (মাথার খুলি) ও কর্ত্তৃকা (ছোট খাঁড়া) বিরাজিতা। কেশদাম আলুলায়িত, লোল রসনা এবং বারম্বার রুধির পান করিতেছেন ও অপর দুই হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা অবস্থিত।

ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং।—ইহা দক্ষিণকালিকাদেবীর একবিংশতি অক্ষর মন্ত্র।

দক্ষিণকালিকার পূজা-প্রণালীক্রমে এই মন্ত্রের পূজাদি করিতে হয়, এবং লক্ষ জপে পুরশ্চরণ ও তদ্দশাংশ সংখ্যায় হোমাদি করিতে হয়।'

উক্ত মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' এই অক্ষর দ্বয় যোগ করিলে ত্রয়োবিংশতি অক্ষর মন্ত্র হয়। মন্ত্র যথা,—ওঁ হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

উক্ত ত্রয়োবিংশত্যক্ষর মন্ত্রের প্রণব পরিত্যাগ করিলে দ্বাবিংশ অক্ষর মন্ত্র হয়। মন্ত্র যথা,—হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

উক্ত ত্রয়োবিংশাক্ষর মন্ত্রের শেষস্থ স্বাহা পদ পরিত্যাগ করিলে, একবিংশতি অক্ষর মন্ত্র হয়। মন্ত্র যথা,—ওঁ হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং।

ত্রয়োবিংশাক্ষর মন্ত্রান্তর্গত প্রণব ও স্বাহা পদ পরিত্যাগ করিলে, বিংশাক্ষর মন্ত্র হয়। যথা,—হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং।

প্রাগুক্ত সমস্ত মন্ত্রের ধ্যান-পূজাদি দক্ষিণকালিকা পূজা-পদ্ধতিক্রমে করিতে হয়।

অন্য প্রকার মন্ত্র,—

ওঁ হ্রীং ক্রীং মে স্বাহা।—এই মন্ত্রের নাম কালীহৃদয়। এই মন্ত্রের পূজা-প্রণালী এইরূপ—

সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—(মস্তকে)—ভৈরবঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—বিরাট্ ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে) —সিদ্ধকালী-ব্রহ্মরূপা-ভুবনেশ্বরী-দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—ক্রীং বীজায় নমঃ। (পদদ্বয়)—হ্রীং শক্তয়ে নমঃ। তৎপরে দক্ষিণকালিকাপূজা-পদ্ধতি ক্রমে বর্ণন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিবে। এই মন্ত্রের দেবীর ধ্যান যথা,—

ওঁ খড়্গোত্তিন্নেন্দুখণ্ডস্রবদমৃতরসাপ্লাবিতাঙ্গী ত্রিনেত্রা,
সব্যে পাণৌ কপালে গলদসৃজমথো মুক্তকেশীপিবন্তী।
দিগ্বস্ত্রা বদ্ধকাঞ্চী মণিময়মুকুটাদ্যৈর্যুতা দীপ্তজিহ্বা,
পায়ান্নীলোৎপলাভা রবিশশিবিলসৎকুণ্ডলালীঢ়পাদা ॥ *

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া দক্ষিণকালিকাদেবীর পূজাপদ্ধতি-ক্রমে পূজা কার্য্য করিবে।

পুরশ্চরণ,—

জপেদ্বিংশতিসাহস্রং সহস্রেকেন সংযুতম্।
হোময়েত্তদ্দশাংশেন মৃদুপুষ্পেণ মন্ত্রবিৎ॥

* ধ্যানের অর্থ এইরূপ যে,—খড়্গোত্তিন্ন ইন্দুখণ্ড হইতে যে অমৃতধারা স্রাবিত হইতেছে,—ঐ অমৃত-রসে দেবীর সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত, এবং দেবী ত্রিনয়ন-বিশিষ্টা,—বামহস্তে নর-মুণ্ড, ঐ মুণ্ড হইতে যে রুধির ধারা বিগলিত হইতেছে, দেবী তাহা পান করিতেছেন। ইহাঁর কুন্তলজাল আলুলায়িত, এবং দেবী নগ্না, কটিতট মেখলাকলাপে পরিবেষ্টিত। ইনি মণিময় মুকুটাদিভূষণে বিভূষিতা। নীলোৎপলের ন্যায় ইহাঁর দেহকান্তি এবং বিলোলজিহ্বা অগ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি-বিশিষ্টা। দেবী রবিশশি-বিরাজিত কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া আলীঢ় পদে বিদ্যমানা আছেন।

উক্ত মন্ত্রের পুরশ্চরণে একবিংশতি সহস্র জপ করিয়া শিরীষ পুষ্প দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে।

অন্য প্রকার মন্ত্র সকল,—

ক্রীং হূং হ্রীং।*

ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং ফট্ স্বাহা।

ক্রীং হূং হ্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

ঐং নমঃ ক্রীং ঐং নমঃ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা।

এই সমস্ত মন্ত্রের পূজা-প্রণালী যথা,—

সাধারণ-পূজা-পদ্ধতির নিয়মানুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কার্য্য করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা—(শিরে)—দক্ষিণামূর্ত্তিঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—পংক্তিছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—কালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

উক্ত সকল মন্ত্রে নিম্ন প্রকার ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা,—

ওঁ চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা। খড়্গাঞ্চ দক্ষিণে পাণৌ বিভ্রতীন্দীবরদ্বয়ম্। কর্ত্রীঞ্চ খর্পরঞ্চৈব ক্রমাদ্বামেন বিভ্রতী। দ্যাং লিখন্তীং জটামেকাং বিভ্রতী শিরসা স্বয়ম্। মুণ্ডমালাধরা শীর্ষে গ্রীবায়ামথ চাপরাম্। বক্ষসা নাগহারঞ্চ বিভ্রতী রক্তলোচনা। কৃষ্ণবস্ত্রধরা কট্যাং ব্যাঘ্রাজিনসমন্বিতা। বামপাদং শবহৃদি সংস্থাপ্য দক্ষিণং পদম্। বিলাপ্য সিংহপৃষ্ঠে তু লেলিহানাসবং স্বয়ম্। সাট্টহাস্যা মহাঘোররাবযুক্তা সুভীষণা॥ *

* এই ধ্যানের অর্থ এইরূপ যে,—দেবী চতুর্ভুজা, কৃষ্ণবর্ণা ও মুণ্ডমালা বিভূষিতা। দক্ষিণ করদ্বয়ে খড়্গ ও নীলোৎপল, এবং বামহস্তদ্বয়ে কর্ত্তৃকা ও

এই ধ্যান করিয়া দক্ষিণকালিকার পূজাক্রমানুসারে সমস্ত পূজাকার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।

দুই লক্ষ জপে উক্ত মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। অন্যান্য মন্ত্রে মন্ত্রান্তর্গত বর্ণ সংখ্যা যত হইবে, তত লক্ষ জপ করিলে পুরশ্চরণ হইবে।

অন্য প্রকার মন্ত্র সকল,—

ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা।

ক্রীং হূং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্।

ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

এই সকল মন্ত্রের পূজা-প্রয়োগ যথা,—

সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতকৃত্যাদি প্রাণায়ামন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—(মস্তকে)—দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—পংক্তিছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—দক্ষিণকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ।

অন্যান্য পূজাক্রম দক্ষিণকালিকা পূজাবৎ।

অন্য প্রকার মন্ত্র।—ক্রীং স্বাহা।

এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি। পূজা কার্য্য অন্য সমস্তই দক্ষিণ-কালিকা পূজার ন্যায়।

খর্পর। মস্তকে দুইটি জটা—তাহার একটি গগনস্পর্শী। মস্তকে ও গলদেশে মুণ্ডমালা এবং বক্ষে নাগহার। চক্ষু রক্তবর্ণ, কটীদেশে কৃষ্ণ বস্ত্র ও ব্যাঘ্রাজিন ধারণ করিয়া শবরূপী শিবের হৃদয়ে বামপদ সংস্থাপনপূর্ব্বক সিংহ-পৃষ্ঠে দক্ষিণ পদ রাখিয়াছেন। স্বয়ং আসবপানে আসক্তা, অট্ট অট্ট হাস্য-যুক্তা, ভয়ঙ্করাশব্দা ও ভীষণাকৃতি।

ক্রীং হূং হ্রীং স্বাহা।—এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের—পঞ্চবক্ত্র ঋষি। পূজাদি অন্যান্য সমস্তই দক্ষিণকালিকাপূজাদির মত।

ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা।

ক্রীং হূং হূং হ্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং স্বাহা।

ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং স্বাহা।

নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা।

নমঃ আং আং ক্রোং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালি কালিকে হূং।

এই সকল মন্ত্রের ঋষ্যাদি ন্যাস ও পূজাদি দক্ষিণকালিকা দেবীর পূজাপদ্ধতি-ক্রমানুসারে করিতে হয়।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা।—ইহা পঞ্চাক্ষর মন্ত্র।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং ক্রীং স্বাহা।—ইহা অষ্টাক্ষর মন্ত্র।

ঐং নমঃ ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা।—ইহা একাদশাক্ষর মন্ত্র।

এই একাদশাক্ষর মন্ত্রের দক্ষিণামূর্ত্তি ঋষি, পংক্তিছন্দঃ, হ্রীং শক্তি ও কালিকা দেবতা। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দুইলক্ষ জপ করিতে হয়।

পঞ্চাক্ষর প্রভৃতি অন্যান্য মন্ত্রের পুরশ্চরণে মন্ত্রমধ্যে যত সংখ্যক বর্ণ আছে, ততলক্ষ জপ করিতে হয়। এই মন্ত্রের পূজাতে পূর্ব্বোক্ত "চতুর্ভুজাং কৃষ্ণবর্ণাং" ইত্যাদি ধ্যান করিতে হয়।

অন্য প্রকার মন্ত্র সকল ;—

ক্রীং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা।—একাদশাক্ষর মন্ত্র।

ক্রীং হূং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ফট্।—দশাক্ষর মন্ত্র।

ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং দক্ষিণে কালিকে ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।—ইহা বিংশতি-অক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের দক্ষিণা মূর্ত্তি ঋষি, পংক্তিচ্ছন্দ ও দক্ষিণকালিকা দেবতা।

ক্রীং স্বাহা।—এই মন্ত্রের ভৈরব ঋষি।

ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা। সর্ব্বতন্ত্র সম্মত অষ্টাক্ষর মন্ত্র।

হ্রীং হূং হ্রীং স্বাহা।—এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের পঞ্চবক্ত্র ঋষি।

ক্রীং দক্ষিণে কালিকে স্বাহা।—নবাক্ষর মন্ত্র।

ক্রীং হূং হ্রীং ক্রীং হূং হ্রীং স্বাহা।—এই অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র মুক্তিপ্রদ।

দশতত্ত্ব সমন্বিত অন্য প্রকার মন্ত্র সকল ;—

ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা।

ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং ক্রীং ক্রীং ক্রীং হ্রীং হ্রীং হূং হূং স্বাহা।

নমঃ ঐং ক্রীং ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা।

নমঃ আং ক্রোং আং ক্রোং ফট্ স্বাহা কালি কালিকে হূং।

দক্ষিণকালিকার পূজাপদ্ধতিক্রমে উক্ত মন্ত্রসমূহের পূজাদি করিতে হয়। এক লক্ষ জপে উক্ত মন্ত্রসমূহের পুরশ্চরণ হয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শিব-পূজা ও মন্ত্র।

হৌং।—ইহা শিবের একাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের নাম প্রাসাদ-বীজ। এই একাক্ষর মন্ত্রের পূজাপ্রণালী এইরূপ।

সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমে প্রাতঃ কৃত্যাদি মাতৃকান্যাসান্ত কর্ম্ম করিয়া শ্রীকণ্ঠাদিন্যাস করিবে। দেহের যে যে স্থানে এবং যে প্রণালীতে মাতৃকান্যাস করিতে হয়, নিম্ন মন্ত্রে এই শ্রীকণ্ঠ ন্যাসও সেই সেই স্থানে সে প্রণালীতে করিতে হয়।

শ্রীকণ্ঠন্যাস মন্ত্র যথা,—

অং শ্রীকণ্ঠপূর্ণোদরীভ্যাং নমঃ। (নমঃ সর্ব্বত্রই বলিবে)—আং অনন্তবিরজাভ্যাং, ইং সূক্ষ্মশাল্মলীভ্যাং, ঈং ত্রিমূর্ত্তিলোলাক্ষীভ্যাং, উং অমরেশ্বরবর্ত্তুলাক্ষীভ্যাং, ঊং অর্ঘীশদীর্ঘঘোণাভ্যাং, ঋং ভারভূতিসুদীর্ঘমুখীভ্যাং, ৠং অতিথীশগোমুখীভ্যাং, ঌং স্থাণুকদীর্ঘজিহ্বাভ্যাং, ৡং হরকুণ্ডোদরীভ্যাং, এং ঝিণ্টীশোর্দ্ধমুখীভ্যাং, ঐং ভৌতিকেশবিকৃতমুখীভ্যাং, ওং সদ্যোজাতজ্বালামুখীভ্যাং ঔং অনুগ্রহেশ্বরোল্কামুখীভ্যাং, অং অক্রূরস্থশ্রীমুখীভ্যাং, অঃ মহাসেনবিদ্যামুখীভ্যাং, কং ক্রোধীশসর্ব্বসিদ্ধিমহাকালীভ্যাং, খং চণ্ডেশসর্ব্বসিদ্ধিসরস্বতীভ্যাং, গং পঞ্চান্তকগৌরীভ্যাং, ঘং শিবোত্তমত্রৈলোক্যবিদ্যাভ্যাং ঙং একরুদ্রমন্ত্রশক্তিভ্যাং, চং কূর্ম্মাত্মশক্তিভ্যাং ছং একনেত্রভূতমাতৃকাভ্যাং, জং চতুরাননলম্বোদরীভ্যাং, ঝং অজেশদ্রাবিণীভ্যাং, ঞং সর্ব্বনাগরীভ্যাং, টং সোমেশখেচরীভ্যাং, ঠং লাঙ্গলিমঞ্জরীভ্যাং, ডং দারুকরূপিণীভ্যাং, ঢং অর্দ্ধনারীশ্বর-

বীরিণীভ্যাং, ণং উমাকান্তকাকোদরীভ্যাং, তং আষাঢ়িপূতনাভ্যাং, থং দণ্ডিভদ্রকালীভ্যাং, দং অত্রিযোগিনীভ্যাং, ধং মণীশশঙ্খিনীভ্যাং, নং মেষগর্জ্জিনীভ্যাং, পং লোহিতকালরাত্রিভ্যাং, ফং শিখীকুব্জিনীভ্যাং, বং ছগলণ্ডকপর্দ্দিনীভ্যাং, ভং দ্বিরণ্ডেশবজ্রাভ্যাং, মং মহাকালজয়াভ্যাং, যং ত্বগাত্মবালিসুমুখেশ্বরীভ্যাং, রং অসৃগাত্মভুজঙ্গেশরেবতীভ্যাং, লং মাংসাত্মপিণাকীশমাধবীভ্যাং, বং মেদআত্মখড়্গীশবারুণীভ্যাং, শং অস্থ্যাত্মবকেশবায়বীভ্যাং, ষং মজ্জাত্মশ্বেতরক্ষোবিদারিণীভ্যাং, সং শুক্রাত্মভৃগ্বীশসহজাভ্যাং, হং প্রাণাত্মনকুলীশলক্ষ্মীভ্যাং, লং বীজাত্মশিবব্যাপিনীভ্যাং, ক্ষং ক্রোধাত্মসম্বর্ত্তকমায়াভ্যাং।

অনন্তর সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমে পীঠন্যাস করিয়া পীঠশক্তি ন্যাস করিবে। পীঠশক্তি ন্যাস যথা,—

(হৃদয় পদ্মের পূর্ব্ব কেশরে)—ওঁ বামায়ৈ নমঃ। (আগ্নেয় কেশরে)—ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ। দক্ষিণ কেশরে)—ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ। (নৈর্ঋত কেশরে)—ওঁ কাল্যৈ নমঃ। (পশ্চিম কেশরে)—ওঁ কালবিকরিণ্যৈ নমঃ। (বায়ুকেশরে)—ওঁ বলবিকরিণ্যৈ নমঃ। (উত্তর কেশরে)—ওঁ বলপ্রমথিন্যৈ নমঃ। (ঈশানকেশরে)—ওঁ সর্ব্বভূতদমন্যৈ নমঃ। হৃৎপদ্ম মধ্যে)—ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ। (তদুপরি)—ওঁ নমো ভগবতে সকলগুণাত্মশক্তিযুক্তায় অনন্তায় যোগপীঠাত্মনে নমঃ।

তৎপরে ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হয়। ঋষ্যাদি ন্যাস যথা,—(মস্তকে)—বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—সদাশিবায় দেবতায়ৈ নমঃ।

অতঃপর, হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, ইত্যাদিক্রমে

অঙ্গন্যাস ওঁ হাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা,— ইত্যাদি ক্রমে করন্যাস করিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিতে ঈশানাদি পঞ্চমূর্ত্তিন্যাস করিবে। পঞ্চমূর্ত্তি ন্যাস যথা,— (অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে)—হোং ঈশানায় নমঃ। (তর্জ্জনীদ্বয়ে)—হেং তৎপুরুষায় নমঃ। (মধ্যমাদ্বয়ে)—হুং অঘোরায় নমঃ। (অনামিকাদ্বয়ে)—হিং বামদেবায় নমঃ। (কনিষ্ঠাদ্বয়ে)—হং সদ্যোজাতায় নমঃ।

পুনরায় আর একবার ঐ প্রকারে পঞ্চমূর্ত্তিন্যাস করিবে,— অর্থাৎ দুইবার এই ন্যাস করিবার বিধান আছে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা মস্তকে—হোং ঈশানায় নমঃ। তর্জ্জনীদ্বারা মুখে—হেং তৎপুরুষায় নমঃ। মধ্যমাদ্বারা হৃদয়ে—হুং অঘোরায় নমঃ। অনামিকাদ্বারা গুহে—হিং বামদেবায় নমঃ। কনিষ্ঠাদ্বারা পদে —হং সদ্যোজাতায় নমঃ।—এই প্রকারে পঞ্চাঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে উর্দ্ধমুখে অঙ্গুষ্ঠদ্বারা—হোং ঈশানায় নমঃ। পূর্ব্বমুখে তর্জ্জনীদ্বারা—হেং তৎপুরুষায় নমঃ। দক্ষিণমুখে মধ্যমাদ্বারা— হুং অঘোরায় নমঃ। পশ্চিম মুখে অনামিকাদ্বারা—হিং বাম-দেবায় নমঃ। উত্তরমুখে কনিষ্ঠাদ্বারা—হং সদ্যোজাতায় নমঃ। এই প্রকারে দেবতার পঞ্চবদনে পঞ্চমূর্ত্তি ন্যাস করিবে।

শূদ্রগণ এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ব্রাহ্মণাদি অপর বর্ণত্রয় নিম্ন লিখিত ন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করিবেন। শূদ্রের উহাতে অধিকার নাই।

তদনন্তর উর্দ্ধ, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর মুখে ঈশানের পঞ্চ কলা ন্যাস করিবে। যথা,—(উর্দ্ধমুখে)—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং ওঁ শশিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। (পূর্ব্বমুখে)—ওঁ

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ওঁ অঙ্গদায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (দক্ষিণমুখে) —ওঁ ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা ওঁ ইষ্টদায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (পশ্চিমমুখে)—ওঁ শিবোমেঽস্তু ওঁ মরিচ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। (উত্তরমুখে)—ওঁ সদাশিব ওঁ অংশুমালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ।

ঐ প্রকারে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর মুখে তৎপুরুষের কলাচতুষ্টয়, এবং হৃদয়ে, গ্রীবায়, স্কন্ধদ্বয়ে, নাভিতে, উদরে, পৃষ্ঠে ও বক্ষঃস্থলে অঘোরের অষ্টকলা, তৎপরে গুহ্যে, অণ্ডকোষে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, নিতম্বদ্বয়ে কটিতে ও পার্শ্বদ্বয়ে বামদেবের ত্রয়োদশকলা, তৎপরে পার্শ্বদ্বয়ে,স্তনদ্বয়ে, নাসিকাতে, মস্তকে ও বাহুদ্বয়ে সদ্যোজাতের অষ্টকলা ন্যাস করিবে। যথাক্রমে—(পূর্ব্বমুখে)—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে ওঁ শান্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ।—(দক্ষিণমুখে)—মহাদেবায় ধীমহি ওঁ বিদ্যায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (পশ্চিমমুখে)—তন্নোরুদ্রঃ ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (উত্তরমুখে)—প্রচোদয়াৎ ওঁ নিবৃত্ত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। (হৃদয়ে)—অঘোরেভ্যঃ ওঁ উমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (গ্রীবা-দেশে)—ঘোরেভ্য ওঁ মহায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (অংসদ্বয়ে) —ঘোর ওঁ ক্ষমায়ৈ কলায়ৈ নমঃ, ঘোরতরেভ্যঃ ওঁ নিদ্রায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (নাভিতে)—সর্ব্বতঃ সর্ব্ব ওঁ ব্যাধয়ে কলায়ৈ নমঃ। (কুক্ষিদেশে *)—সর্ব্বেভ্যঃ ওঁ মৃত্যবে কলায়ৈ নমঃ। (পৃষ্ঠে) নমস্তেঽস্তু ওঁ ক্ষুধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (বক্ষে)— রুদ্ররূপেভ্যঃ ওঁ তৃষ্ণায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—ওঁ বাম-দেবায় নমঃ। ওঁ উর্জ্জায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (অণ্ডকোষদ্বয়ে)— জ্যেষ্ঠায় নমঃ ওঁ রশ্ময়ে কলায়ৈ নমঃ। রুদ্রায় নমঃ ওঁ রত্যৈ

* কুক্ষি—উদর-গহ্বর।

কলায়ৈ নমঃ। (উরুদ্বয়ে)—কালায় নমঃ ওঁ কপালিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। কল ওঁ কামায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (জানুদ্বয়ে)—বিকরণায় নমঃ ওঁ সংযমিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ; বল ওঁ ক্রিয়ায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (জঙ্ঘাদ্বয়ে)—বিকরণায় নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ; বল ওঁ স্থিরায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। (স্ফিকৃদ্বয়ে)—প্রমথনায় নমঃ ওঁ রাত্র্যৈ কলায়ৈ নমঃ; সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ ওঁ ভ্রামিণ্যৈ কলায়ৈ নমঃ (কটিতে)—মন ওঁ মোহিন্যৈ কলায়ৈ নমঃ। (পার্শ্বদ্বয়ে)—উন্মনায় নমঃ ওঁ জরায়ৈ কলায়ৈ নমঃ।

অনন্তর যথাক্রমে দুই পার্শ্ব, স্তনদ্বয়, নাসিকা, মূর্দ্ধা ও বাহু-যুগে সদ্যোজাতের অষ্টকলা ন্যাস করিবে। যথা,—ওঁ সদ্যো-জাতং প্রপদ্যামি ওঁ সিদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ওঁ বৃদ্ধ্যৈ কলায়ৈ নমঃ। ভবে ওঁ মত্যৈ কলায়ৈ নমঃ। অভবে ওঁ লক্ষ্ম্যৈ কলায়ৈ নমঃ। অনাদিভবে ওঁ মেধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ভজস্ব মাং ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। ভব ওঁ প্রভায়ৈ কলায়ৈ নমঃ। উদ্ভবায় নমঃ ওঁ সুধায়ৈ কলায়ৈ নমঃ।

অতঃপর পঞ্চাঙ্গুলিতে ঈশানাদি পঞ্চঋষির ন্যাস করিবে। যথা,—(অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিতে)—ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্ব-ভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবম্। (তর্জ্জনীতে)—ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো-রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। (মধ্যমায়)—ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্য সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ। অনামিকায়)—ওঁ বামদেবায় নমঃ, জ্যেষ্ঠায় নমঃ, রুদ্রায় নমঃ, কলায় নমঃ, কলবিকরণায় নমঃ, বলপ্রমথনায় নমঃ, সর্ব্বভূতদমনায় নমঃ, মনোন্মনায় নমঃ। (কনিষ্ঠায়)—ওঁ

সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবেঽভবেঽনাদি-ভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ।

পরে মূর্দ্ধা (মস্তক), আস্য (মুখ), হৃদয়, গুহ্য, পাদে, উক্ত 'ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাং' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্র ন্যাস করিবে, এবং উক্ত পাঁচ মন্ত্রে উর্দ্ধমুখে, পূর্ব্বমুখে, দক্ষিণমুখে, পশ্চিমমুখে ও উত্তরমুখে ন্যাস করিবে। অনন্তর অঙ্গন্যাস করিবে। যথা,— ঐং ক্লীং ব্লূং স্ত্রীং সঃ সর্ব্বজ্ঞায় হৃদয়ায় নমঃ। অমৃতে তেজোজ্বালা-মালিনে তৃপ্তয়ে ব্রহ্মণে শিরসে স্বাহা। জ্বলিতশিখি শিখায় অনাদিবোধায় শিখায়ৈ বষট্। বজ্রিণে বজ্রহস্তায় স্বতন্ত্রায় কবচায় হুং। শৌং চৌং হৌং পরতোঽলুপ্তশক্তয়ে নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। শ্লীং পশু হুং ফট্ অনন্তশক্তয়ে অস্ত্রায় ফট্। অনন্তর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈ-রঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভং। শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহ-নান্নাগেন্দ্রঘণ্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে। *

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। শঙ্খপাত্রে শিবের ও সূর্য্যের অর্ঘ্য স্থাপন করিতে নাই; যথা,—

* মহাদেব মুক্তাবর্ণ, পীতবর্ণ, মেঘবর্ণ, শুভ্রবর্ণ ও জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণ সম্পন্ন-পঞ্চবদন-বিশিষ্ট এবং ত্রিনয়ন। ইঁহার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র এবং কোটি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেহকান্তি। হস্তে শূল, টঙ্ক (পাষাণদারণ অস্ত্র বিশেষ), খড়্গ, বজ্র, অগ্নি, সর্প, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, পাশ, ও অভয় মুদ্রা আছে। ইঁহার অঙ্গ অমিত বেশ-ভুষাদ্বারা উজ্জ্বলীকৃত আছে।

সর্ব্বত্রৈব প্রশস্তোঽন্যঃ শিব-সূর্য্যার্চ্চনং বিনা।

অনন্তর শৈবোক্ত পীঠ-পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও মূল মন্ত্রে মূর্ত্তি পরিকল্পনাপূর্ব্বক আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদান পর্য্যন্ত সমস্ত পূজা কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা করিবে। আবরণ পূজা যথা,—

(ঈশান কোণে)—ওঁ ঈশানায় নমঃ। (পূর্ব্বে)—ওঁ তৎ-পুরুষায় নমঃ। (দক্ষিণে)—ওঁ অঘোরায় নমঃ। (উত্তরে) —ওঁ বামদেবায় নমঃ। (পশ্চিমে)—ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ। (পুনরায় ঈশানাদি কোণ চতুষ্টয়ে যথাক্রমে)—ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ, প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ, বিদ্যায়ৈ নমঃ, শান্ত্যৈ নমঃ। (অষ্ট পত্রে)— ওঁ অনন্তায় নমঃ (এইক্রমে)—সূক্ষ্মায় শিবোত্তমায়, একনেত্রায়, একরুদ্রায়, ত্রিমূর্ত্তয়ে, শ্রীকণ্ঠায়, শিখণ্ডিনে। (তদ্বাহে উত্তরাদি ক্রমে)—ওঁ উমায়ৈ নমঃ (এইক্রমে)—চণ্ডেশ্বরায়, নন্দিনে, মহাবলায়, গণেশায়, বৃষায়, ভৃঙ্গরীটায়, স্কন্দায়। (তদ্বাহে উক্ত-রাদিক্রমে)—ইন্দ্রাদিভ্যো নমঃ এবং বজ্রাদিভ্যো নমঃ।

অনন্তর ধূপ-বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবে।

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে পঞ্চলক্ষ জপ যথা,—

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং পঞ্চলক্ষং মধুপ্লুতৈঃ।
প্রসূনৈঃ করবীরোত্থৈর্জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ॥

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে পঞ্চলক্ষ জপ করিয়া মধুযুক্ত করবীর পুষ্পদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে।

শিবের অন্যপ্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র,—

হ্রীং ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীং।

উক্ত মন্ত্রের পূজা-প্রয়োগ যথা,—প্রথমে সাধারণ পূজাপদ্ধতি ক্রমে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে পীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম করিবে, এবং তদনন্তর নিম্ন মন্ত্রে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে, যথা,—

(শিরে)—বামদেবঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—উমাপতয়ে নমঃ।

অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবে যথা,—ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। মং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শিং অনামিকাভ্যাং হুং। বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। য়ং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। (হৃদয়াদিতেও ঐ প্রকার)।

অনন্তর ধ্যান করিবে যথা,—

ওঁ বন্ধুকাভং ত্রিনেত্রং শশিশকলধরং স্মেরবক্ত্রং বহস্তং, হস্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং চারুহারং নমামি। বামোরুস্তম্ভগায়াঃ করতলবিলসচ্চারুরক্তোৎপলায়া, হস্তেনাশ্লিষ্টদেহং মণিময়-বিলসদ্ভূষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ ॥ *

এরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপনপূর্ব্বক শিবমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাধানান্তে আবরণ দেবতার পূজা করিবে যথা,—(কেশরে অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান কোণে, দিক্ষু ও মধ্যে)—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। নং শিরসে স্বাহা।

* ইহার বন্ধুক কুসুমের ন্যায় দেহবর্ণ এবং ত্রিনয়ন ও হাস্য বদন। কপালে চন্দ্রকলা, হস্তে শূল, কপাল (মনুষ্য মস্তক-নির্ম্মিত ভিক্ষাপাত্র) বর ও অভয় মুদ্রা; এবং কণ্ঠদেশে মনোহর হার ও বামোরুতে নিজশক্তি উপবিষ্টা আছেন। ইহার এক হস্তে রক্তোৎপল এবং সর্ব্বাঙ্গে মণিময় আভরণ,—অপর হস্তদ্বারা শিবকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন।

মং শিখায়ৈ বষট্। শিং কবচায় হুং। বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। য়ং অস্ত্রায় ফট্। (মধ্যে পূর্ব্বদিকে)—ওঁ হৃল্লেখায়ৈ নমঃ। (এই প্রকারে)—গগনায়ৈ, রক্তায়ৈ, করালিকায়ৈ, মহোচ্ছুষ্মায়ৈ। (তৎপরে পত্রে পূর্ব্বাদিদিকে)—ওঁ বৃষভায় নমঃ। (এইক্রমে)—ক্ষেত্রপালায়, চণ্ডেশ্বরায়, দুর্গায়ৈ, কার্ত্তিকেয়ায়, নন্দিনে, বিঘ্ননাশকায়, সেনাপতয়ে। (পূর্ব্ববৎ পত্রসমূহে)—ওঁ উমাদিভ্যো নমঃ। (তদ্বাহ্যে)—ওঁ ব্রাহ্মৈ নমঃ। (এইক্রমে)—মাহেশ্বর্য্যৈ, কৌমার্য্যৈ, বৈষ্ণব্যৈ, বারাহ্যৈ, ইন্দ্রাণ্যৈ, চামুণ্ডায়ৈ, মহালক্ষ্ম্যৈ। (তদ্বাহ্যে)—ওঁ ইন্দ্রাদিভ্যো নমঃ। ওঁ বজ্রাদিভ্যো নমঃ।

অনন্তর ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করত পূজা সমাপ্ত করিবে।

মনুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং যথাবিধিঃ।
জুহুয়ান্মধুরাসিক্তৈরারগ্বধসমিদ্বরৈঃ॥

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে চতুর্দ্দশ লক্ষ জপ করিয়া, ঘৃত-মধু-শর্করাযুক্ত আরগ্বধ (শোণালু বৃক্ষের) সমিধ্ দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে।

শিবের অন্য প্রকার অষ্টাক্ষর মন্ত্র—

ওঁ হ্রীং হৌং নমঃ শিবায়।

উক্ত মন্ত্রের পূজা প্রণালী যথা,—সাধারণ শিব-পূজোক্ত-বিধানে ঋষ্যাদি ন্যাস ও করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ বন্দে সিন্দূরবর্ণং মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং, ভালোদ্য-

ন্নেত্রমীশং স্মিতমুখকমলং দিব্যভূষাঙ্গরাগং। বামোরুস্থস্তপাণে-রুরুণকুবলয়ং সংদধত্যাঃ প্রিয়ায়া, বৃত্তোত্তুঙ্গস্তনাগ্রে নিহিতকর-তলং বেদটঙ্কেষ্টহস্তং ॥ *

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, পীঠ-পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপন করত পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। তৎপরে আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবরণ পূজা করিবে। তদর্থে প্রথমে পূর্ব্ব প্রণালীক্রমে "ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদিরূপে অঙ্গ পূজা করিয়া উমাদির পূজা করিবে। তৎপরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপ-বিসর্জ্জনান্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে।

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণের বিধান,—

অষ্টলক্ষং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী মন্ত্রবিদাং বরঃ।
তৎ সহস্রং প্রজুহুয়াৎ পায়সান্নৈর্ঘৃতাপ্লুতৈঃ ॥

মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে অষ্টলক্ষ জপ করিয়া ঘৃতান্বিত পায়সান্ন দ্বারা অষ্ট সহস্র হোম করিবে।

মৃত্যুঞ্জয়-মন্ত্র—

ওঁ জুং সঃ।

---

* শিবের সিন্দুর-সদৃশ দেহের বর্ণ, মস্তকে মণিময় মুকুট, কপালে চন্দ্র ভূষণ ও একটি নেত্র আছে। মুখকমল মৃদুহাস্যময় এবং সর্ব্বাঙ্গ উত্তম ভূষণে বিভূষিত। বামোরুতে হস্ত প্রদান করিয়া শিবপ্রিয়া শিবের বামভাগে উপবিষ্টা আছেন—শিবপ্রিয়ার অপর হস্তে রক্ত পদ্ম। পরম শিব পরম শিবার বর্ত্তুলাকার স্তনমণ্ডলে হস্তার্পণ করিয়া আছেন, এবং অপর হস্তত্রয়ে বেদ টঙ্ক ও বর রহিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ের ইহা ত্র্যক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী যথা,— প্রাতঃকৃত্যাদি এবং শিব-মন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে যথা,—(মস্তকে)—কহোলঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—দেবীগায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—মৃত্যুঞ্জয়ায় মহাদেবায় দেবতায়ৈ নমঃ।

করাঙ্গন্যাস যথা,—সাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। সীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। সৈং অনামিকাভ্যাং হুং। সৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। (এই রূপে হৃদয়াদিতে ন্যাস করিবে।) অনন্তর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ চন্দ্রার্কাগ্নিবিলোচনং স্মিতমুখং পদ্মদ্বয়ান্তঃস্থিতং, মুদ্রাপাশমৃগাক্ষসূত্রবিলসৎপাণিং হিমাংশুপ্রভং। কোটীরেন্দুগলৎসুধাপ্লুততনুং হারাদিভূষোজ্জ্বলং, কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং পশুপতিং মৃত্যুঞ্জয়ং ভাবয়েৎ॥ *

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপনাদি পীঠপূজাপূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান, আবাহন ও পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবে। কেশরে অগ্নি-আদি কোণ চতুষ্টয়ে, মধ্যে এবং দিক্ চতুষ্টয়ে, "সাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি রূপে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির

---

* মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র-সূর্য্য-অগ্নি-নেত্র হাস্য বদন এবং পদ্ম দ্বয়ের উপরে উপবিষ্ট। হস্তে মুদ্রা পাশ মৃগ ও জপমালা আছে। ইঁহার চন্দ্রের ন্যায় প্রভা ও সর্ব্বাঙ্গ চন্দ্রগলিত সুধা দ্বারা আপ্লুত ও হারাদি বিবিধপ্রকার ভূষণে সমুজ্জ্বলীকৃত। তিনি আপনার দেহকান্তিতে জগৎ মোহিত করিতেছেন—এই প্রকার পশুপতি মৃত্যুঞ্জয়কে ভাবনা করিবে।

পূজা করত ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবে।

পুরশ্চরণবিধান,—

গুণলক্ষং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং বিশালধীঃ।
জুহুয়াদমৃতাখণ্ডৈঃ শুদ্ধদুগ্ধাজ্যলোড়িতৈঃ॥

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিনলক্ষ জপ ও ঘৃত-দুগ্ধ-মিশ্রিত গুড়ূচীলতা খণ্ড দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে।

নীলকণ্ঠ-মন্ত্র,—

প্রোং নীং ঠঃ।

নীলকণ্ঠের এই মন্ত্রের পূজা-পদ্ধতি এইরূপ—প্রথমে সাধারণ পূজাপদ্ধতিক্রমে শিবমন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে যথা,—(মস্তকে)—অরুণঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—অনুষ্টুপ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—নীলকণ্ঠায় দেবতায়ৈ নমঃ।

অতঃপর করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—হর হর স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। কপর্দ্দিনে স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। নীলকণ্ঠায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। কালকূটবিষভক্ষণায় ফট্ অনামিকাভ্যাং হুং। নীলকণ্ঠিনে স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্ (এইপ্রকারে হৃদয়াদিতে)।

অনন্তর মন্ত্র ন্যাস করিবে। যথা,—(মস্তকে)—প্রোং নমঃ। (কণ্ঠদেশে)—নীং নমঃ। (হৃদয়ে)—ঠঃ নমঃ।

অনন্তর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ বালার্কাযুততেজসং ধৃতজটাজূটেন্দুখণ্ডোজ্জ্বলং, নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরং জপবটীং শূলং কপালং করৈঃ। খট্টাঙ্গং দধতং

ত্রিনেত্রবিলসৎপঞ্চাননং সুন্দরং, ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিধানমব্জনিলয়ং শ্রীনীলকণ্ঠং ভজে ॥ *

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, অর্ঘ্য স্থাপন ও শিবমন্ত্রোক্ত পীঠ-পূজা করত পুনরায় ধ্যান এবং আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক আবরণ দেবতা পূজা করিবে। যথা, —(কেশরে অগ্নি আদি-চতুষ্কোণে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে)—হর হর স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ ; কপর্দ্দিনে স্বাহা শিরসে স্বাহা, নীলকণ্ঠায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্‌, কালকূটবিষভক্ষণায় হুং ফট্‌ কবচায় হুং নীলকণ্ঠিনে স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্‌। নীলকণ্ঠিনে স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বষট্‌। এই সকল অঙ্গ পূজা করিয়া ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করত ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

পুরশ্চরণ-বিধান,—

লক্ষত্রয়ং জপেন্মন্ত্রং তদ্দশাংশং সসর্পিষা।
হবিষা জুহুয়াৎ সম্যক্ সংস্কৃতে হব্যবাহনে ॥

উক্ত মন্ত্রের পুরশ্চরণে তিনলক্ষ জপ করিয়া ঘৃত দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিবে।

নীলকণ্ঠের অন্য মন্ত্র,—

ওঁ নমো নীলকণ্ঠায়।

ইহা নীলকণ্ঠদেবের অষ্টাক্ষর মন্ত্র। পূজা পদ্ধতি সমস্তই

* দশসহস্র বাল-সূর্য্যের ন্যায় নীলকণ্ঠদেবের দেহকান্তি। মস্তকে জটাভার কপালে অর্দ্ধচন্দ্র, মস্তকে ভুজঙ্গের মুকুট এবং হস্তে জপমালা শূল নরকপাল ও খট্টাঙ্গ (চিতাকাষ্ঠ) অবস্থিত। নীলকণ্ঠ ত্রিনয়ন, পঞ্চবদন ও অতীব সুন্দর মূর্ত্তি। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং পদ্মোপরি উপবিষ্ট। এই প্রকার নীলকণ্ঠদেবকে ভজনা করিবে।

পূর্ব্ববৎ, কেবল ঋষ্যাদি ন্যাসের বিশেষ আছে। যথা,—(মস্তকে) ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে) নীলকণ্ঠায় দেবতায়ৈ নমঃ।

পূজাকার্য্য, পুরশ্চরণ ও হোম সমস্তই পূর্ব্ব মন্ত্রের ন্যায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্য-মন্ত্র ও পূজা।

ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য।

উহা সূর্য্যের অষ্টাক্ষর মন্ত্র। পূজাপদ্ধতি যথা,—প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত কর্ম্ম করিয়া পীঠন্যাস করিবে। যথা,—হৃদয়ের পূর্ব্বাদিদিকে—ওঁ প্রভূতায় নমঃ, ওঁ বিমলায় নমঃ, ওঁ সারায় নমঃ, ওঁ সমারাধ্যায় নমঃ, ওঁ পরমমুখায় নমঃ,—এই সকল ন্যাস করণান্তর সাধারণ পূজাপদ্ধতি অনুসারে—ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ইত্যাদি—অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ; এই পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। তদনন্তর কেশরে ও মধ্যে —রাং দীপ্তায়ৈ নমঃ, রীং সূক্ষ্মায়ৈঃ নমঃ, রূং জয়ায়ৈ নমঃ, রেং ভদ্রায়ৈ নমঃ, রৈং বিভূত্যৈ ননঃ, রোং বিমলায়ৈ নমঃ, রৌং অমোঘায়ৈ নমঃ, রং বিদ্যুতায়ৈ নমঃ, রঃ সর্ব্বতোমুখ্যৈ নমঃ,— এই পীঠশক্তির ন্যাস করিয়া—ওঁ ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকায় সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ। এই মন্ত্রে জগৎপতি সূর্য্যের পীঠন্যাস করিবে। অতঃপর ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হয়। ঋষ্যাদি ন্যাস

যথা,—(মস্তকে)—দেবভাগঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—গায়ত্রী-ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ।

তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিবে।—সত্যায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ব্রহ্মণে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। বিষ্ণবে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। রুদ্রায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুং। অগ্নয়ে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। সর্ব্বায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। (এইপ্রকারে হৃদয়াদিতে।)

অনন্তর মূর্ত্তি ন্যাস করিবে।—(মস্তকে)—ওঁ আদিত্যায় নমঃ। (মুখে)—এং রবয়ে নমঃ। (হৃদয়ে)—উং ভানবে নমঃ। (গুহ্যে)—ইং ভাস্করায় নমঃ। (চরণদ্বয়ে)—অং সূর্য্যায় নমঃ।

অতঃপর মন্ত্র ন্যাস করিবে।—(মস্তকে)—ওঁ ওঁ নমঃ। (মুখে)—ওঁ ঘৃ নমঃ। (কণ্ঠে)—ওঁ নি নমঃ। (হৃদয়ে)—ওঁ সূ নমঃ। (কুক্ষিদেশে)—ওঁ র্য্য নমঃ। (নাভিদেশে)—ওঁ আ নমঃ। (লিঙ্গে)—ওঁ দি নমঃ। (পদদ্বয়ে)—ওঁ ত্য নমঃ।

অনন্তর সূর্য্যের ধ্যান করিবে। যথা,—

ওঁ রক্তাম্বুজযুগ্মাভয়দানহস্তং কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যং। মাণিক্য-মৌলিং দিননাথমীড়ে, বন্ধূককান্তিং বিলসত্রিনেত্রং॥ *

---

* সূর্য্যদেবের দুই হস্তে দুইটি রক্তপদ্ম এবং আর দুই হস্তে অভয় ও বর মুদ্রা অবস্থিত। কেয়ূর, হার, বলয় ও কুণ্ডলাদি ভূষণে ইনি বিভূষিত এবং ইঁহার মৌলিদেশে মাণিক্য ও বন্ধূক কুসুমের ন্যায় দেহকান্তি এবং ত্রিনয়ন।

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। তদনন্তর—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরম-গুরুভ্যো নমঃ; ওঁ পরাপর-গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি-গুরুভ্যো নমঃ,—এইরূপে গুরুপংক্তির পূজা করিয়া সাধারণ পূজাবিহিতক্রমে পীঠ-পূজা করিবে।

তৎপরে—ওঁ খং খসোল্কায় নমঃ। এই মন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিবে। তৎপরে আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—(কেশরে, অগ্ন্যাদি কোণে, মধ্যে, এবং দিক্ চতুষ্টয়ে)—ওঁ সত্যায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। (এই প্রকারে)—ওঁ ব্রহ্মণে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা, শিরসে স্বাহা। ওঁ বিষ্ণবে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। ওঁ রুদ্রায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা কবচায় হুং; ওঁ অগ্নয়ে তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ সর্ব্বায় তেজোজ্বালামণে হুং ফট্ স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। (পূর্ব্বাদি চতুর্দ্দিকে এবং পত্রে)—ওঁ আদিত্যায় নমঃ, এং রবয়ে নমঃ, উং ভানবে নমঃ, ইং ভাস্করায় নমঃ। (চতুষ্কোণ-পত্রে—উং উষায়ৈ নমঃ, প্রং প্রভায়ৈ নমঃ, সং সন্ধ্যায়ৈ নমঃ, এই সকল দেবতার এই এই মন্ত্রে পূজা করিয়া,—ওঁ চন্দ্রায় নমঃ, ওঁ মঙ্গলায় নমঃ, ওঁ বুধায় নমঃ, ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ, ওঁ শুক্রায় নমঃ, ওঁ শনৈশ্চরায় নমঃ, ওঁ রাহবে নমঃ, ওঁ কেতবে নমঃ, এই ক্রমে অষ্টগ্রহের যথাশক্তি পূজা করিবে। তৎপরে—ইন্দ্রাদিভ্যো নমঃ ও বজ্রাদিভ্যো নমঃ—এই ক্রমে ইত্যাদি ও বজ্রাদির পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে।

পুরশ্চরণ-বিধান,—

বসুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং সমিদ্ভিং ক্ষীরশাখিনঃ।

তৎসহস্রং প্রজুহুয়াৎ ক্ষীরাক্তাভির্জিতেন্দ্রিয়ঃ॥

অষ্ট লক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। জপান্তে দুগ্ধমিশ্রিত যজ্ঞডুম্বুর, বট কিম্বা অশ্বত্থ বৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা অষ্ট সহস্র হোম করিতে হয়।

অন্য প্রকার মন্ত্র।—

হ্রাং হ্রীং সঃ।

সূর্য্যের এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী এইরূপ,—প্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি পূর্ব্বোক্ত পীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। তৎপরে মন্ত্র ন্যাস করিবে। যথা—(মূলাধার হইতে পাদ পর্য্যন্ত)—হ্রাং নমঃ। (কণ্ঠ হইতে মূলাধার পর্য্যন্ত)—হ্রীং নমঃ। (মস্তক হইতে কণ্ঠ পর্য্যন্ত)—সঃ নমঃ। তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। (এই প্রকারে হৃদয়াদিতে।)

অনন্তর সূর্য্যদেবের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং, ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্ম্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রং॥ *

* সূর্য্যদেব রক্তপদ্মাসনের উপরে অধিষ্ঠিত। ইনি সকল গুণের আধার এবং সমস্ত জগতের অধিপতি। হস্তে দুইটি পদ্ম, বর ও অভয় মুদ্রা রহিয়াছে কপালে মাণিক্য এবং রক্তবর্ণ দেহকান্তি ও ত্রিনয়ন।

এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা এবং অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত-বিধানে পীঠপূজা ও মূলমন্ত্রে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান-আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদানপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা আরম্ভ করিবে। অগ্নি, নৈঋ‍ত, বায়ু ও ঈশান কোণে, মধ্যে এবং দিক্ চতুষ্টয়ে "হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ" ইত্যাদি ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া, পত্রে—ওঁ চন্দ্রায় নমঃ, ওঁ মঙ্গলায় নমঃ, এই ক্রমে অষ্ট গ্রহের পূজা করিবে। পরে ইন্দ্রাদি লোক-পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদি দান বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

পুরশ্চরণ-বিধান,—

ভানুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং আজ্যেন চ দশাংশতঃ।
তিলৈর্ব্বা মধুরাসিক্তৈর্জ্জুহুয়াদ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশ লক্ষ জপ করিয়া, জপের পর ঘৃত দ্বারা কিম্বা ঘৃত, মধু ও শর্করামিশ্রিত তিলদ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হয়।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গণেশ-মন্ত্র ও পূজা।

গং।—গণেশের ইহা মন্ত্র।

পূজাপ্রণালী যথা,—প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাসান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, কেশরে এবং মধ্যে নিম্ন দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ, (এই প্রকারে) জ্বালিন্যৈ, নন্দায়ৈ,

ভোগদায়ৈ, কামরূপিণ্যৈ, উগ্রায়ৈ, তেজোবত্যৈ, সত্যায়ৈ, বিঘ্ন-নাশিন্যৈ, (তদুপরি)—সর্ব্বশক্তিকমলাসনায় নমঃ। তৎপরে ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—(মস্তকে)—গণক-ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—নিবৃট্ ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—গণেশায় দেবতায়ৈ নমঃ। অনন্তর "গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমং, গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা"—ইত্যাদিক্রমে করন্যাস এবং "গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে স্বাহা"—এই ক্রমে অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে গণেশের ধ্যান করিবে। যথা,—

ওঁ সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং, দন্তং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামং। বালেন্দুদ্যোতমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং, ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগং॥ *

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য স্থাপনানন্তর পাঠ পূজা করত কেশরে ও মধ্যে পূর্ব্বোক্ত তীব্রাদি দেবতার পূজা করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্রে দেবতার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পুনর্ধ্যান এবং আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—(কর্ণিকাতে পূর্ব্বাদিক্রমে)—ওঁ গণাধিপতয়ে নমঃ। (এই প্রকারে)—গণেশায়, গণনায়কায়, গণক্রীড়ায়। (কেশরে, এবং অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু ও ঈশান কোণে, মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে)—গাং হৃদয়ায় নমঃ, গীং শিরসে

* গণেশ সিন্দুরসদৃশ রক্তবর্ণ, ত্রিনয়ন এবং স্থূলোদর। ইনি হস্তচতুষ্টয়ে দন্ত, পাশ, অঙ্কুশ এবং ইষ্টা ধারণ করিয়াছেন। বালকচন্দ্র দ্বারা কপালদেশ উজ্জ্বলীকৃত, করিরাজ-সদৃশ বদন এবং মদবারি দ্বারা গণ্ডস্থল সর্ব্বদা আর্দ্র। সমস্ত দেহে সর্পভূষণ ও পরিধানে রক্তবস্ত্র।

স্বাহা,—এই ক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিবে। (তৎপরে)—ওঁ বক্রতুণ্ডায় নমঃ, ওঁ একদন্তায় নমঃ, ওঁ মহোদরায় নমঃ, ওঁ গজাননায় নমঃ, ওঁ লম্বোদরায় নমঃ, ওঁ বিকটায় নমঃ, ওঁ বিঘ্নরাজায় নমঃ, এই রূপে পূজা করিয়া দলাগ্রে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবে। দলের বহির্ভাগে ইন্দ্রাদিদিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

পুরশ্চরণ-বিধান,—

> বেদলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং জুহুয়াত্ততঃ।
> মোদকৈঃ পৃথুকৈর্লাজৈঃ শক্তুভিঃ সেক্ষুপর্ব্বভিঃ।
> নারিকেলৈঃ স্তিলৈঃ শুদ্ধৈঃ সুপকৈঃ কদলীফলৈঃ।
> অষ্ট দ্রব্যাণি বিঘ্নস্য কথিতানি মণীষিভিঃ॥

চারিলক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। মোদক, চিপীটক, খৈ, ছাতু, ইক্ষুপর্ব্ব, নারিকেল, তিল ও সুপক্ক কদলীফল এই অষ্ট দ্রব্য দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হয়।

মহাগণেশের মন্ত্র।—

হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা।—ইহাকে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বলে।

এই মন্ত্রের পূজাপদ্ধতি যথা,—প্রাতঃকৃত্যাদি গণেশ-পূজা পদ্ধতিক্রমে পীঠন্যাস পর্য্যন্ত করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা, (মস্তকে)—ওঁ গণকঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—নিবৃদ্‌গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—শক্তিগণাধিপতয়ে দেবতায়ৈ নমঃ।

অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—হ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রীং মধ্যমাভ্যাং বষট্। মহাগণপতয়ে অনামিকাভ্যাং হুং। স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রীং গং হ্রীং গণপতয়ে স্বাহা করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। (এই প্রকারে হৃদয়াদিতে।)

অতঃপর মহাগণেশের ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ মুক্তাগৌরং মদগজমুখং চন্দ্রচূড়ং ত্রিনেত্রং, হস্তৈঃ স্বীয়ৈর্দধতমরবিন্দাঙ্কুশৌ রত্নকুম্ভং। অঙ্কস্থায়াঃ সরসিজরুচেস্তদ্ধ্বজাগ্রস্পৃশোর্দ্দেব্যা যোনৌ বিনিহিতকরং রত্নমৌলিং ভজামঃ ॥ *

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। তদনন্তর গণেশপূজাপদ্ধতিক্রমে তীব্রাদি পীঠদেবতার পূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান আবাহনাদি পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত পূজা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—শ্রী, শ্রীপতি, গৌরী, গৌরীপতি, রতি, রতিপতি, মহী, বরাহ, লক্ষ্মী, গণনায়ক, সিদ্ধিসহিত আমোদ, সমৃদ্ধিসহিত প্রমোদ, কান্তিসহিত সুমুখ, মদনাবতীসহিত দুর্ম্মুখ, মদদ্রবাসহিত বিঘ্ন, দ্রাবিণীসহিত বিঘ্নকর্ত্তা, বসুধাসহিত শঙ্খনিধি এবং বসুমতীসহিত পদ্মনিধি—এই সকল দেবতার

* মহাগণেশের মুক্তাসদৃশ দেহবর্ণ, মদমত্তকরীর ন্যায় বদন, ত্রিনয়ন এবং চূড়ায় অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত। হস্তে পদ্ম, অঙ্কুশ এবং রত্ন-কুম্ভ অবস্থিত। ক্রোড়দেশে পদ্মের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন শক্তি বিরাজিতা। ঐ দেবীর যোনিদেশে ইহাঁর এক হস্ত নিহিত আছে এবং ক্রোড়স্থা ঐ শক্তি হস্ত দ্বারা মহাগণেশের ধ্বজাগ্রভাগ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন। এবংবিধ রত্ন-মুকুটধারী মহাগণপতিকে ভজনা করি।

পূজা করিয়া কেশরে, মধ্যে এবং দিক্‌চতুষ্টয়ে—হ্রীং হৃদয়ায় নমঃ, গং শিরসে স্বাহা—ইত্যাদি ষড়ঙ্গের পূজা করিবে।

তৎপরে পত্রেতে ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকাগণের, তদ্বাহ্যে ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে। তদনন্তর ধূপাদিবিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাধা করিবে।

পুরশ্চরণ-বিধি,—

লক্ষমেকং জপেন্মন্ত্রমপূপৈস্তদ্দশাংশতঃ।
জুহুযাদির্চ্চিতে বহ্নৌ দিনেশো দেবমর্চ্চয়েৎ॥

লক্ষজপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। উক্ত সংখ্যক জপ করিয়া পিষ্টক দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বিষ্ণু পূজা ও মন্ত্র।

নারায়ণের মন্ত্র,—

ওঁ নমো নারায়ণায়।—ইহা অষ্টাক্ষর মন্ত্র।

এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী যথা,—

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক বৈষ্ণবাচমন করিবে। (আচমন প্রকরণ দেখ)। তৎপরে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া মাতৃকান্যাস পর্য্যন্ত কর্ম্ম করত কেশবকীর্ত্ত্যাদি ন্যাস করিতে হয়। কেশবকীর্ত্ত্যাদি ন্যাস যথা,—(মস্তকে)—ওঁ প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—

ওঁ অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ। অনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—শ্রীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। শ্রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। শ্রীং মধ্যামাভ্যাং বষট্। শ্রীং করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্। শ্রীং হৃদয়ায় নমঃ—এই ক্রমে হৃদয়াদিতে অঙ্গন্যাস করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ উদ্যৎপ্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাতং, পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টং। নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্প-মাপীতবস্ত্রং, বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিং॥ *

এই প্রকার ধ্যান করিয়া ন্যাস করিবে। যথা—(ললাটে)—অং কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। (মুখে)—অং নারায়ণায় কান্ত্যৈ নমঃ। (দক্ষিণ নেত্রে)—ইং মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমঃ। (বাম নেত্রে)—ঈং গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ নমঃ। (দক্ষিণ কর্ণে)—উং বিষ্ণবে ধৃত্যৈ নমঃ। (বাবকর্ণে)—ঊং মধুসূদনায় শান্ত্যৈ নমঃ। (দক্ষিণ নাসাপুটে)—ঋং ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। (বাম নাসাপুটে)—ৠং বামনায় দয়ায়ৈ নমঃ। (দক্ষিণ গণ্ডে)—ঌং শ্রীধরায় মেধায়ৈঃ নমঃ। (বাম গণ্ডে)—ৡং হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ নমঃ। (ওষ্ঠে)—এং পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ। (অধরে)—ঐং দামোদরায় লজ্জায়ৈ নমঃ। (উৰ্দ্ধদন্তপংক্তিতে)—ওং বাসুদেবায় লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। (অধোদন্তপংক্তিতে)—ঔং সঙ্কর্ষণায় সরস্বত্যৈ নমঃ। (মস্তকে)—অং প্রদ্যুম্নায় প্রীত্যৈ নমঃ। (মুখে)—অঃ অনিরুদ্ধায় রত্যৈ নমঃ। (দক্ষিণকরের মূল

* নারায়ণ দেব উদয়কালীন শত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এবং তপ্তহেমবৎ দেহকান্তি। দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বসুমতী অবস্থিতা। ইনি বিবিধ রত্ন-ভূষণে বিভূষিত এবং পরিধানে পীতবস্ত্র। এবংপ্রকার শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুকে বন্দনা করি।

হইতে সন্ধির অগ্রভাগ প্রভৃতি স্থান সকলে)—কং চক্রিণে জয়াযৈ নমঃ, খং গদিনে দুর্গাযৈ নমঃ, গং শার্ঙ্গিণে প্রভাযৈ নমঃ, ঘং খড়্গিনে সত্যাযৈ নমঃ, ঙং শঙ্খিনে চণ্ডাযৈ নমঃ। (বামকরের মূল হইতে সন্ধির অগ্রভাগ স্থান সকলে)—চং হলিনে বাণ্যৈ নমঃ, ছং মুষলিনে বিলাসিন্যৈ নমঃ, জং শূলিনে বিজয়াযৈ নমঃ, ঝং পাশিনে বিরজাযৈ নমঃ, ঞং অঙ্কুশিনে বিশ্বাযৈ নমঃ। (দক্ষিণ পাদের মূল হইতে সন্ধির অগ্রভাগ)—টং মুকুন্দায় বিনদাযৈ নমঃ, ঠং নন্দজায় সুনন্দাযৈ নমঃ, ডং নন্দিনে স্মৃত্যৈ নমঃ, ঢং নরায় ঋধ্যৈ নমঃ, ণং নরক-জিতে সমৃদ্ধ্যৈ নমঃ। (বাম পদের মূল হইতে সন্ধির অগ্রভাগ—তং হরয়ে শুদ্ধ্যৈ নমঃ, থং কৃষ্ণায় ভক্ত্যৈ নমঃ, দং সত্যায় বুদ্ধ্যৈ নমঃ, ধং সাত্বতায় মত্যৈ নমঃ, নং সৌরায় ক্ষমাযৈ নমঃ। (দক্ষিণ পার্শ্বে)—পং শূরায় রমাযৈ নমঃ। (বাম পার্শ্বে)—ফং জনার্দ্দনায় উমাযৈ নমঃ। (পৃষ্ঠে)—বং ভূধরায় ক্লেদিন্যৈ নমঃ। (নাভিতে)—ভং বিশ্বমূর্ত্তয়ে ক্লিন্নাযৈ নমঃ। (উদরে)—মং বৈকুণ্ঠায় বসুদেবাযৈ নমঃ। (হৃদয়ে)—যং ত্বগাত্মনে পুরুষোত্তমায় বসুধাযৈ নমঃ। (দক্ষাংসে)—রং অসৃগাত্মনে বলিনে পরাযৈ নমঃ। (ককুদি)—লং মাংসাত্মনে বলানুজায় পরায়ণাযৈ নমঃ। (বামাংসে)—বং মেদাত্মনে বালায় সুক্ষ্মাযৈ নমঃ। (হৃদয়াদি দক্ষিণ করে)—শং অস্থ্যাত্মনে বৃষঘ্নায় সন্ধ্যাযৈ নমং। (হৃদয়াদি বাম করে)—ষং মজ্জাত্মনে বৃষায় প্রজ্ঞাযৈ নমঃ। (হৃদয়াদি দক্ষিণ পদে)—সং শুক্রাত্মনে হংসায় প্রভাযৈ নমঃ। (হৃদয়াদি বাম পদে)—হং প্রাণাত্মনে বরাহায় নিশাযৈ নমঃ। (হৃদয়াদি উদরে)—লং জীবাত্মনে বিমলায়

অমোঘায়ৈ নমঃ। (হৃদয়াদি মুখে)—ক্ষং ক্রোধাত্মনে নৃসিংহায় বিদ্যুতায়ৈ নমঃ। *

ভক্তি, মুক্তি ও বাগীশতা লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ অতঃপর "ওঁ শ্রীং অং কেশবায় কীর্ত্যৈ নমঃ" এইরূপ শ্রীবীজাদি ও "ঐং অং কেশবায় কীর্ত্যৈ নমঃ" এই প্রকার বাগ্বীজাদিন্যাস করিবে। এবং যে বীজ আদিতে যুক্ত করিয়া ন্যাস করিবে, সেই বীজ দ্বারা অঙ্গন্যাস করিবে।

অতঃপর তত্ত্বন্যাস করিবে; যথা,—(সর্ব্বগাত্রে)—মং নমঃ পরায় জীবতত্ত্বাত্মনে নমঃ, ভং নমঃ পরায় প্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদয়ে)—বং নমঃ পরায় মতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ, ফং নমঃ পরায়াহংকারতত্ত্বাত্মনে নমঃ, পং নমঃ পরায় মনস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মস্তকে)—নং নমঃ পরায় শব্দতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মুখে)—ধং নমঃ পরায় স্পর্শতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদয়ে)—দং নমঃ পরায় রূপতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (গুহ্যে),—থং নমঃ পরায় রসতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (পদদ্বয়ে)—তং নমঃ পরায় গন্ধতত্ত্বাত্মনে নমঃ।

* ইহাকেই কেশব-কীর্ত্যাদি ন্যাস বলে। এই ন্যাসে "অং কেশবায় কীর্ত্যৈ নমঃ" ইত্যাদি যে প্রকার ভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইল, সেই প্রকার ভাবেই ন্যাস করিতে হইবে।—অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ বিভক্তিযোগে ন্যাস করিতে হইবে। অনেকে "অং কেশবকীর্ত্তিভ্যাং নমঃ" এইরূপ এক বিভক্তি যোগ করিয়া ন্যাস করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা হইবে না। এই ন্যাস করিলে মানব অচ্যুতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। যথা—

কেশবাদিরয়ং ন্যাসো ন্যাসোমাত্রেণ দেহিণাং।
অচ্যুতত্বং দদাত্যেব সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥

(কর্ণদ্বয়ে)—ণং নমঃ পরায় শ্রোত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (ত্বকে)—ঢং নমঃ পরায় ত্বকৃতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (নেত্রদ্বয়ে)—ডং নমঃ পরায় নেত্রতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (জিহ্বায়)—ঠং নমঃ পরায় জিহ্বাতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (নাসারন্ধ্র দ্বয়ে)—টং নমঃ পরায় ঘ্রাণতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (বাক্যে)—ঞং নমঃ পরায় বাকৃতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (পাণিদ্বয়ে)—ঝং নমঃ পরায় পাণিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (পদদ্বয়ে) জং নমঃ পরায় পাদতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (গুহ্যে)—ছং নমঃ পরায় পায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (লিঙ্গে)—চং নমঃ পরায় উপস্থতত্ত্বাত্মনে নমঃ (মূর্দ্ধায়)—ঙং নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মুখে)—ঘং নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদয়ে) গং নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (লিঙ্গমূলে)—খং নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (পদদ্বয়ে)—কং নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদয়ে)—শং নমঃ পরায় হৃৎপুণ্ডরীকতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদয়ে)—হং নমঃ পরায় দ্বাদশকলাব্যাপ্তসূর্য্যমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদয়ে)—সং নমঃ পরায় ষোড়ষকলাব্যাপ্তসোমমণ্ডলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদয়ে)—রং নমঃ পরায় দশকলাব্যাপ্ত-বহ্নিমণ্ডল তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মস্তকে)—যং নমঃ পরায় বাসুদেবায় পরমেষ্ঠিতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মুখে)—যং নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে সঙ্কর্ষণায় নমঃ। (হৃদয়ে) লং নমঃ পরায় বিশ্বতত্ত্বাত্মনে প্রদ্যুম্নায় নমঃ। (লিঙ্গে)—বং নমঃ পরায় নিবৃত্তিতত্ত্বাত্মনে অনিরুদ্ধায় নমঃ। (পদদ্বয়ে) লং নমঃ পরায় সর্ব্বতত্ত্বাত্মনে নারায়ণায় নমঃ। (সর্ব্বগাত্রে)—ক্ষৌং নমঃ পরায় কোপতত্ত্বাত্মনে নৃসিংহায় নমঃ।

অতঃপর যথাবিধি প্রাণায়াম করিয়া পীঠন্যাস করিবে এবং কেশরে পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রদক্ষিণক্রমে এবং মধ্যে নিম্ন লিখিত দেবতাগণের পূজা করিবে। যথা,—ওঁ বিমলায়ৈ নমঃ। (এই ক্রমে)—উৎকর্ষিণ্যৈ, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ, যোগায়ৈ, প্রহ্ব্যৈ, সত্যায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ। (তদুপরি)—ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর্ব্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্ব্বাত্মসংযোগ-পীঠাত্মনে নমঃ।

অনন্তর ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা—(মস্তকে)—সাধ্য-নারায়ণায় ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—দেবী-গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—শ্রীবিষ্ণবে দেবতায়ৈ নমঃ করাঙ্গন্যাস, যথা,—ক্রুদ্ধোল্কায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। মহোল্কায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। বীরোল্কায় মধ্যমাভ্যাং বষট্। অত্যুল্কায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। সহস্রোল্কায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। (এই প্রকারে হৃদয়াদিতে।) অনন্তর মন্ত্র দ্বারা পুনরায় ষড়ঙ্গন্যাস করিবে; যথা—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, নং শিরসে স্বাহা, মোং শিখায়ৈ বষট্, নাং কবচায় হুঁ রাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, য়ং অস্ত্রায় ফট্, ণাং নমো দক্ষ পার্শ্বে, য়ং নমো বাম-পার্শ্বে।

অতঃপর "ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্"—এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে। যথা,—(মূলাধারে)—ওঁ নমঃ। (হৃদয়ে)—নং নমঃ। (মুখে)—মোং নমঃ। (দক্ষিণ বাহুতে)—নাং নমঃ। (বাম বাহুতে)—রাং নমঃ। (দক্ষিণ পদে)—য়ং নমঃ। (বাম পদে)—ণাং নমঃ। (নাভিতে)—য়ং নমঃ। তৎপরে কণ্ঠ, নাভি, হৃদয় স্তনদ্বয়, পৃষ্ঠ, মস্তক, মুখ, নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, দক্ষিণ হস্তের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলি, বামহস্তের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলি, দক্ষিণ

পদের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলি, বামপদের সন্ধিত্রয় ও পঞ্চাঙ্গুলি;—হৃদয় এবং চর্ম্ম, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সপ্ত ধাতু; মস্তক, নেত্রদ্বয়, মুখ, হৃদয়, উদর, জঙ্ঘাদ্বয়, পাদদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, স্কন্ধদ্বয়, উরুদ্বয়,—এই সকল স্থানে এবং চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মে,—ওঁ, নং, মোং, নাং, রাং, য়ং, ণাং, এবং য়ং এই অষ্টাক্ষর পুনঃপুনঃ ন্যাস করিতে হইবে।

অনন্তর মূর্ত্তি-পঞ্জর-ন্যাস করিবে। যথা,—(ললাটে)—ওঁ অং কেশবায় ধাত্রে নমঃ (কুক্ষিতে)—নং আং নারায়ণায় অর্য্যম্নে নমঃ। (হৃদয়ে)—মোং ইং মাধবায় মিত্রায় নমঃ। (গলকূপে) ভং ঈং গোবিন্দায় বরুণায় নমঃ। (দক্ষিণ পার্শ্বে)—গং উং বিষ্ণবে অংশবে নমঃ (দক্ষিণাংসে)—বং ঊং মধুসূদনায় ভগায় নমঃ। (গল-দক্ষিণ ভাগে)—তেং এং ত্রিবিক্রমায় বিবস্বতে নমঃ। (বামপার্শ্বে)—বাং ঐং বামনায় ইন্দ্রায় নমঃ। (বামাংসে—সুং ওং শ্রীধরায় পুষ্ণে নমঃ। (গল-বাম ভাগে)—দেং ঔং হৃষীকেশায় পর্য্যন্যায় নমঃ। (পৃষ্ঠে)—বাং অং পদ্মনাভায় ত্বষ্ট্রে নমঃ। (ককুদি)—য়ং অঃ দামোদরায় বিষ্ণবে নমঃ।*

তৎপরে—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"—এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র মস্তকে ন্যাস করিয়া ব্যাপক ন্যাস করিবে। পরে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা,—

ওঁ কিরীটকেয়ূরহারমকরকুণ্ডলধর-শঙ্খচক্রগদাম্ভোজহস্ত-

* মূর্ত্তিপঞ্জর-ন্যাস নানাবিধ আছে। কিন্তু প্রচলিত অন্যান্য ন্যাসগুলি কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। তন্ত্রসার-ধৃত নারদীয় বচনানুসারে উক্ত মূর্ত্তি-পঞ্জর-ন্যাস লিখিত হইল।

পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল-শ্রীভূমি-সহিতস্বাত্মজ্যোতির্ম্ময়-দীপ্তকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমঃ।—এই মন্ত্রে ব্যাপকন্যাস করিতে হইবে। তৎপরে যথাবিধি মুদ্রা প্রদর্শনপূর্ব্বক ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ উদ্যৎকোটিদিবাকরাভমনিশং শঙ্খং গদাং পঙ্কজং চক্রং বিভ্রতমিন্দিরাবসুমতীসংশোভিপার্শ্বদ্বয়ং। কোটীরাঙ্গদহারকুণ্ডলধরং পীতাম্বরং কৌস্তভোদ্দীপ্তং বিশ্বধরং স্ববক্ষসি লসৎশ্রীবৎসচিহ্নং ভজে ॥ *

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। বিষ্ণু-পূজায় নিম্নলিখিত অর্ঘ্যপাত্র প্রশস্ত।

তাম্রপাত্রন্তু বিপ্রর্ষে বিষ্ণোরতিপ্রিয়ং মতং।
তথৈব সর্ব্বপাত্রাণাং মুখ্যং শঙ্খং প্রকীর্ত্তিতং ॥
মৃৎপাত্রঞ্চ তথা প্রোক্তং সৌবর্ণং রজতন্তথা।
পঞ্চপাত্রং হরেঃ শুদ্ধং নান্যত্তত্র নিযোজয়েৎ ॥

তাম্র-নির্ম্মিত পাত্র বিষ্ণুর অতি প্রিয়। অন্যান্য সকল পাত্র মধ্যে শঙ্খ প্রধান। মৃৎ-পাত্র, সুবর্ণ-পাত্র, এবং রজত-পাত্রও বিষ্ণু পূজায় প্রশস্ত। এই পঞ্চ প্রকার পাত্র ভিন্ন অন্য পাত্র বিষ্ণু-পূজায় অর্ঘ্যদানে ব্যবহার করিবে না।

বিষ্ণু-পূজায় নৈবেদ্য-দান-পাত্র সম্বন্ধে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

* বিষ্ণুদেবের উদয়কালীন কোটি সূর্য্যের ন্যায় দেহকান্তি। ইনি শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী এবং ইহাঁর পার্শ্বদ্বয়ে লক্ষ্মী ও বসুমতী শোভমানা। ইন্দ্র-নীলমণি অঙ্গদ, হার ও কুণ্ডলধারী এবং পরিধান পীতবস্ত্র—কৌস্তুভ-মণিদ্বারা উদ্দীপ্ত ও বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন।

হৈরণ্যং রাজতং কাংস্যং তাম্রং মৃন্ময়মেব বা।
পালাশং শ্রীহরেঃ পাত্রং নৈবেদ্যে কল্পয়েদ্বুধঃ ॥

মৃৎপাত্র, সুবর্ণপাত্র, রজতপাত্র, তাম্রপাত্র, কাংস্যপাত্র ও পলাশ পত্র শ্রীহরির নৈবেদ্যদানে প্রশস্ত।

অনন্তর বিমলাদি শক্তি সহিত পীঠপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যান করিবে। তৎপরে কল্পিত মূর্ত্তিতে আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—(অগ্নিকোণে)—ওঁ ক্রুদ্ধোল্কায় হৃদয়ায় নমঃ। (নৈঋর্তে)—ওঁ মহোল্কায় শিরসে স্বাহা। (বায়ুকোণে)—ওঁ বীরোল্কায় শিখায়ৈ বষট্। (ঈশান কোণে)—ওঁ অত্যুল্কায় কবচায় হুঁ। (পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে)—ওঁ সহস্রোল্কায় অস্ত্রায় ফট্। (পূর্ব্বাদি কেশরে)—ওঁ নমঃ, নং নমঃ, মোং নমঃ, নাং নমঃ, রাং নমঃ, য়ং নমঃ, ণাং নমঃ, য়ং নমঃ। (পূর্ব্বদিকে দলসমূহে—ওঁ বাসুদেবায় নমঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ, ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ, ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ। (অগ্নি আদিকোণে দলসমূহে)—ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ রত্যৈ নমঃ। (পূর্ব্বাদিদিকে অষ্টদলের অগ্রভাগসমূহে)—ওঁ চক্রায় নমঃ। (এই প্রকারে)—শঙ্খায় নমঃ, গদায়ৈ নমঃ, পদ্মায় নমঃ, কৌস্তুভায় নমঃ, মুষলায় নমঃ, খড়্গায় নমঃ, বনমালায়ৈ নমঃ। (তদ্বহিরগ্রে)—ওঁ গরুড়ায় নমঃ। (দক্ষিণে)—ওঁ শঙ্খনিধয়ে নমঃ। (বামে)—ওঁ পদ্মনিধয়ে নমঃ। (পশ্চিমে)—ওঁ ধ্বজায় নমঃ। (অগ্নিকোণে)—ওঁ বিঘ্নায় নমঃ। (নৈঋর্তে)—ওঁ আর্য্যায়ৈ নমঃ। (বায়ুকোণে)—ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ। (ঈশানকোণে)—ওঁ সেনান্যৈ নমঃ। (তৎবাহিরে)—ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা

করিয়া ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দান করিবে। নৈবেদ্য দানের প্রণালী যথা,—নৈবেদ্য আনয়ন করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় প্রদানপূর্ব্বক 'ফট্' এই মন্ত্রে নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করিতে হয়। তৎপরে চক্রমুদ্রাদ্বারা নৈবেদ্য সংরক্ষণ করিয়া 'যং' এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের দোষ সংশোধন করত 'রং' এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের দোষ সকল দগ্ধ করিবে। তৎপরে নৈবেদ্যকে 'বং' এই মন্ত্রে চন্দ্র-সুধাপূর্ণ ও অমৃতময় ভাবনা করিয়া নৈবেদ্যের উপরে মূল মন্ত্র আট বার জপ করিবে। এবং ধেনু-মুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ ও গন্ধপুষ্প দ্বারা নৈবেদের অর্চ্চনা করিয়া মূলমন্ত্রে দেবতাকে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া শ্রীহরি-সমীপে প্রার্থনা করিবে। তদনন্তর দেবতার মুখ হইতে তেজঃপ্রসৃত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিয়া—"ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা"—এই মন্ত্রে নৈবেদ্যের উপর জল দিবে এবং মূল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "এতন্নৈবেদ্যং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিয়া—"ওঁ নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে।" এই মন্ত্রে শ্রীহরিকে নৈবেদ্য সমর্পণ করিবে। তৎপরে,—ওঁ নমো নারায়ণায় এতজ্জলং অমৃতোপস্তরণমসি—এই মন্ত্রে জল প্রদানপূর্ব্বক বামহস্তে গ্রাস-মুদ্রা ও দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি পঞ্চ-মুদ্রা প্রদর্শন করিবে। যথা,—

ওঁ প্রাণায় স্বাহা।—(এই মন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলী স্পর্শ করিবে। (১) ওঁ অপানায় স্বাহা।—(এই মন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জনী মধ্যমা স্পর্শ করিবে। ২)

(১) ইহাকে প্রাণ মুদ্রা বলে। (২) ইহাকে অপান মুদ্রা বলে।

ওঁ ব্যানায় স্বাহা।—(এই মন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা মধ্যমা ও অনামিকা স্পর্শ করিবে। ৩) ওঁ উদানায় স্বাহা।—(এই মন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা তর্জ্জনী ও অনামিকাকে স্পর্শ করিবে। ৪) ওঁ সমানায় স্বাহা।—(এই মন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা সকল অঙ্গুলি স্পর্শ করিবে। ৫)

তদনন্তর বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা অনামিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করতঃ—'ঠ্রৌং' নমঃ পরায় অন্তরাত্মনে অনিরুদ্ধায় নৈবেদ্যং কল্পয়ামি।—এই মন্ত্রে নৈবেদ্য-মুদ্রা প্রদর্শন এবং "ওঁ নমো নারায়ণং তর্পয়ামি"—এই মন্ত্রে চারিবার তর্পণ করিয়া—"ওঁ নমো নারায়ণায় এতজ্জলং অমৃতপিধানমসি" এই মন্ত্রে জল প্রদান-পূর্ব্বক পূর্ব্ব প্রস্তুত তেজ দেবতার মুখে স্থাপন (চিন্তা) করিবে। (বিষ্ণু পূজা-বিষয়ে নৈবেদ্যদানে সর্ব্বত্রই এই নিয়ম)।

অতঃপর সাধারণ পূজা-পদ্ধতি-ক্রমে বিসর্জ্জনান্ত সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

পুরশ্চরণ-বিধান,

বিকারলক্ষং প্রজপেন্মন্ত্রমেনং সমাহিতঃ।
তদ্দশাংশং সরসিজৈর্জুহুয়াম্মধুরাপ্লুতৈঃ॥

ষোড়শ লক্ষ জপে এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়। জপের দশাংশ সংখ্যায় মধু ও শর্করা যুক্ত পদ্ম পুষ্প দ্বারা হোম করিবে।

---

(৩) ইহা ব্যান মুদ্রা। (৪) ইহা উদান মুদ্রা। (৫) ইহা সমান মুদ্রা। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চ প্রাণ।

* ইহাকে নৈবেদ্য মুদ্রা বলে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীরাম-মন্ত্র ও পূজা।

রাং রামায় নমঃ।

এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী যথা—প্রাতঃকৃত্যাদি বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠ-ন্যাসান্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—(মস্তকে)—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—ওঁ শ্রীরামায় দেবতায়ৈ নমঃ। "রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, রীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা"—ইত্যাদিমন্ত্রে করাঙ্গন্যাস করিয়া মন্ত্রন্যাস করিবে। যথা,—(ব্রহ্মরন্ধ্রে)—রাং নমঃ। (ভ্রূদ্বয়-মধ্যে)—রাং নমঃ। (হৃদয়ে)—মাং নমঃ। (নাভিতে)—য়ং নমঃ। (লিঙ্গে)—নং নমঃ। (পদদ্বয়ে)—মং নমঃ। পরে বিষ্ণু-পূজোক্ত মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাসাদি করিয়া ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি। সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং, পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধা-কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥ *

---

* শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গ-কান্তি নীরদের ন্যায় এবং শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল। ইনি বীরাসনে উপবিষ্ট। এক হস্তে জ্ঞানমুদ্রা, অপর হস্ত জানূপরি স্থাপিত। পার্শ্বদেশে কমলকরা সৌদামিনীবর্ণা সীতাদেবী উপবিষ্টা আছেন। রামচন্দ্র সীতাদেবীকে দৃষ্টি করিতেছেন—তাঁহার মস্তকে রত্নমুকুট এবং অঙ্গদাদি বিবিধ রত্নভূষণে দেহ সমুজ্জ্বল।

এইরূপ ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। তদনন্তর পীঠ-পূজা করিয়া বিষ্ণু-মন্ত্রোক্ত পীঠশক্তি ও পীঠমন্থর পূজা করিয়া, সীতা, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইহাদিগের পূজা করিবে।

তদনন্তর "রাং লক্ষ্মণায় নমঃ"—এই লক্ষ্মণ মন্ত্র একশত আট বার জপ করিয়া পরে রাম-মন্ত্র জপ করিবে। কারণ, লক্ষ্মণ মন্ত্র জপ না করিয়া রাম-মন্ত্র জপ করিলে কোন ফল হয় না। *

প্রাগুক্ত দেবতা সকলকে অঙ্গরূপে রামপূজার আদি ও অন্তে পূজা করিবে। কোন কোন মতে প্রধানরূপেও পূজা করা হইয়া থাকে। তৎপরে পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—(দেববাম-পার্শ্বে)—শ্রীং সীতায়ৈ নমঃ। (অগ্রে)—ওঁ শার্ঙ্গায় নমঃ। (বামপার্শ্বে)—ওঁ শরেভ্যো নমঃ। (দক্ষিণ পার্শ্বে)—ওঁ চাপায় নমঃ। (বহিঃকেশর-সমূহে, অগ্ন্যাদি কোণে এবং চতুর্দ্দিকে)—রাং হৃদয়ায় নমঃ—ইত্যাদি ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। (দল-সমূহে পূর্ব্বাদিদিকে)—ওঁ হনুমতে নমঃ। (এই প্রকার)—সুগ্রীবায়, ভরতায়, বিভীষণায়, লক্ষ্মণায়, অঙ্গদায়, শত্রুঘ্নায়, জাম্ববতে। (দলাগ্রে)—সৃষ্টয়ে, জয়ন্তায়, বিজয়ায়, সুরাষ্ট্রায়, রাষ্ট্রবর্দ্ধনায়, অকোপায়, ধর্ম্মপালায়, সুমন্ত্রায়।

অতঃপর ইন্দ্রাদিলোকপাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিয়া ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সমাপন করিবে।

---

* অজপ্তা লক্ষ্মণমনুং রামচন্দ্রং জপন্তি যে।
তজ্জপস্য ফলং নৈব প্রয়ান্তি কুশলা অপি॥ অগস্ত্যসংহিতা॥

পুরশ্চরণ বিধান—

ঋতুলক্ষং জপেন্মন্ত্রং দশাংশং কমলৈঃ শুভৈঃ।

জুহুয়াদর্চ্চিতে বহ্নৌ ব্রাহ্মণান ভোজয়েত্ততঃ॥

ছয়লক্ষ জপে এই মন্ত্র-পুরশ্চরণ হয়। জপের দশাংশ সংখ্যায় পদ্মপুষ্পদ্বারা হোম করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে।

(১) ওঁ রামায় নমঃ। (২) রাং রামায় নমঃ। (৩) ক্লীং রামায় নমঃ। (৪) হ্রীং রামায় নমঃ। (৫) ঐং রামায় নমঃ। (৬) শ্রীং রামায় নমঃ—রামের ষড়ক্ষর এই ছয় প্রকার মন্ত্র।

এই সকল মন্ত্রের ঋষি পৃথক্ পৃথক্, কিন্তু ধ্যান, পূজা ও পুরশ্চরণাদি সমস্তই এক। ১ম মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, ২য় মন্ত্রের ঋষি সম্মোহন, ৩য় মন্ত্রের ঋষি শক্র, চতুর্থ মন্ত্রের ঋষি দক্ষিণামূর্ত্তি, পঞ্চমের অগস্ত্য, এবং ষষ্ঠের শ্রীশিব।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র ও পূজা।

গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।

শ্রীকৃষ্ণের এই দশাক্ষর মন্ত্র। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত আছে যে, উক্ত মন্ত্রটি স্বভাবতঃ বীজহীন বলিয়া দশাক্ষর, কিন্তু উক্ত দশাক্ষর মন্ত্রের আদিতে 'ক্লীং' এই কামবীজ যোগ করিয়া "ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এই মন্ত্রে জপ-পূজাদি করিতে

হয় * কিন্তু রাশি-নক্ষত্রাদি চক্র-বিচার-কালে বীজ রহিত করিয়া কেবল—'গোপীজন বল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্রের অক্ষর লইয়া বিচার করিবে।

পূজা-পদ্ধতি,—বৈষ্ণবাচমন ও প্রাতঃকৃত্যাদি তন্ত্রশাস্ত্র বিষ্ণু-পূজোক্ত প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

কৃষ্ণ-বিষয়ে প্রাণায়াম একটু ভিন্ন প্রকার। যথা,—

ক্লীং—এই কামবীজ একবার জপ করিয়া দক্ষিণ নাসাদ্বারা বায়ু রেচন করিবে। তদনন্তর সাতবার জপদ্বারা বামনাসায় বায়ু পূরণ করিয়া ঐ বীজ বিংশতিবার জপদ্বারা দক্ষিণ নাসায় বায়ু পূরণ এবং বিংশতিবার জপ দ্বারা উভয় নাসা ধারণ করিয়া বায়ু কুম্ভক করিবে।

সর্ব্ব প্রকার কৃষ্ণ-মন্ত্রেই ক্লীং এই কামবীজ দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। যে মন্ত্র জপ করা হইবে, সে মন্ত্রেও প্রাণায়াম করা যাইতে পারিবে। যদি দশাক্ষর মন্ত্র জপ করা হয়, তবে দশাক্ষর মন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে, কিন্তু অষ্টাবিংশতিবার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিতে হইবে, এবং অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র জপে দ্বাদশবার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিবে। একবার রেচন, পূরণ ও কুম্ভক করিলে এক বার প্রাণায়াম হয়, এই প্রকার তিনবার প্রাণায়াম করিবে। অন্য কোন মন্ত্র-জপাদি করিলে মন্ত্রবর্ণ-সংখ্যায় রেচন, পূরণ ও

* ভোগমোক্ষৈকনিলয়ো লুপ্তবীজো দশাক্ষরঃ।
উদ্ধরেত্তু পৃথক্ত্বেন কামবীজং মহামুনে।
তদ্‌যোগাৎ ফলদো মন্ত্রো নান্যথা সিদ্ধয়ো ভবেৎ॥ গৌতমীয়ে॥

কুম্ভক করিতে হইবে। এই প্রাণায়ামে দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন এবং বাম নাসাপুটে বায়ু পূরণ করিবে।—এই সকল বিধান কেবল শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে। অন্যত্র নহে।

প্রাণায়াম করিয়া পীঠন্যাস করিবে এবং তৎপরে কোণে ও মধ্যে বিমলাদি পীঠমন্ত্রন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—(মস্তকে)—নারদঋষয়ে নমঃ। (মুখে) –বিরাটছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—ক্লীং বীজায় নমঃ। (পদদ্বয়ে)—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।—মন্ত্রাধিষ্ঠাতৃ-দেবতায়ৈ দুর্গায়ৈ নমঃ। (দুর্গাকে প্রণাম করিবে।)

অনন্তর—ওঁ গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ—এই মন্ত্র-করদ্বয়ের মধ্যে, পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে তিন তিন বার ন্যাস করিয়া 'গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা' এই মন্ত্রমধ্যস্থ প্রত্যেক বর্ণ প্রণবপুটিত ও 'নমঃ' শব্দ যোগ করিয়া উভয় হস্তের প্রত্যেক অঙ্গুলির তিন তিন পর্ব্ব-সন্ধিতে এক এক বর্ণ তিন তিন বার ন্যাস করিবে। ইহার নাম সৃষ্টি ন্যাস। এই ন্যাস করিতে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত ন্যাস করিবে। যথা,—(দক্ষিণা-ঙ্গুষ্ঠ—ওঁ গোং ওঁ নমঃ। (দক্ষিণতর্জ্জনী)—ওঁ পীং ওঁ নমঃ। (দক্ষিণ মধ্যমা)—ওঁ জং ওঁ নমঃ। (দক্ষিণ অনামিকা—ওঁ নং ওঁ নমঃ। (দক্ষিণ কনিষ্ঠা)—ওঁ বং ওঁ নমঃ। (বাম-কনিষ্ঠা)—ওঁ ল্লং ওঁ নমঃ। (বাম অনামিকা)—ওঁ ভাং ওঁ নমঃ। (বাম মধ্যমা)—ওঁ য়ং ওঁ নমঃ। (বাম তর্জ্জনী)—ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ। (বামাঙ্গুষ্ঠ)—ওঁ হাং ওঁ নমঃ।

এই সৃষ্টি ন্যাস দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত শেষ করিলে স্থিতি-ন্যাস হয়।

এবং বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাদি অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত শেষ করিলে তাহাকে সংহৃতি-ন্যাস বলে। এই প্রকার সৃষ্টিন্যাস, স্থিতি-ন্যাস ও সংহৃতি-ন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টিন্যাস ও স্থিতি-ন্যাস করিবে। এই প্রকারে পঞ্চবিধ ন্যাস করিতে হয়।

সংহৃতির্দ্দোষসংঘানাং হারিণী পরিকীর্ত্তিতা।
বিদ্যাপ্রদশ্চ সৃষ্ট্যন্তো বর্ণিনাং শুদ্ধচেতসাং॥ গৌতমীয়ে॥

সমস্ত দোষ সংহৃতি-ন্যাসে বিদূরিত হয়, এবং সৃষ্টি ও স্থিতি ন্যাসে বিদ্যা (ব্রহ্মবিদ্যা) লাভ হয়।

স্থিত্যন্তঃ স্যাদ্‌গৃহস্থানাং ত্রয়ং কামানুরূপতঃ।
সহজানৌ বাণপ্রস্থে স্থিত্যন্তং কশ্চিদিচ্ছতি।
সংহারান্তো মুনীনাঞ্চ বিবিক্তস্য চ সর্ব্বশঃ॥ গৌতমীয়ে॥

উক্ত পঞ্চবিধ ন্যাসের মধ্যে ব্রহ্মচারীগণ সৃষ্টি, স্থিতি সংহৃতি ও সৃষ্টি এই চারি প্রকার ন্যাস, গৃহস্থ ও সস্ত্রীক-বাণপ্রস্থ ব্যক্তি সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি, সৃষ্টি এবং স্থিতি এই পঞ্চবিধ ন্যাস, মুনিগণ —সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি এই ত্রিবিধ ন্যাস এবং বিরাগী ব্যক্তি উক্ত ত্রিবিধ ন্যাস করিবে। উক্ত বিধ ন্যাস করিতে অসমর্থ হইলে একবার মাত্র ন্যাস করিলেও পূজা সিদ্ধ হয়। *

অনন্তর করদ্বয়ের দশাঙ্গুলিতে স্থিতি-ন্যাসক্রমে মন্ত্রের দশাক্ষর ন্যাস করিয়া করদ্বয়ের অঙ্গুলিতে পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করিবে। যথা,—(দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠে)—ওঁ গোং ওঁ নমঃ। (দক্ষিণ তর্জ্জনী)—ওঁ পীং ওঁ নমঃ। (দক্ষিণ মধ্যমা) ওঁ জং ওঁ নমঃ। (দক্ষিণ)

* ন্যাসত্রয়ং সদা কুর্য্যাদশক্তাবেকমেব হি গৌতমীয়ে।

অনামিকা)—ওঁ নং ওঁ নমঃ। (দক্ষিণ কনিষ্ঠা)—ওঁ বং ওঁ নমঃ। (বাম অঙ্গুষ্ঠ)—ওঁ ল্লং ওঁ নমঃ। (বাম তর্জ্জনী)—ওঁ ভাং ওঁ নমঃ। (বাম মধ্যমা) ওঁ য়ং ওঁ নমঃ। (বাম অনামিকা)—ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ। (বাম কনিষ্ঠা)—ওঁ হাং ওঁ নমঃ। অতঃপর করদ্বয়ের অঙ্গুলিসমূহে পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করিবে। যথা,—আচক্রায় স্বাহা অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা মধ্যমাভ্যাং বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা অনামিকাভ্যাং হুং। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্।

অনন্তর বিন্দুযুক্ত অকারাদি প্রত্যেক মাতৃকাবর্ণের আদিতে ও অন্তে মূল মন্ত্র যোগ করিয়া মাতৃকা-ন্যাসোক্ত স্থানে ন্যাস করিবে—অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রে "গোপীজনবল্লভায় স্বাহা অং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" এবং মুখে "গোপীজনবল্লভায় স্বাহা আং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা" ইত্যাদি প্রকারে মাতৃকোক্ত সকল স্থানে সমস্ত মাতৃকা বর্ণ ন্যাস করিবে।

তৎপরে সংহার-সৃষ্টিভেদে দশতত্ত্ব ন্যাস করিবে। যথা,—(পদদ্বয়ে)—ওঁ গোং ওঁ নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (লিঙ্গে)—ওঁ পীং ওঁ নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদয়ে)—ওঁ জং ওঁ নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মুখে)—ওঁ নং ওঁ নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মস্তকে)—ওঁ বং ওঁ নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদয়ে)—ওঁ ল্লং ওঁ নমঃ পরায় অহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ; ওঁ ভাং ওঁ নমঃ পরায় মহতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (সর্ব্বগাত্রে)—ওঁ য়ং ওঁ নমঃ পরায় প্রকৃতিতত্ত্বাত্মনে নমঃ; ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ; ওঁ হাং ওঁ নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (ইহা সংহার

ন্যাস।) অতঃপর সৃষ্টি ন্যাস করিবে। যথা,—(সর্ব্ব গাত্রে)—ওঁ হাং ওঁ নমঃ পরায় পরতত্ত্বাত্মনে নমঃ; ওঁ স্বাং ওঁ নমঃ পরায় পুরুষতত্ত্বাত্মনে নমঃ; ওঁ য়ং ওঁ নমঃ পরায় প্রকৃতি-তত্ত্বাত্মনে নমঃ। (হৃদয়ে)—ওঁ ভাং ওঁ নমঃ পরায় মহত্তত্ত্বা-ত্মনে নমঃ; ওঁ ল্লং ওঁ নমঃ পরায় অহঙ্কারতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (মস্তকে)—ওঁ বং ওঁ নমঃ পরায় আকাশতত্ত্বাত্মনে নমঃ (মুখে)—ওঁ নং ওঁ নমঃ পরায় বায়ুতত্ত্বাত্মনে নমঃ (হৃদয়ে)—ওঁ জং ওঁ নমঃ পরায় তেজস্তত্ত্বাত্মতে নমঃ। (লিঙ্গে)—ওঁ পীং ওঁ নমঃ পরায় জলতত্ত্বাত্মনে নমঃ। (পদদ্বয়ে)—ওঁ গোং ওঁ নমঃ পরায় পৃথিবীতত্ত্বাত্মনে নমঃ।

সৃষ্ট্যাদি ন্যাসে অঙ্গুলি নিয়ম এইরূপ,—মস্তকে মধ্যাঙ্গুলি দ্বারা ন্যাস করিবে। এবং চক্ষুতে মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা কর্ণে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই চারি অঙ্গুলি দ্বারা, নাসিকাতে অঙ্গুষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা, মুখে সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা, হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীদ্বারা, নাভিতে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা-দ্বারা, লিঙ্গ ও জানুতে তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাদ্বারা এবং পদদ্বয়ে সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা ন্যাস করিবে।

অনন্তর পুনরায় সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহৃতি ন্যাস করিয়া বিভূতিপঞ্জর ন্যাস করিবে। যথা,—মূলাধারে)—গোং নমঃ। (লিঙ্গে)—পীং নমঃ। (নাভিতে)—জং নমঃ। (হৃদয়ে)—নং নমঃ। (গলে)—বং নমঃ। (মুখে)—ল্লং নমঃ। (অংসদ্বয়ে)—ভাং নমঃ, য়ং নমঃ। (ঊরুদ্বয়ে)—স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। (স্কন্ধে)—গোং নমঃ। (নাভিতে)—পীং নমঃ। কুক্ষিতে)—জং নমঃ। (হৃদয়ে)—নং নমঃ। (স্তনদ্বয়ে)—বং নমঃ, ল্লং

নমঃ। (পার্শ্বদ্বয়ে)—ভাং নমঃ, য়ং নমঃ। (কটিদেশে)—স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। (মস্তকে)—গোং নমঃ। (মুখে)—পীং নমঃ। (নেত্রদ্বয়ে)—জং নমঃ, নং নমঃ। (কর্ণদ্বয়ে)—বং নমঃ, ল্লং নমঃ। (নাসাপুটদ্বয়ে)—ভাং নমঃ, য়ং নমঃ। (কপোলদ্বয়ে)—স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। (দক্ষিণ হস্তের মূলে)—গোং নমঃ। (মধ্যসন্ধিতে)—পীং নমঃ। (মণিবন্ধে)—জং নমঃ। (অঙ্গুলী-মূলে)—নং নমঃ। (অঙ্গুলী অগ্রে)—বং নমঃ। (অঙ্গুষ্ঠে)—ল্লং নমঃ। (তর্জ্জনীতে)—ভাং নমঃ। (মধ্যমাতে)—স্বাং নমঃ। (কনিষ্ঠাতে)—হাং নমঃ। (এই প্রকারে বামহস্তের মূলাদি সর্ব্বস্থানে উক্তমন্ত্রে ন্যাস করিবে।) অতঃপর—(মূর্দ্ধায়)—গোং নমঃ (তৎপূর্ব্বে)—পীং নমঃ। (তদ্দক্ষিণে)—জং নমঃ। (তৎ পশ্চিমে)—নং নমঃ। (তদুত্তরে)—বং নমঃ। (মূর্দ্ধা-সকলে)—ল্লং নমঃ। (ভুজদ্বয়ে)—ভাং নমঃ, য়ং নমঃ। (উরু-দ্বয়ে)—স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। (মস্তকে)—গোং নমঃ। (নেত্র-দ্বয়ে)—পীং নমঃ। (মুখে)—জং নমঃ। (কণ্ঠে)—নং নমঃ। (হৃদয়ে)—বং নমঃ। (জঠরে)—ল্লং নমঃ। (মূলাধারে)—ভাং নমঃ। (লিঙ্গে)—য়ং নমঃ। (জানুদ্বয়ে)—স্বাং নমঃ। (পদ-দ্বয়ে)—হাং নমঃ। (কর্ণদ্বয়ে)—গোং নমঃ। (গণ্ডদ্বয়ে)—পীং নমঃ। (অংসদ্বয়ে)—জং নমঃ। (স্তনদ্বয়ে)—নং নমঃ। (পার্শ্বদ্বয়ে)—বং নমঃ। (লিঙ্গে)—ল্লং নমঃ। (উরুদ্বয়ে)—ভাং নমঃ। (জানুদ্বয়ে)—য়ং নমঃ। (জঙ্ঘাদ্বয়ে)—স্বাং নমঃ। (পদদ্বয়ে)—হাং নমঃ।

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে মূর্ত্তিপঞ্জর ন্যাস করিয়া দশাঙ্গ-ন্যাস ও পঞ্চাঙ্গ ন্যাস করিবে।

দশাঙ্গ ন্যাস যথা,—(হৃদয়ে)—গোং নমঃ। (মস্তকে)—পীং নমঃ। (শিখাতে)—জং নমঃ। (সর্ব্বাঙ্গে)—নং নমঃ। (দিক্‌চতুষ্টয়ে)—বং নমঃ। (দক্ষিণ পার্শ্বে)—ল্লং নমঃ। (বামপার্শ্বে)—ভাং নমঃ। (কটিদেশে)—য়ং নমঃ। (পৃষ্ঠে)—স্বাং নমঃ। (মূর্দ্ধায়)—হাং নমঃ।

পঞ্চাঙ্গন্যাস যথা,—আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা। সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। ত্রৈলোক্যরক্ষণ-চক্রায় স্বাহা কবচায় হুং। অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্।

অতঃপর নারায়ণমন্ত্রোক্ত "কিরীটকেয়ূর" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিয়া বেণু বিল্ব প্রভৃতি মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া—"ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, দিগ্বন্ধন-পূর্ব্বক ধ্যান পাঠ করিবে। ধ্যান যথা,—

ওঁ স্মরেদ্বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনাবৃতং। গোবিন্দং পুণ্ডরী-কাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ। আত্মনোবদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষি-মধুব্রতাঃ। পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ মুক্তা-হারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভারানতাঃ। স্রস্তধম্মিল্লবসনা মদস্খলিত-ভীষণাঃ। দন্তপঙ্‌ক্তিপ্রভোদ্ভাসিস্পন্দমানাধরাঞ্চিতাঃ। বিলো-ভয়ন্তীর্ব্বিবিধৈর্ব্বিভ্রমৈর্ভাবগর্ব্বিতৈঃ। ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং। শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরং। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতং। গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥ *

* রম্য বৃন্দাবনে পুণ্ডরীকাক্ষ গোবিন্দ সহস্র সহস্র গোপবালাকে মোহিত করিতেছেন। গোপীকুল শ্রীকৃষ্ণের বদন-কমলে আপনাদের নয়নরূপ ভ্রমর-গণকে প্রেরণ করিতেছে এবং তাহারা কামশরে পীড়িত ও শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন

এই প্রকারে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও অর্ঘ্য-স্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণুমন্ত্রোক্ত পীঠপূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান পর্য্যন্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। অনন্তর দেবশরীরে সৃষ্টি, স্থিতি, দশাঙ্গ ও পঞ্চাঙ্গ ন্যাসক্রমে পূজা করিবে; তৎপরে (মুখে)—ওঁ বেণবে নমঃ। (হৃদয়ে)—ওঁ বনমালায়ৈ নমঃ, ওঁ কৌস্তভায় নমঃ, ওঁ শ্রীবৎসায় নমঃ। এই ক্রমে পূজা করিয়া পুনরায় পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া, দেবতার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্বেতচন্দনযুক্ত শ্বেততুলসী ও বামপার্শ্বে রক্তচন্দন-যুক্ত রক্ততুলসী মূল মন্ত্রে প্রদান করিবে। তদনন্তর দেবতার হৃদয়ে করবীপুষ্পদ্বয় এবং মস্তকের বাম-দক্ষিণভাগে পদ্ম পুষ্প-দ্বয় অর্পণ করিয়া শিরোদেশে দুইটি তুলসী পত্র, দুইটি করবীর পুষ্প ও দুইটি পদ্ম পুষ্প প্রদান করিবে, অথবা উক্ত পুষ্পাদি সমস্তই মস্তকে দিবে। অনন্তর দেবতাঙ্গে সর্ব্বপ্রকার পুষ্পাদি অর্পণ করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—(পূর্ব্বদিকে)—

প্রাপ্তির জন্য সমধিক ব্যাকুলা। তাহাদের স্থূল ও উচ্চতর স্তনোপরি মুক্তা-হার বিলম্বিত আছে এবং স্তনভারে তাহারা নম্রভাবে দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের পরিধেয় বসন ও কবরী-বন্ধন বিগলিত হইতেছে এবং মদভরে বাক্য স্খলিত। দন্তপংক্তিপ্রভা অধরে পতিত হইয়া অধরের শোভা বর্দ্ধিত করি-তেছে। গোপিকাকুল বিলাসপূর্ণ বিবিধ ভাবভঙ্গি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের দেহকান্তি, শশধরবৎ শোভ-মান বদন,—মস্তক ময়ূরপুচ্ছে বিভূষিত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভ-মণি-মালা, পরিধান পীতবাস। গোপীদিগের নয়নোৎপলদ্বারা সর্ব্ব-শরীর অর্চ্চিত এবং গো ও গোপীগণে পরিবৃত। শ্রীকৃষ্ণ করে বেণু ধারণ করিয়া সেই বেণু বাদনে তৎপর আছেন:—ইঁহার সর্ব্বশরীর দিব্য অলঙ্কারে বিভুষিত। ইঁহাকে ভজনা করি।

ওঁ দামায় নমঃ। (দক্ষিণে)—ওঁ সুদামায় নমঃ। (পশ্চিমে)—ওঁ বাসুদেবায় নমঃ। (উত্তরে)—ওঁ কিঙ্কিণ্যৈ নমঃ। (কেশর-সমূহে অগ্নি আদি কোণে)—ওঁ আচক্রায় স্বাহা হৃদয়ায় নমঃ। (নৈঋর্তে)—ওঁ বিচক্রায় স্বাহা শিরসে স্বাহা। (বায়ুকোণে)—ওঁ সুচক্রায় স্বাহা শিখায়ৈ বষট্। (ঈশানে)—ওঁ ত্রৈলোক্যরক্ষণচক্রায় স্বাহা কবচায় হুঁ। (চতুর্দ্দিকে)—ওঁ অসুরান্তকচক্রায় স্বাহা অস্ত্রায় ফট্। (পূর্ব্বাদি দিকের পত্রে)—ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ। (এই প্রকারে)—সত্যভামায়ৈ, নাগ্নজিত্যৈ, সুনন্দায়ৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ, সুলক্ষণায়ৈ, জাম্ববত্যৈ, সুশীলায়ৈ, (পত্রাগ্রসমূহে)—বসুদেবায়, দেবক্যৈ, নন্দায়, যশোদায়ৈ, বলভদ্রায়, সুভদ্রায়ৈ, গোপেভ্যঃ, গোপীভ্যঃ। (তদ্বাহ্যে, ও মধ্যে—পূর্ব্বাদিক্রমে)—মন্দরায়, সন্তানায়, পারিজাতায়, কল্পবৃক্ষায়, হরিচন্দনায়। (তদ্বাহ্যে)—ইন্দ্রাদি দিক্‌পাল ও বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা করিবে।

অনন্তর কৃষ্ণাষ্টকের পূজা করিবে। যথা,—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। (এই ক্রমে) বাসুদেবায়, দেবকীনন্দনায়, নারায়ণায়, যদুশ্রেষ্ঠায়, বার্ষ্ণেয়ায়, ধর্ম্মসংস্থাপনায়, অসুরাক্রান্তভারহারিণে।

কেবল কৃষ্ণাষ্টক পূজাতে সর্ব্বসিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

তৎপরে ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম করিবে।

পুরশ্চরণ বিধান,—

দশলক্ষমক্ষয়ফলপ্রদং মনুং প্রতিজপ্য নির্ম্মলমতির্কশাক্ষরম্।
জুহুয়াৎ সিতাজ্যমধুরপ্লুতৈর্ণবৈররুণাম্বুজৈর্হুতাশনে দশায়ুতম্॥

এই দশাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণে দশলক্ষ মন্ত্র জপ করিয়া, ঘৃত, মধু ও শর্করা যুক্তে নবরক্ত-পদ্ম দ্বারা এক লক্ষ হোম করিবে।

ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা।—ইহা শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র।

এই মন্ত্রের পূজাপ্রণালী যথা,—প্রাতঃকৃত্যাদি বিষ্ণু মন্ত্রোক্ত পীঠন্যাস করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা,—(মস্তকে)—ওঁ নারদঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ। (গুহ্যে)—ক্লীং বীজায় নমঃ। (পদদ্বয়ে)—স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।

তৎপরে—ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ওঁ—এই মন্ত্রে তিনবার করদ্বয়ে ন্যাস করিয়া করাঙ্গন্যাস করিবে। যথা,—ক্লীং কৃষ্ণায় অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। গোবিন্দায় তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। গোপীজন মধ্যমাভ্যাং বষট্। বল্লভায় অনামিকাভ্যাং হুঁ। স্বাহা কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। (এই প্রকারে হৃদয়াদিতে)।

অতঃপর মূল মন্ত্রে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত তিনবার ও 'ওঁ' এই মন্ত্রে একবার ন্যাস করিয়া মন্ত্র ন্যাস করিবে। যথা,—(মস্তকে)—ক্লীং নমঃ। (ললাটে)—কৃং নমঃ। (ভ্রূমধ্যে)—ষ্ণাং নমঃ। (কর্ণদ্বয়ে)—য়ং নমঃ, গোং নমঃ। (চক্ষুর্দ্বয়ে)—বিং নমঃ, ন্দাং নমঃ। (নাসিকাদ্বয়ে)—য়ং নমঃ, গোং নমঃ। (মুখে)—পীং নমঃ। (গ্রীবায়)—জং নমঃ। (হৃদয়ে)—নং নমঃ। (নাভিতে)—বং নমঃ। (কটিতে)—ল্লং নমঃ। (লিঙ্গে)—ভ্যাং নমঃ। জানুতে)—য়ং নমঃ। (পদদ্বয়ে)—স্বাং নমঃ, হাং নমঃ। (মস্তকে)—ওঁ নমঃ।

অনন্তর (নেত্রদ্বয়ে)—ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ। (মুখে)—গোবিন্দায় নমঃ (হৃদয়ে)—গোপীজনায় নমঃ। (গুহ্যে)—বল্লভায় নমঃ। (পদদ্বয়ে)—স্বাহা নমঃ। এই প্রকারে ন্যাস করিয়া পুনরায়

অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত দশতত্ত্ব ন্যাস এবং মূর্ত্তি পঞ্জর ন্যাস করিয়া পূর্ব্ব লিখিত "কিরীটকেয়ূর" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিয়া যথাশক্তি মুদ্রাবন্ধন করত—"ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিয়া—"স্মরেৎ বৃন্দাবনে রম্যে" এই ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ মানস পূজা, অর্ঘ্যস্থাপন ও পীঠ-পূজাদি এবং ধ্যান আবাহন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবে। তৎপরে উপরিলিখিত মন্ত্রন্যাসক্রমে তত্তৎস্থানে মন্ত্র-বর্ণাক্ষর দ্বারা পূজা করিয়া 'ক্লীং কৃষ্ণায় হৃদয়ায় নমঃ, গোবিন্দায় শিরসে স্বাহা, গোপীজন শিখায়ৈ বষট্, বল্লভায় কবচায় হুং স্বাহা অস্ত্রায় ফট্,— এই মন্ত্রে দেবশরীরে পূজা করিবে। তৎপরে পূর্ব্ব মন্ত্রোক্ত আবরণ দেবতাদি পূজা ও বিসর্জ্জনান্ত সমস্ত কার্য্য করিবে।

পুরশ্চরণ-বিধান,—

অথ শুধিরযুগলবর্ণং চেন্মনুং পঞ্চলক্ষং।
প্রজপেত্তু জুহুয়াচ্চ প্রোক্তক৯প্তার্দ্ধলক্ষং॥
অমলমতিরভাবে পায়সৈরম্বুজানাং।
সসিতঘৃতসুসিক্তৈরারভেদ্ধোমকর্ম্ম॥

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের পুরশ্চরণে পঞ্চলক্ষ জপ করিবে, এবং পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য (রক্তপদ্ম) দ্বারা পঞ্চাশ হাজার হোম করিবে। পদ্মের অভাব হইলে শর্করা ও ঘৃতযুক্ত পায়স দ্বারা হোম করিবে।

ক্লীং।—শ্রীকৃষ্ণের ইহা একাক্ষর মন্ত্র। এই মন্ত্রের পূজা-প্রণালী এইরূপ,—প্রাতঃকৃত্যাদি পীঠন্যাস পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ সম্পন্ন করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। যথা—(মস্তকে)— সম্মোহনঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদয়ে)— ত্রৈলোক্যসম্মোহনায় বিষ্ণবে নমঃ।

অতঃপর 'ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা' ইত্যাদিক্রমে করাঙ্গন্যাস করিবে।

অনন্তর বাণন্যাস করিবে। যথা—(অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে)—দ্রাং শোষণ বাণায় নমঃ। (তর্জ্জনীদ্বয়ে)—দ্রীং মোহনবাণায় নমঃ। (মধ্যমা-দ্বয়ে)—ক্লীং সন্দীপনবাণায় নমঃ। (অনামিকাদ্বয়ে)—ব্লূং তাপনবাণায় নমঃ। (কনিষ্ঠাদ্বয়ে)—সঃ মদনবাণায় নমঃ। (এই প্রকারে মস্তক, মুখ, হৃদয়, গুহ্য ও পদে ন্যাস করিবে।) তৎপরে শ্রীকৃষ্ণদেবের এই মন্ত্রের ধ্যান করিবে। যথা,—

ওঁ অগ্নিবিদ্রুমসঙ্কাশং সর্ব্বতেজোময়ং বপুঃ। কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ূরবলয়ান্বিতং। মুক্তাসদত্নসন্নদ্ধতুলাকোটিসমুজ্জ্বলং। নানালঙ্কারসুভগং পীতাম্বরযুগাবৃতং। গরুড়োপরি সন্নদ্ধ-রক্তপঙ্কজমধ্যগং। উত্তপ্তহেমসঙ্কাশাং লক্ষ্মীং বামোরুসংস্থিতাং। সর্ব্বালঙ্কারসুভগাং শুক্লবাসোযুগাবৃতাং। সকামাং লীলয়া দেবং মোহয়ন্তং পুনঃপুনঃ। শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম-পাশাঙ্কুশ-ধনুঃ শরান্। ধারয়ন্তং জগন্নাথং রক্তপদ্মারুণেক্ষণং॥ *

এই প্রকারে ধ্যান করতঃ মানসোপচারে পূজা, অর্ঘ্যস্থাপন ও পীঠন্যাসক্রমে পীঠ-পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান ও আবাহনাদি

* এই দেবতার প্রবালের ন্যায় দেহবর্ণ এবং ইনি সর্ব্বতেজোময়। মস্তকে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে কেয়ূর ও বলয় এবং ইহাঁর পদদ্বয়ে মুক্তা জড়িত বিবিধ প্রকার রত্ননূপুর। ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গে নানাপ্রকার অলঙ্কার ও পরিধানে পীত বস্ত্রদ্বয় গরুড়োপরি রক্তপদ্মের মধ্যে অবস্থিত। প্রতপ্ত হেমসম দেহের আভাসম্পন্না লক্ষ্মীদেবী ইহাঁর বামোরুতে উপবিষ্টা—তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ বিবিধভূষণে বিভূষিত এবং শুক্লবর্ণ বস্ত্রদ্বয়ে দেহ আবৃত; শ্রীকৃষ্ণ ঐ লক্ষ্মীদেবীকে লীলাদ্বারা পুনঃপুনঃ মুগ্ধ করিতেছেন। ইনি জগন্নাথ এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, পাশ, অঙ্কুশ, ধনু ও বাণধারী, ইহাঁর চক্ষুর্দ্বয় রক্তপদ্মবৎ অরুণিম।

পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিদান পর্য্যন্ত সমস্ত সম্পন্ন করিবে। তৎপরে ক্লাং হৃদয়ায়, ক্লীং শিরসে—ইত্যাদি ক্রমে দেবতার ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া, মস্তকে—দ্রাং শোষণবাণায় নমঃ। মুখে—দ্রীং মোহনবাণায় নমঃ; হৃদয়ে—ক্লীং সন্দীপনবাণায় নমঃ; গুহ্যে—ব্লূং তাপনবাণায় নমঃ; (পাদে)—সঃ মদনবাণায় নমঃ;—এই প্রকারে দেব-শরীরে পঞ্চবাণের পূজা করিয়া আবরণ পূজা করিবে। যথা,—ওঁ কিরীটায় নমঃ। (এই প্রকারে)—কুণ্ডলায়, শঙ্খায়, চক্রায়, গদায়ৈ, পদ্মায়, পাশায়, অঙ্কুশায়, ধনুষে, শরায়, (হস্তে পূজা করিয়া, স্তনোর্দ্ধে)—শ্রীবৎসায়, কৌস্তুভায়, (গলে)—বনমালায়ৈ (নিতম্বে)—পীতবসনায়, (বামাঙ্গে)—শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ। তদনন্তর (কেশরে, অগ্নি-আদি কোণ চতুষ্টয়ে, মধ্যে, দিক চতুষ্টয়ে)—ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা ইত্যাদিক্রমে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া পূর্ব্বাদি চারিদিকে শোষণাদি চারি বাণের এবং কোণে মদন-বাণের পূজা করিবে। পত্রে—ওঁ লক্ষ্ম্যৈ নমঃ। (এই ক্রমে)—সরস্বত্যৈ, রত্যৈ, প্রীত্যৈ, কীর্ত্ত্যৈ, কান্ত্যৈ, তুষ্ট্যৈ, পুষ্ট্যৈ, (তদ্বা-হিরে)—লোকপালের পূজা করিবে। ইহাতে বজ্রাদি অস্ত্রের পূজা নাই। অতঃপর ধূপাদি বিসর্জ্জনান্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।

পুরশ্চরণ-বিধান,—

রবিলক্ষং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াত্তদ্দশাংশতঃ।
অমৃতত্রয়সিক্তেন পায়সেন বিধানবিৎ॥

এই মন্ত্রের পুরশ্চরণে দ্বাদশলক্ষ জপ ও ঘৃত, মধু শর্করাযুক্ত পায়স দ্বারা জপের দশাংশ হোম করিতে হয়।
অশক্ত পক্ষে দ্বাদশ সহস্র ও তৎ সংখ্যক তর্পণেরও ব্যবস্থা আছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বহুদেবতার মন্ত্র।

সাধক-বিশেষে এক এক দেবতার বহুবিধ মন্ত্রভেদ আছে, আবার দেবতাও বহুবিধ আছেন। এস্থলে আমরা কতকগুলি দেবতার মন্ত্র প্রকটিত করিয়া দিলাম। পূর্ব্বে যে সকল মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সকল দেবতার তদ্ভিন্ন মন্ত্রও এস্থলে প্রদত্ত হইল।

ত্রিপুটামন্ত্র। শ্রীং হ্রীং ক্লীং॥ ত্বরিতামন্ত্র।—ওঁ হ্রীং হুঁ খেচছে ক্ষস্ত্রী হুং ক্ষে হ্রীং ফট্॥ নিত্যামন্ত্র।—ঐং ক্লীং নিত্যক্লিন্নে মদদ্রবে স্বাহা॥ দুর্গামন্ত্র।—ওঁ হ্রীং দুং দুর্গায়ৈ নমঃ॥ মহিষমর্দ্দিনীমন্ত্র।—হ্রীং মহিষমর্দ্দিনী স্বাহা হ্রীং। (অন্য প্রকার)—ক্লীং ওঁ মহিষমর্দ্দিনি স্বাহা॥ জয়দুর্গামন্ত্র।—ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা॥ বাগীশ্বরীমন্ত্র।—ঐং নমো ভগবতী বদ বদ বাগ্দেবি স্বাহা। (অন্য মন্ত্র)—ওঁ হ্রীং ঐং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ॥ পারিজাত-সরস্বতী মন্ত্র।—ওঁ হ্রীং হসৌং হ্রীং ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ॥ গণেশের মন্ত্র।—গং॥ মহাগণেশের মন্ত্র।—হ্রীং গং হ্রীং মহাগণপতয়ে স্বাহা॥ হরিদ্রাগণেশের মন্ত্র।—গ্লং॥ লক্ষ্মীমন্ত্র।—শ্রীং। (অন্য প্রকার)—ঐং শ্রীং হ্রীং ক্লীং। (অন্য প্রকার)—নমঃ কমলবাসিন্যৈ স্বাহা॥ মহালক্ষ্মীর মন্ত্র।—ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং

হ্‌সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈঃ নমঃ॥ অজপামন্ত্র।—হংসঃ॥ রামমন্ত্র।—হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা। (অন্য প্রকার,—রামঃ। (অন্য প্রকার)—শ্রীং রাম শ্রীং। (অন্য প্রকার)—হ্রীং রাম হ্রীং॥

শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।—(ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্র) শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা; হ্রীং শ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা এবং ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। (ত্রয়োদশাক্ষর এই ত্রিবিধ মন্ত্র)। (বিংশত্যক্ষর মন্ত্র)—হ্রীং শ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা। (দ্বাবিংশত্যক্ষর মন্ত্র)—ঐং ক্লীং কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা সৌঃ। (চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্র)—ঐং ক্লীং হ্রীং শ্রীং গোপীজনবল্লভায় স্বাহা (অষ্টাক্ষর মন্ত্র)—ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ, (অন্য প্রকার)—শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা। (দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র)—শ্রীং হ্রী ক্লী কৃষ্ণায় গোবিন্দায় স্বাহা। (ষোড়শাক্ষর মন্ত্র)—ওঁ নমো ভগবতে রুক্মিনীবল্লভায় স্বাহা।

বালগোপাল মন্ত্র।—(একাক্ষর) ক্লঃ। (দ্ব্যক্ষর)—কৃষ্ণঃ। (ত্র্যক্ষর)—ক্লীং কৃষ্ণঃ। (চতুরক্ষর)—ক্লীং কৃষ্ণায়। (পঞ্চাক্ষর)—কৃষ্ণায় নমঃ। (ষড়ক্ষর)—ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ। গোপালায় স্বাহা। (অন্য প্রকার)—গোং কুং লং নাথায় নমঃ॥ বাসুদেবমন্ত্র।—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়॥ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ত্র।—ওঁ হ্রীং হ্রীং শ্রীং শ্রীং লক্ষ্মীবাসুদেবায় নমঃ॥ দধিবামন মন্ত্র।—ওঁ নমো বিষ্ণবে সুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা॥ নৃসিংহ মন্ত্র।—আং হ্রাং ক্ষ্রৌং ক্রোং হুং ফট্‌॥ হরিহর মন্ত্র।—ওঁ হ্রীং হৌং শঙ্কর নারায়ণ নমঃ হৌং হ্রীং ওঁ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বহুদেবতার গায়ত্রী।

বিষ্ণু-গায়ত্রী।—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। নারায়ণ-গায়ত্রী।—নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। নৃসিংহ-গায়ত্রী।—বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি তন্নো নরসিংহঃ প্রচোদয়াৎ। গোপাল-গায়ত্রী।—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ। রাম-গায়ত্রী।—দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ। শিব-গায়ত্রী।—তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ। গণেশ-গায়ত্রী।—তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দণ্ডী প্রচোদয়াৎ। দক্ষিণামূর্ত্তি গায়ত্রী।—দক্ষিণা মূর্ত্তয়ে বিদ্মহে ধ্যানস্থায় ধীমহি তন্নোধীশঃ প্রচোদয়াৎ। সূর্য্য-গায়ত্রী।—আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ। শক্তি-গায়ত্রী।—সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্ব-জননৈ্য ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ। দুর্গা-গায়ত্রী।—মহা-দেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। জয়দুর্গা-গায়ত্রী।—নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো গৌরী প্রচো-দয়াৎ। লক্ষ্মী-গায়ত্রী।—মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ। সরস্বতী-গায়ত্রী।—বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কাম-রাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। ভুবনেশ্বরী-গায়ত্রী।—

নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। অন্নপূর্ণা-গায়ত্রী।—ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ। ছিন্নমস্তা-গায়ত্রী।—বৈরোচন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। মহিষমর্দ্দিনী-গায়ত্রী।—মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ। কালিকা-গায়ত্রী।—কালিকায়ৈ বিদ্মহে-শ্মশান-বাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ। তারা-গায়ত্রী।—তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।

কাম-গায়ত্রী।—কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।

মন্ত্রভেদে যে প্রকার দেবতার ধ্যান ভেদ আছে, সে প্রকার গায়ত্রী ভেদ নাই। এক দেবতার সমস্ত মন্ত্রে একই গায়ত্রী। অতএব যে দেবতার যে কোন মন্ত্রই গ্রহণ করা হউক, গায়ত্রী এক। নিজ ইষ্টদেবতার যে গায়ত্রী সাধক তাহাই জপ করিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বহু দেবতার ধ্যান।

বহু দেবতার যেমন কতকগুলি মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ এ স্থলে মূর্ত্তিভেদে কতকগুলি দেবতার কতকগুলি প্রচলিত ধ্যান ও তাহার অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল। শীর্ষোক্ত নাম দেখিয়া আপন আপন উপাস্য দেবতার

ধ্যান মন্ত্র স্থির করিয়া লইতে পারিবেন। মন্ত্রানুযায়ী ধ্যান ঠিক করিতে না পারিলে, এই প্রচলিত ধ্যান করিলেও কার্য্য হইতে পারে। কারণ, শাস্ত্রে আছে, যদি মন্ত্রাক্ষরানুযায়ী ধ্যান জানিতে না পারা যায়, তবে অর্থানুযায়ী হইলেও তদ্দ্বারা কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারে। অতএব যাঁহারা মন্ত্রাক্ষরানুযায়ী ধ্যান ঠিক করিতে না পারিবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত ধ্যান হইতে আপন আপন ইষ্টদেবতার ধ্যান দেখিয়া লইবেন, এবং অর্থানুযায়ী রূপ চিন্তা করিবেন।

গণেশের ধ্যান।—ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্, প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরম্ বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥

খর্ব্বাকৃতি, স্থূলদেহ, গজরাজবদন, লম্বোদর, সুন্দর, ক্ষরিত হস্তিমদের গন্ধে লুব্ধমধুপকর্তৃক গণ্ডস্থল চঞ্চল, দন্তদ্বারা বিদারিত শত্রুরক্তে সিন্দুর-বিরাজিতবৎ দেহকান্তি, সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধিপ্রদাতা —এই প্রকার পার্ব্বতীতনয় গনেশকে আমি ভজনা করি।

সূর্য্যের ধ্যান।—ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুম্ ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরং দধতং করাব্জৈঃ, মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

সমস্ত জগতের অধিপতি সূর্য্যদেবকে আমি ভজনা করি;— তিনি রক্ত পদ্মের উপরে উপবিষ্ট, সমস্ত গুণের যেন অদ্বিতীয় সমুদ্র। করপদ্মে দুইটি পদ্ম, বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া আছেন। মস্তকে মাণিক্য, অরুণের ন্যায় দেহের বর্ণ এবং তিনি ত্রিনেত্র।

নারায়ণের ধ্যান।—ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী, নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী, হারী হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

নারায়ণ আমাদের সদা (নিত্য) ধ্যেয়। তিনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পদ্মের আসনে উপবিষ্ট, কেয়ূর ও কনককুণ্ডলভূষিত, মস্তকে কিরীট, গলদেশে হার এবং তাঁহার হিরণ্ময় মূর্ত্তি (হিরণ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান; অতএব চিন্ময় বিগ্রহ) ও শঙ্খ চক্রধারী।

কৃষ্ণের ধ্যান।—ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংস প্রিয়ম, শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্। গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসংঘাবৃতম্ গোবিন্দং কলবেণু-বাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥

পূর্ব্বে কৃষ্ণপূজাস্থলে,—"স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে"—ইত্যাদি ধ্যানাদি লিখিত হইয়াছে, উক্ত ধ্যানটি তাহারই শেষাংশ, কিন্তু পদ্ধতি বিশেষে এই টুকুই পূর্ণ ধ্যান বলিয়া লিখিত হইয়াছে, এবং অনেকেই ইহা পাঠ করিয়া থাকেন, সুতরাং এ স্থলে লিখিত হইল। অর্থাদি সেই স্থলে দ্রষ্টব্য।

বাসুদেবের ধ্যান। ওঁ বিষ্ণুং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং শঙ্খং রথাঙ্গং গদামম্ভোজং দধতং সিতাব্জনিলয়ং কান্ত্যা জগন্মোহনম্। আবদ্ধাঙ্গদহারকুণ্ডলমহামৌলীং স্ফুরৎ কঙ্কণম্, শ্রীবৎসাঙ্কমুদার-কৌস্তুভধরং বন্দে মুনীন্দ্রৈঃ স্তুতম্॥

কোটি শরৎ-শশধরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম-ধারী, সিতাব্জে উপবিষ্ট, জগতের মোহনকারী, অঙ্গদ, হার, কুণ্ডল ও কঙ্কণ প্রভৃতি ভূষণে ভূষিত, শ্রীবৎসবক্ষ, কৌস্তুভধারী

এবং মুনীন্দ্রগণের স্তূয়মান,—এই প্রকার বাসুদেব বিষ্ণুর বন্দনা করি।

শিবের ধ্যান।—ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্, পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

মহেশ্বরকে নিত্য সর্ব্বদা ধ্যান করিবে। তাঁহার দেহ রজতগিরির ন্যায়; অঙ্গদ্যুতি রত্নরাশির ন্যায় সমুজ্জ্বল; তিনি চন্দ্রচূড়। হস্তে পরশু, মৃগ, বর ও অভয়। প্রসাদগুণবিশিষ্ট মূর্ত্তি, পদ্মাসনে উপবিষ্ট, সুরগণ কর্ত্তৃক পরিচারিত এবং পূজিত। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, পঞ্চ বদন ও ত্রিনয়ন (প্রত্যেক বদনে ত্রিনয়ন) সর্ব্বাভয়-নাশকারী, জগতের শ্রেষ্ঠ ও বীজ (আদিকরণ)।

বাণলিঙ্গের ধ্যান।—ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যাঞ্চ মহাপ্রভম্। কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্। শৃঙ্গারাদি-রসোল্লাসং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরম্॥

প্রমত্ত, শক্তিযুক্ত, মহদ্দীপ্তিশালী, কামবাণান্বিত সংসার দগ্ধ করিতে সমর্থবান্ এবং শৃঙ্গারাদি রসে উল্লাসিত,—ইনি বাণ নামে প্রসিদ্ধ, ঈদৃশ পরমেশ্বরকে ধ্যান করিবে।

দুর্গার ধ্যান।—ওঁ সিংহস্থা শশিশেখরা মরকতপ্রখ্যা চতুর্ভি-র্ভুজৈঃ, শঙ্খং চক্রং ধনুশরাংশ্চ দধতী নেত্রৈস্ত্রিভিঃ শোভিতা। আমুক্তাঙ্গদহারকঙ্কণরণৎকাঞ্চীক্বণন্নূপুরা, দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু নো রত্নোল্লসৎকুণ্ডলা॥

দুর্গাদেবী সিংহের উপরে উপবিষ্টা; ইনি শশিশেখরা—মরকতমণিপ্রখ্যা—অর্থাৎ অনুরাগা। ইহাঁর চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র,

ধনু ও শর। ইনি ত্রিনয়না। অঙ্গদ (বলয়), হার, কঙ্কণ ও শব্দকারী কাঞ্চী (কটি-হার) ও নূপুর-ধারিণী। জীবের দুর্গতি দূরকারিণী,—ইহাঁর কর্ণে রত্নকুণ্ডল বিরাজিত।

জগদ্ধাত্রীর ধ্যান।—ওঁ সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্। রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশীং তনুম্। নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্। ত্রিবলীবলয়োপেতাং নাভিনালমৃণালিনীম্। রত্নদ্বীপ-মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে। প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্।

দেবী সিংহ-স্কন্ধে (পৃষ্ঠে) সমারূঢ়া এবং বিবিধ ভূষণে ভূষিতা ও চতুর্ভুজা। গলদেশে সর্পের যজ্ঞোপবীত (পৈতা) পরিধানে রক্তবস্ত্র। অঙ্গের আভা উদয়কালীন সূর্য্য-প্রভার ন্যায়। নারদাদি মুনিগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিতা। ত্রিবলী-পরিবৃত নাভিনাল মৃণালের ন্যায় শোভা-বিশিষ্ট। দেবী রত্ন-নির্ম্মিত মহদ্বীপে (বেদীর উপরে) সিংহাসন-সমন্বিত প্রফুল্ল পঙ্কজোপরি উপবিষ্টা। এবম্প্রকার ভবগেহিনীকে ধ্যান করিবে।

কালিকার ধ্যান।—ওঁ শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোর-দংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্। মুক্তকেশীং লোলজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ। চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ।

শবারূঢ়া, ভীমদর্শনা, ঘোরদশনা, বরপ্রদায়িনী, হাস্যযুক্তা, ত্রিনেত্রা, হস্তে নরকপাল (মুণ্ড) ও খড়্গধারিণী, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, বর ও অভয় মুদ্রা ধারিণী, চতুর্ভুজা ও মুহুর্মুহুঃ রুধির পান-কারিণী দেবীকে স্মরণ করিবে।

গুরুর ধ্যান।—ওঁ হৃদম্বুজে কর্ণিকমধ্যসংস্থং সিংহাসনে সংস্থিতদিব্যমূর্ত্তিম্। ধ্যায়েদ্‌গুরুং চন্দ্রকলাপ্রকাশং সচ্চিৎসুখাভীষ্টবরপ্রদানম্। মুক্তাফলাভূষিতদিব্যমূর্ত্তিং বামাঙ্গপীঠস্থিতদিব্য-শক্তিম্। শ্বেতাম্বরং শ্বেতবিলেপযুক্তং মন্দস্মিতং পূর্ণ কলাবিধানম্॥

শিষ্য চিন্তা করিবেন যে,—গুরুদেব মদীয় হৃদয়-পদ্মস্থ কর্ণিকোপরি দিব্যসিংহাসনে দিব্যমূর্ত্তিতে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার কান্তি চন্দ্রচন্দ্রিকা-সদৃশ এবং ইনিই আমার জ্ঞান, সুখ ও অভীষ্ট প্রদান করিবেন। লোকাতীত মূর্ত্তি, তাহা মুক্তামালায় সুশোভিত। ইঁহার বামাঙ্গরূপ পীঠোপরি দিব্য (অলৌকিকী) শক্তি উপবিষ্টা। ইহাঁর পরিধানে শ্বেতবস্ত্র ও শ্বেতচন্দনে চর্চ্চিতাঙ্গ। পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্না বিতরণ করে, গুরুদেব সেই প্রকার মৃদু মৃদু হাস্য বিকিরণ করিতেছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বহুদেবতার প্রণাম।

এস্থলে কতিপয় দেবতার প্রণামমন্ত্র লিপিবদ্ধ করা হইল। যে দেবতার পূজা হইবে, পূজান্তে সেই দেবতার প্রণামমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। মূর্ত্তিবিশেষে বিশেষ মন্ত্রের উল্লেখ না থাকিলে বা জানা না থাকিলে এক মন্ত্রেই প্রণাম করিতে পারা যায়।—অর্থাৎ শক্তি-প্রণাম-মন্ত্রে কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি সকল দেবতার, বিষ্ণু-প্রণাম-মন্ত্রে নারায়ণ, কৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি দেবতার, শিবপ্রণাম-মন্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়, বাণালিঙ্গ, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি দেবতার প্রণাম করা যায়।

গণেশের প্রণাম।—দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার-মকরন্দ—কণারুণাঃ বিঘ্নান্ হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজরেণবঃ॥

বিষ্ণুর প্রণাম।—নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

সূর্য্যের প্রণাম।—জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারি সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

রামের প্রণাম।—রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

শক্তি-প্রণাম।—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

শিবের প্রণাম।—নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানাং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

লক্ষ্মীর প্রণাম।—নমস্তে সর্ব্বদেবানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে। যা গতিস্তৎ প্রপন্নানাং সা মে ভূয়াত্বদর্চ্চনাৎ॥

সরস্বতীর প্রণাম।—সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো-নমঃ। বেদবেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥

গুরুর প্রণাম।—অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ২॥

কৃষ্ণ প্রণাম।—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে। প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গুরু-সকাশে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধককে পুরশ্চরণ করিতে হয়। যোগিনী-হৃদয় নামক তন্ত্রশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,

জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মস্ব ন ক্ষমঃ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাদ্‌গুরুং বা কারয়েদ্বুধঃ॥

জীবন বিহীন দেহী যে প্রকার সকলপ্রকার কার্য্যে অক্ষম, পুরশ্চরণ-হীন মন্ত্রও সেই প্রকার সিদ্ধি প্রদানে অক্ষম। সেই নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ দীক্ষাগ্রহণের পরেই প্রথমতঃ স্বয়ং কিংবা গুরুদ্বারা পুরশ্চরণ করিবে। যদি গুরুর অভাব হয়, তবে সর্ব্ব জীবের হিতকারী, বহুগুণসম্পন্ন সদ্‌ব্রাহ্মণ দ্বারা পুরশ্চরণ করাইবে।

জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকো বিপ্রভোজনম্।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমুচ্যতে॥

জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পাঁচকর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করার নাম পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ।

পুরশ্চরণ আবার মুখ্য ও গৌণ ভেদে দুই প্রকার। গৌণ পুরশ্চরণকে লোকে খণ্ড পুরশ্চরণও বলে। উদয়াস্ত উদয়োদয় নামে আর একপ্রকার পুরশ্চরণ আছে। ইহা সূর্য্যের উদয় কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এবং সূর্য্যোদয়ে আরম্ভ করিয়া পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জপ করিতে হয়।

পুরশ্চরণ করিবার জন্য স্থান নির্ণয় করিয়া লইতে হয়। কেন না, সকল স্থানে মনের স্থৈর্য্য, হৃদয়ের শান্তি ও চিত্ত-প্রসন্নতা লাভ হয় না। স্থান নির্ণয় সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

পুণ্যক্ষেত্রং নদীতীরং গুহা পর্ব্বত-মস্তকম্।
তীর্থপ্রদেশাঃ সিন্ধুনাং সঙ্গমঃ পাবনং মহৎ॥
উদ্যানানি বিবিক্তানি বিল্বমূলং তটং গিরেঃ।
তুলসীকাননং গোষ্ঠং বৃষশূন্যং শিবালয়ম্॥
অশ্বত্থামলকীমূলং গোশালা জলমধ্যতঃ।
দেবতায়তনং কূলং সমুদ্রস্য নিজালয়ম্।
সাধনেষু প্রশস্তানি স্থানান্যেতানি মন্ত্রিণাম্॥
সূর্য্যস্যাগ্নের্গুরোরিন্দোর্দীপস্য চ জলস্য চ।
বিপ্রাণাঞ্চ গবাঞ্চৈব সন্নিধৌ শস্যতে জপঃ॥

পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, গুহা, পর্ব্বতের উপর, তীর্থস্থান, নদী-সঙ্গম স্থল, উদ্যান, নির্জ্জন স্থান, বিল্বমূল, পর্ব্বততট, তুলসীকানন, গোষ্ঠস্থান, বৃষশূন্য শিবালয়, অশ্বত্থ ও আমলকী বৃক্ষের মূল, গোশালা, জলমধ্যবর্ত্তী স্থান, দেবালয়, সমুদ্রতীর ও নিজগৃহ এই সকল স্থানের যে কোন এক স্থানে বসিয়া পুরশ্চরণ করা যায়। সূর্য্য, অগ্নি, গুরু, চন্দ্র, প্রদীপ, জল, ব্রাহ্মণ এবং গো-সন্নিধানে জপ করা প্রশস্ত। গৌতমীয় তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—

অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতি।

যে স্থলে চিত্তের প্রসন্নতালাভ হয়, সেই স্থলে বসিয়া পুরশ্চরণ কার্য্য করিবে।

পুরশ্চরণ করিতে হইলে কূর্ম্মচক্র করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—

পর্ব্বতে সিন্ধুতীরে বা পুণ্যারণ্যে নদীতটে।
যদি কুর্য্যাৎ পুরশ্চর্য্যাং তত্র কূর্ম্মং ন চিন্তয়েৎ॥
গ্রামে বা যদি বা বাস্তৌ গৃহে তঞ্চ বিচিন্তয়েৎ॥

পর্ব্বত, সমুদ্রতীর, পুণ্যকানন, অথবা নদীতটে পুরশ্চরণ করিলে কূর্ম্ম চক্র-বিচার করিতে হয় না। গ্রামে বা বাস্তগৃহে করিলে কূর্ম্মচক্র বিচার করিতে হয়।

পুরশ্চরণ কালে যেরূপ খাদ্যাখাদ্য নিরূপিত হইয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষরূপে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী ভক্ষ্যাভক্ষ্যং বিচিন্তয়েৎ।
অন্যথা ভোজনাদ্দোষাৎ সিদ্ধিহানিঃ প্রজায়তে॥

পুরশ্চরণ-কালে মন্ত্রসাধক ব্যক্তি ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেচনা করিয়া আহার করিবে, নতুবা ভোজনদোষে সিদ্ধি হানি ঘটিয়া থাকে।

হৈমন্তিকং সিতা স্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
কলায়কুঙ্কনীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা।
ষষ্টিকাকোলশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরং।
লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধি-সর্পিষী।
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্রহরীতকী।
পিপ্পলী জীবকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী॥

কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবং।
অতৈলপক্কং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে॥

হৈমন্তিকধান্য (আতপ তণ্ডুল), মুগ, তিল, কলাই (মাষকলাই ভিন্ন), কঙ্গু (ককিনীদানা), উড়ি ধান্য, বেতোশাক, হিঞ্চা, কাকোল, কেমুক ভিন্ন মূল, করকচ ও সৈন্ধব লবণ, গব্য দধি ও ঘৃত, অনুদ্দৃত-সার দুগ্ধ (সর তোলা দুগ্ধ নিষিদ্ধ), কাঁঠাল, আম্র, হরীতকী, পিপ্পলী, জীরক, নাগরঙ্গ, তিন্তিড়ী, কদলী, নোনা, আমলকী, ইক্ষুচিনি এবং অতৈলপক্ক দ্রব্য হবিষ্যান্ন। পুরশ্চরণ করিবার পূর্ব্বদিবস এবং সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এইরূপ হবিষ্যান্ন খাইয়া থাকিবে।

মধু, ক্ষার দ্রব্য, লবণ, তৈল, তাম্বুল, মাংস, মাদকদ্রব্য, কাংস্যপাত্রে ভোজন, মাষকলাই, মটর, অরহর, ছোলা, প্রভৃতি ভোজন করিবে না। স্ত্রীসংসর্গ-বা তদ্ঘটিত আলোচনা, ক্রীড়া-কৌতুক, গীতবাদ্য দিবানিদ্রা, প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে।

আরম্ভ কাল হইতে যে কয়দিন সমাপ্ত না হইবে, সেই কয়দিন এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

উদয়াস্তাদি পুরশ্চরণের কথা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাতে হোমাদি কিছু করিতে হয় না। কেবল জপ করিলেই পুরশ্চরণ হয়। বলা বাহুল্য, ইহা নিতান্ত অশক্ত পক্ষে। যথা,—

সূর্য্যোদয়াৎ সমারভ্য যাবৎ সূর্য্যোদয়াবধি।
তাবজ্জপ্তো মহেশানি পুরশ্চরণমিষ্যতে॥

অপিচ বচনান্তরে—'যাদবস্তং গতো রবিঃ'—এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হওয়ার উদয়াস্ত জপের বিধান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রহণ-পুরশ্চরণ-পদ্ধতি।

গ্রহণকালে যে প্রকারে পুরশ্চরণ করিতে হয়, তাহার প্রণালী লিখিত হইতেছে।—

গ্রস্তাস্তে হ্যদিতে নৈব কুর্য্যাদ্দীক্ষাজপং প্রিয়ে।
কৃতে নাশো ভবেদাশু হ্যায়ুঃশ্রীসুতসম্প্রদাম্॥

গ্রস্তাস্ত ও গ্রস্তোদয় গ্রহণকালে পুরশ্চরণ করিতে নাই। গ্রস্তাস্ত ও গ্রস্তোদয় পঞ্জিকায় লিখিত হইয়া থাকে।

গ্রহণের পূর্ব্বদিবসে সংযত ও হবিষ্যাশী হইয়া থাকিতে হয়। পরে গ্রহণকালে নদ্যাদি স্থানে গমন করত গ্রহণ দর্শন করিবামাত্র স্নান করিবে। তৎপরে স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সংকল্প করিবে। সংকল্প বাক্য যথা,—

ওঁ অদ্যেত্যাদি রাহুগ্রস্তে দিবাকরে (নিশাকরে বা) অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুক দেবতায়া অমুক মন্ত্রসিদ্ধিকামো গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং অমুকমন্ত্রজপরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে।

সাধকের নিজের গোত্র ও নাম এবং অমুক দেবতাস্থলে ইষ্ট-দেবতার নাম ও অমুক মন্ত্র স্থলে নিজ ইষ্ট মন্ত্রের উল্লেখ করিতে হয়।

যতক্ষণ মুক্তি দর্শন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সমাহিত ও এক-তান চিত্তে যথাবিধি মন্ত্র জপ করিবেক। মুক্তি দর্শনের পর সময় পাইলে পুনরায় স্নান করিয়া, সেই দিবসে এবং সময় না থাকিলে তৎপর দিবসে স্নানাদি করিয়া স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক সংকল্প করিবে,—

ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুকমন্ত্রস্য কৃতৈতদ্গ্রহণকালীন ইয়ৎসংখ্যক-

জপ-তদ্দশাংশ-হোম তদ্দশাংশ-তর্পণ তদ্দশাংশাভিষেক * তদ্দশাংশব্রাহ্মণভোজন-কর্ম্মাহং করিষ্যে।

সংকল্পান্তে যথাবিধি ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া যত সংখ্যক জপ করা হইয়াছে, তাহার দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ তর্পণ, তর্পণের দশাংশ অভিষেক, এবং অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ-ভোজন ও তদন্তে ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে।

অথবান্যপ্রকারেণ পৌরশ্চরণিকো বিধিঃ।
চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ স্নাত্বা প্রযত্নমানসঃ॥
স্পর্শনাদি-বিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ।
জপাদ্দশাংশতো হোমং তথা হোমাত্তু তর্পণম্॥
তর্পণস্য দশাংশেন চাভিষেকং সমাচরেৎ।
অভিষেকদশাংশেন কুর্য্যাদ্‌ব্রাহ্মণভোজনম্॥
এবং কৃত্বা তু মন্ত্রস্য জায়তে সিদ্ধিরুত্তমা॥

অসমর্থ ব্যক্তি বা গ্রহণের অনিশ্চয়তাহেতু পূর্ব্বদিবসে উপবাস না করিলেও গ্রহণপুরশ্চরণ করিতে পারে। এবং রাত্রিকালে চন্দ্রগ্রহণ হইলে তাহাতে গ্রহণপুরশ্চরণ করা যায়। যত সংখ্যক জপ হইবে, তাহার দশাংশ হোম, তদ্দশাংশ তর্পণ, তদ্দশাংশ অভিষেক ও তদ্দশাংশ ব্রাহ্মণভোজন।—এই প্রকারে গ্রহণপুরশ্চরণ করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে।

"ইহ গোপালমন্ত্রাণাং তর্পণং হোমসংখ্যয়া॥"—এই বচনানুসারে গোপাল-মন্ত্রজপে তর্পণও হোম-তুল্য-সংখ্যায় করিবে।

গ্রহণ-পুরশ্চরণ-জপ সমুদ্রগামিনী নদী প্রভৃতি জলাশয়ে

* তর্পণ ও অভিষেকের প্রণালী মন্ত্রের দশ সংস্কারস্থলে লিখিত হইয়াছে।

নাভি-নিমগ্ন জলমধ্যে দাঁড়াইয়া করাই প্রশস্ত; কিন্তু নদ্যাদিতে নক্রকুম্ভীরাদির ভয় থাকিলে, তাহাতে স্নানমাত্র করিয়া তীরস্থ কোন পবিত্র ও ভয়শূন্য স্থলে বসিয়া জপাদি করিবেক। প্রমাণ এই যে—

নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ।
স্পর্শাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
যদিনক্রাদিদূষিতা নদী ভবতি তদা যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ,—
অপি শুদ্ধোদকে স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।
গ্রাসাদ্বিমুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ-পদ্ধতি।

পুরশ্চরণ-বিধি-বিহিত স্থান নিরূপণ করিয়া পুরশ্চরণের তৃতীয় দিবসে ক্ষৌরাদি কার্য্য শেষ করত যে স্থলে বেদি হইবে, তাহার এক ক্রোশ অথবা দুই ক্রোশ পরিমিত চতুরস্র ক্ষেত্র (দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সমান) আহার-বিহারার্থ কল্পনা করিবে। পুরশ্চরণ কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই কল্পিত স্থানের বাহিরে আহার বিহারাদি করিবে না। তৎপরে পুরশ্চরণ জন্য মনোনীত স্থান-মধ্যে কূর্ম্মচক্রানুসারে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। এবং সেই দিবস একাহার করিয়া থাকিবে।

তৎপর দিবস স্নানাদি নিত্য-ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক বিতস্তি-পরিমিত (দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত) অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর অথবা পাকুর ইহার যে কোন এক বৃক্ষের দশটি কীলক (খোঁটা) করিয়া তাহার এক একটির উপরে—"ওঁ নমঃ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্।"

এই মন্ত্র এক শত আটবার জপ করিবে। তৎপরে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করত বেদির চারিদিকে পূর্ব্বাদিক্রমে গর্ত্ত করিয়া প্রোথিত করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ যে চাত্র বিঘ্নকর্ত্তারো ভুবি দিব্যন্তরীক্ষগাঃ। বিঘ্নভূতাশ্চ যে চান্যে মম মন্ত্রস্য সিদ্ধিষু। ময়ৈতৎ কীলিতং ক্ষেত্রং পরিত্যজ্য বিদূরতঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নির্ব্বিঘ্নং সিদ্ধিরস্তু মে॥

অতঃপর—"ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে কীলকগুলির পূজা করিয়া তাহাতে ক্রমিক পূর্ব্বাদি দিক্‌পালগণের আবাহন ও পঞ্চোপচারে পূজা করিবে। তৎপরে বেদীমধ্যে ক্ষেত্রপাল, বাস্তু পুরুষ ও ঈশান এই সকল দেবতার পূজা করিয়া বিঘ্নবিনাশকামনায় সংকল্প করত তন্মধ্যে গণপতির পূজা করিবে। সংকল্প যথা,—

ওঁ অদ্যেত্যাদি মৎকর্ত্তব্যামুকদেবতায়ামুকমন্ত্রপুরশ্চরণকর্ম্মণি বিঘ্নবিনাশার্থং গণপতিপূজনমহং করিষ্যে॥

এই প্রকার সংকল্প করিয়া বেদিমধ্যে গণপতির আবাহনপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে গণপতির পূজা করিবে।

অনন্তর নিম্নমন্ত্র পাঠ করিয়া বেদিকার দশদিকে ক্ষেত্রপালাদি দেবতাকে মাষভক্ত বলি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ যে রৌদ্রা রৌদ্রকর্ম্মাণো রৌদ্রস্থানবিনাসিনঃ। মাতরোহপ্যুগ্ররূপাশ্চ গণাধিপতয়শ্চ যে॥ বিঘ্নীভূতাশ্চ যে চান্যে দিগ্‌বিদিক্ষু সমাশ্রিতাঃ। সর্ব্বে তে প্রীতমনসঃ প্রতিগৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥

অনন্তর পূর্ব্বকৃত পাতকের আশঙ্কা থাকিলে এই সময় একশত আটবার গায়ত্রী জপ করিবে। এই গায়ত্রী-জপে জ্ঞাতাজ্ঞাত পাপ বিনষ্ট হয়।

প্রাতঃ স্নাত্বা তু গায়ত্র্যাং সহস্রং প্রয়তো জপেৎ।
জ্ঞাতাজ্ঞাতস্য পাপস্য ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ॥

দ্বিজাতি বৈদিক গায়ত্রী এবং স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতি নিজ নিজ ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ করিবেন। যথা,—

জপাৎ পূর্ব্বং জপেৎ কৃষ্ণগায়ত্রীং সর্ব্বপাপহাং।
অযুতৈক প্রমাণেন এনসো ন্যূনহেতবে॥ *

কৃষ্ণগায়ত্রী—কৃষ্ণমন্ত্র স্থলে উক্ত হইয়াছে। অতএব যে দেবতার মন্ত্র পুরশ্চরণ করা হইবে,সেই দেবতার গায়ত্রী পাঠ করিবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণও ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ করিতে পারেন। এই গায়ত্রী জপ করিবার পূর্ব্বে সংকল্প করিবে। যথা,—

অদ্যেত্যাদি—অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা জ্ঞাতাজ্ঞাতপাপক্ষয়কামঃ অষ্টোত্তরশত সাবিত্রীজপমহং করিষ্যে॥

অনন্তর তৎপর দিবস—অর্থাৎ পুরশ্চরণ-দিবসে উষাকালে স্নানাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্তিবাচনপুরঃসর পুরশ্চরণ সংকল্প করিবে। বাক্য যথা,—

অদ্যেত্যাদি—অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রসিদ্ধিপ্রতিবন্ধকাশেষদুরিতক্ষয়পূর্ব্বকামুকমন্ত্রসিদ্ধিকামোঽদ্যারভ্য যাবৎকালেন সেৎস্যতি তাবৎকালমমুকদেবতায়া অমুকমন্ত্রস্য ইয়ৎ-সংখ্যক-জপ তদ্দশাংশহোম তদ্দশাংশতর্পণ তদ্দশাংশাভিষেক তদ্দশাংশ-ব্রাহ্মণ-ভোজনরূপপুরশ্চরণমহং করিষ্যে॥

অতঃপর ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়ামাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, যে দেবতার মন্ত্র জপ, সেই দেবতার মুদ্রা বন্ধনপূর্ব্বক সেই দেবতার

* যদি বিশিষ্ট কোন পাতক করা হইয়া থাকে, তবে অযুত জপ, নতুবা একশত আট জপ।

পূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা করত তেজঃস্বরূপ স্বীয়দেবতাকে স্বহৃদয়ে ধ্যান করিয়া জপের বিধানানুসারে যে দেবতার যে মন্ত্রে যত সংখ্যক জপ নির্দ্দিষ্ট আছে,তাহাই জপ করিতে থাকিবে। মধ্যাহ্ন-কাল পর্য্যন্ত জপ করিবার নিয়ম। আরম্ভদিবসে যত সংখ্যক জপ করা হইবে, জপ সমাপ্তি দিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন সেই সংখ্যায় জপ করিবে। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত যত সংখ্যক জপ হয়, তাহার দশাংশ হোম, তাহার দশাংশ তর্পণ, তাহার দশাংশ অভিষেক ও তাহার দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। কিন্তু অশক্ত-স্থলে জপ সমাপ্ত হইলে শেষ দিনেও করা যাইতে পারে। জপ কত দিন করিতে হইবে, তাহার নির্দ্দিষ্ট কোন বিধান নাই। যে কয়দিনে পুর্ণ সংখ্যা জপ হয়, সেই কয় দিনই করিবে। যে দেবতার যে মন্ত্রে যত সংখ্যক জপ ও হোমাদি তাহা পুর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

কৃতে জপস্তু কল্পোক্তস্ত্রেতায়াং দ্বিগুণো জপঃ।
দ্বাপরে ত্রিগুণঃ প্রোক্তশ্চতুর্গুণজপঃ কলৌ॥

যে দেবতার যে যে মন্ত্রজপে যত সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, কলিতে তাহার চারি গুণ জপ করিতে হয়।

বৈদিক বা তান্ত্রিক সমস্ত গায়ত্রী পূরশ্চরণই তান্ত্রিক। সর্ব্ব-বিধ গায়ত্রী-পুরশ্চরণেই সহস্র জপ। যথা,—

চিৎকলেয়ং সমাখ্যাতা সহস্রেণ পুরক্রিয়া।

পুরশ্চরণ-কার্য্যে জপ সমাধা হইলে যদি হোমাদি কার্য্যে অশক্ত হয়, তবে হোমাদি সংখ্যার চতুর্গুণ,ষড়্গুণ ও অষ্টগুণ জপ করিবে। তাহাতেও অশক্ত হইলে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ জপ করিতে হয়। হোম, তর্পণ ও অভিষেক এই তিন কার্য্য ঐরূপ জপ দ্বারা সম্পন্ন হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণভোজনের প্রতিনিধি নাই—

অর্থাৎ জপ দ্বারা তাহা সম্পন্ন হয় না। অধিকন্তু শাস্ত্রে তাহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে, তন্যথা ব্রতভঙ্গ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আছে—

যদ্‌যদঙ্গং ভবেদ্ভঙ্গং তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
হোমাভাবে জপঃ কার্য্যো হোমসংখ্যা চতুর্গুণঃ॥
বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ রসসংখ্যাগুণঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যানাং বসুসংখ্যাকমেষাং স্ত্রীণাময়ং বিধিঃ॥
যং বর্ণমাশ্রিতঃ শূদ্রঃ স চ তস্য বিধিং চরেৎ।
অনাশ্রিতস্য শূদ্রস্য দিক্‌সংখ্যাকঃ সমীরিতঃ॥
শূদ্রশ্য বিপ্র-ভৃত্যস্য তত্ত্বপত্ন্যাঃ সদৃশো জপঃ॥

তত্রাপ্যশক্তৌ—

যদ্‌যদঙ্গং বিহীনং স্যাৎ তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ।
কুর্ব্বীত ত্রিচতুঃপঞ্চ যথাসংখ্যং দ্বিজাতয়ঃ॥
যদি হোমেঽপ্যশক্তঃ স্যাৎ পূজায়াং তর্পণেঽপি বা।
তাবৎসংখ্যাজপেনৈব ব্রাহ্মণারাধনেন চ॥
ভবেদঙ্গদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণ্যাজর্বম্‌॥

অশক্ত স্ত্রীলোকের পক্ষে কেবল জপ করিলেই মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা,—

নিয়মঃ পুরুষে জ্ঞেয়ো ন যোষোৎসু কথঞ্চন।
ন ন্যাসো যোষিতামত্র ন ধ্যানং ন চ পূজনম্‌॥
কেবলং জপমাত্রেণ মন্ত্রাঃ সিদ্ধ্যন্তি যোষিতাম্‌॥

যদি কোন পুরুষ পুরশ্চরণাঙ্গ অন্য ক্রিয়াদিতে নিতান্ত অশক্ত হয়, তবে তাহার পক্ষে কেবল জপের বিধান আছে। তবে ঐ বিধান মুণ্ডমালা তন্ত্রেই পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—

যদি পূজাদ্যশক্তশ্চেৎ দ্রব্যাভাবেন সুন্দরি।
কেবলং জপমাত্রেণ পুরশ্চর্য্যা বিধীয়তে॥

শুদ্ধকালে, শুক্লপক্ষে, শুভবারে, চন্দ্রশুদ্ধি ও তারাশুদ্ধি দিবসে পুরশ্চরণ করিবে। হরিশয়নে পুরশ্চরণ করিবে না। যথা—

চন্দ্রাতানুকূলে চ শুক্লপক্ষে শুভেঽহনি।
আরভেত পুরশ্চর্য্যাং হরৌ সুপ্তে ন চাচরেৎ॥

কিন্তু আশ্বিন, কার্ত্তিক ও শ্রাবণ মাস হরিশয়ন হইলেও পুরশ্চরণকার্য্যে প্রশস্ত। যথা—

কার্ত্তিকাশ্বিন-বৈশাখ-মাঘেঽথ মার্গশীর্ষকে।
ফাল্গুনে শ্রাবণে দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা প্রশস্যতে॥

এই বিশেষ বচনানুসারে হরি-শয়ন কালের শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্ত্তিকমাসে পুরশ্চরণ-কার্য্য প্রশস্ত। কিন্তু—

গ্রহণে চ মহাতীর্থে ন কালমবধারয়েৎ॥

গ্রহণকালে ও মহাতীর্থে দীক্ষাগ্রহণ ও পুরশ্চরণকার্য্যে কালাকাল বিচার করিতে হয় না।

পুরশ্চরণকালে পরান্ন ভোজন, প্রতিগ্রহ ও সকাম হইয়া পরস্ত্রী দর্শন করিবে না।

জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌদগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ।
পরস্ত্রীভির্মনোদগ্ধং কথং সিদ্ধির্বরাননে॥

তবে ভিক্ষা দ্বারা অর্জ্জিত দ্রব্য ভোজন করিয়া পুরশ্চরণাদি কার্য্য করা যাইতে পারে। কেন না, তাহাতে স্বত্ব উৎপন্ন হয়।

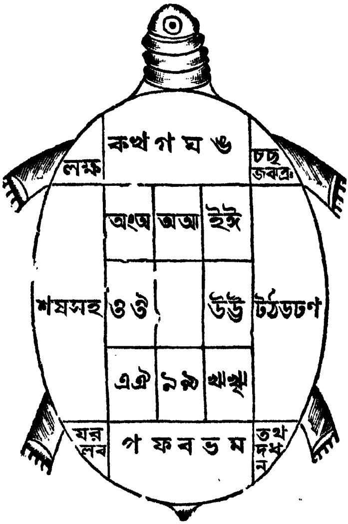
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কূর্ম্ম-চক্র।

দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কৃতং কর্ম্ম ফলপ্রদম্। দীপ্যতে পুরুষো যত্র দীপস্থানং তদুচ্যতে॥ চতুরস্রং ভুবং ভিত্ত্বা কোষ্ঠানাং নবকং

লিখেৎ। পূর্ব্বকোষ্ঠাদি বিলিখেৎ সপ্তবর্গানমুক্রমাৎ। ল-ক্ষমীশে মধ্যকোষ্ঠে স্বরান্ যুগ্মক্রমাল্লিখেৎ। দিক্ষু পূর্ব্বাদিতো যত্র ক্ষেত্রাদ্যক্ষরসংস্থিতিঃ। মুখস্তু তস্য জানীয়াৎ হস্তাবুভয়তঃ স্থিতৌ। কোষ্ঠে কুক্ষী উভে পাদৌ দ্বে শিষ্টং পুচ্ছমীরিতং। ক্রমেণানেন বিভজেন্মধ্যস্থমপি ভাগতঃ। মুখস্থো লভতে সিদ্ধিং করস্থঃ স্বল্প-জীবনঃ। উদাসীনঃ কুক্ষিসংস্থঃ পাদস্থো দুঃখমাপ্নুয়াৎ। পুচ্ছস্থঃ পীড্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটনাদিভিঃ। কূর্ম্মচক্রমিদং প্রোক্তং মন্ত্রিণাং সিদ্ধিদায়কম্॥ পিঙ্গলায়াং।—কূর্ম্মচক্রমবিজ্ঞায় যঃ কুর্য্যা-জ্জপযজ্ঞকং। তস্য যজ্ঞফলং নাস্তি সর্ব্বানর্থায় কল্প্যতে॥

কূর্ম্ম-চক্র।



দীপ স্থানে কর্ম্ম করিলে, তাহা শুভফলপ্রদ হয়। যে স্থানে পুরুষ দীপ্তিমান্ হয়, তাহাকেই দীপস্থান বলে। জপাদির জন্য

যথাবিধি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া সেই স্থানে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিবে। অনন্তর ঐ চতুরস্রকে নয় কোষ্ঠায় বিভক্ত করিয়া একটি কূর্ম্মচক্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই চক্র পূর্ব্ব পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তকোষ্ঠায় সপ্তবর্গ এবং ঈশান কোণে ল ক্ষ এই দুই বর্ণ লিখিবে। চতুরস্রের মধ্যস্থিত নয়কোষ্ঠের মধ্যে অষ্ট কোষ্ঠাতে এইরূপ পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া দুই দুইটি করিয়া ষোড়শ স্বরবর্ণ লিখিতে হইবে। এই চক্রের যে স্থানে ক্ষেত্র—অর্থাৎ গ্রামের আদ্য-অক্ষর দৃষ্ট হইবে, সেই স্থানেই কূর্ম্মের মুখ নিশ্চয় করিবে। মুখের উভয় পার্শ্বে যে দুই কোষ্ঠা তাহা দুইহস্ত, হস্তদ্বয়ের নিম্নে যে দুই কোষ্ঠা তাহা কূর্ম্মের কুক্ষি এবং সর্ব্ব নিম্নে যে তিনটি কোষ্ঠা দেখা যাইবে, তাহার দুই পার্শ্বের দুই কোষ্ঠা দুই পদ ও অবশিষ্ট কোষ্ঠা কূর্ম্মের পুচ্ছস্বরূপ জানিতে হইবে। মধ্যস্থ নবকোষ্ঠাকেও এইরূপে মুখ ও হস্তাদিতে বিভক্ত করিতে হইবে।

এই প্রকারে কূর্ম্মের অঙ্গ বিভাগ করিয়া লইতে হইবে। জপ-পূজাদিমণ্ডপে উক্তরূপে কূর্ম্মচক্র অঙ্কিত করিয়া উপবেশন-স্থান স্থির করিয়া লইবে। মণ্ডপের যে ভাগে কূর্ম্মের মুখ, সেই ভাগে বসিয়া জপ-পূজাদি কার্য্য করিলে মন্ত্র সিদ্ধি হয়; এবং করের উপরে বসিয়া কার্য্য করিলে সাধক অল্পজীবী, কুক্ষির উপরে বসিয়া কার্য্য করিলে উদাসীন, পদের উপরে বসিয়া কার্য্য করিলে দুঃখী, পুচ্ছের উপরে বসিয়া কার্য্য করিলে সাধক বন্ধন ও উচ্চাটনাদি দ্বারা পীড়িত হয়।

পিঙ্গলাগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে,—যদি কূর্ম্মচক্র অবগত না হইয়া জপ করে, তবে সেই জপ-যজ্ঞাদি নিষ্ফল হয়।

উপরে কূর্ম্মচক্রের প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল। তাহা দেখিলে আকৃতি সম্বন্ধে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মালা সংস্কার।

যে মালা দ্বারা জপ করা হয়, তাহার সংস্কার-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে হয়।

অপ্রতিষ্ঠিতমালাভির্ম্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ।
সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং বিদ্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি দেবতা।

অপ্রতিষ্ঠিত (অসংস্কৃত) মালা দ্বারা জপ করিলে, জপকার্য্য নিষ্ফল ও দেবতা কুপিত হন।

কার্পাস-সূত্র দ্বারা মালা গ্রন্থন করা প্রশস্ত। ঐ সূত্র আবার ব্রাহ্মণকন্যা দ্বারা প্রস্তুত হইলে অতীব প্রশস্ত হয়। সূত্র ত্রিগুণ করিয়া, পুনর্ব্বার তাহাকে ত্রিগুণ করত মালা গ্রন্থন করিবে। প্রতি মালা স্বীয় দেবতার মূলমন্ত্র দ্বারা গ্রন্থন করিবে এবং পরিশেষে সূত্রদ্বয় একত্রিত করত "ওঁ"—এবং স্ত্রী-শূদ্র স্বীয় দেবতার মূলমন্ত্রে মেরু বন্ধন করিবে। মেরু অর্থে—মধ্য বা সাক্ষীমালা।

মালা সকল মুখে মুখ ও পুচ্ছে পুচ্ছ যুক্ত করিয়া গোপুচ্ছাকৃতি কিংবা সর্পাকৃতি করিবে।

ছন্দসারে লিখিত হইয়াছে যে—রুদ্রাক্ষের উপরিভাগ মুখ মুখ ও নিম্নভাগ পুচ্ছ, অন্যান্য মণির যে ভাগ স্থূল, সেই ভাগ মুখ এবং যে ভাগ সূক্ষ্ম, তাহা পুচ্ছ। যেরূপ মণিদ্বারা মালা করিবে, তৎসজাতীয় একটি বৃহৎ মণিদ্বারা মেরু করিতে হইবে।

এক একটি মণিগ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মগ্রন্থি রচনা করিয়া এক একটি মাতৃকাবর্ণ (অকারাদি বর্ণ) জপ করিবে। সার্দ্ধত্রিতয়বেষ্টনে অথবা স্বার্দ্ধদ্বিতয়-বেষ্টনে দৃঢ়রূপে মালা-গ্রন্থি বন্ধন করিবে।

মালা-শোধন-প্রণালী।—নয়টি অশ্বত্থ পত্র পদ্মাকারে আস্তৃত করিয়া তদুপরি মাতৃকামন্ত্র ও মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মালা সংস্থাপন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পঞ্চ-গব্য দ্বারা মালা ধৌত করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবেঽনাদিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় বৈ নমঃ॥

তদনন্তর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া চন্দন অগুরু ও কর্পূর দ্বারা উক্ত মালা লেপন করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কালবিকরণায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায়॥

নিম্ন মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মালা ধূপিত করিবে। মন্ত্র যথা,—

ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরাঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বসর্ব্বেভ্যো নমস্তেঽস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ॥

অনন্তর তৎপুরুষ-মন্ত্রে জললেপন করিয়া মালা গ্রহণ করিবে। তৎপুরুষ-মন্ত্র যথা,—

ওঁ তৎপুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।

এই প্রকারে মালাসংস্কার করিলে সাধকের মন্ত্রসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্র-জপ।

জপ্ ধাতু হইতে জপ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জপ্ ধাতুর অর্থ—মানস-উচ্চারণ। সুতরাং ইষ্টদেবতার বীজ বা মন্ত্র মনে মনে উচ্চারণ করার নাম জপ।

মনসা যৎ স্মরেৎ স্তোত্রং বচসা বা মনুং স্মরেৎ।
উভয়ং নিষ্ফলং যাতি ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা॥

মনে মনে স্তব পাঠ ও বাক্য দ্বারা—অর্থাৎ অপরে বুঝিতে পারে এমন ভাবে মন্ত্র জপ করিলে, সেই স্তব ও মন্ত্র ভগ্নভাণ্ডস্থিত জলের ন্যায় নিষ্ফল হয়।

বিধিপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ মন্ত্রোচ্চারণের নাম জপ। জপও যোগ বিশেষ। সেইজন্য পুরাণাদিতে জপকে 'জপযজ্ঞ' বা 'মন্ত্র-যোগ' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শাস্ত্রে জপের মুখ্য গৌণ প্রভেদ—মানস উপাংশু ও বাচিক এই তিন প্রকারে বর্ণিত ও অভিহিত হইতে দেখা যায়। যথা,—

জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্ম্মানসোপাংশুবাচিকৈঃ।
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণীং বর্ণস্বরপদাত্মিকাং॥
উচ্চরেদর্থমুদ্দিশ্য মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
জিহ্বৌষ্ঠৌ চালয়েৎ কিঞ্চিৎ দেবতাগতমানসঃ॥
কিঞ্চিৎ শ্রবণযোগ্যঃ স্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ।
নিজকর্ণাগোচরোঽয়ং স জপো মানসঃ স্মৃতঃ॥

উপাংশুর্নিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্বাচা স জপো বাচিকঃ স্মৃতঃ।
উচ্চৈর্জপাদ্বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দ্দশভির্গুণৈঃ।
জিহ্বাজপঃ শতগুণঃ সহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ॥

মন্ত্রের বর্ণাবলী পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করার নাম জপ। জপ ত্রিবিধ,—মানসিক, উপাংশু ও বাচিক। মন্ত্রার্থ স্মরণপূর্ব্বক মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণ করার নাম মানসিক জপ। দেবতার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ পরিচালনাপূর্ব্বক নিজে মাত্র শ্রবণ করিতে পারে, এরূপ ভাবে মন্ত্র উচ্চারণের নাম উপাংশু জপ। নিজ কর্ণের অশ্রাব্যভাবে যে মন্ত্র জপ, তাহা মানস, নিজ কর্ণের গোচরে যে জপ, তাহা উপাংশু এবং বাক্য দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণকে বাচিক জপ বলে। বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপে দশ গুণ এবং জিহ্বা জপ হইতে মানসিক জপে সহস্রগুণ অধিক ফল হয়।

সংখ্যা গ্রহণ করিয়া—অর্থাৎ সংখ্যা স্থির করিয়া জপ করিতে হয়। সংখ্যা-শূন্য জপ নিষ্ফল হইয়া থাকে যথা,—

বিনা দর্ভৈস্তু যৎস্নানং যচ্চ দানং বিনোদকম্।
অসঙ্খ্যেয়ন্তু যজ্জপ্যং সর্ব্বং তদফলং স্মৃতং॥

অতএব শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে ৮।১০।১০৮।১০০৮। ইত্যাদি শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সংখ্যানুরূপে জপ করিবে। জপের মন্ত্র বলিতে যতটুকু সময় লাগে, সেই সময়কে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রতি বার মন্ত্র জপ সময়ে নিশ্বাস, পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা জপ করিতে হয়। রুদ্রাক্ষ, তুলসী, পদ্মবীজ প্রভৃতির মালা দ্বারা সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং করমালা দ্বারাও সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বাহ্যমালার কথা বলা হইয়াছে,—এক্ষণে করমালার কথা বলা যাইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

করমালা।

অঙ্গুলির রেখাদ্বয়ের মধ্যদেশকে পর্ব্ব বলে। এই পর্ব্বস্থানই জপ করিতে হয়। কিন্তু শিব-বিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষ দেবতার জপ অঙ্গুলি-পর্ব্বে এক ভাবে এবং কালী-দুর্গা প্রভৃতি স্ত্রীদেবতার জপ অন্য ভাবে করিতে হয়।

শিব-বিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষ দেবতার জপ এই প্রকারে করিতে হয়। যথা,—

অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ॥

অনামিকা অঙ্গুলির মধ্য পর্ব্বে আরম্ভ করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্বাবধি ঊর্দ্ধ ও প্রদক্ষিণক্রমে পর পর জপ করিয়া তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত দশ পর্ব্বে জপ সমাপ্ত করিবে। প্রথমে অনামিকার মধ্য পর্ব্ব, তৎপরে তাহার নিম্ন পর্ব্ব, পরে কনিষ্ঠার প্রথম পর্ব্ব, পরে দ্বিতীয় পর্ব্ব, পরে তৃতীয় পর্ব্ব, তৎপরে অনামিকার ঊর্দ্ধ পর্ব্ব, তৎপরে মধ্যমার ও তর্জ্জনীর ঊর্দ্ধ পর্ব্ব, তৎপরে তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব, তৎপরে তাহার নিম্নপর্ব্ব,—এইরূপ ক্রমে দশ পর্ব্বে পুংদেবতা-বিষয়ে জপ করিতে হয়। এইরূপে দশবার জপ করিতে হয়; একশত কি সহস্রাদি জপ করিতে হইলে কোন বিহিত-দ্রব্যে কি বামহস্তের পর্ব্বে ঐ দশের সংখ্যা রাখিয়া পুনঃপুনঃ

ঐরূপ ভাবে জপ করিয়া যত সংখ্যক জপ হইবে, তাহা স্থির করিতে হয়। অষ্টোত্তর জপ করিতে হইলে, শেষ আটবার জপ করিবার সময় অনামিকার মূল পর্ব্বে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্বে সমাপ্ত করিতে হয়। যথা,—

অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ॥

কালী-দুর্গা প্রভৃতি স্ত্রীদেবতার জপ করিবার নিয়ম, যথা—

অনামায়াস্ত্রয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠায়াস্ত্রিপর্ব্বিকা।
মধ্যমায়াস্ত্রয়ং পর্ব্ব তর্জ্জনীমূলপর্ব্বণি।
তর্জ্জনাগ্রে তথা মধ্যে যো জপেৎ স তু পাপকৃৎ॥

অনামিকার তিন পর্ব্ব, কনিষ্ঠার আদি, মধ্য ও ঊর্দ্ধ পর্ব্ব এবং মধ্যমার ঊর্দ্ধ, মধ্য ও নিম্ন পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর মূল পর্ব্ব ;—এই দশ পর্ব্বে জপ করিতে হয়। প্রথমে অনামিকার ঊর্দ্ধ পর্ব্বে, তৎপরে ঐ অঙ্গুলির মধ্য পর্ব্বে, তৎপরে মূল পর্ব্বে, তদনন্তর কনিষ্ঠার মূল পর্ব্বে, পরে মধ্য পর্ব্বে, পরে ঊর্দ্ধ পর্ব্বে, তৎপরে মধ্যমার ঊর্দ্ধ পর্ব্বে, তৎপরে মধ্যপর্ব্বে, তৎপরে মূল পর্ব্বে এবং অবশেষে তর্জ্জনীরমূল পর্ব্বে জপ করিবে। তর্জ্জনীর ঊর্দ্ধ পর্ব্বে ও মধ্যপর্ব্বে জপ করিতে নাই। কেহ কেহ অনামিকার মধ্যপর্ব্বে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে তর্জ্জনীর মূল পর্ব্বে জপ সমাপ্ত করিয়া থাকেন। অষ্টাধিক শত বা সহস্র জপ করিতে হইলে, ঐ অধিক আট সংখ্যক জপ অনামিকার মূল পর্ব্বে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণ-ক্রমে মধ্যমার মূল পর্ব্বে জপ সমাপ্ত করিতে হয়। যথা—

অনামামূলমারভ্য প্রদক্ষিণ্যক্রমেণ চ।
মধ্যমামূলপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ॥

জপ করিবার সময়ে হস্তাদির নিয়ম,—তর্জ্জনী হইতে কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত চারি অঙ্গুলি পরস্পর সম্মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ বক্র করার নাম তির্য্যক্ অঙ্গুলি। করতল কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত ও অঙ্গুলি সকল তির্য্যক্ করিয়া তাদৃশ দক্ষিণ হস্ত হৃদয়োপরি সংস্থাপন-পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করত জপ করিতে হয়।

অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চিতে তলে।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রে চ স্রবতে জপঃ॥
অঙ্গুল্যগ্রে চ যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরু লঙ্ঘনে।
পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
গনণাবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যো জপেৎ তজ্জপং যতঃ।
গৃহ্নন্তি রাক্ষসাস্তেন গণয়েৎ সর্ব্বথা বুধঃ॥
হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুল্যঃ।
আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ॥

হস্ততল কিঞ্চিৎ অকুঞ্চিত করিয়া অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংলগ্ন রাখিয়া জপ করিতে হয়। অঙ্গুলি ফাঁক হইলে জপ-ফল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অঙ্গুলির অগ্রভাগে মেরু লঙ্ঘন করিয়া ও অঙ্গুলির পর্ব্বের সন্ধি স্থানে জপ করা নিষিদ্ধ।

সংখ্যা রাখিয়া জপ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্র-বিধি-বিহিত সংখ্যা না রাখিয়া যদৃচ্ছা জপ করিলে তাহা নিষ্ফল হয়।

বস্ত্রমধ্যে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া হৃদয়োপরি জপ করিবে।

দক্ষিণ হস্তে জপ করিতে হয়, এবং বামহস্তে জপের সংখ্যা রাখিতে হয়। সংখ্যা রাখিবার জন্য যে যে দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা এই,—

লাক্ষাকুশীদসিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্।
এভিনির্ম্মায় বটিকাং জপসংখ্যাস্তু কারয়েৎ॥

লাক্ষা (গালা), কুশীদ, সিন্দুর, গোময় ও শুষ্ক গোময় এই কয়েক দ্রব্যের যে কোন এক দ্রব্য দ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা জপ-সংখ্যা রক্ষা করিবে। অভাবে যে সকল দ্রব্য শাস্ত্র কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হয় নাই, তদ্দ্বারা জপ সংখ্যা রাখিতে পারা যায়। নিষিদ্ধ দ্রব্য যথা,—

নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ।
ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যাঞ্চ কারয়েৎ॥

তণ্ডুল, অঙ্গুলি-পর্ব্ব, ধান্য, পুষ্প, চন্দন ও মৃত্তিকা এই সকল দ্রব্যের দ্বারা জপ-সংখ্যা রাখা নিষিদ্ধ। কিন্তু দেখা যায়, প্রাত্যহিক জপে অধিকাংশ লোকেই দক্ষিণ হস্তে জপ ও বামহস্তের অঙ্গুলিপর্ব্বে সংখ্যা রাখিয়া থাকেন। এস্থলে কথা এই যে, অঙ্গুলি পর্ব্বে মালা-জপে সংখ্যা রাখিতে নাই, কিন্তু কর-জপে অঙ্গুলি-পর্ব্বে সংখ্যা রাখা যাইতে পারে,—ইহা গুরু-পরম্পরা প্রচলিত আছে। মালা-জপ ও কর-জপ সম্বন্ধে বিধান এই যে,—

নিত্যং জপং করে কুর্য্যাৎ ন তু কাম্যমবোধনাৎ।
কাম্যমপি করে কুর্য্যাৎ মালাভাবেঽপি সুন্দরি॥

নিত্য জপ করমালাতে সম্পন্ন করাই প্রশস্ত। কিন্তু কাম্য জপ কর-মালায় না করিয়া মালায় জপ প্রশস্ত। যদি কাম্যজপে মালার অভাব হয়, তবে করমালাতেও নির্ব্বাহ হইতে পারে।

জপ করিবার সময়ে যে সকল কার্য্য করিতে নাই, তাহা এই—

বিন্মূত্রোৎসর্গশঙ্কাদি-যুক্তঃ কর্ম্ম করোতি যঃ।
জপার্চ্চনাদিকং সর্ব্বমপবিত্রং ভবেৎ প্রিয়ে॥

মলিনাম্বরকেশাদি মুখদৌর্গন্ধ্যসংযুতঃ।
যে জপেৎ তং দহত্যাশু দেবতা গুপ্তিসংহিতা॥
আলস্যং জৃম্ভণং নিদ্রাং ক্ষুতং নিষ্ঠীবনং ভয়ম্।
নীচাঙ্গস্পর্শনং কোপং জপকালে বিবর্জ্জয়েৎ॥

মল-মূত্রের বেগসত্ত্বে জপ বা পূজাদি কিছুই করিতে নাই। মলিন বস্ত্র পরিধান, মলিন কেশ বা মলিন বেশ ধারণ করিয়া, মুখদৌর্গন্ধযুক্ত হইয়া—অর্থাৎ মুখ-প্রক্ষালনাদি না করিয়া জপ করিতে নাই।

জপ কালে আলস্য, জৃম্ভণ (হাইতোলা) ও গা ভাঙ্গা (আড়া মোড়া পাড়া) ভয়, ক্রোধ ও নাভির নিম্নস্থ যে কোন অঙ্গ স্পর্শ করিতে নাই। এরূপ ঘটিলে—

তথাচম্য চ তৎপ্রাপ্তো প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকং।
কৃত্বা সম্যগ্ জপেচ্ছেষং যদ্বা সূর্য্যাদিদর্শনম্॥

পুনর্ব্বার আচমন, অঙ্গন্যাসাদি ও সূর্য্য, অগ্নি এবং ব্রাহ্মণ দর্শন করিয়া পূর্ব্বাবশিষ্ট জপ করিবে।

মনঃসংহরণং শৌচং মৌনং মন্ত্রার্থচিন্তনম্।
অব্যগ্রত্বমনির্ব্বেদো জপসম্পত্তিহেতবঃ॥
উষ্ণীষী কঞ্চুকী নগ্নো মুক্তকেশো গণাবৃতঃ।
অপবিত্রকরোঽশুদ্ধঃ প্রলপন্ন জপেৎ ক্বচিৎ॥
অনাসনঃ শয়ানো বা গচ্ছন ভুঞ্জান এব বা।
অপাবৃতকরৌ কৃত্বা শিরো বা প্রাবৃতোঽপি বা॥
চিন্তাব্যাকুলচিত্তো বা ক্ষুব্ধো ভ্রান্তঃ ক্ষুধান্বিতঃ।
রথ্যায়ামশিবস্থানে ন জপেত্তিমিরাবৃতে॥
উপানদ্গূঢ়পাদো বা হানশয্যাগতস্তথা।

প্রসার্য্য ন জপেৎ পাদাবুৎকটাসন এব বা ॥
ন যজ্ঞকাষ্ঠে পাষাণে ন ভূমৌ নাসনে স্থিতঃ ॥
মার্জ্জারং কুক্কুটং ক্রৌঞ্চং শ্বানং শূদ্রং কপিং খরং।
দৃষ্ট্বাচম্য জপেচ্ছেষং স্পৃষ্ট্বা স্নানং বিধীয়তে ॥

মৌনী ও শুচি হইয়া মনঃসংযমন ও মন্ত্রার্থ চিন্তনপূর্ব্বক অব্যগ্রচিত্তে জপ করিতে হয়। উষ্ণীষ কিম্বা বর্ম্ম পরিধান করিয়া অথবা নগ্ন, মুক্তকেশ, সংঙ্গিগণাবৃত হইয়া, অপবিত্র করে, অপবিত্র ভাবে, কথা বলিতে বলিতে কদাপি জপ করিবে না। নিরাসনে, অথবা গমনকালে, শয়নকালে, ভোজনকালে, চিন্তাব্যাকুলচিত্তে এবং ক্রুদ্ধ, ভ্রান্ত কিম্বা ক্ষুধান্বিত হইয়া জপ করিবে না এবং হস্তদ্বয় আচ্ছাদন না করিয়া অথবা প্রাবৃত মস্তকে জপ করিবে না। পথ ও অমঙ্গল স্থান, অন্ধকারাবৃত গৃহ, এই সকল স্থানে জপ করিতে নাই। চর্ম্মপাদুকায় পদদ্বয় আবৃত করিয়া কিম্বা শয্যায় বসিয়া জপ করিলে ফল হয় না। পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া বা উৎকটাসনে বা যজ্ঞকাষ্ঠে, পাষাণ ও মৃত্তিকাতে বসিয়া জপ করিতে নাই। জপকালে মার্জ্জার, কুক্কুট, বক, কুকুর, শূদ্র, বানর, গর্দ্দভ এই সকল দর্শন করিলে আচমন করিয়া এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শেষ জপ সমাপন করিবে। কিন্তু—

অশুচির্ব্বাশুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈকশরণ্যো বিদ্বান মনসৈব সদাভ্যসেৎ ॥

গমন, অবস্থান ও নিদ্রাকালে শুচি বা অশুচি অবস্থায় মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক বিদ্বান ব্যক্তি মানস জপের অভ্যাস করিবে। সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানেই মানস জপ করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জপসিদ্ধির উপায়।

মন্ত্র-জপে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, মন্ত্রচৈতন্য করিয়া ও মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া যথাবিধি ভাবে জপ করিতে হয়। মন্ত্র সিদ্ধি হইলে জপকালে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ হইয়া থাকে।

হৃদয়ে গ্রন্থিভেদশ্চ সর্ব্বাবয়ববদ্ধনং।
আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ কুলেশ্বরি॥
গদ্গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।

জপকালে হৃদয়-গ্রন্থিভেদ, সর্ব্ব অবয়ব বর্দ্ধিষ্ণুতা, আনন্দাশ্রু, রোমাঞ্চ, দেহাবেশ এবং গদ্গদভাষা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

মনঃ সংহৃত্য বিষয়ান মন্ত্রার্থগতমানসঃ॥
ন দ্রুতং ন বিলম্বঞ্চ জপেন্মৌক্তিকহারবৎ।

জপকালে বিষয় হইতে মনকে আহৃত—অর্থাৎ তুলিয়া লইয়া, মন্ত্রের অর্থ ভাবনা-পূর্ব্বক অতি দ্রুত নহে, অতি বিলম্বে নহে,—অর্থাৎ সমান তালে, মুক্তাহারের যেমন পর পর গাঁথনী, সেইরূপ ভাবে জপ করিবে। একবার দ্রুত একবার বিলম্বে, এইরূপভাবে জপ করিলে জপ সিদ্ধ হয় না।

জাতসূতকমাদৌ স্যাদন্তে চ মৃতসূতকং।
সূতকদ্বয়নির্ম্মুক্তঃ স মন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ॥
তস্মাদ্দেবি প্রযত্নেন ধ্রুবেণ পুটিতং মনুং।
অষ্টোত্তরশতং বাপি সপ্তবারং জপাদিতঃ॥
জপান্তে চ ততো জপ্যাশ্চতুর্ব্বর্গফলাপ্তয়ে।

ব্রহ্মবীজং মনোদত্ত্বা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি।
সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং সূতকদ্বয়মুক্তয়ে।

মন্ত্র উচ্চারণের পূর্ব্বে মন্ত্রের জাতকাশৌচ হয় এবং মন্ত্রোচ্চারণের পরে মৃতাশৌচ হইয়া থাকে। এইরূপ অশৌচদ্বয়যুক্ত মন্ত্র জপ করিলে কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায় না। অতএব অশৌচদ্বয় দূরীকরণার্থ মন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে প্রণব (ওঁ) সংযুক্ত করিয়া শক্ত-পক্ষে একশত আটবার এবং অশক্ত হইলে কেবল সাতবার মূলমন্ত্র জপ করিবে, ইহাতে মন্ত্রাশৌচ বিনষ্ট হয়। তৎপরে প্রকৃত জপ করিবে, তখন আর প্রণবপুটিত করিতে হয় না। প্রাগুক্ত প্রকারে অশৌচ দোষ নিবারিত হয়।

যাহাদের প্রণব (ওঁ) উচ্চারণে অধিকার নাই, তাহার মায়াবীজ (হ্রীং) দ্বারা মন্ত্র পুটিত করিয়া ঐরূপ শক্ত-পক্ষে এক শত আটবার এবং অশক্ত পক্ষে সাতবার জপ করিয়া মন্ত্রাশৌচ নিবারণপূর্ব্বক প্রকৃত জপ করিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রার্থ-জ্ঞান।

মন্ত্রের অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া জপ না করিলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না, অতএব সকলেরই আপন আপন ইষ্টদেবতার আপন আপন মন্ত্রের অর্থ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নিম্নে কতকগুলি মন্ত্রের অর্থ লিখিত হইল, ইহাতে সকলেই আপন মন্ত্র বাছিয়া লইতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন অন্য একটি উপায় লিখিত হইল, যদ্দ্বারা সকলেই

সকল প্রকার মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন,—অর্থাৎ নিম্ন মন্ত্রগুলির মধ্যে কাহারও যদি ইষ্টমন্ত্র না দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তিনি শেষের লিখিত প্রকারে মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শাস্ত্রে আছে—

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটিজপেনাপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥

মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা না জানিয়া জপ করিলে শতকোটি জপেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। অতএব মন্ত্রসিদ্ধিকামী ব্যক্তি মন্ত্রচৈতন্য করিয়া ও মন্ত্রার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া যোনিমুদ্রা বন্ধন করিয়া জপ করিবে।

প্রত্যেক দেবতার একাক্ষর ও দ্ব্যক্ষরাদি নানামন্ত্র আছে। উক্ত একাক্ষর মন্ত্রগুলিকে তন্ত্র-শাস্ত্রে বীজ ও প্রণব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যেমন ব্রহ্মপ্রণব বা বীজ ওঁ, দেবীপ্রণব বা বীজ হ্রীং, শিবপ্রণব বা বীজ হৌং, কৃষ্ণপ্রণব বা বীজ ক্লীং ইত্যাদি।

ঐ প্রকার প্রণব বা বীজের অর্থ জ্ঞাত হইয়া জপ করিতে হয়। এস্থলে তাহাই লিখিত হইল।

শিবের প্রণব বা বীজ—হৌং।

শিববাচী হকারস্তু ঔকারঃ স্যাৎ সদাশিবঃ। শূন্যং দুঃখহরার্থন্তু তস্মাত্তেন শিবং যজেৎ॥

হ—ঔ—ং—হৌং। হ কার মঙ্গলার্থ, ঔ কার নিত্য মঙ্গল এবং অনুস্বার দুঃখ বিনাশক।

—নিত্যমুক্ত-স্বভাব মঙ্গলময় সদাশিব আমাদিগের সংসাররূপ তাপ হরণ করুন।

দুর্গার একাক্ষর মন্ত্র বা বীজ—দুং।

দ দুর্গাবাচকং দেবি উকারশ্চাপি রক্ষণে। বিশ্বমাতা নাদরূপং কুর্ব্বার্থো বিন্দুরূপকঃ। তস্মাত্তেনৈব বীজের দুর্গামারাধয়েৎ শিবে।

হে বিশ্বমাতা দুর্গে! তুমি আমাকে ত্রিতাপ হইতে রক্ষা কর।

কালীর বীজ,—ক্রীং।

ক কালী ব্রহ্ম র প্রোক্তং মহামায়ার্থকশ্চ ঈ। বিশ্বমাতা-র্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। তেনৈব কালিকাং দেবীং পূজয়েৎ দুঃখশান্তয়ে॥

কালী ব্রহ্ম ও মহামায়া। তিনিই বিশ্বপ্রসবিনী ও দুঃখ-নাশিনী। তিনি আমার দুঃখ বিনাশ করুন।

দশভুজার বীজ—হ্রীং।

হকারঃ শিববাচী স্যাৎ রেফঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। মহামায়ার্থ ঈ-শব্দো নাদো বিশ্বপ্রসূঃ স্মৃতঃ। দুঃখনাশার্থকো বিন্দুর্ভুব-নাস্তেন পূজয়েৎ।

শিব-অর্থাৎ পুরুষ এবং প্রকৃতি উভয়ই ইনি মহাময় এবং বিশ্বপ্রসবিনী জননীও ইনি, এবং ভুবনের দুঃখ-বিনাশ কারিণী।

লক্ষ্মীর বীজ—শ্রীং।

মহালক্ষ্ম্যর্থকঃ শঃ স্যাৎ ধনার্থো রেফ উচ্যতে। ঈ তুষ্ট্যর্থোঽপরো নাদো বিন্দুর্দুঃখহারার্থকঃ। লক্ষ্মীদেব্যাবীজমেতৎ তেন দেবীং প্রপূজয়েৎ॥

মহালক্ষ্মী দেবী তুষ্ট হইলে জীবের দুঃখ বিনাশ করেন, এবং ধন প্রদান করিয়া থাকেন।

সরস্বতীর বীজ—ঐং।

সরস্বত্যর্থ ঐ শব্দো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। সরস্বত্যা বীজমেতং তেন বাণীং প্রপূজয়েৎ ॥

সরস্বতীদেবী জীবের দুঃখ হরণ করেন।

গুরুবীজ—ঐং।

অর্থ—গুরুদেব সরস্বতী দানে—অর্থাৎ বাক্যময় মন্ত্রদান করিয়া দুঃখ বিনাশ করেন।—সরস্বতীর বীজ 'ঐং' ঐ 'ঐং' বীজ চন্দ্রযুক্ত (ঐঁ) হইলেই গুরুবীজ হয়।

কৃষ্ণের বীজ (কামবীজ)—ক্লীং।

ক কামদেব উদ্দিষ্টোঽপ্যথ বা কৃষ্ণ উচ্যতে। ল ইন্দ্র ঈ তুষ্টিবাচী সুখদুঃখপ্রদঞ্চ অং। কামবীজার্থ উক্তো বৈ তব স্নেহাৎ মহেশ্বরি ॥

কামদেব মানবের হৃদয়ে কামনাবীজ উদ্দীপিত করিয়া থাকেন। সেই কামকে বিনাশ বা মোহ দান করেন বলিয়া কৃষ্ণ আত্মারাম। কৃষ্ণের প্রসন্নতায় জীবের কাম নাশ হয়, এবং নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ হয়।

মহাকালের বীজ—হুং। (ইহাকে কূর্চ্চবীজও বলে)।

হ শিবঃ কথিতো দেবি উ ভৈরব ইহোচ্যতে। পরার্থো নাদশব্দশ্চ বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ।

পরম শিব ভৈরব মহাকাল দুঃখ-বিনাশন।

গণেশের বীজ—গং।

গণেশার্থো গ উক্তস্তে বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। গং বীজার্থস্তু কথিতং তব স্নেহান্মহেশ্বরি ॥

গণপতি দুঃখনাশক।

মহাগণেশের বীজ—গ্লৌং।

গ গণেশোব্যাপকার্থো লকারস্তেজ উত্তমঃ। দুঃখনাশার্থকো বিন্দুর্গণেশং তেন পূজয়েৎ॥

সর্ব্বব্যাপী তেজোময় গণপতি সর্ব্বদুঃখবিনাশক।

নৃসিংহদেবের বীজ—ক্ষ্রৌং।

ক্ষ নৃসিংহো ব্রহ্মরশ্চ ঊর্দ্ধদন্তার্থকশ্চ ঔ। দুঃখনাশার্থকো বিন্দুর্নৃসিংহং তেন পূজয়েৎ।

ঊর্দ্ধদন্ত নৃসিংহদেব ব্রহ্ম। তিনি আমাদিগের দুঃখহর্ত্তা।

বধূবীজ—স্ত্রীং।

দুর্গোত্তারণবাচ্যঃ স তারকার্থস্তকারকঃ। মুক্ত্যর্থোরেফ উক্তোঽত্র মহামায়ার্থকশ্চ ঈ। বিশ্বমাতার্থকো নাদো বিন্দুর্দুঃখহরার্থকঃ। বধূবীজার্থ উক্তোঽত্র তব স্নেহান্মহেশ্বরি॥

মহামায়া দুর্গা সংসার-ত্রাণকারিণী এবং মোক্ষদায়িনী।

তন্ত্রশাস্ত্র বলেন,—

নামাদিবর্ণৈঃ সর্ব্বেষাং নাম উক্তং স্বয়ম্ভুবা।
তেনৈবার্থন্তু জানীয়াৎ অর্থলভ্যন্তু চিন্তয়েৎ।
যথাযথং বিভক্ত্যন্তং মন্ত্রার্থে চিন্তয়েৎ প্রিয়ে।
তত্তদ্বর্ণাদিযোগেন সংক্ষেপাৎ কথিতং ত্বয়ি।
যত্র বিন্দুদ্বয়ং মন্ত্রে একং দুঃখহরার্থকম্॥
অন্যৎ সুখপ্রদং দেবি জ্ঞাত্বা চার্থং বিচিন্তয়েৎ।
যত্র বিন্দুদ্বয়ং মন্ত্রে অন্যৎ পূর্ণার্থকং মতম্॥
অনেকাক্ষরমন্ত্রে চ স্ব স্ব বীজং স্বনামকম্॥
এবং জ্ঞাত্বা মহেশানি মন্ত্রার্থং পরিচিন্তয়েৎ॥

একবীজদ্বয়ং যত্র পৃথগর্থং প্রকল্পয়েৎ।
বীপ্সার্থং বা মহেশানি জ্ঞাত্বা মন্ত্রং জপেৎ ধিয়া॥

সদাশিব বলিয়াছেন,—দেবতাগণের নাম আদ্যক্ষর সঙ্কেতে বলা হইয়াছে। কাজেই সাধক মন্ত্রের অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া জপ করিবেন, এবং ধ্যেয় দেবতার চিন্তা করিবেন।

মন্ত্রেও বিভক্তি আছে, পরন্তু অর্থানুসারে বিভক্তি উহ্য করিয়া লইয়া তাহার অর্থসঙ্গতি করিতে হয়।

মন্ত্রে যদি দ্বিবিন্দু থাকে, তাহা হইলে এক বিন্দু দুঃখহরণ-অর্থে ও অপর বিন্দু সুখ প্রদান অর্থে সাঙ্কেতিক হইয়াছে।

যেখানে অনেকাক্ষর মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেখানে বুঝিতে হইবে, সেই সকল মন্ত্র দেবতার নাম ও গুণের পরিচায়ক।

এক বীজ যেখানে দুইবার উক্ত হইয়াছে, সেখানে দুই অর্থ কল্পনা করিতে হইবে—কোথাও বা বীপ্সার্থ, কোথাও বা সঙ্গত অর্থ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে অক্ষরের অর্থ উদ্ধার করিয়া মন্ত্রের অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেখানে এক উৎকৃষ্ট উপায় আছে। এই উপায়ে মন্ত্রের অর্থ আপনিই সাধক-হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

মন্ত্রার্থং পরমেশানি সাবধানাবধারয়। মূলাধারে মূলবিদ্যাং ভাবয়েদিষ্টদেবতাং॥ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং ভাবয়েৎ পরমেশ্বরীম্। ধারয়েদক্ষরশ্রেণীমিষ্টবিদ্যাং সনাতনীম্॥ মুহূর্ত্তার্দ্ধং বিভাব্যৈতাং পশ্চাৎ ধ্যানপরো ভবেৎ। ধ্যানং কৃত্বা মহেশানি মুহূর্ত্তার্দ্ধং ততঃ পরম্॥ ততো জীবো মহেশানি মনসা কমলেক্ষণে। স্বাধিষ্ঠানং ততো নত্বা ভাবয়েদিষ্টদেবতাম্॥ বন্ধুকারুণসঙ্কাশাং

জবাবিন্দু রসন্নিভাম্। বিভাব্য চাক্ষরশ্রেণীং পদ্মমধ্যগতাং পরাম্॥ ততো জীবঃ প্রসন্নাত্মা পক্ষিণা সহ সুন্দরি। মণিপূরং ততো গত্বা ভাবয়েদিষ্টদেবতাম্॥ বিভাব্য চাক্ষরশ্রেণীং পদ্মমধ্যগতাং পরাম্। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং শিরঃপদ্মোপরিস্থিতাম্॥ ততো জীবো মহেশানি পক্ষিণা সহ পার্ব্বতি। হৃৎপদ্মং প্রযযৌ শীঘ্রং নীরজায়তলোচনে। ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি ভাবয়েৎ কমলোপরি। বিভাব্য চাক্ষরশ্রেণীং মহামরকতপ্রভাম্॥ ততো জীবো বরারোহে বিশুদ্ধং প্রযযৌ প্রিয়ে॥ তৎ পদ্মগহনং গত্বা পক্ষিণা সহ পার্ব্বতি। ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি আজ্ঞাংশে পরিচিন্তয়েৎ॥ পক্ষিণা সহ দেবেশি খঞ্জনাক্ষি শুচিস্মিতে। ইষ্টবিদ্যাং মহেশানি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণীম্॥ বিভাব্য চাক্ষরশ্রেণীং হরিদ্বর্ণাং বরাননে। আজ্ঞাচক্রে মহেশানি ষট্‌চক্রে ধ্যানমাচরেৎ॥ ষট্‌চক্রে পরমেশানি ধ্যানং কৃত্বা শুচিস্মিতে। ধ্যানেন পরমেশানি যদ্রূপং সমুপস্থিতম্। তদেব পরমেশানি মন্ত্রার্থং বিদ্ধি পার্ব্বতি॥

গুরুদত্ত ইষ্ট-মন্ত্রকে তন্ত্রোক্ত জ্ঞানযোগ অবলম্বনে—অর্থাৎ ভাবনাবিশেষ দ্বারা ষট্‌চক্র শোধিত করিলে তাহার ভাবময় অর্থ (প্রতিপাদ্য) চিত্তবৃত্তিতে প্রতিফলিত বা এক যোগ হইয়া প্রকাশ পায় ও ফলপ্রদ হয়। ষট্‌চক্র পরিশোধনের প্রণালী এইরূপ—

প্রথমে ভাবিবে, ইষ্টদেবতা মূলাধার চক্রে মূল বিদ্যা—অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে রহিয়াছেন। ইঁহার কান্তি নিতান্ত স্বচ্ছ স্ফটিকের সদৃশ। পরে ভাবিবে, তাঁহাতেই ইষ্টমন্ত্রের অক্ষরশ্রেণী তদভেদে বিরাজ করিতেছে। অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত ঐরূপ ভাবনা বা

ধ্যান করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যানযোগে দেখিবেক,—অর্থাৎ ভাবিবেক যে,—জীব মনের সহিত অধিষ্ঠান চক্রে গিয়াছেন। এই স্বাধিষ্ঠান চক্রেও অরুণিমরূপে ইষ্টদেবতা ও মন্ত্রাক্ষর শ্রেণী এক হইয়া বিরাজ করিতেছে। মুহূর্ত্তার্দ্ধ ঐরূপ চিন্তা করিয়া পশ্চাৎ মণিপূর চক্রেও ঐরূপ ভাবনা করা কর্ত্তব্য। অতঃপর ভাবিবে—ইষ্টদেবতা ও তদঙ্গস্থ ইষ্টমন্ত্র শিরঃপদ্মে—অর্থাৎ সহস্র দলকমলে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার বর্ণ—স্ফটিকাপেক্ষা সুশুভ্র। অতঃপর হৃৎপদ্মে জীবের গমন, তথায় ইষ্টদেবতার ও ইষ্টমন্ত্রের দর্শন ধ্যানযোগে চিন্তা করিবে। এই স্থলে ইষ্ট-দেবতা ও ইষ্টমন্ত্র মরকত মণি সপ্রভ। তৎপরে জীবের বিশুদ্ধ চক্রে গমন, তথায় ইষ্টদেবতার ও ইষ্টমন্ত্রের দর্শন চিন্তা করিবে। অনন্তর আজ্ঞাচক্রে জীবের গমন,—ইষ্টদেবতার ও ইষ্টমন্ত্রের দর্শন চিন্তা করিবে। এখানে মন্ত্রময় ইষ্টদেবতা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-স্বরূপিণী ও হরিদ্বর্ণা। ষট্‌চক্রে * এইরূপ এইরূপ ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে এক অনির্ব্বাচ্য রূপ বা ভাব আবির্ভূত হইবে। সেই অনির্ব্বাচ্য রূপ বা ভাব, ষট্‌চক্রশোধিত জপ্য মন্ত্রের অর্থ। এইরূপ অবধারণ করিয়া জপ-পুরশ্চরণাদি করিবে। †

---

* ষট্‌চক্র কোথায় এবং কি ভাবে অবস্থিত, তাহা এই গ্রন্থে ইতঃপূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

† গুরু-শাস্ত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মন্ত্র চৈতন্য করিবার সহজ উপায়।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ।
চৈতন্যরহিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তবর্ণাস্তু কেবলাঃ।
ফলং নৈব প্রযচ্ছন্তি লক্ষকোটিশতৈরপি॥

চৈতন্য সহিত মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ, এবং অচৈতন্য মন্ত্র কেবল বর্ণ মাত্র। অচৈতন্য মন্ত্র শত লক্ষকোটি জপেও ফল প্রদানে সমর্থ হয় না। অতএব জাপককে জাপ্য মন্ত্র চৈতন্য করিয়া লইতে হয়।

মন্ত্রকে চৈতন্য করা, এই কথার অর্থ এই যে,—মন্ত্রকে চিৎশক্তিতে সমারূঢ় করা।—অর্থাৎ বর্ণভাব বা অক্ষরভাব দূরীকৃত করিয়া মন্ত্রকে চেতন ভাবে পরিণামিত করা। মন্ত্র চিৎশক্তি-সমারূঢ় হইলে শাস্ত্রে তাহাকে সচেতন ও সজীব মন্ত্র বলে। অচৈতন্য মন্ত্রের নাম লুপ্তবীজ-মন্ত্র। লুপ্তবীজ-মন্ত্র জপে কোন ফল হয় না। যথা—

লুপ্তবীজাশ্চ যে মন্ত্রা ন দাস্যন্তি ফলং প্রিয়ে॥

মন্ত্রচৈতন্য করা অতিশয় কঠিন সাধনাসাপেক্ষ; ইহা ক্রিয়া-ময়—গুরুর নিকটে ক্রিয়া অবগত হইয়া মন্ত্র চৈতন্য করিলে শীঘ্র ফললাভ হইতে পারে।

মন্ত্র চৈতন্য করিবার বহুবিধ প্রণালী আছে,—এস্থলে কয়েকটি মাত্র লিখিত হইল।

১। চিৎ-শক্তি অক্ষর উচ্চারণের আদি কারণ। চিৎ-শক্তিতেই বর্ণ সকল আরূঢ় থাকে,—অতএব মন্ত্র যখন পূর্ব্বোক্ত ষট্‌চক্র শোধন দ্বারা অক্ষর ভাব পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যে আরূঢ় হয়—অর্থাৎ চেতনা শক্তিতে সমন্বিত হয়, তখন মন্ত্র-চৈতন্য হয়।

২। মনে মনে একতান ভাবে চিন্তা করিবে যে,—বর্ণ সমুদায় সূক্ষ্ম অনাহত শব্দে বাস করে, এবং চিৎ-শক্তির প্রেরণায় সুষুম্না-পথে কণ্ঠদেশ দিয়া অতিবাহিত হয়। তদনন্তর চিন্তা করিবে—মন্ত্রের যে সকল বর্ণ আছে, ঐ বর্ণ সকল চৈতন্যের সহিত এক হইয়া শিরস্থ সহস্রার পদ্মে অবস্থান করিতেছে। সহস্রদলপদ্মে চৈতন্যের প্রকাশ, এবং তাহাতে মন্ত্রাক্ষরের চৈতন্যরূপে অবস্থিতি। এই প্রকার চিন্তার পরে মণিপূর পদ্মকে সেই প্রকার চৈতন্যাধিষ্ঠিত মন্ত্রের প্রাণ বলিয়া চিন্তা করিবে।

এইরূপ প্রকারে মন্ত্র ও চিৎ-শক্তির অভেদ ভাবনা করিতে করিতে উপযুক্ত কালে মন্ত্রে চৈতন্যের আবেশ হয়। বলা বাহুল্য, এই যে চিন্তার কথা বলা হইল—ইহা একতান চিন্তা—অর্থাৎ বিষয়াদি হইতে চিন্তাকে আহৃত করিয়া তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।

৩। সূর্য্যমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া, তাহার মধ্যে ইষ্টমন্ত্রের অবস্থান—এই প্রকার চিন্তা ও মনে মনে সেই মন্ত্রের জপ করিবে, এবং ভাবিবে যে, গুরু সাক্ষাৎ শিবরূপী, মন্ত্র বিষ্ণুরূপী—শক্তি তদভেদে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ চিন্তা করিলেও মন্ত্রে চৈতন্যের আবেশ হইতে পারে।

মন্ত্র চৈতন্য করিবার সংক্ষেপ ও সাঙ্কেতিক কার্য্য অনেক আছে, এস্থলে তাহা প্রকাশ করা অবিধেয় বিবেচনা করা গেল।

মন্ত্র-চৈতন্য হইলে সাধকের হৃদয় নিত্যানন্দে পূর্ণ ও দেবদর্শন হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যোনি-মুদ্রা।

মন্ত্রার্থ, মন্ত্র-চৈতন্য এবং যোনি-মুদ্রা অবগত না হইয়া জপাদি করিলে পূর্ণ ফল লাভ হয় না, একথা তন্ত্র শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র চৈতন্যের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যোনি-মুদ্রা এবং যোনি-মুদ্রা যে জন্য আবশ্যক, তাহা এ স্থলে বলিতেছি। গৌতমীয়তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে,—

পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ প্রোক্তা বর্ণাস্তু কেবলাঃ।
সৌষুম্নধ্বন্যুচ্চরিতা প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে॥
মন্ত্রাক্ষরাণি চিৎশক্তৌ প্রোতানি পরিভাবয়েৎ।
তামেব পরমব্যোম্নি পরমানন্দবৃংহিতে।
দর্শয়াত্যাত্মসদ্ভাবং পূজাহোমাদিভির্ব্বিনা॥

পশুভাবে স্থিত যে মন্ত্র, তাহা কেবল বর্ণ মাত্র। অতএব ঐ সকল মন্ত্র সুষুম্নাধ্বনিতে উচ্চারিত করিয়া জপ করিলে প্রভুত্ব প্রাপ্তি হয়। মূলাধার পদ্মের অন্তর্গত ব্রহ্মনাড়ী এবং ব্রহ্মনাড়ীর অন্তর্গত যে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আছেন, সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুল-কুণ্ডলিনী

শক্তি এই স্বয়ম্ভূ লিঙ্গকে আবেষ্টন করিয়া আছেন। সাধক জপকালে মন্ত্রাক্ষর সমুদয় এই কুণ্ডলিনী শক্তিতে গ্রথিত করিয়া এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে উত্থাপিত করত সহস্রার কমল-কর্ণিকার মধ্যবর্ত্তী পরমানন্দময় পরম শিবের সহিত একীভূত করিবে।

কুলার্ণব নামক মন্ত্রগ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে,—

মনোঽন্যত্র শিবোঽন্যত্র শক্তিরন্যত্র মারুতঃ।
ন সিদ্ধ্যতি বরারোহে কল্পকোটিশতৈরপি॥

জপ কালে মন, পরম শিব, শক্তি এবং বায়ু পৃথক্ পৃথক্ স্থানে থাকিলে—অর্থাৎ ইহাদিগের একত্র সংযোগ না হইলে শতকোটি কল্পেও মন্ত্রসিদ্ধি হয় না।

মন, পরমশিব, শক্তি এবং বায়ুর ঐকাত্ম্য সম্পন্ন করিবার জন্যই যোনিমুদ্রার প্রয়োজন।

যোনি-মুদ্রা এক প্রকার যোগ। অভ্যাসের দ্বারা উহাতে সিদ্ধি লাভ করা যায়। গুরুর নিকটে দেখিয়া লইয়া তৎপরে অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেই ভাল হয়।

যোনিমুদ্রা এইরূপ—

আদৌ পূরকযোগের স্বাধারে পূরয়েন্মনঃ। গুদমেঢ্রান্তরে যোনিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবর্ত্ততে। ব্রহ্মযোনিগতং ধ্যাত্বা কামং বন্ধুক-সন্নিভং। সূর্য্যকোটি-প্রতিকাশং চন্দ্রকোটি-সুশীতলম্। তস্যোর্দ্ধে তু শিখা সূক্ষ্মা চিদ্রূপা পরমা কলা। তথাপি হিতমাত্মানমেকী-ভূতং বিচিন্তয়েৎ। গচ্ছন্তি ব্রহ্মমার্গেণ লিঙ্গত্রয়ক্রমেণ বৈ। অমৃতং তদ্বিসর্গস্থং পরমানন্দলক্ষণম্। শ্বেতরক্তং তেজসাক্যং সুধাধারা-প্রবর্ষিণং। পীত্বা কুলামৃতং দিব্যং পুনরেব বিশেৎ কুলং। পুন-রেব কুলং গচ্ছেন্মাত্রাযোগেন নান্যথা। সা চ প্রাণসমা খ্যাতা

হৃস্মিংস্তন্ত্রে ময়োদিতা। পুনঃ প্রলীয়তে তস্যাং কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মকম্। যোনিমুদ্রা পরাহ্যেষা বন্ধস্তস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তস্যাস্তু বন্ধমাত্রেণ তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥

প্রথমে পূরকযোগ দ্বারা (প্রাণায়াম-ক্রিয়ার পূরক) স্বীয় মূলাধার পদ্মমধ্যে বায়ুর সহিত মনকে পূরণ করিবেন। গুহ্যদ্বার অবধি উপস্থ পর্য্যন্ত স্থানকে যোনিমণ্ডল বলে। এই যোনিদেশকে আকুঞ্চিত করিয়া যোনিমুদ্রা বন্ধনে প্রবৃত্ত হইবে। তারপরে, ব্রহ্মযোনিমধ্যে বন্ধুকপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ, কোটীসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং কোটী চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, কামদেব অবস্থিত আছেন; এইরূপ কামদেবকে ধ্যান করিয়া তাহার উর্দ্ধভাগে বহ্নিশিখার ন্যায় সূক্ষ্মা চৈতন্য-স্বরূপা পরমাশক্তি পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া আছেন,—ইহা চিন্তা করিবে। প্রাণায়াম-যোগ-প্রভাবে বায়ুর সহযোগে তিন লিঙ্গ—অর্থাৎ স্থুল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই তিন প্রকার অবয়ব-বিশিষ্ট জীবাত্মা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহিত সুষুম্না নাড়ীর রন্ধ্রমধ্য দিয়া ক্রমে ব্রহ্মমার্গে গমন করেন। শিরঃস্থিত অধোমুখ কমল-কর্ণিকা-মধ্যে সেই কুণ্ডলিনী শক্তি পরমাত্মার সহিত সঙ্গমাশক্তা আছেন। তাঁহা হইতে পরমানন্দময় তেজোবিশিষ্ট পাটলবর্ণ অমৃতধারা গলিত হইতেছে। জীবাত্মা যোগ-প্রভাবে মূলাধার হইতে উর্দ্ধদেশে উঠিয়া সেই দীপ্তিবিশিষ্ট কুলামৃত পান করিয়া পুনর্ব্বার অধোদেশে অবতারিত হইয়া সেই মূলাধারস্থ ব্রহ্ম-যোনিমণ্ডলে আসিয়া প্রবেশ করেন। সাধক জীবাত্মার পুনর্ব্বার উর্দ্ধভাগে এবং অধোভাগে ব্রহ্মযোনিতে গমন এবং আগমনরূপ প্রাণায়াম-মাত্রাযোগেই করিবে। এইরূপ গমনাগমন ও সুধাপানরূপ

প্রাণায়াম তিনবার করিবে। সেই মূলাধার পদ্মে ব্রহ্মযোনিস্থিতা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি পরমাত্মার প্রাণস্বরূপা হইয়া আছেন;—এইরূপ গমনাগমনের পর পুনর্ব্বার ঐ জীবাত্মা কালাগ্ন্যাদি শিবাত্মক ব্রহ্মযোনিতে প্রলীন হইতেছেন,—ইহাই চিন্তা করিবে; ইহারই নাম যোনিমুদ্রা। ইহা সকল মুদ্রার শ্রেষ্ঠ, ইহার বন্ধনমাত্রেই সাধক, এমন কোন বিষয় নাই, যাহাতে সিদ্ধি লাভ না করিতে পারেন। ক্রমাভ্যাসে এই মুদ্রা-বন্ধন শিক্ষা হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রের সেতু।

তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে সেতু ভিন্ন মন্ত্র-জপ নিস্ফল হয়।

নিঃসেতুং সলিলং নদ্বৎ ক্ষণান্নিম্নং প্রগচ্ছতি।
মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতুঃ ক্ষণাৎ ক্ষরতি যজ্বনাং॥

যেমন সেতু-বিহীন জল ক্ষণকালমধ্যে নিম্নপ্রদেশে গমন করে, সেইরূপ সেতু-বিহীন মন্ত্র সাধকের ফলদায়ক হয় না। সেতুর ভাষা নাম বাঁধ।

শাস্ত্রাণাং প্রণবঃ সেতুর্ম্মন্ত্রাণাং প্রণবঃ স্মৃতঃ।
শ্রবত্যনোঙ্কৃতঃ পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতে॥

সর্ব্ব প্রকার মন্ত্রেরই 'ওঁ' এই বীজ সেতু। জপের পূর্ব্বে 'ওঁ' এই সেতু না থাকিলে জপ পতিত হয়, এবং পরে সেতু না থাকিলে ঐ মন্ত্র বিশীর্ণ হয়। অতএব মন্ত্রের পূর্ব্বে ও পরে সেতু-মন্ত্র (ওঁ) জপ আবশ্যক।

স্ত্রী ও শূদ্রের ওঁ উচ্চারণে অধিকার নাই। তাঁহাদের সেতু ঔঁ এই বীজ। যথা,—

চতুর্দ্দশঃ স্বরো যোঽসৌ সেতুরৌকারসংজ্ঞকঃ।

স চানুস্বারনাদাভ্যাং শূদ্রাণাং সেতুরুচ্যতে॥

চতুর্দ্দশ স্বর ঔ, ইহাতে নাদবিন্দু যোগ করিলে ঔঁ এই বীজ হয়; ইহাই শূদ্রের সেতু।

ব্রাহ্মণ—রমণীগণের মন্ত্রাদিতে শূদ্রের ন্যায় অধিকার হওয়ায় তাঁহাদেরও ঔঁ এই বীজ সেতু।

সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

